মুসলিম শরীফ

(প্রথম খণ্ড)

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত ও সম্পাদিত

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মুসলিম শরীফ (প্রথম খণ্ড)
ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)
সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত ও সম্পাদিত

ইফা. অ.স. : ৭১/২

ইফা প্রকাশনা : ১৫৯৭/৪
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৩
ISBN : 984-06-0100-8

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৮৯

পঞ্চম সংস্করণ
এপ্রিল ২০১০
চৈত্র ১৪১৬
রবিউস সানী ১৪৩১

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রচ্ছদ
কাজী শামসুল আহসান

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ হালিম হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য ঃ ২৩০.০০

MUSLIM SHARIF (1st Part) Arabic Hadith Compilation by Imam Abul Husain Muslim Ibnul Hazzaz Al-Kushairi An-Nishapuri (Rh.) translated and edited by the Sihah Sittah Editorial Board and published by Director, Translation & Compilation Dept., Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394. April 2010

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 230.00 ; US Dollar 6.75

মহাপরিচালকের কথা

সিহাহ্ সিত্তাহ্ তথা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের মধ্যে বুখারী শরীফের পরেই মুসলিম শরীফের স্থান। মধ্য এশিয়ার খোরাসানের বিশ্ববিখ্যাত হাফেযুল হাদীস হযরত আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (র) এই সংকলনটি প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কা-মদীনা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যাপক সফর করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে পবিত্র হাদীস সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর অন্যতম উস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর সংগৃহীত ৩ লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে নিবিড়ভাবে যাচাই-বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি বাদে) তাঁর 'সহীহ্' সংকলনে লিপিবদ্ধ করেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শরীআতের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এগুলো বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিষয়ানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও অসাধারণ প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরীআতের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো এখানে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় তা বিন্যাস করেন, যা হাদীসবেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রতিটি যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অনাগত দিনেও এর প্রয়োজন ফুরাবে না।

বস্তুত ইসলামী শরীআতের মৌলিক দুটি উৎস—পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এই সংকলনটি এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে পঠিত এই গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদ্রাসার উচ্চ শ্রেণীগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের প্রথিতযশা আলিমদেরকে দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে ১৯৮৯ সালে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে। অল্পকালের মধ্যেই এর চারটি সংস্করণের মুদ্রিত কপিগুলো ফুরিয়ে যায়। পাঠক মহলের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করে আমরা এবার এর পুনঃ সম্পাদনাকৃত পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করলাম।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র হাদীস অধ্যয়ন করে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নীতি ও আদর্শ অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শরীআতের মূল উৎস হিসেবে মহান আল্লাহ্‌র বাণী—পবিত্র কুরআনের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী—পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। তাঁর এইসব হাদীস বা সুন্নাহকে সংগ্রহ করে যাঁরা লিপিবদ্ধকারে সংকলন করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হচ্ছেন ইমাম মুসলিম (র)।

তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপক সফর করে মূল্যবান হাদীস সংগ্রহ করেন। হাফেয আবূ বকর আল-খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সংগৃহীত প্রায় ৩ লক্ষ হাদীস থেকে চয়ন করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি বাদে) নিয়ে এই 'সহীহ' সংকলনটি প্রণয়ন করেন।

সহীহ্ মুসলিমের পর আজ অবধি এর চেয়ে উত্তম কোন হাদীস সংকলন কেউ প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। তাই যুগে যুগে তা গবেষক ও পাঠকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। এই সংকলনে তিনি বুখারী শরীফের মত ঈমান, ইল্‌ম, তাহারাত, পঞ্চ রুকন, তাফসীর, আদব, ব্যবসা ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয় ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করেন এ কারণে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মুসলিম শরীফের হাদীস এবং সূত্র ও ভাষ্য অধ্যয়নে অধিক আগ্রহী হন।

এই সংকলনটি ইসলামী উলূম ও ফুনূন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে গবেষক ও আগ্রহী পাঠক সাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। বিশেষ করে এর ভূমিকা পর্বটি হাদীসের পরিচয় সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনার জন্য পাঠকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

আমাদের সম্মানিত পাঠক মহলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার প্রথম খণ্ডের পুনঃ সম্পাদনাকৃত পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করলাম। ইতোমধ্যে এর সব কয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং যথাসময়ে এগুলো পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে পুরো সেট সরবরাহে আমরা সচেষ্ট রয়েছি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শকে সঠিকভাবে জেনে নিজেদের জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক,
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

অধ্যায় : হায়েয /৩১২-৩৬১

সম্পাদনা পরিষদ

মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ	সদস্য
মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সামাদ	সদস্য
ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	সদস্য
মাওলানা রূহুল আমীন খান	সদস্য
মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ	সদস্য-সচিব

পঞ্চম সংস্করণ সম্পাদনা

মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম
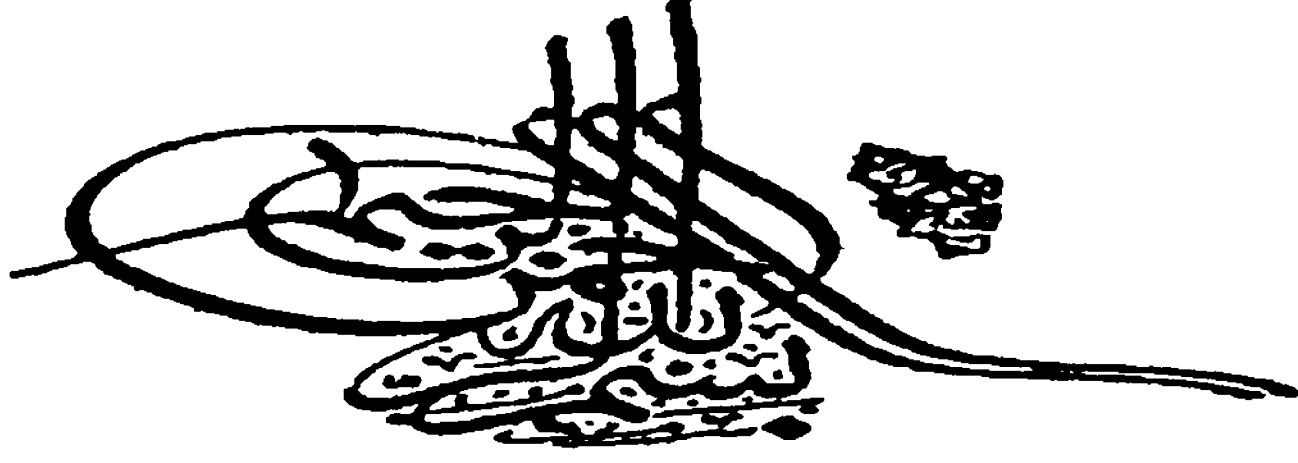
ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-স্তম্ভ এবং হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড আর হাদীস এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী ﷺ-এর পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি, আদর্শ, তাঁর কথা, কাজ, হেদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্রাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী ﷺ-এর উপর যে ওহী নাযিল করেছেন—তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ "ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া" (উমদাতুল ক্বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحى متلو) মাধ্যমে প্রাপ্ত—যার নাম 'কিতাবুল্লাহ্' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব, ভাষা-উভয়ই আল্লাহ্‌র, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হুবহু আল্লাহ্‌র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وحى غير متلو) মাধ্যমে প্রাপ্ত; এর নাম 'সুন্নাহ্' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহ্‌র, কিন্তু নবী (সা) তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায়, নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর সরাসরি নাযিল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী, তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হতো এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারত না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের ধারক, বাহক এবং কুরআন তাঁর ওপরই নাযিল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেন নি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ এবং বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবন-বিধান পেশ করেছেন। তা করতে গিয়ে তিনি যে সকল কথা বলেছেন, যে সব কাজ ও আচার-আচরণ করেছেন এবং মৌনভাবে যা কিছু অনুমোদন করেছেন তাই হাদীস। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী ﷺ যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তাও যে শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী (সা)-এর বাণীর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন :

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى

"তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন তা সবই আল্লাহ্র ওহী।" (সূরা নাজ্ম : ৩ ও ৪)

وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلَ - لاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ - ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ .

"তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমার নামে চালিয়ে দিতেন, তবে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম। (সূরা আল-হাক্কাহ : ৪৪-৪৬)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : "রূহুল কুদ্স (জিব্রাঈল) আমার মানসপটে ফুঁকে দিলেন যে, নির্ধারিত পরিমাণ রিয্ক পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ না করা এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রাণীই মরতে পারে না।" (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ্) "আমার কাছে জিবরাঈল (আ) এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চৈঃস্বরে 'তাকবীর' ও 'তাহলীল' বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন।" (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩) "জেনে রাখ ! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস।" (আবূ দাঊদ, ইব্ন মাজাহ, দারিমী) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন :

وَ مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর : ৭)

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র) লিখেছেন, "দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।" আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইল্মে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্র কালামের লক্ষ্য, তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহ্কামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।"

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে 'হাদীস' (حـــديـث) মানে কথা; প্রাচীন ও পুরাতন-এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে তা-ই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী ﷺ

আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : কাওলী হাদীস, ফে'লী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা উদ্ধৃত হয়েছে তাকে কাওলী (কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়ত, মহানবী ﷺ-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফে'লী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়ত, সাহাবীগণ মহানবী ﷺ-এর সম্মুখে যে সব কথা বলেছেন বা যেসব কাজ করেছেন আর তাঁর নীরবতা দ্বারা তা অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে, সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম **'সুন্নাহ'** (سنة)। সুন্নাহ শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী ﷺ অবলম্বন করতেন তা-ই সুন্নাতুন নবী ﷺ। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক প্রচারিত যে অনুপম আদর্শ, তা-ই সুন্নাহ। কুরআন মজীদে 'মহোত্তম আদর্শ' (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) বলতে এই সুন্নাহকেই বোঝানো হয়েছে। (ফিক্‌হ শাস্ত্রে সুন্নাহ বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয়, তা বোঝায়, যেমন সুন্নাত সালাত)। হাদীসকে আরবী ভাষায় 'খবর' (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বোঝায়।

'আসার' (اثار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু পরবর্তীকালীন মুহাদ্দিসদের অনেকেই 'হাদীস' ও 'আসার'-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে, সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাকে 'আসার' বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্ব কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না, কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব 'আসার'কে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস'।

ইল্‌মে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী (صحابى) : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর 'সাহাবী' বলে।

তাবিঈ (تابعى) : যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন সাহাবীর কাছে হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে 'তাবিঈ' বলে।

মুহাদ্দিস (محدث) : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে 'মুহাদ্দিস' বলে।

শায়খ (شيخ) : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে 'শায়খ' বলে।

শায়খায়ন : সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বক্‌র ও উমর (রা)-কে একত্রে 'শায়খায়ন' বলা হয়। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং হানাফী ফিক্‌হের পরিভাষায় ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-কে একত্রে 'শায়খায়ন' বলা হয়।

হাফিয (حافظ) : যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্ত সহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হাফিয' বলে। একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হুজ্জাত' (حجة) বলে।

হাকিম (حاكم) : যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হাকিম' বলে।[১]

রাবী (راوى) : যিনি হাদীস বর্ণনা করেন, তাঁকে রাবী বা বর্ণনাকারী বলে।

রিজাল (رجال) : হাদীসের রাবীসমষ্টিকে 'রিজাল' বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে 'আসমাউর রিজাল' (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত (روايت) : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ (سند) : হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে 'সনদ' বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন (متن) : হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে 'মতন' বলে।

মারফূ' (مرفوع) : যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে 'মারফূ হাদীস' বলে।

মাওকূফ (موقوف) : যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র ঊর্ধ্বদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে 'মাওকূফ হাদীস' বলে। এর অপর নাম 'আসার' (اثر)।

মাকতূ' (مقطوع) : যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে 'মাকতূ হাদীস' বলে।

তা'লীক (تعليق) : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিকেই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে 'তা'লীক বলে। কখনো কখনো তালীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও তা'লিক বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ্-এ এরূপ বহু তালিক রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, বুখারীর সমস্ত তালীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তা'লীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস (مدلس) : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে মনে হয় যে তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের কাছে তা শুনেছেন অথচ তিনি তার কাছে সে হাদীস শুনেন নি, সে হাদীসকে 'হাদীসে মুদাল্লাস' বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদ্‌লীস' বলে। আর যিনি এইরূপ করেন, তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় যে পর্যন্ত না

১. সাধারণভাবে এটাই প্রসিদ্ধ যে, হাফিয, হুজ্জাত ও হাকিম নির্দিষ্ট সংখ্যক হাদীসের জ্ঞাতাকে বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর জন্য হাদীসের কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই, বরং এখনো সম্মানসূচক উপাধি, যা বিভিন্ন সময়ে বড় বড় মুহাদ্দিছগণ তাদের পান্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ উলামায়ে কিরাম কর্তৃক লাভ করেছেন। এর মধ্যে আবার হাকিম শব্দটি আদৌ হাদীস শাস্ত্রীয় পরিভাষা নয়: বরং প্রাচীনকালে এটা বিচারকদের জন্য প্রযোজ্য হত।

একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র নির্ভরযোগ্য সিকাহ্ রাবী থেকেই তাদ্‌লীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের কাছে শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুয্‌তারাব (مضطرب) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসকে 'হাদীসে মুয্‌তারাব' বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্‌কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে (অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না)।

মুদ্‌রাজ (مدرج) : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন সে হাদীসকে 'মুদ্‌রাজ' বলে এবং এইরূপ করাকে 'ইদ্‌রাজ' (ادراج) বলে। ইদ্‌রাজ হারাম, অবশ্য যদি এরদ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় এবং একে মুদ্‌রাজ বলে সহজে বোঝা যায়, তবে দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল (متصل) : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে 'মুত্তাসিল' হাদীস বলে।

মুনকাতি' (منقطع) : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে 'মুনকাতি হাদীস' বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা (انقطاع)।

মুরসাল (مرسل) : যে হাদীসের সনদের ইন্‌কিতা শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামোল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে 'মুরসাল' হাদীস বলে।

মুতাবি' ও শাহিদ (متابع ، شاهد) : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায়; তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির 'মুতাবি' বলে—যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে 'মুতাবা'আত' বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন; তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসটিকে 'শাহিদ' বলে। আর এরূপ হওয়াকে 'শাহাদত' বলে। মুতাবা'আত ও শাহাদত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মু'আল্লাক (معلق) : সনদের ইনকিতা প্রথমদিকে হলে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে 'মুআল্লাক' হাদীস বলে।

মা'রূফ ও মুনকার (معروف ، منكر) : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস সিকাহ্ বা শক্তিশালী রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে সিকাহ্ রাবীর হাদীসকে 'মা'রূফ' এবং দুর্বল রাবীর হাদীসটিকে 'মুনকার' বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ্ (صحيح) : যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাব্‌ত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটিমুক্ত, তাকে 'সহীহ্' হাদীস বলে।

হাসান (حسن) : যে হাদীসের কোন রাবীর যাব্‌তগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে 'হাসান' হাদীস বলে। ফিকাহ্‌বিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ (ضعيف) : যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন, তাকে 'যঈফ' হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে যঈফ বা দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় (নাউযুবিল্লাহ্) মহানবী ﷺ-এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযূ' (مـوضـوع) : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে 'মাওযূ' হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক (مـتـروك) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে 'মাতরূক' হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম (مـبـهـم) : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি যার ভিত্তিতে তার দোষ-গুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে 'মুবহাম' হাদীস বলে। এ ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির (مـتـواتـر) : যে সহীহ্ হাদীস যুগে যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের পক্ষে মিথ্যার উপর দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে 'মুতাওয়াতির' হাদীস বলে। এ ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ (الخبر الواحد) : যে হাদীস প্রতিটি যুগে এক, দুই বা ততোধিক সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত কিন্তু সে সংখ্যা মুতাওয়াতির হাদীসের বর্ণনাকারীদের সমান নয়, তাকে 'খবরে ওয়াহিদ' বা 'আখবারুল আহাদ' (اخبار الاحد) বলে। এই হাদীস তিন প্রকার :

মাশহুর (مشهور) : যে সহীহ্ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে 'মাশহূর' হাদীস বলে।

আযীয (عزيز) : যে সহীহ্ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে 'আযীয' বলে।

গরীব (غريب) : যে সহীহ্ হাদীস কোন যুগে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে 'গরীব' হাদীস বলে।

হাদীসে কুদ্সী (حديث قدسى) : এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রাপ্ত (যেমন قال الله) আল্লাহ্ তাঁর নবী ﷺ-কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিব্রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন; মহানবী ﷺ আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে নিজ ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন, যেমন নবী ﷺ ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করেছি।' হাদীসে কুদসীকে **'হাদীসে ইলাহী'** (الهى) বা **'হাদীসে রব্বানী'** (ربانى)-ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হ (متفق عليه) : যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে 'মুত্তাফাক আলায়হ' হাদীস বলে।

আদালত (عدالت) : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাক্ওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে 'আদালত' বলে। এখানে তাক্ওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তাঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বোঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে 'আদিল' বলে।

যাব্ত (ضبط) : যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে, তাকে 'যাব্ত' বলে।

সিকাহ (ثقة) : যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাব্ত, উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাকে 'সিকাহ', 'সাবিত' (ثابت) বা 'সাবাত' (ثبت) বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হলো :

১. **আল-জামি'** (الجامع) : যে সব হাদীস গ্রন্থে (ক) আকীদা-বিশ্বাস, (খ) আহ্কাম (শরী'আতের আদেশ-নিষেধ), (গ) আখ্লাক ও আদব, দয়া, সহানুভূতি, পানাহারের আদব, সফর ও কোন স্থানে অবস্থান, (ঘ) কুরআনের তাফসীর, (ঙ) ইতিহাস, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মুকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, (চ) বিশৃংখলা-বিপর্যয়, (ছ) কিয়ামতের আলামত এবং (জ) সাহাবায়ে কিরাম ও বিভিন্ন গোত্রের মর্যাদা—এই আট প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়, তাকে 'আল-জামি' বলা হয়। সহীহ্ বুখারী ও জামি তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ্ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম, তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা 'জামি' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। বস্তুত জামি'-এর উপরিউক্ত সংজ্ঞাসহ আবদুল আযীয (র) প্রদত্ত, প্রাচীন মুহাদ্দিসগণ এ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ করতেন না। তাঁরা সাধারণত আভিধানিক অর্থেই শব্দটি প্রয়োগ করতেন। অর্থাৎ যে গ্রন্থে বিভিন্ন রকমের হাদীস সংকলিত হয়েছে, তা যে পন্থায়ই হোক। তাই তো মুআত্তা মালিককেও জামি' বলা হয়েছে।

২. **আস-সুনান** (السنن) : যে সব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহ্কাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিক্হের গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয়, তাকে 'সুনান' বলে। যেমন সুনানে আবূ দাঊদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইব্ন মাজাহ্ ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এক হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. **আল-মুসনাদ** (المسند) : যে সব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিক্হের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না, তাকে 'আল-মুসনাদ' বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। ইমাম আহমাদ (র)-এর আল-মুসনাদ, মুসনাদে আবূ দাঊদ তায়ালিসী ইত্যাদি এই শ্রেণীর হাদীস গ্রন্থ।

৪. **আল-মু'জাম** (المعجم) : যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক-একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয়, তাকে 'আল-মু'জাম' বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত 'আল-মু'জামুল কাবীর'।

৫. **আল-মুস্তাদরাক** (المستدرك) : যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সেই সব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয়, তাকে 'আল-মুস্তাদরাক' বলে। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরীর আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থ।

৬. **রিসালা** (رسالة) : যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে 'রিসালা' বা 'জুয' (جزء) বলে।

সিহাহ্ সিত্তাহ (الصحاح الستة) : সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে তিরমিযী, সুনানে আবূ দাঊদ, সুনানে নাসাঈ ও সুনানে ইব্ন মাজাহ, এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে 'সিহাহ্ সিত্তাহ' বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইব্ন মাজাহর পরিবর্তে ইমাম মালিক (র)-এর মুআত্তাকে, আবার কেউ সুনানুদ-দারিমীকে সিহাহ্ সিত্তাহর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সহীহায়ন (صحيحين) : সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে 'সহীহায়ন' বলে।

সুনানে আরবা'আ (سنن اربعة) : সিহাহ্ সিত্তাহর অপর চারটি গ্রন্থ—সুনানে আবূ দাঊদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে নাসাঈ ও সুনানে ইব্ন মাজাহকে একত্রে 'সুনানে আরবা'আ' বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ

হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তবকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী (র) তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' নামক কিতাবে হাদীসসমূহকে পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন, তা নিম্নরূপ :

প্রথম স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি : মুআত্তা ইমাম মালিক, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ্—বিশুদ্ধ।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ্ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। নাসাঈ শরীফ, আবূ দাঊদ শরীফ ও তিরমিযী শরীফ এ স্তরের কিতাব। সুনানে দারিমী, সুনানে ইব্ন মাজাহ এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইব্ন আহমাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। অনেকের মতে ইমাম তাহাবীর 'শারহু মা'আনিল আসার-ও এই স্তরের গ্রন্থ।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবে সহীহ্, হাসান, যঈফ ও মুন্‌কার—সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবূ ইয়ালা, মুসনাদ আবদুর রায্‌যাক এবং বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানী (র)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

চতুর্থ স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইব্ন হিব্বানের কিতাবুয-যুআফা, ইব্ন আসীরের কামিল ও খাতীব বাগদাদী, আবূ নুআয়মের কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর

পঞ্চম স্তরে রয়েছে সেই সকল কিতাব, যাতে মাওযূ' ও জাল হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে। ইব্ন জাওযী, সান'আনী ও সুয়ূতী এ জাতীয় গ্রন্থ সংকলন করেছেন।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ্ হাদীস রয়েছে

বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ্ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ্ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন ঃ "আমি আমার এ কিতাবে সহীহ্ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দিইনি এবং বহু সহীহ্ হাদীসকে আমি বাদও দিয়েছি।" অনুরূপ ইমাম মুসলিম (র) বলেন : "আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি, তা সমস্তই সহীহ্, কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে, সেগুলো সমস্তই যঈফ।"

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ্ হাদীস ও সহীহ্ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর মতে 'সিহাহ্ সিত্তাহ' মুআত্তা ইমাম মালিক ও সুনানে দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ্ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ্ ইব্ন খুযায়মা—আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (৩১১ হিজরী);
২. সহীহ্ ইব্ন হিব্বান—আবূ হাতিম মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান (৩৫৪ হিজরী);
৩. আল্-মুস্তাদরাক—হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী (৪০২ হিজরী);
৪. আল-মুখতারা—যিয়াউদ্দিন আল-মাকদিসী (৭৪৩ হিজরী);
৫. সহীহ্ আবূ আওয়ানা—ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক (৩১১ হিজরী);
৬. আল-মুনতাকা—ইবনুল জারূদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী।

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ রাজা সিন্ধী (২৮৬ হিজরী) এবং ইব্ন হাযম জাহিরীরও (৪৫৬ হিজরী) এক-একটি সহীহ্ কিতাব ছিল বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এগুলোকে সহীহ্ বলে গ্রহণ করেছেন কি না বা কোথাও এগুলোর পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কি না, তা জানা যায় নি।

হাদীসের সংখ্যা

হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাত শ' সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুল্লেখ (তাকরার)[২] সহ মোট ৪০ হাজার এবং 'তাকরার' বাদে ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্মাল'-এ ৩০ হাজার এবং মূল 'কানযুল উম্মাল'-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। এই কিতাবখানি বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইব্ন আহ্মাদ সমরকন্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আসারসহ এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ্ সিত্তাহয় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে, হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, (এমনকি শুধু নিয়্যত সম্পর্কীয় হাদীসটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে—(তাদ্বীন, ৫৪ পৃ.) আর আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে, সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংকলন ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী ﷺ-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করেছেন :

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَاً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَ وَعَاهَا وَ اَدَّاهَا اِلٰى مَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا .

২ এক কথাকে পুনঃ পুনঃ বলাকেই 'তাকরার' বলে। আমাদের মুহাদ্দিসগণ নানা কারণে এক হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন বার বর্ণনা করেছেন।

"আল্লাহ্! সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন, যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফাযত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌঁছে দিল—যে তা শুনতে পায়নি।" (তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯০; উমদাতুল কারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫)।

মহানবী আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন : "এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে, তাদের কাছে পৌঁছে দেবে" (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন : "আজ তোমরা আমার কাছে দীনের কথা শুনছ, তোমাদের কাছ থেকেও (তা) শোনা হবে এবং তোমাদের কাছে থেকে যারা শুনবে, তাদের থেকে (তা) শোনা হবে" (মুস্তাদরাক, হাকিম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৫)। তিনি আরো বলেন : "আমার পরে লোকেরা তোমাদের কাছে হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে এলে তাদের প্রতি সদয় হয়ো এবং তাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করো" (মুসনাদ আহমাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন : "আমার কাছ থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও" (সহীহ্ বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী বলেন : "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়" (সহীহ্ বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ্-এর উল্লেখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী সূত্রের মাধ্যমে মহানবী-এর হাদীস সংরক্ষিত হয় : ১. উম্মাতের নিয়মিত আমল, ২. রাসূলুল্লাহ্-এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের কাছে লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং ৩. হাদীস মুখস্থ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, এরপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক-পরম্পরায় তার প্রচার।

প্রাচীন আরবদের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ প্রখর। কোনকিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ছিল। মহানবী যখনই কোন কথা বলতেন উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, তারপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলুল্লাহ্-এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্-এর হাদীস মুখস্থ করতাম। আর তাঁর কাছ থেকে তো হাদীস মুখস্থ করাই উচিত।" (সহীহ্ মুসলিম, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ যে নির্দেশই দিতেন সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী-এর কাছে হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক-একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকত। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেত" (আল মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬১)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নিই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস অধ্যয়ন করি" (দারেমী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস্ সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনীশক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হত না। পরবর্তীকালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। "হাদীস মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইন্তিকালের শতাব্দীকাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে" বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, তার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন :

لاَ تَكْتُبُوْا عَنِّى وَ مَنْ كَتَبَ عَنِّى غَيْرَ الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحُهُ .

"আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার কাছ থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে"(সহীহ্ মুসলিম)।

কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না, মহানবী ﷺ সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন : "হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বললেন : আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার" (দারেমী)।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে যা কিছু শুনতাম মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম। এরপর তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আঙুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বললেন : اُكْتُبْ فَوَ الَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ الْحَقُّ .

"তুমি লিখে রাখ। সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এ মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না" (আবূ দাউদ, মুস্নাদ আহমাদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী)।

তাঁর সংকলনের নাম ছিল 'সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন যা আমি নবী করীম ﷺ-এর কাছে শুনেছি" (উলূমুল হাদীস, পৃষ্ঠা ৪৫)। এ সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী ﷺ বললেন : اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَ اَوْمَا بِيَدِهِ اِلَى الْخَطِّ .

"তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও। এরপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন" (তিরমিযী)।

আবূ হুরায়রা (রা) আরো বলেন, “মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাষণ দিলেন। আবূ শাহ ইয়ামানী (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী করীম ﷺ ভাষণটি তাঁকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন” (সহীহ্ বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদ)।

হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল” (ফাতহুল বারী, শরহে বুখারী)। আবূ হুরায়রা (রা)-এর সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশ্‌ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) তাঁর (স্বহস্তে লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী ﷺ-এর কাছ থেকে শুনে লিখে নিয়েছি। তারপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি। (মুস্‌তাদরাক হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৩)

রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীস লিখে রাখেন। (মুসনাদ আহমাদ)

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তাঁর সাথেই থাকত। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লিখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনা মুনাওয়ারার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (সহীহ্ বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বললেন, এটা ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর স্বহস্তে লিখিত (জামিউ বায়ানিল ইল্‌ম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭)।

স্বয়ং মহানবী ﷺ হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারি করেন, বিভিন্ন গোত্রপ্রধান ও রাজণ্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যে সব জমি, খনি ও কূপ দান করেন, তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ﷺ-এর সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর মজলিসে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর কাছে স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-এর ‘সহীফায়ে সাদিকা’, আবূ হুরা’,রা (রা)-এর ‘সহীফায়ে সাহীহা’, ‘সহীফায়ে আলী’ (রা), ‘সহীফায়ে সা’দ ইব্‌ন উবাদা’ (রা) ও ‘মাকতূবাতে নাফি’ [আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)]-এর সংকলন (সমধিক প্রসিদ্ধ)।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেছেন। একমাত্র আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট আটশ’ তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উরওয়া ইবনুয যুবায়র, ইমাম যুহরী, হাসান বাসরী, ইব্‌ন সীরীন, নাফে’, যয়নুল আবেদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ্, মাসরূক, মাকহূল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শা’বী, আলকামা, ইব্‌রাহীম নাখঈ (র) প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈর প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার

করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে মহানবী ﷺ-এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তাঁদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবি্ঈ-তাবিঈনের কাছে পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে নবীন তাবিঈন ও তাবঈ-তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তাঁরা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান বিস্তার করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের কাছে হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারি উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের সংকলন রাজধানী দামেশকে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। একালের ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কূফায় এবং ইমাম মালিক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ইমাম মালিক (র) তাঁর 'মুআত্তা' গ্রন্থে এবং ইমাম আবূ হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ ইউসুফ (র) ইমাম আবূ হানীফার রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আসার' সংকলন করেন। এ যুগের হাদীসের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংকলন হচ্ছে : জামি' সুফিয়ান সাওরী, জামি' ইবনুল মুবারক, জামি' ইমাম আওযাঈ, জামি' ইব্ন জুরায়জ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম—বুখারী, মুসলিম, আবূ ঈসা তিরমিযী, আবূ দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ (র)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে সর্বাধিক সহীহ্ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ্ সিত্তাহ) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর 'কিতাবুল উম্ম' ও ইমাম আহ্মাদ (র) তাঁর 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুস্তাদরাক হাকিম, সুনানুদ্ দারা কুত্নী, সহীহ্ ইব্ন হিব্বান, সহীহ্ ইব্ন খুযায়মা, তাবারানীর আল-মু'জাম', মুসান্নাফুত তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর 'সুনানুল কুব্রা' ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমানকাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ, সহীহ্ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব-ওয়াত-তারতীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস-সুন্নাহ্, নাইলুল আওতার, ই'লাউস সুনান প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র) হিজরী ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন-হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বঙ্গদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমানকাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী ﷺ-এর হাদীস ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং ইন্শাল্লাহ্ তা'আলা অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছতে থাকবে।

ইমাম মুসলিম (র) ও সহীহ্ মুসলিম শরীফ

ইমাম মুসলিমের পূর্ণ নাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী। তাঁর গোত্র বনূ কুশায়র ছিল আরবের প্রসিদ্ধ এক ঐতিহ্যবাহী গোত্র। খুরাসানের নিশাপুরে এসে তাঁর পূর্বপুরুষ বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি ২০৪ হিজরী সনে (মতান্তরে ২০৩ হিজরী সনে) জন্মগ্রহণ করেন। নিশাপুর তৎকালে যেমন একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল, তেমনিভাবে শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রেও ছিল এর অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শৈশব হতেই ইমাম মুসলিম (র) হাদীস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন মুসলিম জাহানের সব কয়টি কেন্দ্রেই গমন করেন। ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে উপস্থিত হয়ে তথায় অবস্থানকারী হাদীসের উস্তাদ ও মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রখ্যাত উস্তাদের মধ্যে ছিলেন ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী, সাঈদ ইব্ন মানসূর প্রমুখ। ইমাম বুখারীর অধিকাংশ উসতায তাঁরও উসতায ছিলেন। অগ্রজ সতীর্থ হিসেবে খোদ বুখারী (র) থেকেও তিনি বহু কিছু শিখেছেন।

ইমাম মুসলিম (র) হাদীস বিষয়ে বিরাট ও বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি যে হাদীসের ইমাম ছিলেন এ বিষয়ে তদানীন্তন বিশ্বের হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ একমত ছিলেন। সেকালের বড় বড় মুহাদ্দিস তাঁর কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। এই পর্যায়ে মূসা ইব্ন হারূন, আহমাদ ইব্ন সালামা, মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ এবং ইমাম তিরমিযী (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই ইমাম মুসলিমের জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একমত। ইমাম মুসলিমের অতি উচ্চ মর্যাদা ও অসাধারণ পান্ডিত্যের কথা তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইসহাক (র) ইমাম মুসলিমকে বলেছিলেন, "যত দিন আল্লাহ্ আপনাকে মুসলিমদের জন্য জীবিত রাখেন ততদিন তারা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না।" ইমাম আবূ যুরআ ও আবূ হাতিম আর-রাযী হাদীসের বিষয়ে তাঁকে সর্বোচ্চে স্থান দিতেন। সুপ্রসিদ্ধ হাদীসবিদ ইমাম আবূ কুরায়শ (র) বলেন, হাফিযুল হাদীস চারজন : ইমাম মুসলিম (র) হলেন তাঁদের একজন। ইমাম মুসলিমের মহামূল্য গ্রন্থাবলীও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। গ্রন্থাবলীর মধ্যে অধিকাংশই হাদীস সম্পর্কিত জরুরী বিষয়ে প্রণীত। তন্মধ্যে তাঁর সহীহ্ মুসলিম, আল-মুসনাদুল কাবীর ও আল জামিউল কাবীর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি অনুপম চরিত্র মাধুরীর অধিকারী ছিলেন। শাহ আবদুল আযীয দেহলবী (র) লিখেন, "তিনি তাঁর জীবনে কারো গীবত করেন নি বা কাউকে গালি দেন নি কিংবা মারেন নি।"

ইমাম মুসলিম (র) ২৬১ হিজরী সনে ৫৭ বছর বয়সে নিশাপুরে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর কাহিনীও আশ্চর্য ধরনের। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি হাদীস নিয়েই মগ্ন ছিলেন। একবার তাঁকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে এ সম্পর্কে তিনি কিছু বলতে পারেন নি। পরে ঘরে এসে তিনি তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির মাঝে হাদীসটি অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কাছে একটি পাত্রে খেজুর রাখা ছিল। তিনি এক-একটি করে খেজুর খাচ্ছিলেন আর হাদীসটি তালাশ করছিলেন। এত গভীর মনোযোগসহ তিনি এতে লিপ্ত ছিলেন যে, যখন হাদীসটি পেলেন তখন এদিকে পাত্রের খেজুরও একে একে শেষ হয়ে গেছে। শেষে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইন্তিকাল করেন।

তাঁর ইন্তিকালের পর ইমাম আবূ হাতিম আর-রাযী তাঁকে স্বপ্নে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য সমস্ত জান্নাত হালাল করে দিয়েছেন, যেখানে ইচ্ছা আমি বসবাস করতে পারি।

সহীহ্ মুসলিম শরীফ

হাদীসের সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে ছয়টি। ইসলামী পরিভাষায় এগুলো 'আস্-সিহাহ্ আস্-সিত্তাহ্' (الصحاح الستة) নামে প্রসিদ্ধ। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্ ও ইসলাম-বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই যে, এগুলোর মাঝে সহীহ্ বুখারীর পরে হলো সহীহ্ মুসলিমের স্থান। এই মহান সংকলনটি ইমাম মুসলিমের শ্রেষ্ঠ অবদান। ইমাম মুসলিম (র) সরাসরি উস্তাদের কাছ থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই ও চয়ন করে গ্রন্থখানি সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থে তাকরার বা একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসসহ মোট বার হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তাকরার বাদ দিলে হাদীসবিদদের মতে সংখ্যা প্রায় চার হাজার। ইমাম মুসলিম (র) কেবল নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করেই কোন হাদীসকে সহীহ্ বলে এই গ্রন্থে শামিল করেন নি; অধিকন্তু প্রতিটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসের সঙ্গেও পরামর্শ করেছেন। সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত, কেবল তা-ই তিনি এই অমূল্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি এটি তদানীন্তন প্রখ্যাত হাফিযে হাদীস ইমাম আবূ যুর'আ আর-রাযীর সম্মুখে উপস্থিত করেন। ইমাম মুসলিম (র) বলেন : আমি এই গ্রন্থখানি ইমাম আবূ যুর'আ আর-রাযীর কাছে পেশ করেছিলাম। তিনি যে হাদীস সম্বন্ধে দোষ আছে বলে ইংগিত করেছেন, আমি তা পরিত্যাগ করেছি, সেগুলো গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিনি, আর যে হাদীস সম্পর্কে তিনি মত দিয়েছেন যে, তা সহীহ্ এবং এতে কোন প্রকার ত্রুটি নেই, আমি তা এই গ্রন্থে শামিল করেছি। তিনি আরো বলেন : কেবল আমার বিবেচনায় সহীহ্ হাদীসসমূহই আমি কিতাবে শামিল করিনি, বরং এ কিতাবে কেবল সেসব হাদীসই সন্নিবেশিত করেছি, যেগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।

এভাবে দীর্ঘ পনেরো বছর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত সাধনা, গবেষণা ও যাচাই-বাছাই করার পর সহীহ্ হাদীসসমূহের এক সুসংবদ্ধ সংকলন তৈরি করা হয়।

এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) নিজেই বলেন : মুহাদ্দিসগণ দুশ' বছর পর্যন্ত যদি হাদীস লিখতে থাকেন, তবুও এই বিশুদ্ধ গ্রন্থের উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে।

ইমাম মুসলিমের এই দাবি যে কত সত্য, পরবর্তী ইতিহাসই তার প্রমাণ। আজ এগারশ' বছরেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু সহীহ্ মুসলিমের সমান কিংবা তা থেকে উন্নত মর্যাদার কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয় নি। আজও এর সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা বিশ্বমানবকে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন আলো দান করছে।

এই গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি এত সতর্ক ছিলেন যে, মতন ও সনদ ছাড়া আর কিছুই তিনি এতে সন্নিবেশিত করেন নি। এমনকি নিজের তরফ থেকে তারজমাতুল বাব বা হাদীসের শিরোনাম পর্যন্ত লিখেন নি। তবে এমনভাবে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটির বিন্যাস করেছেন যে, অতি সহজেই শিরোনাম নির্ধারণ করা যায়। বর্তমানে যে শিরোনাম দেখা যায় তা মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাতা ইমাম নববীর সংযোজন।

মুহাদ্দিসগণ এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে একমত। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালের কয়েকজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের ওপর মুসলিম শরীফকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কাযী ইয়ায (র) বলেন, আমার উস্তাদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ বুখারী শরীফ অপেক্ষা মুসলিম শরীফকেই অগ্রাধিকার দিতেন। আমি আবূ আলী নিশাপুরীকে (যাঁর মত হাদীসের বড় হাফিয আমি আর একজনও দেখিনি) এই কথা বলতেও শুনেছি যে, আকাশের তলে ইমাম মুসলিমের হাদীস গ্রন্থ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর কিতাব আর একখানিও দেখিনি। এ সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিযুল হাদীস আবদুর রহমান ইব্‌ন আলী ইয়ামানী (র) বলেন : কিছু লোক এসে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ সম্পর্কে আমার সামনে বিতণ্ডা শুরু করে। বুখারী শরীফ শ্রেষ্ঠ না মুসলিম শরীফ শ্রেষ্ঠ। আমি বললাম : বিশুদ্ধতার বিচারে যেমন বুখারী শরীফ মর্যদাসম্পন্ন, তেমনি অভিনব বিন্যাস শৈলী ও পরিবেশনা কৌশল বিচারে সহীহ্ মুসলিম অতুলনীয়। হাফিযুল হাদীস ইব্‌ন কুরতুবী (র) সহীহ্ মুসলিম সম্পর্কে লিখেন : ইসলামে এরূপ আর একখানি গ্রন্থ নেই।

ইমাম মুসলিমের সংকলিত এই হাদীস গ্রন্থখানি তাঁর নিকট থেকে বহু ছাত্রই শ্রবণ করেছেন এবং তাঁর সূত্রে এটি বর্ণনাও করেছেন। কিন্তু যার সূত্রে এই গ্রন্থখানির বর্ণনাধারা সর্বত্র সাম্প্রতিক যুগ পর্যন্ত চলে আসছে, তিনি হলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুফিয়ান নিশাপুরী (র)। তিনি ৩০৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। এই ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবন সুফিয়ানের সঙ্গে ইমাম মুসলিমের এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি সব সময়ই ইমাম মুসলিমের সাহচর্যে থাকতেন ও তাঁর কাছে হাদীস অধ্যয়ন করতেন।

আল্লাহ্‌র দরবারে এই মহান গ্রন্থটি যে কতটুকু মকবূল নিম্নোক্ত বর্ণনাটি তার প্রমাণ। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আলী আয-যাগওয়ানী (র)-এর মৃত্যুর পর স্বপ্নে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল : আপনি কিসের ওসীলায় নাজাত পেয়েছেন? তিনি তখন তাঁর হাতে রাখা মুসলিম শরীফের একটি কপির দিকে ইংগিত করে বললেন : এই মহা গ্রন্থখানির ওয়াসীলায় আমি নাজাত পেয়েছি।

অনুবাদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য

১. সনদের ক্ষেত্রে প্রথম রাবী এবং শেষ সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ... ...

২. সনদের যেখানে তাহবীল (تحـويـل) রয়েছে সেখানে প্রথম রাবীর সঙ্গেই এই তাহবীলকৃত রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. আরবী, ফার্সী, উর্দু বানানের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকায় অনুমোদিত রূপটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে ﷺ, আলাইহিস্ সালাম-এর ক্ষেত্রে (আ), রাদীআল্লাহু তা'আলা আনহু, আনহুম ও আনহা-এর ক্ষেত্রে (রা) এবং রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আলাইহিম, আলাইহা-এর ক্ষেত্রে (র) পাঠ সংকেত গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. একাধিক রাবীর নাম একত্রে আসলে সর্বশেষ নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্মানসূচক পাঠ সংকেত উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন, আনাস, আবূ হুরায়রা (রা)।

৬. কুরআন মজীদের আয়াতের ক্ষেত্রে প্রথম সূরার নাম, পরে আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مُقَدّمَةٌ

মুকাদ্দিমা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. **اَمَّا بَعْدُ** فَاِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ بِتَوْفِيْقِ خَالِقِكَ ذَكَرْتَ اَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الْاَخْبَارِ الْمَاثُوْرَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سُنَنِ الدِّيْنِ وَاَحْكَامِهِ وَ مَا كَانَ مِنْهَا فِى الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ صُنُوْفِ الْاَشْيَاءِ بِالْاَسَانِيْدِ الَّتِى بِهَا نُقِلَتْ وَ تَدَاوَلَهَا اَهْلُ الْعِلْمِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ فَاَرَدْتَ اَرْشَدَكَ اللّٰهُ اَنْ تُوَقَّفَ عَلٰى جُمْلَتِهَا مُؤَلَّفَةً مُحْصَاةً.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। মুত্তাকীদের জন্যই রয়েছে শুভ পরিণাম। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ সহ সকল নবী ও রাসূলের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

হামদ্ ও সালাতের পর—আল্লাহ্ তা'আলা তোমার[১] প্রতি রহমত বর্ষণ করুন তোমার স্রষ্টার মহানুগ্রহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে দীনের রীতিনীতি ও শরী'আতের বিধানাবলীর পুরস্কার ও শাস্তি, উৎসাহদান ও ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি সংক্রান্ত যেসব সহীহ্ হাদীস এমন সনদে বর্ণিত হয়ে আসছে, মুহাদ্দিসগণ যা নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে নিয়েছেন, তুমি তা জানার জন্য আমার কাছে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছ এবং তুমি সে সমস্ত হাদীস একই স্থানে সংকলন আকারে পাওয়ার ইচ্ছাও পোষণ করেছ। আল্লাহ্ তোমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন।

وَسَاَلْتَنِىْ اَنْ اُلَخِّصَهَا لَكَ فِى التَّالِيْفِ بِلاَ تَكْرَارٍ يَكْثُرُ فَاِنَّ ذٰلِكَ زَعَمْتَ يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ مِنَ التَّفَهُّمِ فِيْهَا وَالْاِسْتِنْبَاطِ مِنْهَا وَالَّذِىْ سَاَلْتَ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ حِيْنَ رَجَعْتُ اِلٰى تَدَبُّرِهِ وَ مَا تَؤُلُ اِلَيْهِ الْحَالُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَاقِبَةٌ مَحْمُوْدَةٌ وَ مَنْفَعَةٌ مَوْجُوْدَةٌ وَ ظَنَنْتُ حِيْنَ سَاَلْتَنِىْ تَجَشُّمَ ذٰلِكَ اَنْ لَوْ عُزِمَ لِىْ عَلَيْهِ وَقُضِىَ لِىْ تَمَامُهُ كَانَ اَوَّلُ مَنْ يُصِيْبُهُ اِيَّاىَ خَاصَّةً قَبْلَ غَيْرِىْ مِنَ النَّاسِ لِاَسْبَابٍ كَثِيْرَةٍ يَطُوْلُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ اِلاَّ اَنَّ جُمْلَةَ ذٰلِكَ اَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيْلِ مِنْ هٰذَا الشَّانِ

১. ইমাম মুসলিম (র) এখানে তাঁর জনৈক ছাত্রকে সম্বোধন করেছেন। ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, তাঁর নাম হচ্ছে আবূ ইসহাক ইব্রাহীম।

وَ اتْقَانَهٗ اَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالَجَةِ الْكَثِيْرِ مِنْهُ وَ لاَسِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لاَتَمْيِيْزَ عِنْدَهٗ مِنَ الْعَوَامِّ الاَّ بِاَنْ يُوَقِّفَهٗ عَلَى التَّمْيِيْزِ غَيْرُهٗ فَاِذَ اكَانَ الاَمْرُ فِىْ هٰذَا كَمَا وَصَفْنَا فَالْقَصْدُ مِنْهُ اِلَى الصَّحِيْحِ الْقَلِيْلِ اَوْلٰى بِهِمْ مِنَ اِزْدِيَادِ السَّقِيْمِ .

তুমি আমাকে অনুরোধ করেছিলে যে, আমি যেন তোমার জন্য অতিরিক্ত পুনরাবৃত্তি ছাড়া সে সকল হাদীসের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন প্রস্তুত করি। তোমার বিশ্বাস, হাদীসের বেশি পুনরাবৃত্তি ঘটলে তাতে হাদীসের গূঢ় রহস্য ও তত্ত্ব অনুধাবন করা এবং তা থেকে বিভিন্ন ধরনের মাসআলা বের করা, যা তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য, তা ব্যাহত হবে। আল্লাহ্ তোমাকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করুন। যে মহৎ কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তুমি আমকে অনুরোধ করেছ, সে সম্পর্কে চিন্তা করে আমি যে শুভ পরিণাম দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ্ চাহেন তা খুবই স্থায়ী এবং ফলপ্রসূ হবে। তুমি আমাকে যে কষ্ট স্বীকার করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছ, তার প্রেক্ষিতে আমি চিন্তা করে দেখেছি, যদি আমার দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হয় এবং আমার চেষ্টা ও সাধনা সার্থক প্রমাণিত হয় তা হলে আমিই প্রথমে অন্যের পূর্বে এর সুফল লাভে সমর্থ হব। এর বহুবিধ কারণ রয়েছে। সে সবের বর্ণনা করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়বে।

তবে সার কথা হচ্ছে, এ জাতীয় অধিক সংখ্যক হাদীসে ব্যাপৃত হওয়ার চাইতে অল্পসংখ্যক হাদীস যথাযথভাবে আয়ত্ত করা মানুষের পক্ষে সহজ, বিশেষত এমন সাধারণ শ্রেণীর পক্ষে, যারা অন্যের সাহায্য ব্যতীত বিশুদ্ধ এবং ত্রুটিপূর্ণ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম নয়। এমতাবস্থায় তাদের জন্য অধিকসংখ্যক দুর্বল হাদীস অর্জনের ইচ্ছা করার পরিবর্তে অল্পসংখ্যক সহীহ্ হাদীসে মনোযোগী হওয়াই শ্রেয়।

وَ اِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِى الْاِسْتِكْثَارِ مِنْ هٰذَا الشَّاْنِ وَجَمْعِ الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةِ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ رُزِقَ فِيْهِ بَعْضَ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِاَسْبَابِهِ وَ عِلَلِهِ فَذٰلِكَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ يَهْجِمُ بِمَا اُوْتِىَ مِنْ ذٰلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِى الاِسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ فَاَمَّا عَوَامُّ النَّاسِ الَّذِيْنَ هُمْ بِخِلاَفِ مَعَانِى الْخَاصِّ مِنْ اَهْلِ التَّيَقُّظِ وَ الْمَعْرِفَةِ فَلاَ مَعْنَى لَهُمْ فِىْ طَلَبِ الْحَدِيْثِ الْكَثِيْرِ وَ قَدْ عَجَزُوْا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيْلِ .

ثُمَّ اِنَّ **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ** مُبْتَدِئُوْنَ فِىْ تَخْرِيْجِ مَا سَاَلْتَ وَ تَالِيْفِهِ عَلَى شَرِيْطَةٍ سَوْفَ اَذْكُرُهَا لَكَ وَ هُوَ اِنَّا نَعْمِدُ اِلَى جُمْلَةِ مَا اُسْنِدَ مِنَ الاَخْبَارِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلاَثَةِ اَقْسَامٍ وَ ثَلاَثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ الاَّ اَنْ يَاْتِىَ مَوْضِعٌ لاَ يُسْتَغْنَى فِيْهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيْثٍ فِيْهِ زِيَادَةُ مَعْنًى.

অবশ্য এক বিশেষ শ্রেণীর লোক, যারা ইল্‌মে হাদীসে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং হাদীসের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপণে সিদ্ধহস্ত, অধিকসংখ্যক হাদীস বর্ণনা এবং পুনরাবৃত্তির সাথে সংকলন তাদের উপকারে আসতে পারে। এ সব লোক নিজেদের যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে হাদীসের বিরাট সংকলন থেকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় লাভবান হতে পারে। পক্ষান্তরে সাধারণ লোকের পক্ষে অধিকসংখ্যক হাদীসের অন্বেষণ অর্থহীন। কেননা তারা তো অল্পসংখ্যক হাদীসের মধ্যেই সহীহ্-যঈফ (বিশুদ্ধ ও দুর্বল) ইত্যাদি নির্ণয়েও অক্ষম।

অতঃপর তোমার অনুরোধে আল্লাহ্ চাহেন তো আমি একটি নীতি অবলম্বন করে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। আর তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যে সব হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়ে আসছে, আমি সেগুলো বর্ণনাকারীদর তিনটি স্তর অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত করব এবং কোন হাদীসের পুনরাবৃত্তি করব না। তবে যদি কোন হাদীসের পুনরুল্লেখ অপরিহার্য হয়ে পড়ে তাহলে ভিন্ন কথা। এর দু'টি কারণ : এক. পরবর্তী বর্ণনায় কিছু অতিরিক্ত বিষয় আছে।

اَوْ اِسْنَادُ يَقَعُ اِلٰى جَنْبِ اِسْنَادٍ لِعِلَّةٍ تَكُوْنُ هُنَاكَ لِاَنَّ الْمَعْنٰى الزَّائِدَ فِى الْحَدِيْثِ الْمُحْتَاجَ اِلَيْهِ يَقُوْمُ مَقَامَ حَدِيْثٍ تَامٍّ فَلَا بُدَّ مِنْ اِعَادَةِ الْحَدِيْثِ الَّذِىْ فِيْهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ اَوْ اَنْ يُفَصَلَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيْثِ عَلٰى اِخْتِصَارِهِ اِذَا اَمْكَنَ وَ لٰكِنْ تَفْصِيْلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ فَاِعَادَتُهٗ بِهَيْئَتِهِ اِذَا ضَاقَ ذٰلِكَ اَسْلَمُ فَاَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ اِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا اِلَيْهِ فَلَا نَتَوَلّٰى فِعْلَهٗ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

দুই. কোন বিশেষ কারণে একটি সনদের সমর্থনে আরেকটি সনদ আনার প্রয়োজন হয়। কেননা একটি বর্ধিত বিষয় একটি পূর্ণ হাদীসের স্থলাভিষিক্ত হয় বলে, তার পুনর্বার উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদি সম্ভব হয়, আমরা সেই বর্ধিত অংশটুকু সংক্ষিপ্ত আকারে পূর্ণ হাদীস থেকে পৃথক করে বর্ণনা করব। তবে অনেক সময় পূর্ণ হাদীস থেকে সে অংশ পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ে বলে পূর্ণ হাদীসটির পুনরাবৃত্তি করাই নিরাপদ। অবশ্য যদি আমরা পূর্ণ হাদীসটির পুনরুল্লেখ না করে অতিরিক্ত অংশ পৃথকভাবে বর্ণনা করতে পারি তাহলে কেবল সনদ সহকারে অতিরিক্ত অংশটুকুই বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ্।

فَاَمَّا الْقِسْمُ الْاَوَّلُ فَاِنَّا نَتَوَخّٰى اَنْ نُقَدِّمَ الاَخْبَارَ الَّتِيْ هِىَ اَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوْبِ مِنْ غَيْرِهَا وَ اَنْقٰى مِنْ اَنْ يَكُوْنَ نَاقِلُوْهَا اَهْلَ اِسْتِقَامَةٍ فِى الْحَدِيْثِ وَ اِتْقَانٍ لِمَا نَقَلُوْا لَمْ يُوْجَدْ فِىْ رِوَايَتِهِمْ اِخْتِلَافُ شَدِيْدُ وَ لَاتَخْلِيْطُ فَاحِشُ كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيْهِ عَلٰى كَثِيْرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَ بَانَ ذٰلِكَ فِىْ حَدِيْثِهِمْ.

প্রথম শ্রেণীতে আমরা এমন হাদীস বর্ণনা করব, যেগুলো সব দিক থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত। কারণ এগুলোর বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান ও আস্থাভাজন। তাঁদের বর্ণনার মধ্যে বড় রকমের বিরোধ নেই কিংবা তেমন গরমিলও নেই, যেমন অনেক রাবীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং তাদের বর্ণনায় এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশও পেয়েছে।

فَاِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا اَخْبَارَ هٰذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ اَتْبَعْنَاهَا اَخْبَارًا يَقَعُ فِى اَسَانِيْدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوْفِ بِالْحِفْظِ وَ الْاِتْقَانِ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ عَلٰى اَنَّهُمْ وَ اِنْ كَانُوْا فِيْمَا وَصَفْنَا دُوْنَهُمْ فَاِنَّ اِسْمَ السَّتْرِ وَ الصِّدْقِ وَ تَعَاطِى الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَ يَزِيْدَبْنِ اَبِىْ زِيَادٍ وَ لَيْثِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمٍ وَ اَضْرَابِهِمْ مِنْ حُمَّالِ الْاٰثَارِ وَ نُقَّالِ الْاَخْبَارِ فَهُمْ وَاِنْ كَانُوْا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَ السَّتْرِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوْفِيْنَ فَغَيْرُهُمْ مِنْ اَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ عِنْدَهُمْ

مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْاِتْقَانِ وَ الْاِسْتِقَامَةِ فِى الرِّوَايَةِ يَفْضُلُوْنَهُمْ فِى الْحَالِ وَ الْمَرْتَبَةِ لِاَنَّ هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ رَفِيْعَةٌ وَ خَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ ٠

اَلاَ تَرَى اَنَّكَ اِذَا وَازَنْتَ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِيْنَ سَمَّيْنَاهُمْ عَطَاءً وَ يَزِيْدَ وَ لَيْثًا بِمَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشَ وَ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ فِىْ اِتْقَانِ الْحَدِيْثِ وَالْاِسْتِقَامَةِ فِيْهِ وَجَدْتَهُمْ مُبَايِنِيْنَ لَهُمْ لَايُدَانُوْنَهُمْ لَاشَكَّ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيْثِ فِىْ ذٰلِكَ لِلَّذِى اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُوْرٍ وَ الْاَعْمَشِ وَ اِسْمَاعِيْلَ وَ اِتْقَانِهِمْ لِحَدِيْثِهِمْ وَ اَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوْا مِثْلَ ذٰلِكَ مِنْ عَطَاءٍ وَ يَزِيْدَ وَ لَيْثٍ -

এঁদের বর্ণিত হাদীস সম্পূর্ণ সংকলনের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা এমন হাদীস বর্ণনা করব, যার বর্ণনাকারীদের কেউ কেউ প্রথম স্তরের রাবীদের অনুরূপ মেধা, স্মৃতিশক্তি ও সুখ্যাতির অধিকারী নন। তবে এঁরা প্রথম স্তরের রাবীদের সমান মর্যাদাসম্পন্ন না হলেও এঁদের দোষত্রুটি প্রকাশ পায়নি এবং সত্যবাদিতা ও হাদীস চর্চায় ব্যাপৃত থাকার বিষয়ে এদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যেমন আতা ইব্ন সায়িব, ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ ও লায়স ইব্ন আবূ সুলায়ম এবং এ ধরনের অন্যান্য রাবী। এ ধরনের রাবীগণ যদিও জ্ঞান, চরিত্র ও যোগ্যতার দিক থেকে আলিমদের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, কিন্তু তাঁরা সমকালীন সিকাহ রাবীদের সমমর্যাদার অধিকারী নন। হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছে এই স্মৃতিশক্তি ও বিশ্বস্ততা, অতি উঁচু সূত্রের বিষয় এবং অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ গুণ (যার মধ্যে অনেক স্তরভেদ রয়েছে)।

তাই সে উপরোক্ত তিনজন অর্থাৎ আতা, ইয়াযীদ ও লায়সকে মানসূর ইব্ন মু'তামির, সুলায়মান আল্-আ'মাশ ও ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদের সাথে হাদীস সংরক্ষণে দৃঢ়তা ও মযবূতীর মানদণ্ডে তুলনা করলে দেখা যাবে তাঁদের মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁরা মানসূর আ'মাশ ও ইসমাঈলের ধারেকাছেও পৌঁছাতে সক্ষম নন। নিঃসন্দেহে মানসূর, আ'মাশ ও ইসমাঈলের স্মৃতিশক্তি ও বিশ্বস্ততা হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছে যতখানি প্রসিদ্ধ, আতা, ইয়াযীদ ও লায়সের ক্ষেত্রে ততখানি নয়।

وَ فِىْ مِثْلِ مَجْرِى هٰؤُلَاءِ اِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الْاَتْرَانِ كَابْنِ عَوْنٍ وَ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ مَعَ عَوْفِ بْنِ اَبِىْ جَمِيْلَةَ وَ اَشْعَثَ الْحُمْرَانِىِّ وَ هُمَا صَاحِبَا الْحَسَنِ وَ ابْنِ سِيْرِيْنَ - كَمَا اَنَّ ابْنَ عَوْنٍ وَ اَيُّوْبَ صَاحِبَاهُمَا اِلاَّ اَنَّ الْبَوْنَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ هٰذَيْنِ بَعِيْدٌ فِىْ كَمَالِ الْفَضْلِ وَ صِحَّةِ النَّقْلِ وَ اِنْ كَانَ عَوْفُ وَ اَشْعَثُ غَيْرَ مَدْفُوْعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَ اَمَانَةٍ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ وَ لٰكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِرْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের পন্থায় ইব্ন আওন ও আইয়্যুব সাখতিয়ানীকে সমকালীন রাবী 'আউফ ইব্ন আবূ জামীলা ও আশ'আস হুমরানীর সঙ্গে তুলনা করলে মর্যাদা ও নির্ভুল বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য দেখা যাবে। অথচ ইব্ন আওন ও আইয়্যুব এবং আউফ ও আশ'আস চারজনই হাসান বসরী ও ইব্ন সীরীনের শাগরিদ। হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে শেষোক্ত দু'জনও সত্যনিষ্ঠ ও আমানতদার। কিন্তু প্রথমোক্ত দু'জনের সঙ্গে এ দু'জনের মর্যাদার পার্থক্য অনেক।

وَاِنَّمَا مَثَّلْنَا هٰؤُلَاءِ فِى التَّسْمِيَةِ لِيَكُوْنَ تَمْثِيْلُهُمْ سِمَةً يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِىَ عَلَيْهِ طَرِيْقُ اَهْلِ الْعِلْمِ فِىْ تَرْتِيْبِ اَهْلِهِ فِيْهِ فَلَا يُقَصَّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِى الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ وَلَا يُرْفَعُ مُتَّضِعُ الْقَدْرِ فِى الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَيُعْطَى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ فِيْهِ حَقَّهُ وَيُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ وَ قَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْاٰنُ مِنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ .

আমরা এখানে কয়েকজন রাবীর নাম উল্লেখ করে উপমা পেশ করেছি। হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে বিভিন্ন দিক থেকে রাবীদের মধ্যে মর্যাদাগত ও যোগ্যতার যে তারতম্য রয়েছে, তা যিনি জানেন না এ দৃষ্টান্ত তার জন্য পথনির্দেশ হিসেবে কাজ করবে। ফলে তিনি উচ্চমর্যাদা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে খাটো করে দেখবেন না এবং নিম্ন-মর্যাদার ব্যক্তিকে তাঁর উচিত মর্যাদার উপরে স্থান দেবেন না, বরং প্রত্যেককে তাঁর প্রাপ্য অধিকার দিয়ে স্বীয় মর্যাদায় সমাসীন রাখবেন।

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেন :

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন প্রত্যেককে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেই।

বিষয়টি কুরআনের আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত। ইরশাদ হচ্ছে :

وَ فَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ

"প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর রয়েছে এক মহাজ্ঞানী।" (সূরা ইউসুফ :৭৬)

فَعَلٰى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوْهِ نُؤَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْاَخْبَارِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَّا مَاكَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ مُتَّهَمُوْنَ اَوْ عِنْدَ الْاَكْثَرِ مِنْهُمْ فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيْجِ حَدِيْثِهِمْ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مِسْوَرٍ اَبِىْ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِىِّ وَعَمْرِ بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ الْقُدُّوْسِ الشَّامِىِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدِ الْمَصْلُوْبِ وَ غِيَاثِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو وَ اَبِىْ دَاوُدَ النَّخَعِىِّ وَ اَشْبَاهِهِمْ مِمَّنِ اتُّهِمَ بِوَضْعِ الْاَحَادِيْثِ وَ تَوْلِيْدِ الْاَخْبَارِ وَكَذٰلِكَ مَنِ الْغَالِبُ عَلٰى حَدِيْثِهِ الْمُنْكَرُ اَوِ الْغَلَطُ اَمْسَكْنَا اَيْضًا عَنْ حَدِيْثِهِمْ -

তোমার অনুরোধে আমরা উল্লিখিত শর্ত সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস সংকলন করব। কিন্তু হাদীস বিশারদদের সকলের কিংবা তাঁদের অধিকাংশের নিকট যেসব রাবী মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত, আমরা তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করব না। যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মিসওয়ার, আবূ জা'ফর আল-মাদায়িনী, আম্র ইব্ন খালিদ, আবদুল কুদ্দুস শামী, মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ আল-মাসলূব, গিয়াস ইব্ন ইবরাহীম, সুলায়মান ইব্ন আমর, আবূ দাউদ নাখঈ এবং এদের মতো আরও অন্য রাবীগণ। এদের বিরুদ্ধে ভুয়া হাদীস বর্ণনা করার এবং মনগড়া হাদীস রচনার অভিযোগ রয়েছে। আর যাদের বর্ণনায় মুনকার (নির্ভরযোগ্য বর্ণনার পরিপন্থি বর্ণনা) অথবা ভুলের পরিমাণ বেশি, তাদের বর্ণিত হাদীসও আমরা গ্রহণ করব না।

وَ عَلاَمَةُ الْمُنْكَرِ فِىْ حَدِيْثِ الْمُحَدِّثِ اِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيْثِ عَلٰى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ اَهْلِ الْحِفْظِ وَ الرِّضَا خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتَهُمْ اَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا فَاِذَا كَانَ الْاَغْلَبُ مِنْ حَدِيْثِهِ كَذٰلِكَ كَانَ مَهْجُوْرَ الْحَدِيْثِ غَيْرَ مَقْبُوْلِهِ وَلاَ مُسْتَعْمَلِهِ.

[ইমাম মুসলিম (র) মুনকার হাদীসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন] : কোন রাবীর বর্ণনাকে কোন স্মৃতিধর এবং সর্বজনগ্রাহ্য রাবীর বর্ণনার সাথে তুলনা করলে, যদি দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত রাবীর বর্ণনা শেষোক্ত রাবীর বর্ণনার সম্পূর্ণ বিরোধী কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসামঞ্জস্য রয়েছে, তবে সেটাই তার বর্ণিত হাদীস মুনকার হওয়ার নিদর্শন। সুতরাং যদি কারও অধিকাংশ বর্ণনাই এরূপ হয়, তবে তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য এবং প্রয়োগযোগ্য নয়।

فَمِنْ هٰذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَرَّرٍ وَ يَحْيَى بْنُ اَبِى اُنَيْسَةَ وَالْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ اَبُوْ الْعَطُوْفِ وَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيْرٍ وَ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ ضُمَيْرَةَ وَ عُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ وَ مَنْ نَحَا نَحْوَ هُمْ فِىْ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيْثِ فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلٰى حَدِيْثِهِمْ وَلاَ نَتَشَاغَلُ بِهِ . لِاَنَّ حُكْمَ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالَّذِى يُعْرَفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِىْ قَبُوْلِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيْثِ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتَ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ وَ الْحِفْظِ فِىْ بَعْضِ مَا رَوَوْا وَ اَمْعَنَ فِىْ ذٰلِكَ عَلَى الْمُوَافِقَةِ لَهُمْ فَاِذَا وُجِدَ كَذٰلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذٰلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ اَصْحَابِهِ قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ .

فَاَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِىُّ فِىْ جَلاَلَتِهِ وَ كَثْرَةِ اَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِيْنَ لِحَدِيْثِهِ وَ حَدِيْثِ غَيْرِهِ اَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَحَدِيْثُهُمَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوْطٌ مُشْتَرَكٌ قَدْ نَقَلَ اَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيْثَهُمَا عَلَى الْاِتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِىْ اَكْثَرِهِ فَيَرْوِى عَنْهُمَا اَوْ عَنْ اَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيْثِ مِمَّا لاَيَعْرِفُهُ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِهِمَا وَ لَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِى الصَّحِيْحِ مِمَّا عِنْدَ هُمْ فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُوْلُ حَدِيْثِ هٰذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ .

এ পর্যায়ের রাবীদের মধ্যেও রয়েছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাররার, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ উনায়স, আল-জাররাহ্ ইব্ন মিনহাল আতূফ, আব্বাদ ইব্ন কাসীর, হুসায়ন ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুমায়রা, উমর ইব্ন সুহবান এবং তাদের অনুরূপ মুনকার হাদীস বর্ণনাকারীগণ। অতএব আমরা এদের বর্ণিত হাদীসের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করব না এবং তাদের হাদীস বর্ণনাও করব না। কেননা যে হাদীস একা কোন রাবী বর্ণনা করেন, তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের যে মাযহাব জানা গেছে, তা হলো : যে হাদীসটি মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তিনি যদি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সিকাহ এবং হাফিযুল হাদীস রাবীদের সাথে পূর্ণত অথবা অংশত শরীক থাকেন এবং তাঁদের বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার প্রতি যত্নবান হন, তাঁর বর্ণিত হাদীসে যদি কিছু অতিরিক্ত অংশ থাকে যা তাঁদের বর্ণনায় নেই, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে (অন্যথায় নয়। বিষয়টি নিম্নের উদাহরণে লক্ষ্য করুন)।

হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে ইমাম যুহরীর স্থান ও মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তাঁর বহু ছাত্র হাফিযুল হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য রাবী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা তাঁর ও অপরাপর মুহাদ্দিসের হাদীসসমূহও নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। হিশাম ইবন উরওয়াও ইমাম যুহরীর সমতুল্য মুহাদ্দিস। হাদীস বিশারদদের মধ্যে ইমাম যুহরী ও হিশাম ইব্ন উরওয়ার বর্ণিত হাদীস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। এ দু'জনের ছাত্রগণ কোন রকম পার্থক্য ছাড়াই তাঁদের বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমতাবস্থায় যদি দেখা যায় কোন ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের (যুহরী ও হিশাম) থেকে অথবা তাঁদের কোন একজনের কাছ থেকে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করার দাবি করে যে সম্পর্কে তাদের অপরাপর ছাত্রগণ অবহিত নন, আবার সেই ব্যক্তি তাদের কারো সাথে কোন সহীহ্ বর্ণনায় শরীকও না থাকে, তবে এরূপ লোকের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

وَقَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيْثِ وَاَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ اَرَادَ سَبِيْلَ الْقَوْمِ وَوُفِّقَ لَهَا وَسَنَزِيْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى شَرْحًا وَاِيْضَاحًا فِىْ مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الْاَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ اِذَا اَتَيْنَا عَلَيْهَا فِى الْاَمَاكِنِ الَّتِىْ يَلِيْقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْاِيْضَاحُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

আমরা হাদীস ও হাদীস বর্ণনাকারীদের কয়েকটি মূলনীতির ব্যাখ্যা দিলাম, যাতে যিনি মুহাদ্দিসগণের পথ অনুসরণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে এ পথে চলার তাওফীক দান করেন, তিনি এ দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে পারেন। ইনশাআল্লাহ্ আমরা কিতাবের বিভিন্ন স্থানে মুয়াল্লাল (ত্রুটিযুক্ত) হাদীস সম্পর্কে আলোচনাকালে এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রয়াস পাব।

وَبَعْدُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَلَوْلَا الَّذِىْ رَاَيْنَا مِنْ سُوْءِ صَنِيْعِ كَثِيْرٍ مِمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا فِيْمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ طَرْحِ الْاَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ . وَتَرْكِهِمُ الْاِقْتِصَارَ عَلَى الْاَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ الْمَشْهُوْرَةِ نَقَلَهُ الثِّقَاتُ الْمَعْرُوْفُوْنَ بِالصِّدْقِ وَ الْاَمَانَةِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ وَ اِقْرَارِهِمْ بِاَلْسِنَتِهِمْ اَنَّهُ كَثِيْرًا مِمَّا يَقْذِفُوْنَ بِهِ اِلَى الْاَغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُوَ مُسْتَنْكَرٌ وَ مَنْقُوْلٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرِ مَرْضِيِّيْنَ مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ اَئِمَّةُ اَهْلِ الْحَدِيْثِ مِثْلُ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ وَ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىٍّ وَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْاَئِمَّةِ لَمَا سَهُلَ عَلَيْنَا الْاِنْتِصَابُ لِمَا سَاَلْتَ مِنَ التَّمْيِيْزِ وَ التَّحْصِيْلِ وَ لٰكِنْ مِنْ اَجَلِ مَا اَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْقَوْمِ الْاَخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ بِالْاَسَانِيْدِ الضِّعَافِ الْمَجْهُوْلَةِ وَ قَذْفِهِمْ بِهَا اِلَى الْعَوَامِّ الَّذِيْنَ لَا يَعْرِفُوْنَ عُيُوْبَهَا خَفَّ عَلٰى قُلُوْبِنَا اِجَابَتُكَ اِلٰى مَا سَاَلْتَ .

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় হোন, স্বঘোষিত মুহাদ্দিসের অপকর্ম আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। তারা জানে এবং স্বীকারও করে যে, তারা সাধারণ মানুষের কাছে এমন অনেক হাদীস বর্ণনা করে যা দুর্বল ও মুনকার, অথচ উচিত ছিল দুর্বল ও মুনকার হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকা সত্যতা ও বিশ্বস্ততায় সুবিদিত এবং সিকাহ রাবীগণ যে সব সহীহ্ ও প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কেবল সে সব হাদীসই বর্ণনা করা। অথচ লক্ষ করলাম যে, তথাকথিত স্বঘোষিত মুহাদ্দিসরা রাবীদের মধ্যে মালিক ইব্ন আনাস, শু'বা ইব্ন হাজ্জাজ, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী প্রমুখ ইমাম যাদের নিন্দা

করেছেন, তাদের থেকে মুনকার ও মিথ্যা হাদীস সাধারণের মধ্যে প্রচার করছে। যদি তা না দেখতাম তবে তোমার অনুরোধে সহীহ্ হাদীস নির্বাচনের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে কোনক্রমেই সহজ হত না। কিন্তু এই যে তোমাকে জানালাম একদল লোক দুর্বল ও অজ্ঞাত-পরিচয় সনদে বর্ণিত মুনকার হাদীস প্রচার করছে এবং সে সবের ত্রুটি সম্পর্কে যারা বেখবর, সেই আম লোকের সামনে তা ছুঁড়ে দিচ্ছে, এটা দেখার ফলেই।

١. بَابُ وُجُوْبُ الرِّوَايَةِ عَنِ الثِّقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَّابِيْنَ وَالتَّحْذِيْرِ مِنَ الْكِذْبِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

১. পরিচ্ছেদ : নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করা এবং মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের প্রত্যাখ্যান করা কর্তব্য; আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের প্রতি হুশিয়ারী

وَاعْلَمْ - وَفَّقَكَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّ الْوَاجِبَ عَلٰى كُلِّ اَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيْزَ بَيْنَ صَحِيْحِ الرِّوَايَاتِ وَ سَقِيْمِهَا وَ ثِقَاتِ النَّاقِلِيْنَ لَهَا مِنَ الْمُتَّهَمِيْنَ اَنْ لاَيَرْوِىَ مِنْهَا اِلاَّ مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِهٖ وَ السِّتَارَةَ فِىْ نَاقِلِيْهِ وَ اَنْ يَتَّقِىَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ اَهْلِ التُّهَمِ وَ الْمُعَانِدِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْبِدَعِ - وَ الدَّلِيْلُ عَلٰى اَنَّ الَّذِىْ قُلْنَا مِنْ هٰذَا هُوَا اللاَّزِمُ دُوْنَ مَا خَالَفَهٗ قَوْلُ اللّٰهِ جَلَّ ذِكْرُهٗ : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ -

জেনে রাখ, যাঁরা সহীহ্ এবং নির্ভুল হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম এবং যাঁদের নির্ভরযোগ্য ও সন্দেহজনক রাবীদের যাচাই করার ক্ষমতা আছে, তাঁদের কেবল এমন হাদীস বর্ণনা করা কর্তব্য যার উৎস সহীহ্ এবং রাবীদের কোন দোষ প্রমাণিত হয়নি। তাঁরা এমন হাদীস বর্ণনা করবেন না, যেগুলো এমন লোক বর্ণনা করেছে যারা বিদ্বেষপ্রবণ, বিদ'আতী এবং দোষী।

আমরা যা বললাম তা-ই যে অপরিহার্য এবং অন্যথা অনুচিত তার প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী :

"হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসিক লোক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তার সত্যতা যাচাই করে নাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন মানবগোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করে বসবে আর পরে নিজেদের কৃতকার্যের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।" (সূরা হুজুরাত : ৬)

وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهٗ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ - وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ - فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هٰذِهِ الاٰىِ اَنَّ خَبَرَ الْفَسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ وَ اَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُوْدَةٌ وَ الْخَبَرُ وَ اِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِىْ بَعْضِ الْوُجُوْهِ فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِىْ اَعْظَمِ مَعَانِيْهِمَا اِذْكَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُوْلٍ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا اَنَّ شَهَادَتَهٗ مَرْدُوْدَةٌ عِنْدَ جَمِيْعِهِمْ وَ دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلٰى نَفْىِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْاَخْبَارِ كَنَحْوِ دَلاَلَةِ الْقُرْاٰنِ عَلٰى نَفْىِ خَبَرِ الْفَاسِقِ وَ هُوَ الْاَثَرُ الْمَشْهُوْرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ يُرٰى اَنَّهٗ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكٰذِبِيْنَ -

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

"তোমাদের পছন্দমত সাক্ষী নিযুক্ত কর।" (সূরা বাকারা : ২৮২)

তিনি আরো বলেন : وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ

"তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে।" (সূরা তালাক : ২)

এ সব আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ফাসিক লোকের খবর বাতিল ও গ্রহণের অযোগ্য এবং যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ নয়, তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কোন কোন বিষয়ে রিওয়ায়াত ও শাহাদাতের মধ্যে (সাক্ষ্যদানের) পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রধানত এ দু'টি এক ও অভিন্ন। এজন্যেই হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছে ফাসিক ব্যক্তির খবর যেমন অগ্রহণীয়, তেমনি তার শাহাদাত বা সাক্ষ্যও সবার কাছে প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কুরআনুল করীমে যেমন ফাসিকের খবর পরিত্যাজ্য বলে প্রমাণিত, তেমনি হাদীসও মুনকার রিওয়ায়াত বর্ণনা করা নিষিদ্ধ বলে প্রমাণ দেয়। আর তা হল এই প্রসিদ্ধ হাদীসটি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার থেকে হাদীস বর্ণনা করে, অথচ সে মনে করে যে, তা মিথ্যা, সে দুই মিথ্যাবাদীর অন্যতম।[১]

حَدَّثَنَا ه اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ اَيْضًا قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِىْ شَبِيْبٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ -

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা).... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢. بَابُ تَغْلِيْظُ الْكَذِيْبِ عَلٰى رَسُوْلِ ﷺ

২. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যারোপ গুরুতর অপরাধ

وَحَدَّثَنَااَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَخْطُبُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَكْذِبُوْا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ يَّكْذِبْ عَلَىَّ يَلِجِ النَّارَ *

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).... রিবঈ ইব্‌ন হিরাশ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আলী (রা)-কে খুত্‌বার মধ্যে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না, কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে জাহান্নামে যাবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না এবং ইব্‌ন বাশশারের সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে।

وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِىْ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّهُ لَيَمْنَعُنِىْ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَىَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، **وَحَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ

---

১. যে মিথ্যা রচনা করে, সে এক মিথ্যাবাদী এবং যে তা বর্ণনা করে, সে আর এক মিথ্যাবাদী।

اَبِیْ حَصِیْنٍ عَنْ اَبِیْ صَالِحٍ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّدًا فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ **وَحَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَیْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِیْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِیْدُ بْنُ عُبَیْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ رَبِیْعَةَ قَالَ اَتَیْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُغِیْرَةُ اَمِیْرُ الْكُوْفَةِ قَالَ فَقَالَ الْمُغِیْرَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ یَقُوْلُ اِنَّ كَذِبًا عَلَیَّ لَیْسَ كَكَذِبٍ عَلٰی اَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّدًا فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ *

যুহায়র ইব্ন হারব (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, তোমাদের কাছে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করা থেকে যা আমাকে বিরত রাখে তা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়।

মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ আল-গুবারী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র).... আলী ইব্ন রাবী'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা আমি (কূফার) মসজিদে এলাম। হযরত মুগীরা (রা) তখন কুফার আমীর। হযরত মুগীরা (রা) বললেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

وَحَدَّثَنِیْ عَلِیُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ الْاَسَدِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رَبِیْعَةَ الْاَسَدِیِّ عَنِ الْمُغِیْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ بِمِثْلِهٖ وَلَمْ یَذْكُرْ اِنَّ كَذِبًا عَلَیَّ لَیْسَ كَكَذِبٍ عَلٰی اَحَدٍ -

আলী ইব্ন হুজর আস-সাদী (র).... মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন, তবে "আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত নয়" বাক্যটি তিনি উল্লেখ করেননি।

٣. بَابُ النَّهْیِ عَنِ الْحَدِیْثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

৩. পরিচ্ছেদ : যে কোনও শোনা কথা বলে বেড়ানো নিষেধ

وَحَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِیْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰی قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِیٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَیْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَفٰی بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ یُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ **وَحَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِیْ شَیْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَیْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ بِمِثْلِ ذٰلِكَ **وَحَدَّثَنَا** یَحْیَی بْنُ یَحْیٰی قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَیْمٌ عَنْ سُلَیْمَانَ

التَّيمِيِّ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ *

উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুআয আল-আনবারী (র).... হাফস ইবন আসিম (র) থেকে (মুরসালরূপে) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে, তা বলে বেড়ায়। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)-র সূত্রেও হাদীসটি অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র).... হাফস ইবন আসিম (র)-এর মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

ইয়াহ্‌ইয়া ইবন ইয়াহইয়া ... আবূ উসমান আল-নাহ্‌দী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেছেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তা বলে বেড়ায়।

وَحَدَّثَنِى اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ لِى مَالِكٌ اِعْلَمْ اَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلاَ يَكُوْنُ اِمَامًا اَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ **وَحَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مَهْدِىٍّ يَقُوْلُ لاَيَكُوْنُ الرَّجُلُ اِمَامًا يُقْتَدٰى بِهٖ حَتّٰى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَاسَمِعَ **وَحَدَّثَنَا** يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مُقَدَّمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَاَلَنِى اِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اِنِّى اَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بِعِلْمِ الْقُرْاٰنِ فَاقْرَأْ عَلَىَّ سُوْرَةً وَفَسِّرْ حَتّٰى اَنْظُرَ فِيْمَا عَلِمْتَ *

আবূ তাহির আহ্‌মদ ইব্‌ন আম্‌র (র)..... ইব্‌ন ওহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মালিক (রা) আমাকে বলেছেন, জেনে রাখ, যদি কোন ব্যক্তি যা শোনে তা বলে বেড়ায়, তবে সে (মিথ্যা থেকে) নিরাপদ নয়। আর যে ব্যক্তি যা শোনে তা বলে বেড়ায়, সে কখনো ইমাম হবে না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে, তা বলে বেড়ায়।

মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (রা)-তে বলতে শুনেছেন : কোন ব্যক্তি অনুসরণযোগ্য ইমাম হতে পারবে না, যে পর্যন্ত সে শোনা কথার কতক[১] বর্ণনা করা থেকে বিরত না থাকবে।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).... সুফ্‌য়ান ইব্‌ন হুসায়ন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়াস ইব্‌ন মু'য়াবিয়া (র) আমাকে বললেন, অবশ্যই আমি দেখছি যে, তুমি কুরআন সম্পর্কীয় ইলমের প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। তুমি আমাকে একটি সূরা পড়ে শোনাও এবং তার তাফসীর কর, যাতে আমি দেখতে পারি তুমি কি শিখেছ।

قَالَ فَفَعَلْتُ فَقَالَ لِىَ احْفَظْ عَلَىَّ مَا اَقُوْلُ لَكَ اِيَّاكَ وَالشَّنَاعَةَ فِى الْحَدِيْثِ فَاِنَّهُ قَلَّمَا حَمَلَهَا اَحَدٌ اِلاَّ ذَلَّ فِى نَفْسِهٖ وَكُذِّبَ فِى حَدِيْثِهٖ **وَحَدَّثَنِىْ** اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ

১. মিথ্যা অংশ।

وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا اَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيْثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُوْلُهُمْ اِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً *

সুফিয়ান (র) বলেন, আমি তাই করলাম। অতঃপর ইয়াস (র) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে যা বলছি তার হিফাযত করবে, তুমি হাদীস বর্ণনায় নিন্দিত হওয়া (অর্থাৎ আপত্তিকর হাদীস বর্ণনা) থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা যে কেউ নিন্দা বহন করে, সে নিজকে লাঞ্ছিত করে এবং হাদীস বর্ণনায় সে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন হয়।

আবূ তাহির এবং হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যখন তুমি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করবে, যা তাদের জ্ঞানের অগম্য, তখন তা তাদের কারো কারো পক্ষে ফিত্‌না হয়ে দাঁড়াবে।

٤ . بَابُ النَّهْىِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْاِحْتِيَاطِ فِى تَحَمُّلِهَا

৪. পরিচ্ছেদ : যঈফ রাবীর হাদীস বর্ণনা করার নিষেধাজ্ঞা এবং হাদীস সংগ্রহের ব্যাপারে সতর্কত অবলম্বন করা

وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنِ اَبِى اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو هَانِىءٍ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ سَيَكُوْنُ فِى اَخِرِ اُمَّتِىْ اَنَاسٌ يُحَدِّثُوْنَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا اَنْتُمْ وَلاَ اَبَاؤُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ *

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ যুগে আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তোমাদের এমন এমন হাদীস শোনাবে যা তোমরা কিংবা তোমাদের পূর্বপুরুষরা কখনো শোনেনি। অতএব তোমরা তাদের সংস্পর্গ থেকে সাবধান থাকবে এবং তাদেরও তোমাদের থেকে দূরে রাখবে।

وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيْبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ شُرَيْحٍ اَنَّهُ سَمِعَ شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَاْتُوْنَكُمْ مِنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا اَنْتُمْ وَلاَ اَبَاؤُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لاَيُضِلُّوْنَكُمْ وَلاَيَفْتِنُوْنَكُمْ **وَحَدَّثَنِى** اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَاْتِى الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلاً اَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلاَ اَدْرِىْ مَا اَسْمُهُ يُحَدِّثُ *

হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আত্ তুজীবী (র).... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ যুগে কিছু সংখ্যক প্রতারক ও মিথ্যাবাদী লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের কাছে এমন সব হাদীস বর্ণনা করবে, যা কখনো তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা শোনেনি। সুতরাং তাদের সংসর্গ থেকে

সাবধান থাকবে এবং তাদের দূরে রাখবে। তারা যেন তোমাদের গুমরাহ না করে এবং তোমাদের যেন ফিত্নায় না ফেলে।

আবূ সাঈদ আল আশাজ্জ (র).... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, শয়তান মানুষের আকৃতিতে লোকের কাছে আসে এবং মিথ্যা হাদীস শোনায়। পরে লোকেরা সেখান থেকে পৃথক হয়ে চলে যায়। তারপর তাদের মধ্য থেকে এককে ব্যক্তি বলে, আমি এমন এক ব্যক্তিকে হাদীস বলতে শুনেছি, যার চেহারা দেখলে চিনব কিন্তু তার নাম জানি না।

وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ اِنَّ فِى الْبَحْرِشَيَاطِيْنَ مَسْجُوْنَةً اَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ يُوْشِكُ اَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْاٰنًا**وَحَدَّثَنِىْ** مُحَمَّدُ بْنِ عَبَّادٍ وَ سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِىُّ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيْدُ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ جَاءَ هٰذَا اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (يَعْنِىْ بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ) فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عُدْ لِحَدِيْثِ كَذَا وَ كَذَا فَعَادَلَه ثُمَّ حَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ عُدْ لِحَدِيْثِ كَذَا وَ كَذَا فَعَادَلَه فَقَالَ لَهُ مَا اَدْرِىْ اَعَرَفْتَ حَدِيْثِى كُلَّهُ وَ اَنْكَرْتَ هٰذَا اَمْ اَنْكَرْتَ حَدِيْثِى كُلَّهُ وَ عَرَفْتَ هٰذَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَ الذَّلُوْلَ تَرَكْنَا الْحَدِيْثَ عَنْهُ

মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সমুদ্রের মধ্যে বহু শয়তান বন্দী হয়ে আছে। হযরত সুলায়মান (আ) তাদেরকে বন্দী করেছিলেন। শীঘ্রই তারা সেখান থেকে বের হয়ে পড়বে এবং লোকদের কুরআন পাঠ করে শোনাবে।[১]

মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাস ও সাঈদ ইব্ন আমর আল-আশআসী (র).... তাউস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার বুশায়র ইব্ন কা'ব (র) নামক এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে হাদীস বর্ণনা করতে লাগল। ইব্ন আব্বাস (র) তাকে বললেন, অমুক অমুক হাদীস আবার পড়। সে আবার সেগুলো পড়ল। এর পর সে আরো কিছু হাদীস তাঁকে শোনাল। ইব্ন আব্বাস (রা) তাকে বললেন, অমুক অমুক হাদীস আবার পড়। সে তা আবার পড়ল। তারপর সে ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলল, আমি বুঝতে পারলাম না, আপনি কি আমার বর্ণিত ঐ ক'টি হাদীস অগ্রাহ্য করে অবশিষ্ট হাদীসগুলোর স্বীকৃতি দান করলেন, না ঐ কটি হাদীসকে স্বীকৃতি দিয়ে বাকী হাদীসগুলো প্রত্যাখ্যান করলেন? ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করতাম, যখন তাঁর নামে মিথ্যা হাদীস বলা হতো না। কিন্তু এখন লোকেরা যখন বাধ্য ও অবাধ্য সব রকম বাহনে আরোহণ করা শুরু করেছে[২] তখন আমরা নির্বিচারে হাদীস গ্রহণ করা ছেড়ে দিয়েছি।

وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيْثَ وَ الْحَدِيْثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَّا اِذَا

১. মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যা কুরআন নয়, তা কুরআনের ভঙ্গিতে শোনাবে।

২. অর্থাৎ হাদীস বর্ণনায় প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় সকল পন্থা অবলম্বন করেছে এবং যাচাই-বাছাই না করে সত্য-মিথ্যা সব কিছু বর্ণনা করা শুরু করেছে।

رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُوْلٍ فَهَيْهَاتَ **وَحَدَّثَنِى** اَبُوْ اَيُّوْبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْغَيْلَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ يَعْنِى الْعَقَدِىَّ قَالَ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ جَاءَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ الْعَدَوِىُّ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَأْذَنُ لِحَدِيْثِهٖ وَ لاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا لِىَ لاَ اَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيْثِى اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ تَسْمَعُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّا كُنَّا مَرَّةً اِذَا سَمِعْنَا رَجُلاً يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ابْتَدَرَتْهُ اَبْصَارُنَا وَ اَصْغَيْنَا اِلَيْهِ بِاٰذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَ الذَّلُوْلَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ اِلاَّ مَا نَعْرِفُ

মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা হাদীস সংরক্ষণ করতাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ থেকেতো হাদীস সংরক্ষণ করাই উচিত। কিন্তু যখন তোমরা অবাধ্য ও নরম সবকিছুতে আরোহণ করা আরম্ভ করছ তখন অবস্থা দূর হয়ে গেছে!

আবূ আইয়্যুব সুলায়মান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ আল-গায়লানী (র).... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা বুশায়র ইব্‌ন কা'ব আল্-আদাবী প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন.... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন.... মুজাহিদ (র) বলেন, ইবন আব্বাস (রা) তার হাদীসের প্রতি কর্ণপাত করলেন না এবং তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করলেন না। তখন বুশায়র (র) বললেন : হে ইব্‌ন আব্বাস (রা)! কি হলো, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস শোনাচ্ছি, আর আপনি তা শুনছেন না ? ইবন আব্বাস (রা) বললেন, এক সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন আমরা শুনতাম, কোন ব্যক্তি বলছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তখনই তার দিকে আমাদের সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করতাম এবং আমরা তার দিকে কান দিতাম। কিন্তু যখন থেকে লোকেরা 'কঠিন ও নরম' সব বাহনে চড়া শুরু করেছে, তখন থেকে আমরা কেবল আমাদের চেনাজানা হাদীসই গ্রহণ করি।

وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَسْأَلُهُ اَنْ يَكْتُبَ لِىْ كِتَابًا وَ يُخْفِىْ عَنِّىْ فَقَالَ وَلَدٌ نَاصِحٌ اَنَا اَخْتَارُ لَهُ الْاُمُوْرَ اخْتِيَارًا وَ اُخْفِىْ عَنْهُ قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِىٍّ فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ اَشْيَاءَ وَيَمُرُّبِهِ الشَّىْءُ فَيَقُوْلُ وَ اللّٰهِ مَا قَضَى بِهٰذَا عَلِىٌّ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ ضَلَّ ، **حَدَّثَنَا** عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ اُتِىَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيْهِ قَضَاءُ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمَحَاهُ اِلاَّ قَدْرَ وَ اَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهٖ ، **حَدَّثَنَا** حَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ لَمَّا اَحْدَثُوْا تِلْكَ الْاَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ عَلِىٍّ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَىَّ عِلْمٍ اَفْسَدُوْا

দাঊদ ইব্‌ন আম্‌র আয্-যাব্বী (র)..... ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে লিখে পাঠালাম, তিনি যেন আমাকে একখানা কিতাব লিখে দেন, কিন্তু

তাতে যেন বিতর্কিত ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর উল্লেখ না থাকে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, 'ছেলেটি কল্যাণকামী।' আমি তার জন্য কিছু বিষয় নির্বাচন করব এবং তাতে কিছু অনুল্লেখ রাখব। বর্ণনাকারী বলেন তখন তিনি আলী (রা)-এর লিপিবদ্ধ ফয়সালাসমূহ আনালেন। তারপর তিনি তা থেকে লিখা শুরু করলেন এবং কোন কোন অংশ দেখে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম গুমরাহ না হলে আলী (রা) এ ধরনের ফয়সালা করতে পারে না।[১]

তাউস (র) থেকে আম্‌র আন-নাকিদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে একখানা কিতাব আনা হলো। তাতে লিপিবদ্ধ ছিল আলী (রা)-এর কতক বিচারের রায়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) তা থেকে সামান্যমাত্র রেখে বাকীটা নষ্ট দিলেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) নিজের হাতের দিকে ইশারা করে (এক হাত) পরিমাণ দেখালেন।

হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী (র).... আবূ ইসহাক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা)-এর পরে লোকেরা যখন (তাঁর নামে) ওই সব নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করল, তখন তাঁর জনৈক ছাত্র আক্ষেপের সাথে বললেন, আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন! কী ইল্‌ম এরা নষ্ট করে দিল।[২]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ يَقُوْلُ لَمْ يَكُنْ يُصَدِّقُ عَلٰى عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيْثِ عَنْهُ اِلاَّ مِنْ اَصْحَابِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ـ

আলী ইব্‌ন খাশরাম (র).... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর ছাত্র ব্যতীত অন্য যারা আলী (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করতেন, তাঁদের সে বর্ণনা সত্য বলে গৃহীত হতো না।

٥. بَابُ بَيَانِ اَنَّ الْاِسْنَادَ مِنَ الدِّيْنِ، وَاَنَّ الرِّوَايَةَ لاَتَكُوْنُ اِلاَّ عَنِ الثِّقَاتِ وَاَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيْهِمْ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ وَ اَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ فِي الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيْعَةِ الْمُكَرَّمَةِ.

৫. পরিচ্ছেদ : হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ছাড়া রিওয়ায়াত গ্রহণ করা উচিত নয়। বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা শুধু জায়েয নয়, বরং ওয়াজিব; এটা গীবত নয়, যা শরীআতের দৃষ্টিতে হারাম, বরং এটা শরীআতের পক্ষে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ **حَدَّثَنَا** حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ وَ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ وَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ، **حَدَّثَنَا** اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الْاِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ اِلٰى اَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَ يُنْظَرُ اِلٰى اَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ، **حَدَّثَنَا** اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى (وَ هُوَا بْنُ

---

১. আলী (রা) এরূপ ফয়সালা করেননি। এ অংশগুলো পরবর্তীকালে আলী (রা)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে কেউ সংযোজন করেছে।

২. আলী (রা)-এর নামে তারা নানা মনগড়া কথা চালিয়ে দিয়েছিল। এতে তাঁর আসল ইল্‌মের ভাণ্ডার বিকৃত হয়ে যায়।

يُوْنُس) قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسى قَالَ لَقِيْتُ طَاؤُسًا فَقُلْتُ حَدَّثَنِيْ فُلَانُ كَيْتِ وَ كَيْتَ قَالَ اِنَّ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ **وَحَدَّثَنَا** عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِ مِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا مَرْوَانُ يَعْنِى اَبْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ قُلْتُ لِطَاؤُسٍ اِنَّ فُلَانًا حَدَّثَنِىْ بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ اِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ .

হাসান ইব্‌ন রাবী (র).... মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : নিশ্চয়ই এই ইল্‌ম হলো দীন। কাজেই কার কাছ থেকে তোমরা দীন গ্রহণ করেছ, তা যাচাই করে নাও।

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌নুস সাব্বাহ্ (র).... ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এমন এক সময় ছিল, যখন লোকেরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু পরে যখন ফিত্‌না দেখা দিল, তখন লোকেরা হাদীস বর্ণনাকারীদের বলল, তোমরা যাদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছ, আমাদের কাছে তাদের নাম বল। যাতে দেখা যায় কারা আহ্‌লে সুন্নাত। যারা এই সম্প্রদায়ের হবে, তাঁদের হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। আর দেখা হবে, কারা বিদ'আতী? তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।

সুলায়মান ইবন মূসা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি তাঊস (র)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, অমুক ব্যক্তি আমাকে এরূপ এরূপ হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি বললেন : যদি সেই ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করবে।

সুলায়মান ইব্‌ন মূসা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাঊস (র)-কে বললাম, অমুক ব্যক্তি আমাকে এই হাদীস বলেছে। তিনি বললেন, তোমার কাছে হাদীস বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে তার থেকে তা গ্রহণ করবে।

حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَصْمَعِيُّ عَنْ اِبْنِ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَدْرَكْتُ بِالْمَدِيْنَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَأْمُوْنُ مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيْثُ يُقَالُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِهِ ، **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَ حَدَّثَنِى اَبُوْبَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ يَقُوْلُ لَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ الثِّقَاتُ ـ

ইব্‌ন আবুয্ যিনাদ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি মদীনায় একশ'জন লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যাঁরা মিথ্যা থেকে নিরাপদ ছিলেন। তবু তাদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করা হতো না। কেননা তাঁদের সম্পর্কে বলা হতো যে, তারা এর উপযুক্ত নন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উমর আল-মাক্কী ও আবূ বকর ইব্‌ন খাল্লাদ আল-বাহিলী (র)... ... মিস'আ'র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি সা'দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীমকে বলতে শুনেছি; নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি (সিকাহ) ব্যতীত কেউ যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা না করে।

وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ مِنْ اَهْلِ مَرْوَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُوْلُ الْاِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ وَ لَوْلَا الْاِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ وَ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى الْعَبَّاسُ بْنُ اَبِى رِزْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ يَعْنِى الْاِسْنَادَ ـ وَ قَالَ مُحَمَّدُ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ عِيْسَى الطَّالِقَانِىَّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ جَاءَ اِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ اَنْ تُصَلِّىَ لاَبَوَيْكَ مَعَ صَلاَتِكَ وَ تَصُوْمَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَا اَبَا اِسْحٰقَ عَمَّنْ هٰذَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هٰذَا مِنْ حَدِيْثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاشٍ فَقَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا اَبَا اِسْحٰقَ اِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ وَ بَيْنَ النَّبِىِّ ﷺ مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيْهَا اَعْنَاقُ الْمَطِىِّ وَ لٰكِنْ لَيْسَ فِى الصَّدَقَةِ اخْتِلاَفٌ .

মার্ভের অধিবাসী মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুহযায (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ না থাকত, তাহলে যার যা ইচ্ছা তাই বলত। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমাদের ও লোকদের মাঝখানে রয়েছে খুঁটি অর্থাৎ সনদ।

আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন আত্-তালিকানী বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আবূ আবদুর রহমান, এই হাদীসটি সম্পর্কে আপনার কি অভিমত যাতে আছে, "অন্যতম সৎকাজ হল তোমার সালাতের সাথে পিতামাতার জন্যও সালাত আদায় করবে আর তোমার সিয়ামের সাথে পিতামাতার জন্যও সিয়াম পালন করবে?"

তিনি বলেন, হে আবূ ইসহাক! কার বরাতে এই হাদীসটি বর্ণনা করছ? আমি বললাম, এটি শিহাব ইব্ন খিরাশ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইনি নির্ভরযোগ্য। তবে তিনি কার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন ? আমি বললাম, হাজ্জাজ ইব্ন দীনার থেকে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইনি নির্ভরযোগ্য। তিনি কার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, হে আবূ ইসহাক, হাজ্জাজ ইব্ন দীনার ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাঝে এত দুস্তর প্রান্তর রয়েছে, যা অতিক্রম করতে গেলে উটের গর্দানও ভেঙ্গে পড়বে।[১] তবে পিতামাতার জন্য সাদ্কা করার বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

وَ قَالَ مُحَمَّدُ سَمِعْتُ عَلِىَ بْنَ شَقِيْقٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُوْلُ عَلٰى رُؤُسِ النَّاسِ دَعُوْا حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَاِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ ، حَدَّثَنِىْ اَبُوْبَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ اَبِى النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ صَاحِبُ بُهَيَّةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمِ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اِنَّهُ قَبِيْحٌ عَلٰى مِثْلِكَ عَظِيْمٌ اَنْ تُسْاَلَ عَنْ شَىْءٍ مِنْ اَمْرِ هٰذَا الدِّيْنِ فَلاَ يُوْجَدُ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَ لاَ فَرَجٌ اَوْ عِلْمٌ وَ لاَ مَخْرَجٌ فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ وَعَمَّ ذَاكَ ؟ قَالَ لاَنَّكَ ابْنُ اِمَامَىْ هُدًى ابْنُ اَبِىْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ يَقُوْلُ لَهُ الْقَاسِمُ اَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللّٰهِ اَنْ اَقُوْلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اَوْ اٰخُذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ قَالَ فَسَكَتَ فَمَا اَجَابَهُ .

১. অর্থাৎ হাজ্জাজ ইব্ন দীনার এত পরের মানুষ যে, রাসূল ﷺ থেকে সরাসরি রিওয়ায়াত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং এই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

মুহাম্মদ (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন লোকদের সামনে বলেছিলেন, তোমরা আমর ইব্‌ন সাবিত (র)-এর হাদীস বর্জন কর, কেননা সে মহান পূর্বসূরিদের দোষারোপ করে।

আবূ বকর ইব্‌ন নাযর ইব্‌ন আবূ নাযর (র) বুহাইয়া (র)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ আকীল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা আমি কাসিম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র) ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় ইয়াহ্ইয়া (র) কাসিম (র)-কে বললেন, হে আবূ মুহাম্মদ, আপনাকে দীন ও শরীআত সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করে উত্তর ও ব্যাখ্যা না পাওয়া আপনার মত ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয় নয়। কাসিম (র) তাকে বললেন, কি কারণে ? ইয়াহ্ইয়া (র) বললেন, কেননা, আপনি আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর দু'জন সত্যপন্থি মহান খলীফার উত্তরপুরুষ। রাবী বলেন, এর জবাবে কাসিম (র) তাকে বললেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞান দান করেছেন, তার দৃষ্টিতে এর চেয়েও অশোভনীয় হলো, না জেনে কোন কথা বলা কিংবা অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করা। আবূ আকীল (র) বলেন, একথা শুনে ইয়াহ্ইয়া (র) নীরব হয়ে গেলেন, আর কোন উত্তর দিলেন না।

وَحَدَّثَنِيْ بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ اَخْبَرُوْنِيْ عَنْ اَبِيْ عَقِيْلٍ صَاحِبِ بُهَيَّةَ اَنَّ اَبْنَاءً لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ سَاَلُوْهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيْهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَ اللّٰهِ اِنِّيْ لَاُعْظِمُ اَنْ يَكُوْنَ مِثْلُكَ وَ اَنْتَ ابْنُ اِمَامَيِ الْهُدٰى يَعْنِيْ عُمَرَ وَ ابْنَ عُمَرَ تُسْاَلُ عَنْ اَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيْهِ عِلْمٌ فَقَالَ اَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ وَ اللّٰهِ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللّٰهِ اَنْ اَقُوْلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اَوْ اُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ وَشَهِدَهُمَا اَبُوْ عَقِيْلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حِيْنَ قَالَا ذٰلِكَ .

বিশ্‌র ইব্‌ন হাকাম আল-আব্‌দী (র).... বুহাইয়ার আযাদকৃত গোলাম আবূ আকীল (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, লোকেরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর কোন এক উত্তরসুরি (কাসিম)-কে একটি প্রশ্ন করল, যার উত্তর তাঁর জানা ছিল না। তখন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) তাঁকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমার কাছে অবাক লাগছে যে, আপনার মত ব্যক্তিকে দীন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি প্রশ্ন করা হলো অথচ তার কোন জবাব পাওয়া গেল না—অথচ আপনি হচ্ছেন দু'জন মহান নেতা উমর (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা)-এর বংশধর! এর জবাবে তিনি (কাসিম) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! মহান আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির দৃষ্টিতে এর চাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, "যে সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই তা বলা কিংবা অনির্ভরযোগ্য লোক থেকে হাদীস বর্ণনা করা।" ইয়াহ্ইয়া (র) ও কাসিম (র)-এর এই আলোচনার সময় আবূ আকীল ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিল (র) সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ اَبُوْ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ سَاَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَ شُعْبَةَ وَ مَالِكًا وَ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُوْنُ ثَبْتًا فِي الْحَدِيْثِ فَيَأْتِيْنِي الرَّجُلُ فَيَسْاَلُنِيْ عَنْهُ قَالُوْا اَخْبِرْ عَنْهُ اَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ ، **وَحَدَّثَنَا** عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ يَقُوْلُ سُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدِيْثٍ لِشَهْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلٰى اُسْكُفَّةِ الْبَابِ فَقَالَ اِنَّ شَهْرًا تَرَكُوْهُ اِنَّ شَهْرًا

تَرَكُوْهُ قَالَ مُسْلِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَقُوْلُ اَخَذَتْهُ اَلْسِنَةُ النَّاسِ تَكَلَّمُوْا فِيْهِ ، **وَحَدَّثَنِىْ** حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ وَ قَدْ لَقِيْتُ شَهْرًا فَلَمْ اَعْتَدَّ بِهِ .

আমর ইব্‌ন আলী আবূ হাফস (র) বর্ণনা করেন যে, আমি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি সুফ্‌য়ান সাওরী (র), শু'বা (র), মালিক (র) ও ইব্‌ন উয়ায়না (র)-কে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেউ যদি আমার কাছে তার সম্পর্কে জানতে চায়, তবে আমি কি বলব? তখন তারা বললেন : তুমি সেই প্রশ্নকারীকে জানিয়ে দাও যে, সে নির্ভরযোগ্য নয়।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) বর্ণনা করেন, নায্‌র (র) বলেছেন, একদিন ইব্‌ন আওন তাঁর দরজার চৌকাঠে দাঁড়ানো ছিলেন, তখন শাহর ইব্‌ন হাওশাব বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, লোকে শাহরকে বর্শাবিদ্ধ করেছে। আবুল হুসায়ন মুলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ (র) বলেন, এর অর্থ লোকেরা তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছে।

হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির (র).... শু'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাহর ইব্‌ন হাওশাবের সাথে আমার দেখা হয়েছে। কিন্তু আমি তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করি না।

وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ مِنْ اَهْلِ مَرْوَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ اِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيْرٍ مَنْ تَعْرِفُ حَالَهُ وَ اِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِاَمْرٍ عَظِيْمٍ فَتَرٰى اَنْ اَقُوْلَ لِلنَّاسِ لاَ تَأْخُذُوْا عَنْهُ قَالَ سُفْيَانُ بَلٰى قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَكُنْتُ اِذَا كُنْتُ فِىْ مَجْلِسٍ ذُكِرَ فِيْهِ عَبَّادُ اَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِىْ دِيْنِهِ وَ اَقُوْلُ لاَ تَأْخُذُوْا عَنْهُ ، **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ اَبِىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اِنْتَهَيْتُ اِلَى شُعْبَةَ فَقَالَ هٰذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيْرٍ فَاحْذَرُوْهُ ، **وَحَدَّثَنِىْ** الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ سَأَلْتُ مُعَلَّى الرَّازِىَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدٍ الَّذِىْ رَوٰى عَنْهُ عَبَّادُ فَأَخْبَرَنِىْ عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ قَالَ كُنْتُ عَلٰى بَابِهِ وَ سُفْيَانُ عِنْدَهُ فَلَمَّ خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ كَذَّابٌ .

মার্ভের অধিবাসী মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুহযায (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি সুফ্‌য়ান সাওরী (র)-কে বললাম, আব্বাদ ইব্‌ন কাসীর-এর অবস্থা তো আপনি জানেন (যে, বাহ্যত তিনি দীনদার ব্যক্তি) কিন্তু তিনি যখন হাদীস বর্ণনা করেন, গুরুতর বিষয় পেশ করেন। আপনি কি মনে করেন, আমি লোকদের বলে দেব যে, তারা যেন তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ না করে। সুফ্‌য়ান সাওরী (র) বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) বলেন, তারপর থেকে আমি কোন মজলিসে উপস্থিত থাকলে এবং সেখানে আব্বাদ সম্বন্ধে আলোচনা উঠলে আমি তাঁর দীনদারীর প্রশংসা করতাম কিন্তু বলে দিতাম যে, তোমরা তার থেকে হাদীস গ্রহণ করো না।

মুহাম্মদ (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি শু'বার কাছে গেলে, তিনি বললেন, এইযে আব্বাদ ইব্‌ন কাসীর, তোমরা তার থেকে সতর্ক থাকবে। ফাযল ইব্‌ন সাহল (র) বলেন, আমি মুআল্লা আল-রাযী (র)-কে মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ (র) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যিনি আব্বাদ ইব্‌ন কাসীর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি আমাকে ঈসা ইব্‌ন ইউনুস-এর সূত্রে অবহিত করলেন যে, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ (র)-এর গৃহ দ্বারে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় সুফ্‌য়ান (র)-ও তাঁর কাছে ছিলেন। যখন

সুফ্য়ান বাইরে এলেন, আমি তাঁকে মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বললেন, সে নির্জলা মিথ্যাবাদী।

وَحدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَفَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمْ نَرَ الصَّالِحِيْنَ فِىْ شَىْءٍ اَكْذَبَ مِنْهُمْ فِى الْحَدِيْثِ **قَالَ ابْنُ أَبِىْ عَتَّابٍ** فَلَقِيْتُ اَنَا مُحَمَّدَبْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ فَسَأَلْتُه عَنْهُ فَقَالَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمْ تَرَ اَهْلَ الْخَيْرِ فِىْ شَىْءٍ اَكْذَبَ مِنْهُمْ فِى الْحَدِيْثِ قَالَ مُسْلِمُ يَقُوْلُ يَجْرِى الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلاَ يَتَعَمَّدُوْنَ الْكَذِبَ .

মুহাম্মদ ইব্ন আবূ আত্তাব (র) বর্ণনা করেন যে, আফ্ফান (র) আমাকে অবহিত করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা সৎ ব্যক্তিদের (অর্থাৎ সূফী সাধকদের) অন্য কোন বস্তুর ব্যাপারে এতখানি মিথ্যা বলতে দেখিনি যতখানি দেখেছি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে।

ইব্ন আবূ আত্তাব (র) বলেন, আমি সরাসরি মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান (র)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বললেন, তুমি সূফী লোকদেরকে হাদীস বর্ণনার চাইতে অন্য কিছুতেই অধিক মিথ্যা বলতে দেখবে না। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, মিথ্যা তাঁদের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, তাঁরা ইচ্ছা করে মিথ্যা বলেন না।

حَدَّثَنِىْ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ خَلِيْفَةُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَجَعَلَ يُمْلِىْ عَلَىَّ حَدَّثَنِىْ مَكْحُوْلُ فَأَخَذَهُ الْبَوْلُ فَقَامَ فَنَظَرْتُ فِى الْكُرَّاسَةِ فَاذَا فِيْهَا حَدَّثَنِىْ اَبَانُ عَنْ اَنَسٍ وَ اَبَانُ عَنْ فُلاَنٍ فَتَرَكْتُه وَ قُمْتُ **قَالَ وَسَمِعْتُ** الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِىَّ يَقُوْلُ رَأَيْتُ فِىْ كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيْثَ هِشَامٍ اَبِى الْمِقْدَامِ حَدِيْثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ هِشَامُ حَدَّثَنِىْ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ يَحْيَى بْنُ فَلاَنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ لِعَفَّانَ اِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ هِشَامُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ اِنَّمَا ابْتُلِىَ مِنْ قِبَلِ هٰذَ الْحَدِيْثِ كَانَ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدُ اَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ .

ফাযল ইব্ন সাহল (র).... ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, খলীফা ইব্ন মূসা (র) বলেছেন, আমি গালিব ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে হাদীস লিখাতে গিয়ে বললেন, মাকহূল (র) আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমন সময় তাঁর পেশাবের বেগ হলো। তিনি পেশাব করতে চলে গেলেন। আমি এই অবসরে তাঁর পাণ্ডুলিপিখানির প্রতি তাকালাম। দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে, আবান (র).... আনাস (র) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আবান (র) অমুকের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ দেখে আমি তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ না করে চলে এলাম।

আর আমি হাসান ইব্ন আলী আল্ হুলওয়ানীকে বলতে শুনেছি, আমি আফ্ফান (র)-এর পাণ্ডুলিপিতে আবুল মিকদাম হিশামের হাদীস দেখেছি, যা তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। হিশাম (র) বলেন, আমার কাছে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, তাঁকে অমুকের পুত্র ইয়াহ্ইয়া বলা হয়। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন

কা'বের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হুলওয়ানী বলেন, আমি আফ্ফান (র)-কে বললাম, লোকেরা বলে হিশাম না কি মুহাম্মদ ইবন কা'ব (র) থেকে এ হাদীস শুনেছেন? আফ্ফান (র) বলেন, এ হাদীসটির কারণেই হিশাম বিপাকে পড়েছেন। তিনি এ হাদীসটির সনদে বলতেন, ইয়াহ্ইয়া (র) আমাকে মুহাম্মাদের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরে তিনি দাবি করেন যে, স্বয়ং মুহাম্মদ (র) থেকে তিনি এ হাদীস শুনেছেন।[১]

حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ يَقُوْلُ قُلْتَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيْثَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَجَّاجِ أُنْظُرْ مَا وَضَعْتَ فِىْ يَدِكَ مِنْهُ **قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ** وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ صَاحِبَ الدَّمِ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ جَلَسْتُ اِلَيْهِ مَجْلِسًا فَجَعَلْتُ اَسْتَحْيِى مِنْ اَصْحَابِىْ اَنْ يَرَوْنِىْ جَالِسًا مَعَهُ كُرْهَ حَدِيْثِهِ ، **حَدَّثَنِىْ** ابْنُ قُهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُوْلُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ بَقِيَّةُ صَدُوْقُ اللِّسَانِ وَ لٰكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ اَقْبَلَ وَ اَدْبَرَ ـ

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুহযায (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উসমান ইব্ন জাবালা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র)-কে বললাম, ঐ ব্যক্তিটি কে, যার থেকে আপনি "ঈদুল ফিত্রের দিন পুরস্কার লাভের দিন" সম্পর্কিত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা)-এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ? জবাবে ইব্ন মুবারক (র) বললেন, তিনি হলেন সুলায়মান ইব্ন হাজ্জাজ (র)। লক্ষ্য কর আমি তার মারফত কি বস্তু তোমার হাতে তুলে দিয়েছি।[২]

ইব্ন কুহযায (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "কারো শরীর থেকে এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত বের হলে (তার উযূ নষ্ট হয়ে যাওয়া) সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনাকারী রাওহ্ ইব্ন গুতায়ফ (র)-কে আমি দেখেছি এবং তার এক মজলিসে বসেছি। আমার সঙ্গীদের কেউ আমাকে তার কাছে বসা অবস্থায় দেখে ফেলবে মনে করে আমি তখন লজ্জাবোধ করছিলাম। কেননা লোকেরা তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করা পছন্দ করে না।

ইব্ন কুহযায (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাকিয়্যা (র) একজন সত্যবাদী লোক। কিন্তু তিনি (সিকাহ যাঈফ) সব ধরনের লোকের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْحَارِثُ الاَعْوَرُ الْهَمْدَانِىُّ وَ كَانَ كَذَّابًا ، **حَدَّثَنَا** اَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ مُغِيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ الْحَارِثُ الْاَعْوَرُ وَهُوَ يَشْهَدُ اَنَّهُ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَلْقَمَةُ قَرَأْتُ الْقُرْاٰنَ فِىْ سَنَتَيْنِ فَقَالَ الْحَارِثُ الْقُرْاٰنُ هَيِّنٌ وَالْوَحْىُ اَشَدُّ **وَحَدَّثَنِىْ** حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ

১. একবার বলেন, ইয়াহ্ইয়ার মাধ্যমে শুনেছি, আবার বলেন সরাসরি শুনেছি। এতে বর্ণনাকারীর বিভ্রান্তি প্রমাণিত হয়।

২. এটা সুলায়মান ইবন হাজ্জাজের প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই হতে পারে। ইমাম নববী (র) বলেন, প্রশংসা, কিন্তু ইমাম মুসলিম (র) বিতর্কিত হাদীসের বর্ণনা প্রসঙ্গে এটি উল্লেখ করেছেন যে হিসেবে নিন্দাই বোঝা যায়।

قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ يَعْنِى بن يُوْنُس قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ الْحَارِث قَالَ تَعَلَّمْتُ الْقُرْاٰنَ فِىْ ثَلَاثِ سِنِيْنَ وَالْوَحْىَ فِىْ سَنَتَيْنِ اَوْقَالَ الْوَحْىَ فِىْ ثَلَاثِ سِنِيْنَ وَ الْقُرْاٰنَ فِىْ سَنَتَيْنِ

কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).... শাবী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হারিস আল-আওয়ার আল-হামদানী আমার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে; কিন্তু সে ছিল মিথ্যাবাদী।

আবূ আমির আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুর্‌রাদ আল-আশাআরী (র).... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হারিস আল-আওয়ার আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে। এরপর শা'বী (র) শপথ করে বলেন, সে মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।

কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি দু'বছরে কুরআন মজীদ পড়েছি। একথা শুনে হারিস বলল, কুরআন সহজ কিন্তু ওয়াহী কঠিন।[1]

হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির (র).... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হারিস বলেছে, আমি তিন বছরে কুরআন শিখেছি এবং ওয়াহী শিখেছি দু'বছরে। অথবা সে বলেছে, ওয়াহী শিখেছি তিন বছরে এবং কুরআন শিখেছি দু'বছরে।

وَ**حَدَّثَنِى**حَجَّاجُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ وَ هُوَ ابْنُ يُوْنُس قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ الْحَارِثَ اتُّهِمَ ، **وَحَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ قَالَ سَمِعَ مُرَّةُ الْهَمْدَانِىُّ مِنَ الْحَارِث شَيْئًا فَقَالَ لَهُ اقْعُدْ بِالْبَابِ قَالَ فَدَخَلَ مُرَّةُ وَ أَخَذَ سَيْفَهُ قَالَ وَ اَحَسَّ الْحَارِثُ بِاشَرٍّ فَذَهَبَ ، **وَ حَدَّثَنِى** عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ قَالَ لَنَا اِبْرَاهِيْمُ اِيَّاكُمْ وَ الْمُغِيْرَةَ بْنَ سَعِيْدٍ وَ اَبَا عَبْدِ الرَّحِيْمِ فَاِنَّهُمَا كَذَّابَانِ ، **حَدَّثَنَا** اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ قَالَ كُنَّا نَأْتِى اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىَّ وَ نَحْنُ غِلْمَةُ اَيْفَاعُ فَكَانَ يَقُوْلُ لَنَا لَا تُجَالِسُوا الْقُصَّاصَ غَيْرَ اَبِى الْاَحْوَصِ وَ اِيَّاكُمْ وَ شَقِيْقًا قَالَ وَ كَانَ شَقِيْقُ هٰذَا يَرٰى رَأْىَ الْخَوَارِجِ وَ لَيْسَ بِاَبِىْ وَائِلٍ

হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির (র).... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হারিসকে মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

কুতাইবা ইব্‌ন সা'ঈদ (র).... হামযা আল-যাইয়াত (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মুর্‌রা হামদানী (র) হারিস (র)-এর কাছ থেকে (দীন বিরোধী) কিছু কথা শুনে বললেন, তুমি দরজায় বস। রাবী বলেন, মুররা (র) ঘরে প্রবেশ করে হাতে তরবারি তুলে নিলেন। রাবী বলেন, মন্দ পরিণতি ঘটতে পারে, এই আশংকায় হারিস তখন পলায়ন করল।

১. হারিসের বিশ্বাস ছিল, রাসূল ﷺ আলী (রা)-কে ওয়াহী বা গুপ্ত জ্ঞান দিয়ে গিয়েছেন। এই জ্ঞান লাভ করা কঠিন। অথচ আলী (রা) প্রকাশ্যে এ কথার প্রতিবাদ করেছেন। এ মিথ্যা আরোপের কারণে হারিসকে যঈফ (দুর্বল) বলা হয়।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র).... ইব্ন আউন (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ইব্রাহীম নাখঈ (র) আমাদের বললেন, তোমরা মুগীরা ইব্ন সাঈদ (র) ও আবূ আবদুর রহীমের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণে সতর্ক থেকো। কেননা তারা উভয়ই মিথ্যাবাদী।

আবূ কামিল আল্-জাহ্দারী, (র).... আসিম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা আবূ আবদুর রহমান সুলামী (র)-এর কাছে আসা যাওয়া করতাম। এ সময় আমরা ছিলাম বয়সে তরুণ। তিনি আমাদের বলতেন, আবুল আহওয়াস ছাড়া অন্য কোন কিসসা-কাহিনীকারদের সাথে ওঠাবসা করো না। আর অবশ্যই তোমরা শাকীক থেকে সতর্ক থাকবে। কেননা এই শাকীক খারিজীদের আকীদা পোষণ করে। তবে আবূ ওয়ায়ল (র) এই শাকীক নন।

حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِىُّ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرًا يَقُوْلُ لَقِيْتُ جَابِرَبْنَ يَزِيْدَ الْجُعْفِىَّ فَلَمْ اَكْتُبْ عَنْهُ كَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ . **حَدَّثَنَا** الْحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيْدَ قَبْلَ اَنْ يُّحْدِثَ مَا اَحْدَثَ وَ **حَدَّثَنِىْ** سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُوْنَ عَنْ جَابِرٍ قَبْلَ اَنْ يُظْهِرَ مَا اَظْهَرَ فَلَمَّا اَظْهَرَ مَا اَظْهَرَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ فِىْ حَدِيْثِهٖ وَ تَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَقِيْلَ لَهُ وَمَا اَظْهَرَ قَالَ الْاِيْمَانَ بِالرَّجْعَةِ

আবূ গাস্সান মুহাম্মদ ইব্ন আমর আল-রাযী (র) বলেন, আমি জারীর (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি জাবির ইব্ন ইয়াযীদ জু'ফীর সাথে সাক্ষাত করেছি। কিন্তু আমি তার কাছ থেকে কোন হাদীস লিখিনি, কেননা সে রাজ'আতে[১] বিশ্বাসী ছিল।

হাসান আল্ হুলওয়ানী (র).... মিসআ'র (র) বলেন, জাবির ইব্ন ইয়াযীদ (র) তার নতুন মতবাদ আবিষ্কারের আগে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২]

সালামা ইব্ন শাবীব (র).... সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাবির তার ভ্রান্ত আকীদা প্রকাশের পূর্বে লোকেরা তার থেকে হাদীস গ্রহণ করত, কিন্তু সে যখন তার আকীদা প্রকাশ করল, তখন লোকেরা তাকে হাদীস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করল এবং কিছুসংখ্যক লোক তাকে বর্জন করল। সুফ্য়ান (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সে কী আকীদা পোষণ করতো ? তিনি বললেন, সে ছিল রাজ'আতে বিশ্বাসী।

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَحْيَى الْحِمَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ وَاَخُوْهُ اَنَّهُمَا سَمِعَا الْجَرَّاحَ بْنَ مَلِيْحٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ عِنْدِىْ سَبْعُوْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ كُلُّهَا **وَحَدَّثَنِىْ** حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَقُوْلُ قَالَ جَابِرٌ اَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ اِنَّ عِنْدِىْ لَخَمْسِيْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ مَا حَدَّثْتُ مِنْهَا بِشَىْءٍ قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ يَوْمًا بِحَدِيْثٍ فَقَالَ هٰذَا مِنَ الْخَمْسِيْنَ اَلْفًا **وَحَدَّثَنِىْ** اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ الْيَشْكُرِىُّ قَالَ

---

১. রাজ'আত রাফজা মতবাদের মত একটি মতবাদ। এদের বিশ্বাস যে, হযরত আলী (রা) মেঘমালায় রয়েছেন। তিনি সেখান থেকে বের হয়ে যতক্ষণ আমাদের কারো নেতৃত্বে বের হওয়ার নির্দেশ না দিবেন, ততক্ষণ কোন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করব না।

২. নব আবিষ্কৃত ভ্রান্ত মতবাদ প্রকাশের পূর্বে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য ছিল।

سَمِعْتُ اَبَا الْوَلِيْدِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَلاَّمَ بْنَ اَبِى مُطِيْعٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرًا الْجُعْفِىَّ يَقُوْلُ عِنْدِىْ خَمْسُوْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ **وَحَدَّثَنِىْ** سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ **فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِىْ اَبِىْ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِىْ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ** فَقَالَ جَابِرٌ لَمْ يَجِئْ تَأْوِيلُ هٰذِهِ قَالَ سُفْيَانُ وَكَذَبَ فَقُلْنَا لِسُفْيَانَ وَمَا اَرَادَ بِهٰذَا فَقَالَ اِنَّ الرَّافِضَةَ تَقُوْلُ اِنَّ عَلِيًّا فِى السَّحَابِ فَلاَ نَخْرُجُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مِنْ وُلْدِهِ حَتّٰى يُنَادِىَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يُرِيْدُ عَلِيًّا اَنَّهُ يُنَادِى اَخْرُجُوْا مَعَ فُلاَنٍ يَقُوْلُ جَابِرٌ هٰذَا تَأْوِيْلُ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَكَذَبَ كَانَتْ فِىْ اِخْوَةِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

হাসান আল-হুলওয়ানী (র).... জাররাহ ইবন মিনহাল (র) বলেন, আমি জাবিরকে বলতে শুনেছি, আবূ জাফরের সূত্রে আমার কাছে নবী করীম (সা)-এর সত্তর হাজার হাদীস মজুদ আছে।

হাজ্জাজ ইব্ন শায়ির (র).... জাবির ইব্ন ইয়াযীদ বলেছেন যে, আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার হাদীস মওজুদ আছে। আমি এর সামান্য কিছুও বর্ণনা করিনি। যুহায়র (র) বলেন, এরপর সে একদিন একটি হাদীস বর্ণনা করে বলল, এটা ঐ পঞ্চাশ হাজার হাদীসের একটি।

ইব্রাহীম ইব্ন খালিদ আল-ইয়াশকুরী (র).... সাল্লাম ইবন আবূ মুতী (র) বলেন আমি জাবির ইব্ন ইয়াযীদ জু'ফীকে বলতে শুনেছি যে, আমার কাছে নবী (সা) থেকে বর্ণিত পঞ্চাশ হাজার হাদীস মজুদ আছে।

সালামা ইব্ন শাবীব (র).... সুফ্য়ান বলেন, আমি শুনলাম এক ব্যক্তি জাবিরকে জিজ্ঞেস করল, আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন অথবা আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য কোন সুরাহা না করেন। কেননা তিনি উত্তম ফয়সালাকারী (সূরা ইউসুফ : ৮০)। এই আয়াতের ব্যাখ্যা কি ? তখন জাবির বলল : এ আয়াতের ব্যাখ্যা অদ্যাবধি প্রতিফলিত হয়নি। সুফ্য়ান (র) বলেন, জাবির মিথ্যা বলেছে। (হুমায়দী বলেন) আমরা সুফ্য়ান (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এ আয়াত থেকে তার উদ্দেশ্য কি? সুফিয়ান (র) বললেন, "রাফিযীরা বলে, আলী (রা) মেঘের রাজ্যে অবস্থান করছেন। আমরা তাঁর বংশের কোন ব্যক্তির সমর্থনে জিহাদে বের হব না, যে পর্যন্ত না আলী (রা) আকাশ থেকে আওয়ায দিয়ে বলবেন, তোমরা অমুকের সাথে জিহাদে বেড়িয়ে পড়।" জাবির বলে, এ হল এ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা। সুফ্য়ান (র) বলেন, সে মিথ্যা বলেছে, কেননা এ আয়াত তো ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

وَحَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَلاَثِيْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ مَا اَسْتَحِلُّ اَنْ اَذْكُرَ مِنْهَا شَيْئًا وَاَنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا – قَالَ مُسْلِمُ وَسَمِعْتُ اَبَا غَسَّانَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الرَّازِىَّ قَالَ سَأَلْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيْدِ فَقُلْتُ الْحَارِثُ بْنُ حَصِيْرَةَ لَقِيْتَهُ قَالَ نَعَمْ شَيْخٌ طَوِيْلُ السُّكُوْتِ يُصِرُّ عَلٰى اَمْرٍ عَظِيْمٍ

সালামা (র).... সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন, আমি জাবিরকে প্রায় ত্রিশ হাজার হাদীস বলতে শুনেছি। কিন্তু আমি তার থেকে সামান্য কিছু প্রকাশ করাও বৈধ মনে করি না, যদিও আমাকে এত এত পরিমাণে (ধন-সম্পদ) দান করা হয়। মুসলিম (র) বলেন, আমি আবূ গাস্সান মুহাম্মদ ইব্ন আম্র আল-রাযী (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি জারীর ইবন আবদুল হামীদকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি হারীস

ইব্‌ন হাসীরার সঙ্গে কখনো সাক্ষাত করেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি একজন মিতভাষী প্রবীণ বৃদ্ধ। কিন্তু একটি গুরুতর কাজে বাড়াবাড়ি করেন।[১]

حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ اَيُّوْبُ رَجُلاً يَوْمًا فَقَالَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيْمِ اللِّسَانِ وَذَكَرَ اٰخَرَ فَقَالَ هُوَ يَزِيْدُ فِيْ الرَّقْمِ حَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ اَيُّوْبُ اِنَّ لِيْ جَارًا ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهٖ وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِيْ عَلٰى تَمْرَتَيْنِ مَارَاَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرُ مَا رَاَيْتُ اَيُّوْبَ اِغْتَابَ اَحَدًا قَطُّ اِلاَّ عَبْدَ الْكَرِيْمِ يَعْنِيْ اَبَا اُمَيَّةَ فَاِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ لَقَدْ سَاَلَنِيْ عَنْ حَدِيْثٍ لِعِكْرِمَةَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ

আহ্‌মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দাওরাকী (র)... আইয়্যুব (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বললেন, তার কথার ঠিক নেই। তিনি আরেক ব্যক্তির আলোচনা করে বললেন, সে পণ্যের ক্রয়-মূল্য বাড়িয়ে বলে (অর্থাৎ হাদীসে নিজের থেকে সংযোজন করে)।

হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির (র).... হাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আইয়্যুব (র) আমাকে বলেছেন, আমার এক প্রতিবেশী আছে। এই বলে তিনি তার গুণাবলী ও মর্যাদার আলোচনা করলেন। তারপর বললেন, সে আমার সামনে দু'টি খেজুরের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলে আমি তার সাক্ষ্য বৈধ বলে গ্রহণ করব না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র) ও হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির (র).... আবদুর রাযযাক (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মা'মার (র) বলেছেন, আমি আইয়্যুব (র)-কে কখনো গীবত করতে দেখিনি। কিন্তু আবদুল করীমের অর্থাৎ আবূ উমায়্যার গীবত করতে দেখেছি। একদিন তিনি তার আলোচনা করে বলেছেন, আল্লাহ্ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন। সে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তি নয়। একদা সে আমাকে ইকরিমা (র)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। পরে সে তা এভাবে বর্ণনা করেছে, আমি ইকরিমা থেকে শুনেছি।[২]

حَدَّثَنِيْ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا اَبُوْ دَاوٗدَ الْاَعْمٰى فَجَعَلَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا الْبَرَّاءُ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ فَذَكَرْنَا ذَالِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ كَذَبَ مَا سَمِعَ مِنْهُمْ اِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ سَائِلاً يَتَكَفَّفُ النَّاسَ زَمَنَ طَاعُوْنِ الْجَارِفِ وَحَدَّثَنِيْ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ دَخَلَ اَبُوْ دَاوٗدَ الْاَعْمٰى عَلٰى قَتَادَةَ فَلَمَّا قَامَ قَالُوْا اِنَّ هٰذَا يَزْعُمُ اَنَّهُ لَقِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدْرِيًا فَقَالَ قَتَادَةُ هٰذَا كَانَ سَائِلاً قَبْلَ الْجَارِفِ لاَيَعْرِضُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ هٰذَا وَلاَ يَتَكَلَّمُ فِيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً وَلاَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً اِلاَّ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ

১. রাজ'আত-এর আকীদা পোষণ করেন।

২. অর্থাৎ সে তা সরাসরি 'ইকরিমা থেকে শুনেছে বলে দাবি করে, অথচ এ দাবি মিথ্যা।

ফাযল ইব্ন সাহল (র).... 'আফফান ইব্ন মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাম্মাদ (র) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, অন্ধ আবূ দাউদ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল হযরত বারা (রা) এবং যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন। আমরা কাতাদা (র)-এর কাছে গিয়ে একথা আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। তাঁদের থেকে সে কিছুই শোনেনি। সে তো ছিল একজন ভিক্ষুক। তাউন জারিফের[১] সময় লোকদের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করত।

হাসান ইব্ন আলী আল-হুল্ওয়ানী (র).... হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, অন্ধ আবূ দাউদ কাতাদা (র)–এর নিকট হাযির হলো। সে চলে গেলে লোকেরা বলল, আবূ দাউদ দাবি করে যে, সে আঠারজন বদরী (বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করেছে। একথা শুনে কাতাদা (র) বললেন, সে তো জারিফ মহামারির পূর্বে ভিক্ষা করে বেড়াত। সে হাদীস শিক্ষা করার এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ পায়নি। আল্লাহ্র কসম! হাসান বসরী (র) প্রত্যক্ষভাবে কোন বদরী সাহাবী থেকে হাদীস শোনার সুযোগ লাভ করেননি। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যিব (র) ও হযরত সা'দ ইব্ন মালিক (রা) ছাড়া অন্য কেউ বদরী সাহাবী থেকে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেননি।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌعَنْ رَقَبَةَ اَنَّ اَبَا جَعْفَرِ الْهَاشِمِىَّ الْمَدَنِىَّ كَانَ يَضَعُ اَحَادِيْثَ كَلَامَ حَقّ وَلَيْسَتْ مِنْ اَحَادِيْثِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ يَرْوِيْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ **حَدَّثَنَا** الْحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كَانَ عَمْرُوبْنُ عُبَيْدٍ يَكْذِبُ فِى الْحَدِيْثِ **حَدَّثَنِىْ** عَمْرُوبْنُ عَلِىِّ اَبُوْ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَبْنَ مُعَاذٍ يَقُوْلُ قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ اَبِىْ جَمِيْلَةَ اِنَّ عَمْرَوبْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ كَذَبَ وَ اللّٰهِ عَمْرُو وَلٰكِنَّه اَرَادَ اَنْ يَحُوْزَهَا اِلٰى قَوْلِهِ الْخَبِيْثِ .

উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)—তিনি বলেন, জারীর (র), রাকাবা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ জাফর আল-হাশিমী আল-মাদানী (র) হাদীস জাল করত, কথা হিসেবে যা সত্য হত, কিন্তু সেগুলো প্রকৃতভাবে নবী ﷺ-এর হাদীস নয়।

হাসান আল-হুলওয়ানী (র).... আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফ্য়ান (র) থেকে এবং মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).... ইউনুস ইব্ন উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেন, আমর ইব্ন উবায়দ হাদীসে মিথ্যা বর্ণনা করত।

আম্র ইব্ন আলী আবূ হাফস (র)... 'আমর ইবন উবায়দ বলেন, হাসান বসরী (র) আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলমানদের) উপর অস্ত্র উত্তোলন করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" আউফ (র) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আম্র মিথ্যা বলেছে। সে এ হাদীসটিকে তার বদ আকীদার[২] সাথে একত্রিত করার অপচেষ্টা করেছে।

১. এক ধরনের মারাত্মক মহামারী। ৬৭ হিজরী, ৮৭ হিজরী,১১৯ হিজরী এবং ১৩৬ হিজরীতে কয়েকবার এ ভয়ানক মহামারী সংঘটিত হয়েছিল। এখানে ৮৭ হিজরীর জারিফের কথা বলা হয়েছে।

২. মু'তাযিলা মতবাদ।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ كَانَ رَجُلُ قَدْ لَزِمَ اَيُّوْبَ وَسَمِعَ مِنْهُ فَفَقَدَهُ اَيُّوْبُ فَقَالُوْا لَهُ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ قَالَ حَمَّادُ فَبَيْنَا اَنَا يَوْمًا مَعَ اَيُّوْبَ وَقَدْ بَكَّرْنَا اِلَى السُّوْقِ فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ اَيُّوْبُ وَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَيُّوْبُ بَلَغَنِيْ اَنَّكَ لَزِمْتَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ قَالَ حَمَّادُ سَمَّاهُ يَعْنِيْ عَمْرًا قَالَ نَعَمْ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّهُ يَجِيْئُنَا بِأَشْيَاءَ غَرَائِبَ قَالَ يَقُوْلُ لَهُ اَيُّوْبُ اِنَّمَا نَفِرُّ اَوْنَفْرَقُ مِنْ تِلْكَ الْغَرَائِبِ .

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর আল-কাওয়ারীরী (র)—হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আইয়্যুবের সাহচর্যে থেকে তার কাছ থেকে হাদীস শুনত। একসময় আইয়্যুব তাকে অনুপস্থিত দেখে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বলল, হে আবূ বকর! (আইয়্যুবের উপনাম) সে তো আজকাল উবায়দের সাথে থাকে। হাম্মাদ বলেন, এর মধ্যে একদিন সকালে আমি আইয়্যুবের সাথে বাজারে যাচ্ছিলাম। এমন সময় ঐ লোকটি তার সামনে এল। আইয়্যুব তাকে সালাম করে তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তারপর তাকে বললেন, আমি জানতে পারলাম, তুমি না কি বর্তমানে ঐ ব্যক্তির সাহচর্যে আছ? হাম্মাদ বলেন, তিনি তার নাম উল্লেখ করে বললেন, আম্‌রের সাহচর্যে? সে বলল, হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। হে আবূ বকর! সে তো আমাদের আশ্চর্য ও অশ্রুতপূর্ব কথা শোনায়। হাম্মাদ বলেন, আইয়্যুব তাকে বললেন, আমরা এ ধরনের আশ্চর্যজনক কথাবার্তা এড়িয়ে চলি, অথবা বললেন, দূরে থাকি।

وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ يَعْنِيْ حَمَّادًا قَالَ قِيْلَ لِاَيُّوْبَ اِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوَى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَايُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيْذِ فَقَالَ كَذَبَ اِنَّمَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيْذِ**وَحَدَّثَنِيْ** حَجَّاجُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ اَبِيْ مُطِيْعٍ يَقُوْلُ بَلَغَ اَيُّوْبَ اَنِّيْ اٰتِيْ عَمْرًا فَاَقْبَلَ عَلَيَّ يَوْمًا فَقَالَ اَرَاَيْتَ رَجُلاً لَاتَأْمَنُهُ عَلٰى دِيْنِهِ كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى الْحَدِيْثِ**وَحَدَّثَنِيْ** سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسٰى يَقُوْلُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ اَنْ يُحْدِثَ

হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির (র).... হাম্মাদ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আইয়্যূব (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমর ইব্‌ন উবায়দ হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নাবীয পান করে নেশাগ্রস্ত হলে তাকে দোররা মারা হবে না। তা কি ঠিক? তখন আইয়্যূব বললেন, আম্‌র ইব্‌ন উবায়দ মিথ্যা বলেছে। আমি হাসান (ব)-কে শুনেছি, তিনি বলেছেন নাবীয[১] পান করে নেশাগ্রস্ত হলে দোররা মারা হবে।

হাজ্জাজ (র).... সাল্লাম ইব্‌ন আবূ মুতী (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আইয়্যূবের কাছে এ সংবাদ পৌঁছল যে, আমি আম্‌রের কাছে যাই। একদিন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি ধারণা, যার দীনদারীর ব্যাপারে তুমি আস্থা রাখতে পার না, তার হাদীসের উপর তুমি কিরূপে আস্থা রাখতে পার?

সালামা ইব্‌ন শাবীব (র).... আবূ মূসা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আম্‌র ইব্‌ন উবায়দ তার নতুন ভ্রান্ত আকীদা[২] প্রকাশ করার পূর্বে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে।

১. খেজুর, মনাক্কা, কিসমিস ইত্যাদি ভেজানো পানি।

২. মু'তাযিলা মতাদর্শ।

حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ كَتَبْتُ اِلٰى شُعْبَةَ اَسْأَلُهُ عَنْ اَبِىْ شَيْبَةَ قَاضِى وَاسِطٍ فَكَتَبَ اِلَىَّ لاَتَكْتُبْ عَنْهُ شَيْئًا وَمَزِّقْ كِتَابِىْ وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ حَدَّثْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيْثٍ عَنْ ثَابِتٍ فَقَالَ كَذَبَ وَحَدَّثْتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيْثٍ فَقَالَ كَذَبَ وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ قَالَ لِىْ شُعْبَةُ ايْتِ جَرِيْرَ بْنَ حَازِمٍ فَقُلْ لَهُ لاَيَحِلُّ لَكَ اَنْ تَرْوِىَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَاِنَّهُ يَكْذِبُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ قُلْتُ لِشُعْبَةَ وَكَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بِاَشْيَاءَ لَمْ اَجِدْ لَهَا اَصْلاً قَالَ قُلْتُ لَهُ بِاَيِّ شَىْءٍ قَالَ قُلْتُ لِلْحَكَمِ اَصَلَّى النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى قَتْلٰى اُحُدٍ فَقَالَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى عَلَيْهِمْ وَدَفَنَهُمْ قُلْتُ لِلْحَكَمِ مَا تَقُوْلُ فِىْ اَوْلاَدِ الزِّنَا قَالَ يُصَلّٰى عَلَيْهِمْ قُلْتُ مِنْ حَدِيْثِ مَنْ يُرْوٰى قَالَ يُرْوٰى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আল-আনবারী (র) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি ওয়াসিত শহরের কাযী আবূ শায়বা (র) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে শু'বা (র)-এর কাছে চিঠি লিখে পাঠালাম। জবাবে তিনি আমাকে লিখে পাঠালেন, তার কাছ থেকে কিছুই লিখবে না আর আমার এই চিঠিখানা ছিঁড়ে টুক্রো টুক্রো করে ফেলবে।

আল্-হুলওয়ানী (র) বলেন, আফ্ফানকে বলতে শুনেছি, সালিহ্ আল-মুররীর সূত্রে বর্ণিত সাবিতের একটি রিওয়ায়াত হাম্মাদের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। আমি হাম্মামকে সালিহ্ মুররীর একটি হাদীস পড়ে শোনালে তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে।

মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ দাউদ বলেছেন, শু'বা আমাকে বললেন, তুমি জারীর ইব্ন হাযমের কাছে যাও এবং তাকে বল, হাসান ইব্ন উমারা থেকে হাদীস গ্রহণ করা তোমার জন্য ঠিক নয়। কেননা সে মিথ্যা বলে। আবূ দাউদ বলেন, আমি শু'বাকে জিজ্ঞেস করলাম, তার প্রমাণ কী ? শু'বা বললেন, হাসান ইব্ন উমারা ... হাকাম (র) থেকে আমাদের কাছে এমন বহু কিছু বর্ণনা করেছেন, আমি তার কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি। আবূ দাউদ বলেন, আমি বললাম সেগুলো কোন্ কোন্ হাদীস? শু'বা বললেন, আমি হাকামকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম ﷺ কি উহুদের শহীদদের জানাযার সালাত পড়েছেন ? তিনি বললেন, তিনি তাদের জানাযার সালাত পড়েন নি।' কিন্তু হাসান ইব্ন উমারা (র)... হাকাম (র)-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ তাদের জানাযার সালাত পড়েছেন এবং দাফনও করেছেন।' শু'বা বলেন, আমি হাকামকে জিজ্ঞেস করলাম, "জারজ সন্তানদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?" তিনি বললেন, "তাদের জানাযা পড়তে হবে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কোন হাদীস থেকে প্রমাণিত এবং এর বর্ণনাকারী কে? হাকাম বললেন, হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। কিন্তু হাসান ইব্ন উমারা বলেন, হাকাম আমাদের ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জায্যারের সূত্রে আলী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَبْنَ هٰرُوْنَ وَذَكَرَ زِيَادَبْنَ مَيْمُوْنٍ فَقَالَ حَلَفْتُ اَلاَّ اَرْوِىَ عَنْهُ شَيْئًا وَلاَ عَنْ خَالِدِبْنِ مَحْدُوْجٍ وَقَالَ لَقِيْتُ زِيَادَبْنَ مَيْمُوْنٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيْثٍ

فَحَدَّثَنِيْ بِهِ عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ ثُمَّ عُدْتُ اِلَيْهِ فَحَدَّثَنِيْ بِهِ عَنْ مُوَرِّقٍ ثُمَّ عُدْتُ اِلَيْهِ فَحَدَّثَنِيْ بِهِ عَنِ الْحَسَنِ وَكَانَ يَنْسِبُهُمَا اِلَى الْكَذِبِ قَالَ الْحُلْوَانِيُّ سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ وَذَكَرْتُ عِنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُوْنٍ فَنَسَبَهُ اِلَى الْكَذِبِ .

হাসান আল-হুলওয়ানী (র) বলেন যে, আমি ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূনকে যিয়াদ ইব্‌ন মায়মূন সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি শপথ করেছি, তার (যিয়াদ) থেকে কোন কিছুই বর্ণনা করব না এবং খালিদ ইব্‌ন মাহদূজ থেকেও না। ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন বলেন, একবার আমি যিয়াদ ইব্‌ন মায়মূনের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সে এ হাদীসটি আমাকে বাকর আল-মুযানীর সূত্রে বর্ণনা করল। দ্বিতীয়বার গিয়ে আমি তাকে সেই হাদীসটির সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে আমাকে তা মুওয়াররিকের সূত্রে বর্ণনা করল। আমি তৃতীয়বার গিয়ে তাকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, সে আমাকে হাসান বসরীর সূত্রে বর্ণনা করল। ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন তাদের উভয়কে মিথ্যাবাদী বলতেন। হুলওয়ানী বলেন, আমি আবদুস সামাদের কাছে যিয়াদ ইব্‌ন মায়মূনের উল্লেখ করলে তিনি তাকে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করেন।

وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِيْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ قَدْ اَكْثَرْتَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ فَمَا لَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيْثَ الْعَطَّارَةِ الَّذِيْ رَوَى لَنَا النَّضْرُبْنُ شُمَيْلٍ قَالَ لِيْ اُسْكُتْ فَاَنَا لَقِيْتُ زِيَادَ مَيْمُوْنٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ فَسَاَلْنَاهُ فَقُلْنَا لَهٗ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ الَّتِيْ تَرْوِيْهَا عَنْ اَنَسٍ فَقَالَ اَرَاَيْتُمَا رَجُلاً يُذْنِبُ فَيَتُوْبُ اَلَيْسَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ اَنَسٍ مِنْ ذَا قَلِيْلاً وَلاَ كَثِيْرًا اِنْ كَانَ لاَيَعْلَمُ النَّاسُ فَاَنْتُمَا لاَتَعْلَمَانِ اَنِّيْ لَمْ اَلْقَ اَنَسًا **قَالَ اَبُوْدَاوُدَ** فَبَلَغَنَا بَعْدُ اَنَّهٗ يَرْوِيْ فَاَتَيْنَاهُ اَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اَتُوْبُ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ يُحَدِّثُ فَتَرَكْنَاهُ .

মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) বলেন যে, আমি আবূ দাঊদ তায়ালিসীকে বললাম, আপনি তো আব্বাস ইব্‌ন মানসূর থেকে অনেক হাদীসই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আপনি কি তার থেকে আত্তারার হাদীস শোনেন নি, যা নাযর ইব্‌ন শুমায়ল আমাদের বর্ণনা করেছেন? তিনি আমাকে বললেন, চুপ করো। আমি ও আবদুর রহমান ইবন মাহদী যিয়াদ ইব্‌ন মায়মূনের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যে এসব হাদীস আনাস (রা) থেকে বর্ণনা কর, তা কতটুকু সহীহ্ ও সঠিক? যিয়াদ বলল, আপনার কি অভিমত, যদি কোন ব্যক্তি গুনাহ করার পর তাওবা করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা কি তার তাওবা কবূল করবেন না? আবূ দাঊদ বলেন, আমরা বললাম, হ্যাঁ, কবূল করবেন। যিয়াদ বলল, সত্য কথা হচ্ছে, আমি আনাস (রা) থেকে কম বা বেশি কিছুই শুনিনি। অন্য লোকেরা যদি অবগত না থাকে, তাহ্‌লে আপনারাও কি জানবেন না যে, আমি কখনো আনাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করিনি ? আবূ দাঊদ বলেন, এর কিছুদিন পর আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, সে পুনরায় আনাস (রা)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে। আমি ও আবদুর রহমান আবার তার কাছে গেলাম। সে বলল, আমি তাওবা করলাম। পরে দেখা গেল যে, সে আগের মতই আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করছে। তখন আমরা তাকে পরিত্যাগ করলাম।

حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ شَبَابَةَ قَالَ كَانَ عَبْدُ الْقُدُّوْسِ يُحَدِّثُنَا فَيَقُوْلُ سُوَيْدُ بْنُ عَقَلَةَ قَالَ شَبَابَةُ وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوْسِ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّتَّخَذَ الرَّوْحُ غَرْضًا قَالَ فَقِيْلَ لَهُ اَىُّ شَيْءٍ هٰذَا قَالَ يَعْنِى تُتَّخَذُ كَوَّةً فِى حَائِطٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ

হাসান আল-হুলওয়ানী (র) বলেন, আমি শাবাবাকে বলতে শুনেছি যে, আবদুল কুদ্দূস আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতেন এবং বলতেন, সুওয়ায়দ ইব্‌ন আকালা (আসলে সুওয়ায়দ ইব্‌ন গাফাল।)[১] শাবাবা বলেন, আমি আবদুল কুদ্দূসকে আরো বলতে শুনেছি : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّتَّخَذَ الرَّوْحُ عَرْضًا "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পার্শ্বের থেকে বায়ু গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।" শাবাবা বলেন, কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, এ কথাটির অর্থ কি? তখন বললেন, কেউ যেন বায়ু গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে পার্শ্বের দেয়ালে জানালা বা ছিদ্র তৈরি না করে।[২]

قَالَ مُسْلِمٌ وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ لِرُجُلٍ بَعْدَ مَا جَلَسَ مَهْدِيُّ بْنُ هِلَالٍ بِاَيَّامٍ مَاهٰذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِىْ نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ قَالَ نَعَمْ يَااَبَا اِسْمَاعِيْلَ **وَحَدَّثَنَا** الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَوَانَةَ قَالَ مَا بَلَغَنِىْ عَنِ الْحَسَنِ حَدِيْثُ اِلاَّ اَتَيْتُ بِهِ اَبَانَ بْنَ اَبِىْ عَيَّاشٍ فَقَرَأَهُ عَلَىَّ **وَحَدَّثَنَا** سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ اَبَانَ بْنِ اَبِىْ عَيَّاشٍ نَحْوًا مِنْ اَلْفِ حَدِيْثٍ **قَالَ عَلِيٌّ** فَلَقِيْتُ حَمْزَةَ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ فِى الْمَنَامِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ اَبَانَ فَمَا عَرَفَ مِنْهَا اِلاَّ شَيْئًا يَسِيْرًا خَمْسَةً اَوْ سِتَّةً

মুসলিম (র) বলেন, আমি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর আল-কাওয়ারিরীকে বলতে শুনেছি : তিনি বলেন, আমি হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি এক ব্যক্তিকে, যিনি কিছুদিন মাহদী ইব্‌ন হেলালের সাহচর্যে ছিলেন—বললেন, ওটা কেমন একটি লবণাক্ত ঝরণা, যা তোমাদের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে? সে বলল, হে আবূ ইসমাঈল! (মুহাম্মদ-এর উপনাম) হ্যাঁ, সত্যিই ওটা লবণাক্ত পানির ঝরণাই বটে।

হাসান আল-হুলওয়ানী বলেন, আমি 'আফফানকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি আবূ আওয়ানাকে বলতে শুনেছি, হাসান বসরী (র) থেকে যে হাদীসই আমার কাছে পৌঁছাত, আমি তা আবান ইব্‌ন আবূ আইয়াশের কাছে পেশ করতাম। সে আমাকে তা পড়ে শুনাত।

সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আলী ইব্‌ন মুসহির বলেছেন, আমি ও হামযা আয্-যাইয়াত আবান ইব্‌ন আবূ 'আইয়াশ থেকে প্রায় এক হাজার হাদীস শুনেছি। আলী বলেন, একদিন আমি হামযার সাথে সাক্ষাত করলে তিনি আমাকে অবহিত করলেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে স্বপ্নে দেখেছেন এবং আবান থেকে যে সমস্ত হাদীস শুনেছিলেন তা (স্বপ্নের মধ্যে) তাঁকে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ﷺ-এর সামান্য ক'টি অর্থাৎ পাঁচটি বা ছ'টি ছাড়া একটিরও স্বীকৃতি দেননি।

---

১. তিনি 'গাফালা' স্থলে 'আকালা' উচ্চারণ করতেন। এ দ্বারা তাঁর হাদীস বর্ণনায় অবিশ্বস্ততার কথা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি হল, نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّتَّخَذَ الرُّوْحُ غَرْضًا রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তীরন্দাজী শেখার জন্য কোন প্রাণীকে নিশানা বানাতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু তিনি اَلرُّوْحُ এর স্থলে اَلرَّوْحُ এবং غَرْضًا এর স্থলে عَرْضًا বলতেন এবং ভুল অর্থ করতেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِىٍّ قَالَ قَالَ لِىْ اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِىُّ اُكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةَ مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوْفِيْنَ وَلاَ تَكْتُبْ عَنْهُ مَا رَوَى عَنْ غَيْرِ الْمَعْرُوْفِيْنَ وَلاَ تَكْتُبْ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوْفِيْنَ وَلاَ عَنْ غَيْرِهِمْ ، **وَحَدَّثَنَا** اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ اَصْحَابِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ لَوْ لاَ اَنَّه كَانَ يَكْنِى الاَسَامِىَ وَيُسَمِّىْ الْكُنَى كَانَ دَهْرًا يُحَدِّثُنَا عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْوُحَاظِىِّ فَنَظَرْنَا فَاِذَا هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوْسِ **وَحَدَّثَنِىْ** اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الاَزْدِىُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يُفْصِحُ بِقَوْلِه كَذَّابُ اِلاَّ لِعَبْدَ الْقُدُّوْسِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُه يَقُوْلُ لَه كَذَّابُ **وَحَدَّثَنِىْ** عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا نُعَيْمٍ وَذَكَرَ الْمُعَلَّى بْنَ عُرْفَانَ فَقَالَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ وَائِلٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِصِفِّيْنَ فَقَالَ اَبُوْ نُعَيْمٍ اَتَرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ **حَدَّثَنِىْ** عَمْرٌو وَبْنُ عَلِىٍّ وَ حَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ كِلاَهُمَا عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَقُلْتُ اِنَّ هٰذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ اَغْتَبْتَه قَالَ اِسْمٰعِيْلُ مَا اَغْتَابَهُ وَ لٰكِنَّهُ حَكَمَ اَنَّه لَيْسَ بِثَبْتٍ **وَحَدَّثَنَا** اَبُوْ جَعْفَرٍ الدَّارِمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ اَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الَّذِى يَرْوِىْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُه عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْاَمَةِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَاَلْتُه عَنْ اَبِىْ الْحُوَيْرِثِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُه شُعْبَةَ الَّذِىْ رَوَى عَنْهُ بْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُه عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هٰؤُلاَءِ الْخَمْسَةِ فَقَالَ لَيْسُوْا بِثِقَةٍ فِىْ حَدِيْثِهِمْ وَسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اٰخَرَ نَسِيْتُ اِسْمَهُ فَقَالَ هَلْ رَاَيْتَهُ فِىْ كُتُبِىْ قُلْتُ لاَ قَالَ لَوْكَانَ ثِقَةً لَرَاَيْتَهُ فِىْ كُتُبِىْ

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যাকারিয়া ইব্‌ন আদী বলেন, আবূ ইসহাক আল-ফাযারী আমাকে বলেছেন যে, বাকিয়্যা (নামক রাবী) যে সব হাদীস প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে বর্ণনা করে, শুধু সেগুলো লিখে নাও এবং যে সব হাদীস অখ্যাত ও অপরিচিত লোকদের থেকে বর্ণনা করে, তা লিখো না। কিন্তু ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশের কোন হাদীসই গ্রহণ করো না; তা পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি থেকেই হোক আর অপরিচিত ও অখ্যাত ব্যক্তিদের থেকেই হোক।

ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম আল-হানযালী (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র)-এর এক ছাত্রের কাছে শুনেছি যে, ইব্‌ন মুবারক (র) বলেছেন, বাকিয়্যা উত্তম ব্যক্তিই ছিলেন, যদি তার মধ্যে একটি দোষ না থাকত। তিনি রাবীর (বর্ণনাকারী) নামকে কুনিয়াত (ডাক নাম) এবং কুনিয়াতকে নামদ্বারা প্রকাশ করতেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত আমাদের আবূ সাঈদ ওহাযীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরে আমরা খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, ওহাযী হলেন সেই আবদুল কুদ্দূস (যাকে হাদীস বিশারদগণ বর্জন করেছেন)।

আহমাদ ইব্‌ন ইউসূফ আযদী বলেন, আমি আবদুর রায্‌যাককে বলতে শুনেছি, আমি ইব্‌ন মুবারক (র)-কে সুস্পষ্ট ভাষায় আবদুল কুদ্দূস ছাড়া আর কাউকে মিথ্যাবাদী বলতে দেখিনি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, আবদুল কুদ্দূস চরম মিথ্যাবাদী।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী বলেন, আবূ নু'আঈম একদা মু'আল্লা ইব্‌ন ইরফানের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, মু'আল্লা বলেছে যে, আবূ ওয়ায়ল আমাদের বর্ণনা করেছেন, সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। তার কথা শুনে আবূ নু'আঈম বললেন, তোমার কি ধারণা, তিনি মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ফিরে এসেছেন?

আম্‌র ইব্‌ন আলী ও হাসান আল-হুলওয়ানী (র) 'আফ্‌ফান ইব্‌ন মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা ইসমাঈল ইব্‌ন উলাইয়ার নিকট বসা ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি অন্য আর এক ব্যক্তি থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করল। তখন আমি বললাম, "সে ব্যক্তি হাদীস বর্ণনার উপযুক্ত নয়।" আফ্‌ফান বলেন, আমার কথা শুনে ঐ ব্যক্তি বলল, তুমি তো তার গীবত করলে। ইসমাঈল বললেন, না, সে তার গীবত করেনি, বরং সে যে হাদীস বর্ণনা করার উপযুক্ত নয়, সেই সত্যটিকে উদঘাটন করেছে।

আবূ জাফর দারিমী (র) থেকে বর্ণিত যে, বিশর ইব্‌ন 'উমর বলেন, আমি মালিক ইব্‌ন আনাসকে সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। মালিক ইব্‌ন আনাস বললেন, সে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আমি তাকে তাওয়ামার আযাদকৃত গোলাম সালিহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য নয়। আমি তাকে আবুল হুয়ায়রিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য রাবী নয়। তারপর আমি তাঁকে শু'বা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যার থেকে ইব্‌ন আবূ যি'ব হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য রাবী নয়। এরপর আমি তাঁকে হারাম ইব্‌ন উসমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য নয়। তারপর আমি মালিক ইব্‌ন আনাসের নিকট উক্ত পাঁচ ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, এদের কেউই হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। অবশেষে আমি তাঁকে আর একজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যার নাম এখন আমার মনে নেই। তার সম্পর্কে তিনি বললেন, তার কোন হাদীস তুমি আমার কিতাবগুলোতে দেখেছ কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, যদি সে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য হতো, তাহলে তুমি অবশ্যই আমার কিতাবের মধ্যে তার নামের উল্লেখ পেতে (কাজেই সেও নির্ভরযোগ্য নয়)।

وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ مُتَّهَمًا **وَحَدَّثَنِيْ** مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ الطَّالَقَانِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُوْلُ لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ اَنْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَ بَيْنَ اَنْ اَلْقَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرَّرٍ لَاَخْتَرْتُ اَنْ اَلْقَاهُ ثُمَّ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ كَانَتْ بَعْرَةٌ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْهُ **وَحَدَّثَنِيْ** الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَلِيْدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ زَيْدٌ يَعْنِيْ اَبِيْ اُنَيْسَةَ لَا تَأْخُذُوْا عَنْ اَخِيْ **وَحَدَّثَنِيْ** اَحْمَدُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ السَّلَامِ الْوَابِصِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ يَحْيَى

بْنُ اَبِيْ اُنَيْسَةَ كَذَّابًا ، **حَدَّثَنِيْ** اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ فَرْقَدُ عِنْدَ اَيُّوْبَ فَقَالَ اِنَّ فَرْقَدًا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيْثٍ ،

ফাযল ইব্‌ন সাহল থেকে বর্ণিত, ইব্‌ন আবূ যি'ব শুরাহ্‌বিল ইব্‌ন সা'দ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ শুরাহ্‌বিল ছিল অভিযুক্ত।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইবন কুহ্‌যায (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ ইসহাক তালেকানীকে বলতে শুনেছি যে, ইব্‌ন মুবারককে বলতে শুনেছি, যদি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করা এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহার্‌রার-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার মধ্যে ইখ্‌তিয়ার দেয়া হতো, তাহলে প্রথমে আমি তার সাথে সাক্ষাত করে পরে জান্নাতে প্রবেশ করতাম। পরে যখন আমি তাকে দেখলাম, তখন আমার কাছে উটের বিষ্ঠাও তার থেকে উৎকৃষ্ট মনে হলো।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র বলেন, ফাযল ইব্‌ন সাহল থেকে বর্ণিত আছে যে, ওয়ালীদ ইব্‌ন সালিহ্ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর—যায়দ বলেন অর্থাৎ ইব্‌ন আবূ উনায়সা, বলেছেন, তোমরা আমার ভাই (ইয়াহ্‌ইয়া) থেকে হাদীস গ্রহণ করো না।

আহ্‌মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দাওরাকী থেকে বর্ণিত, আবদুস সালাম আল-ওয়াবিসী বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর রাক্কী (র) উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন উনাইসা মিথ্যাবাদী ছিলেন।

আহ্‌মদ ইবন ইব্‌রাহীম (র) হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ থেকে বর্ণনা করেন যে, আইয়্যূবের নিকট ফারকাদের উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, ফারকাদ হাদীস বর্ণনার যোগ্য নয়।[১]

وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ فَضَعَّفَهُ جِدًّا فَقِيْلَ لِيَحْيٰى اَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوْبَ بْنَ عَطَاءٍ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُ اُرَى اَنَّ اَحَدًا يَرْوِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ **حَدَّثَنِيْ** بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ ضَعَّفَ حَكِيْمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ الْاَعْلٰى وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنَ مُوْسَى بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدِيْثُهُ رِيْحٌ وَ ضَعَّفَ مُوْسَى بْنَ دِهْقَانَ وَ عِيْسَى بْنَ اَبِيْ عِيْسَى الْمَدَنِيَّ قَالَ وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عِيْسَى يَقُوْلُ قَالَ لِيْ ابْنُ الْمُبَارَكِ اِذَا قَدِمْتَ عَلٰى جَرِيْرٍ فَاكْتُبْ عِلْمَهُ كُلَّهُ اِلَّا حَدِيْثَ ثَلَاثَةٍ لَا تَكْتُبْ حَدِيْثَ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ وَ السَّرِيِّ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ .

আবদুর রহমান ইব্‌ন বিশর আল-আবদী (র) বলেন, আমি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান (র)-এর কাছে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উবায়দ ইব্‌ন 'উমায়র লায়সীর উল্লেখ করলে, তিনি তাকে অত্যন্ত যঈফ (দুর্বল) বলে মন্তব্য করেছেন। এ সময় কেউ ইয়াহ্‌ইয়াকে জিজ্ঞেস করল, সে কি ইয়াকূব ইব্‌ন আতা থেকেও যঈফ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইবন উবায়দ ইব্‌ন উমায়র থেকে

১. প্রকৃতপক্ষে ফারকাদ একজন প্রসিদ্ধ তাবিঈ ও আল্লাহ্‌ভীরু, ইবাদতগুযার লোক ছিলেন, তবে হাদীস বর্ণনা করার জন্যে যে সব গুণের প্রয়োজন, সেগুলো তার মধ্যে ছিল না।

কেউ হাদীস বর্ণনা করবে তা আমি ভাবতে পারি না। বিশ্‌র ইব্‌ন আল-হারাম (র) বলেন, আমি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তানকে বলতে শুনেছি, হাকাম ইব্‌ন যুবায়র ও আবদুল আ'লা যঈফ (দুর্বল) এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন দীনারও যাঈফ (দুর্বল)। তিনি আরো বলেছেন, তার হাদীস হচ্ছে বাতাসের মত। তিনি মূসা ইব্‌ন দিহ্‌কান ও ঈসা ইব্‌ন আবূ ঈসা মাদানীকেও যঈফ (দুর্বল) বলেছেন।

মুসলিম (র) বলেন, আমি হাসান ইব্‌ন ঈসা (র)-এর কাছে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমাকে ইব্‌ন মুবারক বলেছেন, যখন তুমি জারীরের কাছে যাবে তখন তার থেকে তিন ব্যক্তির হাদীস ছাড়া আর সমস্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করে নিও। এ তিন ব্যক্তি হচ্ছে : 'উবায়দা ইব্‌ন মুআত্তিব, আস-সারী ইব্‌ন ইসমাঈল ও মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিম।

قَالَ مُسْلِمٌ وَاَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلاَمِ اَهْلِ الْعِلْمِ فِىْ مُتَّهَمِىْ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ وَ اِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِبِهِمْ كَثِيْرٌ يَطُوْلُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ عَلٰى اسْتِقْصَائِهِ وَ فِيْمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ لِمَنْ تَفَهَّمَ وَ عَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْمِ فِيْمَا قَالُوْا مِنْ ذٰلِكَ وَ بَيَّنُوْا **وَاِنَّمَا** اَلْزَمُوْا اَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ وَ نَاقِلِى الْاَخْبَارِ وَ اَفْتَوْا بِذٰلِكَ حِيْنَ سُئِلُوْا لِمَا فِيْهِ مِنْ عَظِيْمِ الْخَطَرِ اِذِ الْاَخْبَارُ فِىْ اَمْرِ الدِّيْنِ اِنَّمَا تَأْتِىْ بِتَحْلِيْلٍ اَوْ تَحْرِيْمٍ اَوْ اَمْرٍ اَوْ نَهْىٍ اَوْ تَرْغِيْبٍ اَوْ تَرْهِيْبٍ . فَاِذَا كَانَ الرَّاوِىْ لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالْاَمَانَةِ ثُمَّ اَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَ لَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيْهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ كَانَ اٰثِمًا بِفِعْلِهِ ذٰلِكَ غَاشًّا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِيْنَ اِذْ لاَيُؤْمَنُ عَلٰى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْاَخْبَارَ اَنْ يَسْتَعْمِلَهَا اَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا وَ لَعَلَّهَا اَوْ اَكْثَرَهَا اَكَاذِيْبُ لاَ اَصْلَ لَهَا مَعَ اَنَّ الْاَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَ اَهْلِ الْقَنَاعَةِ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ يُضْطَرَّ اِلٰى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَ لاَ مَقْنَعٍ **وَلاَ اَحْسِبُ** كَثِيْرًا مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلٰى مَا وَصَفْنَا مِنْ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ الضِّعَافِ وَ الْاَسَانِيْدِ الْمَجْهُوْلَةِ وَ يَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيْهَا مِنَ التَّوَهُّنِ وَ الضَّعْفِ اِلاَّ اَنَّ الَّذِىْ يَحْمِلُهُ عَلٰى رِوَايَتِهَا وَ الْاِعْتِدَادِ بِهَا اِرَادَةُ التَّكَثُّرِ بِذٰلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ وَلاَنْ يُقَالَ مَا اَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلاَنٌ مِنَ الْحَدِيْثِ وَ اَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ وَ مَنْ ذَهَبَ فِى الْعِلْمِ هٰذَا الْمَذْهَبَ وَ سَلَكَ هٰذَا الطَّرِيْقَ فَلاَنَصِيْبَ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ بِاَنْ يُسَمّٰى جَاهِلاً اَوْلٰى مِنْ اَنْ يُنْسَبَ اِلَى الْعِلْمِ .

মুসলিম (র) বলেন, অভিযুক্ত রাবীদের দোষ-ত্রুটি ও তাদের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলিমদের যে মতামত আমরা বর্ণনা করেছি, তার ফিরিস্তি বেশ দীর্ঘ। এ সম্পর্কে সবকিছু আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে সংকলনের কলেবর বেড়ে যাবে। তবে আমরা এখানে যা আলোচনা করেছি, তা যে কোন বিচক্ষণ ও হাদীস সম্পর্কীয় নীতি-পদ্ধতি বোঝা ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট। মুহাদ্দিসগণ রাবী এবং ঘটনা বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়া অপরিহার্য মনে করেছেন। বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে যখনই তাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তখনই তারা তা দীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করে বৈধ বলে ফাত্‌ওয়া দিয়েছেন। কেননা দীনের কোন কথা বর্ণনা করলে তার মাধ্যমে হয় কোন কাজ হালাল অথবা হারাম প্রমাণিত হবে, অথবা তাতে কোন কাজ করার নির্দেশ অথবা নিষেধ থাকবে, অথবা এর মাধ্যমে কোন কাজ করতে উৎসাহিত করা হবে বা কোন কাজ না করার জন্য

নিরুৎসাহিত করা হবে। এমতাবস্থায় কোন রাবীর মধ্যে যদি সততা ও বিশ্বস্ততার উপাদান না থাকে, আর অন্য রাবী তা জানা সত্ত্বেও তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনার সময় তার সম্পর্কে অনবহিত লোকদের সামনে এ ত্রুটি তুলে না ধরে, তবে সে গুনাহগার হবে এবং সাধারণ মুসলিমদের সাথে প্রতারণাকারী বলে গণ্য হবে। কেননা যারা এসব হাদীস শুনবে, তারা এর সবগুলোর উপর অথবা এর কোন একটির উপর আমল করবে। অথচ এর সবগুলো অথবা অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল বর্ণনাকারীদের বর্ণিত নির্ভুল ও সহীহ হাদীসের এক বিরাট সম্ভার আমাদের সামনে রয়েছে। কাজেই এমন এক ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করার জন্য ব্যস্ত হওয়ার আদৌ প্রয়োজন নেই, যার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয় এবং সে নিজেও বিশ্বস্ত রাবী নয়।

আমি মনে করি, যে সব লোক এ ধরনের যঈফ হাদীস এবং অখ্যাত সনদ বর্ণনা করে এবং এ সবের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও এর গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তাদের উদ্দেশ্য হলো নিজেদের সাধারণ মানুষের কাছে অধিক হাদীস সংগ্রহকারী হিসেবে পরিচিত করা এবং লোকদের এই বাহবা আদায় করা যে, অমুক ব্যক্তি কত হাদীস সংগ্রহ করেছে, কত হাদীস সংকলন করেছে। ইল্‌মে হাদীসের ক্ষেত্রে যে এ নীতি অবলম্বন করে এবং এ পথে পা বাড়ায়, হাদীস শাস্ত্রে তার কোন স্থান নেই। বস্তুত এমন ব্যক্তি আলিম (জ্ঞানী) হিসেবে আখ্যায়িত না হয়ে জাহিল (মূর্খ) নামে অভিহিত হওয়ার অধিক যোগ্য।

٦. بَابُ صِحَّةُ الْاِحْتِجَاجِ بِالْحَدِيْثِ الْمُعَنْعَنِ اِذَا اَمْكَنَ لِقَاءُ الْمُعَنْعِنِيْنَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُدَلِّسُ

৬. পরিচ্ছেদ : 'আন্ আন্' পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয যদি এর রাবীদের পারস্পরিক সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তাদের কেউ মুদাল্লিস না হয়

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِي الْحَدِيْثِ مِنْ اَهْلِ عَصْرِنَا فِيْ تَصْحِيْحِ الْاَسَانِيْدِ وَ تَسْقِيْمِهَا بِقَوْلٍ لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَ ذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا لَكَانَ رَأْيًا مَتِيْنًا وَ مَذْهَبًا صَحِيْحًا اِذَا الْاِعْرَاضُ عَنِ الْقَوْلِ الْمُطَّرَحِ اَحْرَى لِاِمَاتَتِهِ وَ اِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ وَ اَجْدَرُ اَنْ لاَ يَكُوْنَ ذٰلِكَ تَنْبِيْهًا لِلْجُهَّالِ عَلَيْهِ غَيْرَ اَنَّا لَمَّا تَخَوَّفْنَا مِنْ شُرُوْرِ الْعَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ وَ اِسْرَاعِهِمْ اِلَى اعْتِقَادِ خَطَأِ الْمُخْطِئِيْنَ وَالْاَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ وَرَدَّ مَقَالَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيْقُ بِهَا مِنَ الرَّدِّ اَجْدٰى عَلَى الْاَنَامِ وَاَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ .

[ইমাম মুসলিম (র) বলেন,] আমাদের যুগের কোন স্বঘোষিত হাদীস বিশারদ হাদীসের সনদ সবল ও দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তার সেই ভ্রান্ত অভিমত লিপিবদ্ধ করা এবং তার ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনা করা থেকে বিরত থাকাই সঠিক মত ও পথ। কেননা ভ্রান্ত মতামত নির্মূল করা এবং এর প্রবক্তার নাম মুছে ফেলার জন্যে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নীরব থাকাটাই বেশি কার্যকর। এটাই অশিক্ষিত লোকদেরকে এইসব ভ্রান্ত মতামত সম্বন্ধে অনবহিত রাখার উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু যখন মূর্খ লোকদের ভুল মতামতের প্রতি ত্বরিৎ বিশ্বাস স্থাপন ও উলামায়ে কিরামের কাছে অগ্রহণযোগ্য কথার প্রতি তাদের আকৃষ্ট হওয়ার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করলাম, তখন আমরা এদের ভ্রান্ত মতের উল্লেখ করে তার মূলোচ্ছেদ করা জরুরী মনে করলাম।

وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِىْ افْتَتَحْنَا الْكَلاَمَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ وَ الْاِخْبَارِ عَنْ سُوْءِ رَوِيَّتِهِ اَنَّ كُلَّ اِسْنَادٍ لِحَدِيْثٍ فِيْهِ فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ وَقَدْ اَحَاطَ الْعِلْمُ بِاَنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِىْ عَصْرٍ وَاحِدٍ وَجَائِزٌ اَنْ يَّكُوْنَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ رَوَى الرَّاوِىْ عَمَّنْ رَوى عَنْهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَ شَافَهَهُ بِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لاَ نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا وَ لَمْ نَجِدْ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الرِّوَايَاتِ اَنَّهُمَا الْتَقَيَا قَطُّ اَوْ تَشَافَهَا بِحَدِيْثٍ اَنَّ الْحُجَّةَ لاَ تَقُوْمُ عِنْدَهُ بِكُلِّ خَبَرٍ جَاءَ هٰذَا الْمَجِىْءَ حَتّٰى يَكُوْنَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِاَنَّهُمَا قَدِ اجْتَمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فَصَاعِدًا اَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيْثِ بَيْنَهُمَا اَوْ يَرِدَ خَبَرٌ فِيْهِ بَيَانُ اجْتِمَاعِهِمَا وَ تَلاَقِيْهِمَا مَرَّةً مِنْ دَهْرِهِمَا فَمَا فَوْقَهَا . فَاِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذٰلِكَ وَلَمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ صَحِيْحَةٌ تُخْبِرُ اَنَّ هٰذَا الرَّاوِىَ عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِيَهُ مَرَّةً وَ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ فِىْ نَقْلِهِ الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوى عَنْهُ ذٰلِكَ وَالْاَمْرُ كَمَا وَصَفْنَا حُجَّةٌ وَكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوْفًا حَتّٰى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَىْءٍ مِّنَ الْحَدِيْثِ قَلَّ اَوْ كَثُرَ فِىْ رِوَايَةٍ مِثْلِ مَاوَرَدَ.

ইন্‌শাআল্লাহ্, এ কাজ মানুষের জন্যে হবে কল্যাণকর এবং এর পরিণামও হবে শুভ। যার বক্তব্য কেন্দ্র করে আমরা আলোচনা শুরু করেছি এবং যার অগ্রহণযোগ্য অভিমত আমরা বাতিল বলে ঘোষণা করেছি, তিনি বলে থাকেন, যদি সনদের মধ্যে 'অমুক অমুকের কাছ থেকে' (فلان عن فلان) এভাবে উল্লেখ থাকে এবং এ কথা জানা যায় যে, তারা উভয়ই একই যুগের রাবী, একই সময়ে বর্তমান ছিলেন, তা ছাড়া হাদীসটি সরাসরি শোনার এবং পরস্পর সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, কিন্তু নিচের রাবী তার ঊর্ধ্বতন রাবীর কাছ থেকে শুনেছেন বলে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারিনি এবং কোন রিওয়ায়াতেও আমরা পাইনি যে, তাদের উভয়ের মধ্যে কখনও সাক্ষাত ঘটেছে অথবা সামনাসামনি কথাবার্তা হয়েছে, তাহলে এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির থেকে এভাবে যত হাদীস বর্ণিত হবে, তা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না—যে পর্যন্ত প্রমাণ না হবে তারা উভয়ে জীবনে একবার কিংবা একাধিকবার কোথাও একত্রিত অথবা সামনাসামনি হয়েছিলেন অথবা এমন হাদীস পাওয়া যায়, যাতে উল্লেখ রয়েছে যে, জীবনে অন্তত একবার বা একাধিকবার তারা একত্রিত হয়েছেন বা একবার বা একাধিকবার তাদের সাক্ষাত হয়েছে।

সুতরাং যদি এই বর্ণনাকারী ও গ্রহণকারীর মধ্যে সাক্ষাতের কিংবা সামনাসামনি হওয়ার কথা না জানা যায় এবং কোন হাদীস বর্ণনায় যদি তাদের মধ্যে অন্তত একবার সাক্ষাতের এবং তার থেকে কিছু শোনার প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তির হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এ পর্যায়ের হাদীস গ্রহণ করা স্থগিত থাকবে—যে পর্যন্ত এক বা একাধিক হাদীসদ্বারা সাক্ষাত ও শোনার প্রমাণ না পাওয়া যায়।

وَهٰذَا الْقَوْلُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فِى الطَّعْنِ فِى الْاَسَانِيْدِ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ مُسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوْقٍ صَاحِبُهُ اِلَيْهِ وَلاَ مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ وَ ذٰلِكَ اَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ اَهْلِ الْعِلْمِ بِالْاَخْبَارِ وَ الرِّوَايَاتِ قَدِيْمًا وَ حَدِيْثًا اَنَّ كُلَّ رَجُلٍ ثِقَةٍ رَوى عَنْ مِثْلِهِ حَدِيْثًا وَ جَائِزٌ مُمْكِنٌ لَهُ لِقَاؤُهُ وَ السَّمَاعُ مِنْهُ لِكَوْنِهِمَا جَمِيْعًا كَانَ فِىْ عَصْرٍ وَاحِدٍ وَاِنْ لَمْ يَأْتِ فِىْ خَبَرٍ قَطُّ اَنَّهُمَا

اجْتَمَعَا وَلاَ تَشَافَهَا بِكَلاَمٍ فَالرِّوَايَةُ ثَابِتَةٌ وَ الْحُجَّةُ بِهَا لاَزِمَةٌ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ هُنَاكَ دَلاَلَةٌ بَيِّنَةٌ اَنَّ هٰذَ الرَّاوِيَ لَمْ يَلْقَ مَنْ رَوَى عَنْهُ اَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا فَاَمَّا وَ الْاَمْرُ مُبْهَمٌ عَلَى الْاِمْكَانِ الَّذِيْ فَسَّرْنَا فَالرِّوَايَةُ عَلَى السَّمَاعِ اَبَدًا حَتّٰى تَكُوْنَ الدَّلاَلَةُ الَّتِيْ بَيَّنَّا .

ইমাম মুসলিম (র) বলেন, হে আবূ ইসহাক! আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। হাদীসের সনদ সমালোচনার এ এমন একটি মনগড়া অভিমত, যা এর আগে কেউ বলেনি। আর তাতে হাদীস বিশারদ আলিমদের কারো সমর্থনও নেই। কেননা অতীত ও বর্তমানকালের হাদীস বর্ণনাকারীদের ঐকমত্য হচ্ছে, কোন নির্ভরযোগ্য রাবী যখন কোন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাঁরা দু'জন একই যুগের লোক হওয়ার দরুন তাঁদের মধ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত এবং কোন রিওয়ায়াত শোনার সম্ভাবনা থাকে; যদিও কোন হাদীস বা খবর দ্বারা কখনো তাঁদের একত্রিত হওয়ার কথা বা সামনাসামনি বসে আলোচনা করার কথা জানা নাও যায়, তবুও আলিমদের মতে এ জাতীয় হাদীস প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হবে এবং তা দলীল হিসেবে গৃহীত হবে। তবে হ্যাঁ, যদি কোন সুস্পষ্টভাবে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উক্ত রাবী যার থেকে বর্ণনা করেন তার সাথে আদৌ তার সাক্ষাত হয়নি অথবা তার থেকে এ ব্যক্তি কোন কিছু শোনেও নি, তবে এ হাদীস দলীল হিসেবে গৃহীত হবে না। কিন্তু যেখানে ব্যাপারটি অস্পষ্ট এবং তাদের উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাত ও কথাবার্তার সম্ভাবনা বিদ্যমান, সেখানে অধঃস্তন রাবী তার ঊর্ধ্বতন রাবীর কাছে হাদীসটি শুনেছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

فَيُقَالُ لِمُخْتَرِعِ هٰذَا الْقَوْلِ الَّذِيْ وَ صَفْنَا مَقَالَتَهُ اَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ قَدْ اَعْطَيْتَ فِيْ جُمْلَةِ قَوْلِكَ اَنَّ خَبَرَ اَلْوَاحِدِ الثِّقَةِ عَنِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ حُجَّةٌ يَلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ ثُمَّ اَدْخَلْتَ فِيْهِ الشَّرْطَ بَعْدُ فَقُلْتَ حَتّٰى نَعْلَمَ اَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًا اَوْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا فَهَلْ تَجِدُ هٰذَا الشَّرْطَ الَّذِيْ اشْتَرَطْتَهُ عَنْ اَحَدٍ يَلْزَمُ قَوْلُهُ وَ اِلاَّ فَهَلُمَّ دَلِيْلاً عَلٰى مَازَعَمْتَ **فَاِنِ ادَّعٰى** قَوْلَ اَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ اِدْخَالِ الشَّرِيْطَةِ فِيْ تَثْبِيْتِ الْخَبَرِ طُوْلِبَ بِهِ وَ لَنْ يَجِدَ هُوَ وَ لاَ غَيْرُهُ اِلٰى اِيْجَادِهِ سَبِيْلاً وَ اِنْ هُوَ ادَّعٰى فِيْمَا زَعَمَ دَلِيْلاً يُحْتَجُّ بِهِ قِيْلَ لَهُ وَ مَا ذٰلِكَ الدَّلِيْلُ فَاِنْ قَالَ قُلْتُهُ لِاَنِّيْ وَجَدْتُ رُوَاةَ الْاَخْبَارِ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا يَرْوِيْ اَحَدُهُمْ عَنِ الْاٰخَرِ الْحَدِيْثَ وَ لَمْ يُعَايِنْهُ وَ لاَ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ فَلَمَّا رَاَيْتُهُمُ اسْتَجَازُوْا رِوَايَةَ الْحَدِيْثِ بَيْنَهُمْ هٰكَذَا عَلَى الْاِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ وَ الْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِيْ اَصْلِ قَوْلِنَا وَ قَوْلِ اَهْلِ الْعِلْمِ بِالْاَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ احْتَجْتُ لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ اِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاعِ رَاوِيْ كُلِّ خَبَرٍ عَنْ رَاوِيْهِ فَاِذَا اَنَا هَجَمْتُ عَلٰى سَمَاعِهٖ مِنْهُ لِاَدْنٰى شَيْءٍ ثَبَتَ عِنْدِيْ بِذٰلِكَ جَمِيْعُ مَايَرْوِيْ عَنْهُ بَعْدُ فَاِنْ عَزَبَ عَنِّيْ مَعْرِفَةُ ذٰلِكَ اَوْقَفْتُ الْخَبَرَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدِيْ مَوْضِعُ حُجَّةٍ لِاِمْكَانِ الْاِرْسَالِ فِيْهِ .

এই নব মতবাদের আবিষ্কারক কে যার মতামতের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, অবশ্যই আপনি আপনার আলোচনায় এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, একজন নির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীস অন্য একজন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বর্ণিত হলে তা দলীল হিসেবে স্বীকৃত এবং তদানুযায়ী আমল করা অনস্বীকার্য। পরে আপনি এ কথার পিছনে এ শর্তটি যোগ করে দিয়েছেন যে, "যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যাবে, তারা দু'জন

একবার কিংবা একাধিকবার পরস্পর মিলিত হয়েছেন অথবা একজন অপরজন থেকে কিছু শুনেছেন।" এখন আপনার কাছে জিজ্ঞেস, এ শর্তটির সমর্থন আপনি কি এমন কোন ব্যক্তি থেকে পেয়েছেন, যার কথা মেনে নেওয়া অপরিহার্য? তা না হলে আপনি নিজেই আপনার এ দাবির সমর্থনে কোন প্রমাণ উপস্থিত করুন।

তিনি যদি দাবি করেন যে, তার এই শর্তের সমর্থনে উলামায়ে সালাফের অভিমত বর্তমান রয়েছে, তবে তার কাছে তা তলব করা করা যেতে পারে। কিন্তু তিনি বা আর কেউ এ আবিষ্কারের সমর্থনে এমন প্রমাণ উপস্থাপন করার কোন পথ পাবেন না। আর যদি তিনি অন্য কোন যুক্তি পেশ করতে চান, তবে বলা হবে তা কি ? যদি তিনি বলেন, আমি এ মতটি এ কারণে গ্রহণ করছি যে, আমি অতীত ও বর্তমানে সব রাবীকে দেখেছি, তাদের একজন কখনও অন্যজনকে স্বচক্ষে না দেখলেও এবং তাদের একজন অন্যজন থেকে কোন কিছু শ্রবণ না করলেও মুরসালরূপে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন এবং এরূপ বর্ণনাকে তারা নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছেন, অথচ মুরসাল হাদীসসমূহের ব্যাপারে আমাদের মুহাদ্দিসীনের অভিমত হচ্ছে 'মুরসাল হাদীস' দলীল হিসেবে পরিগণিত নয়। এ জন্য আমি হাদীসের কোন বর্ণনাকারীর জন্য তার ঊর্ধ্বতন রাবীর কাছ থেকে শ্রবণ করার শর্তারোপ করেছি। যখন আমি প্রমাণ পেয়ে যাব যে, সে তার ঊর্ধ্বতন রাবীর কাছ থেকে হাদীসটি সরাসরি শুনেছে। তখন আমি ধরে নেব সে তার ঊর্ধ্বতন রাবীর সূত্রে যতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছে, তা সবই তার কাছ থেকে শুনেছে। অর্থাৎ তার কাছ থেকে যতগুলো হাদীস 'মুআন আন্' হিসেবে বর্ণিত হবে, তার সবগুলোই আমার মতে 'মারফূ' হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু যদি 'একবারও' শ্রবণ করার প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহলে তার বর্ণিত হাদীসকে আমি 'মাওকূফ' হাদীস নামে অভিহিত করব। ফলে তা 'মুরসাল' হওয়ার সম্ভাবনায় আমার কাছে দলীল হিসেবে পরিগণিত হবে না।

فَيُقَالُ لَهُ فَاِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِى تَضْعِيْفِكَ الْخَبَرَ وَتَرْكِكَ الْاِحْتِجَاجَ بِهِ اِمْكَانَ الْاِرْسَالِ فِيْهِ لَزِمَكَ اَنْ لاَ تُثْبِتَ اِسْنَادًا مُعَنْعَنًا حَتّٰى تَرَى فِيْهِ السَّمَاعَ مِنْ اَوَّلِهِ اِلٰى اٰخِرِهِ وَ ذٰلِكَ اَنَّ الْحَدِيْثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بِاِسْنَادِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فَبِيَقِيْنٍ نَعْلَمُ اَنَّ هِشَامًا قَدْ سَمِعَ مِنْ اَبِيْهِ وَ اَنَّ اَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ كَمَا نَعْلَمُ اَنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ يَجُوْزُ اِذَا لَمْ يَقُلْ هِشَامُ فِىْ رِوَايَةٍ يَرْوِيْهَا عَنْ اَبِيْهِ سَمِعْتُ اَوْ اَخْبَرَنِى اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَبِيْهِ فِىْ تِلْكَ الرِّوَايَةِ اِنْسَانٌ اٰخَرُ اَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ اَبِيْهِ وَ لَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ اَبِيْهِ لَمَّا اَحَبَّ اَنْ يَرْوِيَهَا مُرْسَلاً وَ لاَ يُسْنِدَ هَا اِلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ وَكَمَا يُمْكِنُ ذٰلِكَ فِىْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ فَهُوَ اَيْضًا مُمْكِنٌ فِىْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَ كَذٰلِكَ كُلُّ اِسْنَادٍ لِحَدِيْثٍ لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ سَمَاعِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ وَ اِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِى الْجُمْلَةِ اَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعًا كَثِيْرًا فَجَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ اَنْ يَّنْزِلَ فِىْ بَعْضِ الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ اَحَادِيْثِهِ ثُمَّ يُرْسِلَهُ عَنْهُ اَحْيَانًا وَلاَ يُسَمّٰى مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَ يَنْشَطُ اَحْيَانًا فَيُسَمّٰى الرَّجُلَ الَّذِىْ حَمَلَ عَنْهُ الْحَدِيْثَ وَ يَتْرُكَ الْاِرْسَالَ وَمَا قُلْنَا مِنْ هٰذَا مَوْجُوْدٌ فِى الْحَدِيْثِ مُسْتَفِيْضٌ مِنْ فِعْلِ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِيْنَ وَاَئِمَّةِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَ سَنَذْكُرُ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِىْ ذَكَرْنَا عَدَدًا يَسْتَدَلُّ بِهَا عَلٰى اَكْثَرَ مِنْهَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

فَمِنْ ذٰلِكَ اَنَّ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيَّ وَ ابْنَ الْمُبَارَكِ وَ وَكِيْعًا وَ ابْنَ نُمَيْرٍ وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِحِلِّهِ وَ لِحُرْمِهِ بِاَطْيَبِ مَا اَجِدُ فَرَوَى هٰذِهِ الرِّوَايَةَ بِعَيْنِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَ دَاوُدُ الْعَطَّارُ وَ حُمَيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ وَ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَ اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ رَوَى هِشَامُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ اَلنَّبِيُّ ﷺ اِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي اَلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَ اَنَا حَائِضٌ فَرَوَهَا بِعَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ رَوَى الزُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ اَبِيْ حَسَّانَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ فِي الْقُبْلَةِ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُرْوَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَ هُوَ صَائِمٌ .

তাকে বলা যায়, কোন হাদীসের মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনাই যদি সে হাদীসটি যঈফ বলে পরিগণিত হওয়ার বা তা দলীল হিসেবে গৃহীত না হওয়ার কারণ হয়, তাহলে আপনাদের মত অনুযায়ী 'মুআন আন' হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রথম রাবী থেকে শেষ রাবী পর্যন্ত প্রত্যেকে তার উর্ধ্বতন রাবীর কাছে সরাসরি শুনেছেন বলে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সে সনদটি প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে পারেন না। কেননা মনে করুন, একটি হাদীস হিশাম ইব্‌ন উরওয়া থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তাঁর পিতা থেকে হযরত আয়েশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, হিশাম নিশ্চিতই তাঁর পিতার কাছ থেকে শুনেছেন এবং তাঁর পিতা আয়েশা (রা)-এর কাছে শুনেছেন। যেমন আমরা জানি যে, আয়েশা (রা) নিশ্চয়ই নবী করীম ﷺ-এর কাছে শুনেছেন। এরূপ নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও যদি কোন বর্ণনায় হিশাম (র), 'আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি অথবা তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন' না বলে যদি কেবল عن দ্বারা বর্ণনা করেন, তা হলে এই সম্ভাবনা থেকে যায় যে, হিশাম (র) এবং উরওয়া (র)-এর মাঝখানে আরো একজন রাবী আছেন, যিনি উরওয়া (র)-এর কাছে শুনে হিশাম (র)-কে অবগত করেছেন, হিশাম (র) সরাসরি তাঁর পিতার কাছে এ হাদীস শোনেন নি। কিন্তু হিশাম (র) যেহেতু এ হাদীসটি 'মুরসাল' হিসেবে বর্ণনা করার ইচ্ছা করেছেন। তিনি যার মাধ্যমে শুনেছেন তার নাম উল্লেখ করেননি। তা ছাড়া হিশাম (র) ও তাঁর পিতার মাঝখানে যেমন অন্য কোন রাবী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, অনুরূপভাবে উরওয়া ও আয়েশা (রা)-এর মাঝখানেও অন্য কোন রাবী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে হাদীসের এমন প্রতিটি সনদে যেখানে একে অন্যের কাছ থেকে শোনার কথা উল্লেখ নেই, সেখানে ঐ একই সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এ কথা জানা থাকে যে, এক রাবী অপর রাবীর কাছে অনেক হাদীস শুনেছেন, তবে এও হতে পারে যে, তিনি তার কতকগুলো বর্ণনা অন্য রাবীর মাধ্যমে শুনে তা মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এগুলো তিনি যার কাছে শুনেছেন কখনো তার নাম উল্লেখ করেন নি; আবার কখনো অস্পষ্টতা দূর করার জন্য নাম উল্লেখ করে ইরসাল বাদ দিয়েছেন।

অধঃস্তন ও উর্ধ্বতন রাবীদ্বয়ের মধ্যে বারবার দেখা-সাক্ষাত হওয়া সত্ত্বেও তাদের বর্ণিত হাদীস মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমরা যে অভিমত প্রকাশ করছি, তা নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও বিশেষজ্ঞ আলিমদের

বর্ণনার মধ্যেও বিদ্যমান। এ পর্যায়ে আমরা তাদের বর্ণিত হাদীস থেকে আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে দলীল হিসেবে কিছুসংখ্যক হাদীস পেশ করছি। যেমন : আইয়্যুব সাখ্‌তিয়ানী, ইব্‌ন মুবারক, ওকী', ইব্‌ন নুমায়র এবং আরো বহু রাবী হিশাম ইব্‌ন উরওয়া থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন : "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় ও ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার সময় সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগিয়েছি, যা আমার কাছে ছিল।" হুবহু এ হাদীসটিই লায়স ইব্‌ন সা'দ, দাউদ 'আত্তার, হুমায়দ ইবন আসওয়াদ, উহায়ব ইব্‌ন খালিদ ও আবূ উসামা (র) হিশামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হিশাম বলেছেন, আমাকে উসমান ইব্‌ন উরওয়া অবহিত করেছেন, তিনি উরওয়া থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে এবং তিনি নবী করীম ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ হিশাম তাঁর পিতার সূত্রে আর তিনি আয়েশা (রা)-এর থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ ই'তিকাফে থাকাকালীন আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন এবং আমি তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতাম। অথচ আমি ছিলাম ঋতুমতি। অপরদিকে হুবহু এ হাদীসটিই মালিক ইব্‌ন আনাস যুহরী থেকে, তিনি 'উরওয়া থেকে তিনি আমরা থেকে তিনি 'আয়েশা (রা) থেকে এবং নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহরী ও সালিহ্ ইব্‌ন আবূ হাস্‌সান (র) আবূ সালমা থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ সায়েম (রোযাদার) অবস্থায় চুমু খেতেন। পক্ষান্তরে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীর 'চুমু খাওয়া সম্পর্কিত' এ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন : আবূ সালামা আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তার কাছে বর্ণনা করেছেন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র), তিনি বলেন, তার কাছে বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রা) আর তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ সায়েম অবস্থায় তাঁকে চুমু দিতেন।

وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ وَ غَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَطْعَمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَ نَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهٰذَا النَّحْوُ فِي الرِّوَايَاتِ كَثِيْرٌ يَكْثُرُ تَعْدَادُهُ وَ فِيْهَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لِذَوِى الْفَهْمِ ، فَاِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ فَسَادِ الْحَدِيْثِ وَ تَوْهِيْنِهِ اِذَا لَمْ يُعْلَمْ اَنَّ الرَّاوِىَ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ شَيْئًا لِمَكَانَ الْاِرْسَالِ فِيْهِ لَزِمَهُ تَرْكُ الْاِحْتِجَاجِ فِىْ قِيَادِ قَوْلِهِ بِرِوَايَةِ مَنْ يُعْلَمُ اَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ اِلاَّ فِىْ نَفْسِ الْخَبَرِ الَّذِىْ فِيْهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قِبَلِ عَنِ الْاَئِمَّةِ الَّذِيْنَ نَقَلُوْا الْاَخْبَارَ اَنَّهُمْ كَانَتْ لَهُمْ تَارَاتٌ يُرْسِلُوْنَ فِيْهَا الْحَدِيْثَ اِرْسَالاً وَ لاَ يَذْكُرُوْنَ مَنْ سَمِعُوْهُ مِنْهُ وَ تَارَاتٌ يَنْشَطُوْنَ فِيْهَا فَيُسْنِدُوْنَ الْخَبَرَ عَلَى هَيْئَةِ مَا سَمِعُوْا فَيُخْبِرُوْنَ بِالنُّزُوْلِ فِيْهِ اِنْ نَزَلُوْا وَ بِالصُّعُوْدِ اِنْ صَعِدُوْا كَمَا شَرَحْنَا ذٰلِكَ عَنْهُمْ وَ مَا عَلِمْنَا اَحَدًا مِنْ اَئِمَّةِ السَّلَفِ مِمَّنْ يَسْتَعْمِلَ الْاَخْبَارَ وَ يَتَفَقَّدُ صِحَّةَ الْاَسَانِيْدِ وَ سَقَمَهَا مِثْلَ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ وَابْنِ عَوْنٍ وَ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ اَهْلِ الْحَدِيْثِ فَتَّشُوْا عَنْ مَوْضِعِ السَّمَاعِ فِىْ الْاَسَانِيْدِ كَمَا ادَّعَاهُ الَّذِىْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ .

ইব্ন 'উআয়না ও অপরাপর রাবীগণ আমর ইব্ন দীনার থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ঘোড়ার গোশ্ত খাইয়েছেন এবং তিনি আমাদের গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। ঠিক এ হাদীসটিই হাম্মাদ ইব্ন যায়দ আম্র থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আলী থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এ জাতীয় সনদে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস রয়েছে। আমরা যে কয়টি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ও বিবেকবান লোকদের জন্য তাই যথেষ্ট।

নিচের রাবী ঊর্ধ্বতন রাবীর কাছ থেকে সরাসরি কিছু শুনেছেন বলে জানা না থাকলে তাতে 'ইর্সাল'-এর সম্ভাবনা থাকে, হাদীস ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সম্পর্কে পূর্বোক্ত ব্যক্তির পেশকৃত এই যুক্তি যদি সঙ্গত বলে মেনে নিতে হয়, তবে যে হাদীসটিতে ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে 'শ্রুতির' উল্লেখ আছে, সেটি ছাড়া অন্যসব রিওয়ায়াত বাতিল বলে গণ্য করতে হবে। কেননা সে ক্ষেত্রেও অনুরূপ 'ইর্সাল' হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। কেননা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, হাদীসের রাবীদের বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে। কখনো তাঁরা স্বেচ্ছায় হাদীসকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন এবং যাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন তার নাম উল্লেখ করেন না। আবার কখনো তারা হাদীস বর্ণনাকালে প্রফুল্লচিত্ত থাকেন ফলে তারা যেভাবে শুনেছেন সেইভাবে পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেন। যদি নুযূল বা দীর্ঘ সনদ হয়, তবে দীর্ঘ সনদেই হাদীস বর্ণনা করেন। আবার যদি সুউদ বা স্বল্প স্তরবিশিষ্ট সনদ হয়, তবে সেই সনদের সাথেই হাদীস বর্ণনা করেন, যেমন পূর্বে ব্যাখ্যা করেছি।

পূর্বসূরি সাল্ফে সালেহীন ইমামদের মধ্যে যাঁরা হাদীসের প্রয়োগ ও ব্যবহার করতেন এবং সনদের বিশুদ্ধতা বা অশুদ্ধতা ও দুর্বলতা যাঁচাই করতেন, যেমন—হাদীস বিশারদ আইয়্যুব সাখ্তিয়ানী, ইব্ন আওন, মালিক ইব্ন আনাস, শু'বা ইব্ন হাজ্জাজ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী এবং পরবর্তী স্তরের মুহাদ্দিসগণ তাঁদের কেউ সনদে রাবীদের পারস্পরিক 'শ্রবণস্থল' তালাশ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই, যেমন আমাদের পূর্বোক্ত আলোচক দাবি করেন।

وَ اَنَّمَا كَانَ تَفَقَّدَ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُمْ اِذَا كَانَ الرَّاوِىْ مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيْسِ فِى الْحَدِيْثِ وَ شُهِرَ بِهٖ فَحِيْنَئِذٍ يَبْحَثُوْنَ عَنْ سَمَاعِهٖ فِىْ رِوَايَتِهٖ وَ يَتَفَقَّدُوْنَ ذَالِكَ مِنْهُ كَىْ تَنْزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّةُ التَّدْلِيْسِ فَمَنِ ابْتَغٰى ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّسٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِىْ زَعَمَ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ فَمَا سَمِعْنَا ذٰلِكَ عَنْ اَحَدٍ مِمَّنْ سَمَّيْنَا وَ لَمْ نُسَمِّ مِنَ الْاَئِمَّةِ فَمِنْ ذٰلِكَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِىَّ وَ قَدْ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ قَدْ رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ وَ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ وَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيْثًا يُسْنِدُهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَلَيْسَ فِىْ رِوَايَتِهٖ عَنْهُمَا ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا وَ لاَ حَفِظْنَا فِىْ شَىْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ . اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ شَافَهَ حُذَيْفَةَ وَ اَبَا مَسْعُوْدٍ بِحَدِيْثٍ قَطُّ وَلاَ وَجَدْنَا ذِكْرَ رُؤْيَتِهٖ اِيَّاهُمَا فِىْ رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَ لَمْ نَسْمَعْ عَنْ اَحَدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ مَضٰى وَ لاَ مِمَّنْ اَدْرَكْنَا اَنَّهُ طَعَنَ فِىْ هٰذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ رَوَاهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ بِضَعْفٍ فِيْهِمَا بَلْ هُمَا وَ مَا اَشْبَهَهُمَا عِنْدَ مَنْ لاَقَيْنَا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيْثِ مِنْ صِحَاحِ الْاَسَانِيْدِ وَ قَوِيِّهَا يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا وَ الْاِحْتِجَاجَ بِمَا اَتَتْ مِنْ سُنَنٍ وَ اٰثَارٍ وَ هِىَ فِىْ زَعْمِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَاهِيَةٌ مُهْمَلَةٌ حَتّٰى يُصِيْبَ سَمَاعَ الرَّاوِىْ عَمَّنْ رَوٰى .

অবশ্য যিনি মুদাল্লিস রাবী হিসেবে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, কেবল তার রিওয়ায়াত গ্রহণ করার সময়ই তাঁবা "সরাসরি শোনার" ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখতেন এবং তা পর্যালোচনা করতেন। যাতে সনদ থেকে তাদলীস জনিত ত্রুটি বিদূরিত হয়। কিন্তু যিনি মুদাল্লিস রাবী নন, তাঁর বেলায়ও যে সাক্ষাতে শোনার ব্যাপারে উল্লেখিত মনীষিগণ অনুসন্ধান করেছেন এমন কথা আমাদের জানা নেই; যেমন পূর্বোল্লিখিত আলোচক দাবি করে থাকেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল-আনসারী (রা) নবী করীম ﷺ-কে দেখেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি (তাঁর সমসাময়িক ও সমবয়সী) সাহাবী হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) এবং আবূ মাসঊদ (উকবা ইব্ন আমের) আল-আনসারী (রা) এতদুভয় থেকে একটি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সংযোজন করেছেন। অথচ তাঁর কোথাও এই দু'জন সাহাবী থেকে সরাসরি শোনার কথা উল্লেখ নেই।

তা ছাড়া আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (রা) কখনো হুযায়ফা (রা) এবং আবূ মাসঊদ (রা)-এর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করেছেন এবং তাঁদের কাছে হাদীস শুনেছেন বলেও উল্লেখ নেই। এমনকি, তিনি তাদের দু'জনকে চাক্ষুষ দেখেছেন বলেও সুনির্দিষ্ট বর্ণনা পাইনি। অথচ হাদীস বিশারদদের মধ্যে যাঁরা অতীত হয়েছেন এবং যাঁদের আমরা পেয়েছি, তাঁদের কেউই আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হুযায়ফা (রা) ও আবূ মাসঊদ (র)-এর বর্ণিত হাদীস দুটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে দোষারোপ করেননি, বরং হাদীস বিশারদদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে, তাঁরা সকলে এ হাদীস দু'টি এবং অনুরূপ বর্ণনাগুলোকে সহীহ্ এবং সবল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁরা এসব হাদীস প্রয়োগ করা এবং এগুলো দলীল হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয বলেছেন। কিন্তু আমাদের পূর্বোক্ত সমালোচিত ব্যক্তির মতানুযায়ী এগুলো গর্হিত ও অকেজো হাদীসরূপে গণ্য হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত 'সাক্ষাত' এবং 'শ্রবণ' প্রমাণিত না হবে।

وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدِّدُ الْاَخْبَارَ الصِّحَاحَ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَهِنُ بِزَعْمِ هٰذَا الْقَائِلِ وَنُحْصِيْهَا لَعَجَزْنَا عَنْ تَقَصِّىْ ذِكْرِهَا وَ اِحْصَائِهَا كُلِّهَا وَ لٰكِنَّا اَحْبَبْنَا اَنْ نَنْصِبَ مِنْهَا عَدَدًا يَكُوْنُ سِمَةً لِمَا سَكَتْنَا عَنْهُ مِنْهَا وَ هٰذَا اَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ وَ اَبُوْ رَافِعٍ الصَّائِغُ وَ هُمَا مِمَّنْ اَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَ صَحِبَا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْبَدْرِيِّيْنَ هَلُمَّ جَرًّا وَ نَقَلاَ عَنْهُمُ الْاَخْبَارَ حَتّٰى نَزَلاَ اِلٰى مِثْلِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عُمَرَ وَ ذَوِيْهِمَا قَدْ اَسْنَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ حَدِيْثًا وَلَمْ نَسْمَعْ فِىْ رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا اَنَّهُمَا عَايَنَا اُبَيًّا اَوْ سَمِعَا مِنْهُ شَيْئًا .

মুহাদ্দিসীনে কিরামের কাছে যে সমস্ত হাদীস সহীহ্ ও নির্দোষ হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু আমাদের সমালোচিত ব্যক্তির কাছে সে সব 'যঈফ' (দুর্বল) হিসেবে চিহ্নিত, যদি আমরা সে সবের পরিপূর্ণ সংখ্যা হিসেব করার চেষ্টা করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা অক্ষম হয়ে পড়ব এবং সবগুলোর আলোচনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে নমুনাস্বরূপ এর কিছু আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই।

যেমন, আবূ উসমান নাহ্দী এবং আবূ রাফি' সাইগ (নুফাই মাদানী)। তাঁরা উভয়ে জাহিলী যুগ পেয়েছেন [কিন্তু মহানবী ﷺ-এর সাক্ষাত লাভে সমর্থ হননি] রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা), ইব্ন উমর (রা) এবং তাঁদের মত পরবর্তী যুগের আরো অনেকের সাহচর্য লাভ করেছেন। তাঁরা উভয়ই উবাই ইব্ন

কা'ব (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে একটি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও কোন নির্দিষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়নি যে, তাঁরা উভয়ে উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে দেখেছেন অথবা তাঁর কাছে কিছু শুনেছেন।

وَ اَسْنَدَ اَبُوْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ وَ هُوَ مِمَّنْ اَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَ كَانَ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلاً وَ اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَخْبَرَةَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبَرَيْنِ وَاَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثًا وَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وُلِدَ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ وَ قَدْ اَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاَثَةَ اَخْبَارٍ وَ اَسْنَدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ لَيْلٰى وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ صَحِبَ عَلِيًّا عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثًا وَاَسْنَدَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثَيْنِ وَعَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثًا وَقَدْ سَمِعَ رِبْعِيٌّ مِّنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ وَرَوٰى عَنْهُ .

আবূ আম্‌র শায়বানী (সা'দ ইব্‌ন আইয়াস) জাহিলী যুগও পেয়েছেন আর নবী করীম ﷺ-এর সময় তিনি ছিলেন একজন প্রাপ্তবয়স্ক। তিনি এবং আবূ মা'মার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাখবারা উভয়ে আবূ মাসঊদ আনসারী (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে দু'টি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আর উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র) নবী করীম ﷺ-এর পত্নী উম্মু সালামা (রা)-এর সূত্রে তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। উবায়দ মহানবী ﷺ-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। কায়স ইব্‌ন আবূ হাযিম (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগ পেয়েছেন, আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) -এর সূত্রে তাঁর তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে হাদীস লাভ করেছেন এবং আলী (রা)-এর সাহচর্য পেয়েছেন। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রিবঈ ইব্‌ন হিরাশ (র) ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ-এর দু'টি হাদীস এবং আবূ বাকরা [নুফাই ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কালাদা (রা)]-এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রিবঈ (র) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন।

وَ اَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثًا وَ اَسْنَدَ النُّعْمَانُ بْنُ اَبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ثَلاَثَةَ اَحَادِيْثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ اَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثًا وَاَسْنَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثًا وَ اَسْنَدَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَحَادِيْثَ فَكُلُّ هٰؤُلاَءِ التَّابِعِيْنَ الَّذِيْنَ نَصَبْنَا رِوَايَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ سَمَّيْنَا هُمْ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ فِيْ رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلاَ اَنَّهُمْ لَقُوْهُمْ فِيْ نَفْسِ خَبَرٍ بِعَيْنِهِ وَهِيَ اَسَانِيْدُ عِنْدَ ذَوِي الْمَعْرِفَةِ بِالْاَخْبَارِ وَ الرِّوَايَاتِ مِنْ صِحَاحِ الْاَسَانِيْدِ لاَ نَعْلَمُهُمْ وَهَنُوْا مِنْهَا ·

شَيْئًا قَطُّ وَلاَ الْتَمَسُوْا فِيْهَا سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ اِذِ السَّمَاعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُمْكِنٌ مِنْ صَاحِبِهٖ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ لِكَوْنِهِمْ جَمِيْعًا كَانُوْا فِى الْعَصْرِ الَّذِىْ اتَّفَقُوْا فِيْهِ وَكَانَ هٰذَا الْقَوْلُ الَّذِىْ اَحْدَثَهُ الْقَائِلُ الَّذِىْ حَكَيْنَاهُ فِىْ تَوْهِيْنِ الْحَدِيْثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِىْ وَصَفَ اَقَلَّ مِنْ اَنْ يُعَرَّجَ عَلَيْهِ وَ يُثَارَ ذِكْرُهُ اِذْ كَانَ قَوْلاً مُحْدَثًا وَ كَلاَمًا خَلْقًا لَمْ يَقُلْهُ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ سَلَفَ وَ يَسْتَنْكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفَ فَلاَ حَاجَةَ بِنَا فِىْ رَدِّهٖ بِاَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا اِذْ كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَ قَائِلِهَا الْقَدْرَ الَّذِىْ وَصَفْنَاهُ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى دَفْعِ مَا خَالَفَ مَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ وَعَلَيْهِ التُّكْلاَنُ .

নাফি‘ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম, আবূ শুরায়হ্ (খুয়ালিদ ইব্‌ন আমর) আল-খুযাঈ (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। নু'মান ইব্‌ন আবূ আয়য়্যাশ (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আতা ইব্‌ন ইয়াযীদ লায়সী (র) তামীমুদ্দারী (রা)-এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার, রাফি‘ ইব্‌ন খাদীজ (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান হিমইয়ারী, আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ-এর অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই যে'কজন তাবিঈর নাম আমরা এখানে উল্লেখ করলাম, এদের সকলেই সাহাবীদের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা সাহাবীদের থেকে সরাসরি হাদীস শুনেছেন বলে কোন নির্দিষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়নি এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সরাসরি সাক্ষাত হয়েছে বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও এসব হাদীস এবং এর সনদ হাদীস বিশারদদের কাছে সহীহ্ বলে গৃহীত। তাঁদের কেউ এর কোন একটি বর্ণনাকে যঈফ (দুর্বল) বলেছেন বলে অথবা বর্ণনাকারী সরাসরি শুনেছেন কি-না তা অনুসন্ধান করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কেননা তাঁরা (راوى و مروى عنه) রাবী ও যার থেকে বর্ণিত) উভয়ে একই যুগের লোক হওয়ার কারণে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল, আর তা অস্বাভাবিকও নয়। বস্তুত আমাদের সমালোচিত ব্যক্তি হাদীসকে দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত করার জন্য যে কারণ দাঁড় করিয়েছেন, তা ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়। কেননা এটা একটা নতুন মতবাদ এবং বানোয়াট কথা। পূর্বসূরী সাল্‌ফে সালেহীনের কেউই এমন কথা বলেননি। পরবর্তীকালের বিশেষজ্ঞগণও এ মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুতরাং এর খন্ডনে যা বলা হলো তার চাইতে বেশি আলোচনার প্রয়োজন নেই।

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَ عَلَيْهِ التُّكْلاَنُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاِيْمَانِ

কিতাবুল ঈমান

١. بَابُ بَيَانُ الْاِيْمَانِ وَ الْاِسْلَامِ وَ الْاِحْسَانِ وَوُجُوْبُ الْاِيْمَانِ بِاِثْبَاتِ قَدَرِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى وَبَيَانُ الدَّلِيْلِ عَلَى التَّبَرِّىْ مِمَّنْ لاَّ يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ وَ اِغْلَاظُ الْقَوْلِ فِىْ حَقِّهٖ .

قَالَ اَبُوْ الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِىُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِعَوْنِ اللّٰهِ نَبْتَدِىْ وَاِيَّاهُ نَسْتَكْفِى وَمَا تَوْفِيْقُنَا اِلاَّ بِاللّٰهِ جَلَّ جَلَالُهُ .

১. পরিচ্ছেদ : ঈমান, ইসলাম ও ইহ্সান প্রসঙ্গ, তাকদীরে বিশ্বাসের আবশ্যিকতা, যে ব্যক্তি তাকদীর অবিশ্বাস করে তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ অপরিহার্য হওয়ার দলীল ও তার সম্পর্কে কঠোর ভাষা ব্যবহার। আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে শুরু করছি এবং প্রার্থনা করছি যেন তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। বস্তুত মহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমরা কোন কিছু করতে সমর্থ নই

١. حَدَّثَنِىْ اَبُوْ خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ وَهٰذَا حَدِيْثُهٗ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ كَانَ اَوَّلَ مَنْ قَالَ فِى الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدُ الْجُهَنِىُّ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىُّ حَاجَّيْنِ اَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْ لَقِيْنَا اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْنَاهُ عَمَّا يَقُوْلُ هٰؤُلَاءِ فِى الْقَدَرِ فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلاً الْمَسْجِدَ فَاكْتَنَفْتُهٗ اَنَا وَصَاحِبِىْ اَحَدُنَا عَنْ يَمِيْنِهٖ وَ الْاٰخَرُ عَنْ شِمَالِهٖ فَظَنَنْتُ اَنَّ صَاحِبِىْ سَيَكِلُ الْكَلَامَ اِلَىَّ فَقُلْتُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّهٗ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَ يَتَقَفَّرُوْنَ الْعِلْمَ وَ ذَكَرَ مِنْ شَاْنِهِمْ وَ اَنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ اَنْ لاَ قَدَرَ وَ اَنَّ الْاَمْرَ اُنُفٌ قَالَ فَاِذَا

لَقِيْتَ اُولٰئِكَ فَاَخْبِرْ هُمْ اَنِّىْ بَرِيْئٌ مِنْهُمْ وَ اَنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِّىْ وَ الَّذِىْ يَحْلِفُ بِهٖ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ اَنَّ لِاَحَدِ هِمْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا فَاَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللّٰهُ مِنْهُ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لاَ يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِسْلاَمُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ تُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَ تَصُوْمَ رَمَضَانَ وَ تَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلاَئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهٖ وَ شَرِّهٖ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْؤُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِىْ عَنْ اَمَارَتِهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَ اَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا عُمَرُ اَتَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ -

১. আবূ খায়সামা যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়া'মার (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়া'মার) বলেন, বসরায় 'কাদ্‌র' সম্পর্কে সর্বপ্রথম কথা তোলেন মা'বাদ আল-জুহানী। আমি (ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়া'মার) এবং হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান আল-হিমায়রী হজ্জ অথবা উমরা আদায়ের জন্য মক্কা মুআয্‌যামায় আসলাম। তখন আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন সাহাবীর সাক্ষাত পেতাম এবং তাঁর কাছে এসব লোক তাকদীর সম্পর্কে যা বলে বেড়াচ্ছে, সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম। সৌভাগ্যক্রমে মসজিদে নববীতে প্রবেশকালে আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর দেখা পাই। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে একজন তাঁর ডানদিক থেকে এবং আর একজন বামদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ধরলাম। আমার মনে হলো, আমার সাথী চান যে, আমিই কথা বলি। সুতরাং আমি আরয করলাম, হে আবূ আবদুর রহমান! [আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর কুনিয়াত] আমাদের অঞ্চলে এমন কতিপয় লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যারা কুরআন পাঠ করে এবং ইলমে দীন সম্পর্কে গবেষণা করে। .... তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে আরো কিছু উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তারা মনে করে 'তাকদীর' বলতে কিছুই নেই। সবকিছু তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, তাদের সাথে তোমাদের দেখা হলে বলে দিও যে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং আমার সঙ্গে তাদেরও কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্‌র কসম! যদি এদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণের মালিক হয় এবং তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে, তাকদীরের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা কবূল করবেন না। তারপর তিনি বললেন, আমার কাছে আমার পিতা উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেছেন যে,

একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে ছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমাদের কাছে এসে হাযির হলেন। তাঁর পরিধানের কাপড় ছিল ধবধবে সাদা, মাথার কেশ ছিল কুচকুচে কাল। তাঁর মধ্যে সফরের কোন চিহ্ন ছিল না, কিন্তু আমরা কেউ তাঁকে চিনি না। তিনি নিজের দুই হাঁটু নবী ﷺ-এর দুই হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসে পড়লেন আর দুই হাত তাঁর দুই উরুর উপর রাখলেন। তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ইসলাম হলো, তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানের রোযা পালন করবে এবং বায়তুল্লাহ্ পৌছার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ পালন করবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তার কথা শুনে আমরা বিস্মিত হলাম যে, তিনিই প্রশ্ন করছেন আর তিনিই তা সত্যায়ন করছেন। আগন্তুক বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল ﷺ বললেন : ঈমান হলো আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশ্তাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনবে, আর তাক্দীরের ভালমন্দের প্রতি ঈমান রাখবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, আমাকে ইহ্সান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল ﷺ বললেন : ইহ্সান হলো, এমনভাবে ইবাদত-বন্দেগী করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তাহলে (ভাববে) তিনি তো তোমাকে দেখছেন। আগন্তুক বললেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল ﷺ বললেন : এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চাইতে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি অধিক অবহিত নন। আগন্তুক বললেন, আমাকে এর আলামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল ﷺ বললেন : তা হলো এই যে, দাসী তার মনিবকে জন্ম দেবে; আর নগ্নপদ, বিবস্ত্রদেহ দরিদ্র মেষপালকদের দেখবে উঁচু উঁচু অট্টালিকা নিয়ে পরস্পরে গর্ব করছে। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন, পরে আগন্তুক প্রস্থান করলেন। আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, হে উমর, তুমি জান, এই প্রশ্নকারী কে ? আমি আরয করলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সম্যক জ্ঞাত আছেন। রাসূল ﷺ বললেন : তিনি জিব্রাঈল; তোমাদের তিনি দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

٢. حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِىُّ وَ اَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ وَ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرِالْوَرَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدُ بِمَا تَكَلَّمَ بِهٖ فِىْ شَأْنِ الْقَدَرِ اَنْكَرْنَا ذٰلِكَ قَالَ فَحَجَجْتُ اَنَا وَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىُّ حَجَّةً وَ سَاقُوْا الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ كَهْمَسٍ وَ اِسْنَادِهٖ وَ فِيْهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَ نُقْصَانُ اَحْرُفٍ -

২. মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ আল-গুবারী (র) .... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়া'মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মা'বাদ (আল-জুহানী) 'কাদর' সম্পর্কে তার মত ব্যক্ত করলে আমরা তা আপত্তিকর মনে করি। তিনি (ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়া'মার) বলেন, আমি ও হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান আল-হিময়ারী হজ্জ পালন করতে গিয়েছিলাম। এরপর কাহ্মাস-এর হাদীসের অনুরূপ মর্ম ও সনদের সাথে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে এই বর্ণনায় কিছু বেশকম রয়েছে।

٣. وَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ لَقِيْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ

عُمَرَ فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَ مَا يَقُوْلُوْنَ فِيْهِ فَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ كَنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ زِيَادَةٍ وَ قَدْ نَقَصَ مِنْهُ شَيْئًا -

৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়া'মার ও হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান আল-হিময়ারী (র) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, আমরা উভয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করি এবং 'কাদর' সম্পর্কে যা বলা হয়, তা নিয়ে আলোচনা করি। তাঁরা 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসটি কিছু বেশকমসহ বর্ণনা করেন।

٤. وَ حَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ -

৪. হাজ্জাজ ইব্‌ন শা'ইর (র).... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়া'মার (র) ইব্‌ন 'উমর (রা) সূত্রে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ حَيَّانَ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ كِتَابِهِ وَ لِقَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ تُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْاٰخِرِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْلاَمُ قَالَ الْاِسْلاَمُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَ لاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ تُقِيْمَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَ تُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَ تَصُوْمَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنَّكَ اِنْ لاَ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْؤُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَ لٰكِنْ سَاُحَدِّثُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَ اِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُؤُوْسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَ اِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا فِيْ خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ تَلاَ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَ مَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ مَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ، قَالَ ثُمَّ اَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُدُّوْا عَلَيَّ الرَّجُلَ فَاَخَذُوْا لِيَرُدُّوْهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِيْنَهُمْ -

৫. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকসমক্ষে ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর কাছে একজন লোক হাযির হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ঈমান কী ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ঈমান হলো, আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশ্‌তা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত, তাঁর প্রেরিত রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং শেষ উত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তারপর আগন্তুক প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইসলাম কী ? রাসূল ﷺ বললেন : ইসলাম

হলো, আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা, ফরয নামায কায়েম করা, নির্ধারিত যাকাত আদায় করা এবং রমযানের রোযা পালন করা। আগন্তুক আবার প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। ইহ্‌সান কী ? রাসূল ﷺ বললেন : ইহ্‌সান হলো, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করবে যেন তাঁকে দেখেছ; যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তাহলে (ভাববে যে,) তিনি তো তোমাকে দেখছেন। আগন্তুক প্রশ্ন করলেন, কিয়ামত কখন হবে ? রাসূল বললেন : এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চাইতে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তিনি অধিক অবহিত নন। তবে হ্যাঁ, কিয়ামতের কিছু আলামত বর্ণনা করছি, দাসী তার প্রভুকে জন্ম দেবে। এটি কিয়ামতের আলামতের একটি। বিবস্ত্রদেহ, নগ্নপদ লোক হবে জনগণের নেতা; এটা কিয়ামতের আলামতের একটি। আর রাখালদের বিরাট বিরাট অট্টালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে, এটি কিয়ামতের একটি আলামত। এটা সেই পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ কিছু জানে না। এ বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (এ আয়াতটি) তিলাওয়াত করেন : (অর্থ) : নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তাঁরই কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান। তিনি নাযিল করেন বৃষ্টি এবং তিনি জানেন, যা রয়েছে মাতৃগর্ভে। আর কেউ জানে না কী উপার্জন করবে সে আগামীকাল এবং জানে না কেউ কোন্ মাটিতে সে মারা যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব জানেন, সব খবর রাখেন। (সূরা লুকমান : ৩৪) রাবী বলেন, তারপর লোকটি চলে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : লোকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। তাঁরা তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য গেলেন। কিন্তু কাউকে পেলেন না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ইনি জিব্‌রাঈল (আ)। লোকদের দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন।

٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ فِيْ رِوَايَتِهِ اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ بَعْلَهَا يَعْنِي السَّرَارِيَّ –

৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র).... আবূ হায়্যান আত-তায়্‌মী (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় "اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّهَا"-এর স্থলে "اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ بَعْلَهَا" অর্থাৎ দাসী তার স্বামীকে জন্ম দেবে, কথাটির উল্লেখ রয়েছে।

٧. حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ عُمَارَةَ وَ هُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَلُوْنِيْ فَهَابُوْهُ اَنْ يَسْاَلُوْهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ مَا الْاِسْلَامُ ؟ قَالَ لَاتُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَ تُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِيْمَانُ ؟ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ وَ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَخْشَى اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنَّكَ اِنْ لَا تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى تَقُوْمُ السَّاعَةُ ؟ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَاُحَدِّثُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا رَاَيْتَ الْمَرْاَةَ تَلِدُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَاِذَا رَاَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوْكَ الْاَرْضِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَاِذَا رَاَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا فِيْ خَمْسٍ مِنَ

الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهُنَّ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ قَرَأَ : اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَ مَا تَدْرِىْ نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ، ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُدُّوْهُ عَلَيَّ فَالْتُمِسَ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا جِبْرِيْلُ اَرَادَ اَنْ تَعَلَّمُوْا اِذْ لَمْ تَسْأَلُوْا –

৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর। সাহাবা কিরাম তাঁর কাছে প্রশ্ন করতে ভয় পেলেন। (রাবী বলেন) তারপর একজন লোক এলেন এবং তাঁর হাঁটুর কাছে বসে বললেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইসলাম কী ? রাসূল ﷺ বললেন : ইসলাম হলো, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমযানের রোযা পালন করবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! ঈমান কী ? রাসূল ﷺ বললেন : আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি, উত্থানের বিষয়ে এবং তাক্‌দীরের সবকিছুতে ঈমান রাখবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, ইহ্‌সান কী ? রাসূল ﷺ বললেন : আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করবে, যেন তাঁকে দেখছো, যদি তাঁকে না-ও দেখ; তাহলে (ধারণা করবে যে) তিনি তো তোমাকে দেখছেন। আগন্তুক বললেন, আপনি যথার্থ বলেছেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! কিয়ামত কখন ঘটবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ বিষয়ে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক অবহিত নয়। তবে আমি কিয়ামতের কিছু আলামত বর্ণনা করছি। যখন দেখবে, দাসী তার মুনিবকে জন্ম দেবে। এটা কিয়ামতের একটি আলামত। আর যখন দেখবে নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, বধির ও মূকেরা দেশের শাসক হয়েছে, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত। আর যখন দেখবে, মেষপালকেরা উঁচু উঁচু অট্টালিকা নিয়ে গর্ব প্রকাশ করছে, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত। পাঁচটি অদৃশ্য বিষয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ কিছু জানে না। তারপর (তিনি কুরআনুল করীম-এর আয়াত) তিলাওয়াত করলেন : (অর্থ) : নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তাঁর কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান। তিনি নাযিল করেন বৃষ্টি এবং তিনি জানেন, যা রয়েছে মাতৃগর্ভে। জানে না কেউ, কি উপার্জন করবে সে আগামীকাল। আর জানে না কেউ, কোন্ মাটিতে (দেশে) সে মারা যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব জানেন, সব খবর রাখেন। (সূরা লুকমান : ৩৪) তারপর আগন্তুক উঠে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের বললেন : তাঁকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। তাঁকে তালাশ করা হলো, কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ইনি জিব্‌রাঈল (আ)। তোমরা প্রশ্ন না করায়, তিনি চাইলেন যেন তোমরা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কর।

٢. بَابُ بَيَانُ الصَّلَوَاتِ الَّتِىْ هِىَ اَحَدُ اَرْكَانِ الْاِسْلاَمِ

২. পরিচ্ছেদ : নামাযসমূহ যা ইসলামের একটি রুকন

٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جَمِيْلِ بْنِ طَرِيْفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِىُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اَبِى سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّاْسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ

غَيْرُهُنَّ قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطُوَّعَ وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلاَ اَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ –

৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন জামিল ইব্‌ন তারীফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-সাকাফী (র).... তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) বলেন, নাজদ্‌বাসী এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হলেন। তাঁর মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার অস্পষ্ট আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি যা বলছিলেন, তা আমরা বুঝতে পারছিলাম না। অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছাকাছি এলেন। তখন দেখি তিনি তাঁর কাছে ইসলাম সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : দিনে-রাতে পাঁচবার ফরয নামায কায়েম করা। আগন্তুক জিজ্ঞেস করলেন, আমার প্রতি তা ছাড়াও কিছু আছে কি ? তিনি বললেন : না, তবে নফল নামায আদায় করা যায়। আর রমযান মাসে রোযা পালন করা। আগন্তুক বললেন, আমার প্রতি তা ছাড়াও কিছু আছে কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : না, তবে নফল রোযা পালন করা যায়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে যাকাতের কথা বললেন। আগন্তুক বললেন, আমার প্রতি এ ছাড়াও কিছু আছে কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : না; তবে অতিরিক্ত দান করা যায়। রাবী বলেন, তারপর আগন্তুক এই বলতে বলতে চলে গেলেন—আল্লাহ্‌র কসম, আমি এর চাইতে বেশি করব না এবং কমও করব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : লোকটি সত্য বলে থাকলে সফল হয়ে গেল।

٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ وَ اَبِيْهِ اِنْ صَدَقَ اَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ اَبِيْهِ اِنْ صَدَقَ .

৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইয়্যুব ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).... তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে মালিক-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তার পিতার কসম, সে সত্য বলে থাকলে সফলকাম হয়ে গেল। কিংবা তার পিতার কসম, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাতে চলে গেল।

٣. بَابُ اَلسُّوَالُ عَنْ اَرْكَانِ الْاِسْلاَمِ

৩. পরিচ্ছেদ : ইসলামের রুকনসমূহ সম্পর্কে (জানার জন্য) প্রশ্ন করা

١٠. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ نَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا اَنْ يَجِيْءَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْاَلُهُ وَ نَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَتَانَا رَسُوْلُكَ فَزَعَمَ لَنَا اَنَّكَ تَزْعُمُ اَنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْاَرْضَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ وَ جَعَلَ فِيْهَا

مَا جَعَلَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَبِالَّذِى خَلَقَ السَّمَاءَ وَ خَلَقَ الاَرْضَ وَ نَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ اللّٰهُ اَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ يَوْمِنَا وَ لَيْلَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِىْ اَرْسَلَكَ اَللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِىْ اَمْوَالِنَا قَالَ فَبِالَّذِى اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِىْ سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِى اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ وَلّٰى قَالَ وَ الَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ وَلاَ اَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ .

১০. আম্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন বুকায়র আল-নাকিদ (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করার ব্যাপারে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল। তাই আমরা চাইতাম যে, গ্রাম থেকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসে তাঁকে প্রশ্ন করুক আর আমরা তা শুনি। তারপর একদিন গ্রাম থেকে এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলল, হে মুহাম্মদ ! আমাদের কাছে আপনার দূত এসে বলেছে, আপনি দাবি করেছেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। রাসূল ﷺ বললেন : সত্যই বলেছে। আগন্তুক বলল, আসমান কে সৃষ্টি করেছেন ? তিনি বললেন : আল্লাহ্। আগন্তুক বলল, যমীন কে সৃষ্টি করেছেন ? রাসূল ﷺ বললেন : আল্লাহ্। আগন্তুক বলল, এসব পর্বতমালা কে স্থাপন করেছেন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা কে সৃষ্টি করেছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্। আগন্তুক বলল, কসম সেই সত্তার ! যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসব পর্বতমালা স্থাপন করেছেন। আল্লাহ্ই আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ। আগন্তুক বলল, আপনার দূত বলে যে, আমাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সত্যই বলেছে। আগন্তুক বলল, যিনি আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আল্লাহ্-ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ। আগন্তুক বলল, আপনার দূত বলে যে, আমাদের উপর আমাদের মালের যাকাত দেওয়া ফরয। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ঠিকই বলেছে। আগন্তুক বলল, যিনি আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আল্লাহ্-ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ। আগন্তুক বলল, আপনার দূত বলে যে, প্রতি বছর রমযান মাসের সিয়াম পালন করা আমাদের উপর ফরয। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সত্যই বলেছে। আগন্তুক বলল, যিনি আপনাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আল্লাহ্ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ। আগন্তুক বলল, আপনার দূত বলে যে, আমাদের মধ্যে যে বায়তুল্লাহয় যেতে সক্ষম তার উপর হজ্জ ফরয। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সত্যি বলেছে। রাবী বলেন যে, তারপর আগন্তুক চলে যেতে যেতে বলল, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, আমি এর অতিরিক্তও করব না এবং এর কমও করবো না। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, লোকটি সত্য বলে থাকলে অবশ্যই সে জান্নাতে যাবে।

١١. حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ كُنَّا نُهِيْنَا فِى الْقُرْاٰنِ اَنْ نَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ .

১১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাশিম আল-আব্দী (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কোন প্রশ্ন করতে কুরআন মজীদে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল। তারপর তিনি হাদীসটির বাকি অংশ (উল্লেখিত হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤. بَابُ بَيَانُ الْاِيْمَانِ الَّذِىْ يَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَاَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا اُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

৪. পরিচ্ছেদ : যে ঈমানের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করা যায় এবং যে ব্যক্তি তার উপর আদিষ্ট বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে

١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اَيُّوْبَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ سَفَرٍ فَاَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهٖ اَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ بِمَا يُقَرِّبُنِىْ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ فَكَفَّ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ نَظَرَ فِىْ اَصْحَابِهٖ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ وُفِّقَ اَوْ لَقَدْ هُدِىَ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَاَعَادَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَعْبُدُ اللّٰهَ لَاتُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ دَعِ النَّاقَةَ .

১২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)... আবূ আইয়্যূব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আবূ আইয়্যূব (রা) বলেন যে, এক সফরে জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে এসে দাঁড়াল। সে তাঁর উটনীর লাগাম ধরে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! অথবা বলেছিলেন, হে মুহাম্মদ ! আমাকে এমন কিছু বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। রাবী বলেন, নবী ﷺ থামলেন এবং সাহাবীদের দিকে তাকালেন। পরে তিনি বললেন, তাকে তাওফীক দেওয়া হয়েছে। অথবা বললেন তাঁকে হিদায়াত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কী বললে ? রাবী বলেন, সে তার কথাটির পুনরাবৃত্তি করল। নবী ﷺ বললেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে, (এবারে) উটনীটি ছেড়ে দাও।

١٣. وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَاَبُوْهُ عُثْمَانُ اَنَّهُمَا سَمِعَا مُوْسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

১৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্‌র (র) ... আবূ আইয়্যূব (রা) থেকে এবং তিনি নবী ﷺ থেকে এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى

النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ اَعْمَلُهُ يُدْنِيْنِيْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ لاَ تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ فَلَمَّا اَدْبَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ تَمَسَّكَ بِمَا اُمِرَ بِهٖ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِيْ رِوَايَةِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ اِنْ تَمَسَّكَ بِهٖ .

১৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামিমী (র) ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)... আবূ আইয়্যূব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর খিদমতে হাযির হলো এবং আরয করল, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বাতলে দিন, যে কাজ করলে তা আমাকে জান্নাতের কাছে পৌঁছে দেবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। নবী ﷺ বললেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। সে ব্যক্তি চলে গেলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে; তা দৃঢ়তার সাথে পালন করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আবূ শায়বার বর্ণনায় اِنْ تَمَسَّكَ بِمَا اُمِرَ-এর স্থলে اِنْ تَمَسَّكَ بِهٖ রয়েছে।

١٥. وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ لاَ تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا شَيْئًا اَبَدًا وَلاَ اَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا .

১৫. আবূ বকর ইব্ন ইসহাক (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন, যা করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর শরীক করবে না, ফরয নামায কায়েম করবে, নির্ধারিত যাকাত দিবে এবং রমযানের রোযা পালন করবে। তারপর সে বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আমি এর উপর কখনো কিছু বাড়াব না এবং এর থেকে কমও করব না। লোকটি চলে গেলে নবী ﷺ বললেন, কেউ কোন জান্নাতী লোক দেখে খুশি হতে চাইলে একে দেখুক।

١٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِاَبِيْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوْبَةَ وَ حَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَاَحْلَلْتُ الْحَلاَلَ اَاَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ .

১৬. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নুমান ইব্ন কাওকাল (রা) নবী ﷺ-এর খিদমতে হাযির হলেন। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমাকে অবহিত করুন, যদি আমি ফরয নামায আদায় করি, হারামকে হারাম বলে জানি, হালালকে হালাল জ্ঞান করি, তাহলে আমি কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব ? নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ।

١٧. وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ وَاَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِمِثْلِهِ وَزَادَا فِيْهِ وَلَمْ اَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ شَيْئًا .

১৭. হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির ও কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নু'মান ইব্‌ন কাওকাল (রা) বলেছেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! বাকি অংশ উপরোক্ত বর্ণনার অনুরূপ। তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় وَلَمْ اَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ شَيْئًا (এবং এর উপর কিছু বৃদ্ধি না করি) কথাটি অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন।

١٨. وَحَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَرَاَيْتَ اِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَاَحْلَلْتُ الْحَلاَلَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ اَزِدْ عَلٰى ذَالِكَ شَيْئًا اَاَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى ذَالِكَ شَيْئًا .

১৮. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে আরয করলেন, আমাকে অবহিত করুন, যদি আমি ফরয নামাযসমূহ আদায় করি, রমযানের রোযা পালন করি, হালালকে হালাল জানি এবং হারামকে হারাম জানি; আর এর অতিরিক্ত কিছু না করি, তাহলে আমি কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব ? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। সে ব্যক্তি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি এর উপর কিছুমাত্র বাড়াব না।

٥. بَابُ بَيَانُ اَرْكَانِ الْاِسْلاَمِ وَدَعَائِمِهِ الْعِظَامِ

৫. পরিচ্ছেদ : ইসলামের রুকনসমূহ ও এর গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভসমূহ

١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ يَعْنِى سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْاَحْمَرَ عَنْ اَبِى مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بُنِىَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسَةٍ عَلٰى اَنْ يُوَحَّدَ اللّٰهُ وَ اِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَ الْحَجِّ فَقَالَ رَجُلٌ الْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ قَالَ لاَ صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ هٰكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নু'মায়র আল-হামদানী (র)... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেন : ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রমযানের রোযা পালন করা এবং হজ্জ করা। এক ব্যক্তি (এ ক্রম পরিবর্তন করে) বলল, হজ্জ করা ও রমযানের রোযা পালন করা। রাবী বললেন, না 'রমযানের রোযা পালন করা ও হজ্জ করা' এভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি।

٢٠. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعْدُبْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بُنِىَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ عَلٰى اَنْ يُعْبَدَ اللّٰهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُوْنَهُ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

২০. সাহল ইব্‌ন উসমান আল-আস্‌কারী (র)... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেন; পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের বুনিয়াদ রচিত। আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তাঁকে ছাড়া অন্যকে অস্বীকার করা, নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা ও রমযানের রোযা পালন করা।

٢١. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَعَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

২১. উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মু'আয (র)... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই, আর মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল—এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা ও রমযানের রোযা পালন করা।

٢٢. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاؤُسًا اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَلَا تَغْزُوْ فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْاِسْلَامَ بُنِىَ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ.

২২. ইব্‌ন নুমায়র (র) .... তাউস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা)-কে প্রশ্ন করলেন, আপনি কেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন না ? ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, 'আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন ইলাহ্‌ নেই' সাক্ষ্য দেয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা পালন করা ও বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা।

٦. بَابُ الْاَمْرِ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَرَسُوْلِهٖ ﷺ وَشَرَائِعِ الدِّيْنِ وَالدُّعَاءِ اِلَيْهِ وَالسُّؤَالِ عَنْهُ وَحِفْظِهٖ وَتَبْلِيْغِهٖ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ

৬. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি এবং (দীনের অনুশাসনের) প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ এবং তার প্রতি মানুষকে আহ্বান করা, দীন সম্বন্ধে (জানার জন্য) প্রশ্ন করা ও তা সংরক্ষণ, আর যার কাছে দীন পৌঁছায়নি, তার কাছে দীনের দাওয়াত পেশ করা প্রসঙ্গ

٢٣. حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ بْنَ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهٗ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا هٰذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَا نَخْلُصُ اِلَيْكَ اِلَّا فِىْ شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ نَعْمَلُ بِهٖ

وَنَدْعُوْ اِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ فَقَالَ شَهَادَةَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَاَنْ تُؤَدُّوْا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ زَادَ خَلَفٌ فِيْ رِوَايَتِهِ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً .

২৩. খালাফ ইব্‌ন হিশাম ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল কায়সের (গোত্রের) একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমরা রাবী'আ গোত্রের লোক। আমাদের এবং আপনার মধ্যে কাফির মুযার গোত্র বিদ্যমান। আমরা শাহরুল হারাম[১] ব্যতীত আপনার কাছে নিরাপদে পৌঁছতে পারি না। কাজেই আপনি আমাদের এমন কিছু আদেশ দিন আমরা যে সবের আমল করতে পারি এবং আমাদের অন্যদের তৎপ্রতি আহ্বান জানাতে পারি। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের আমি চারটি বিষয় পালনের আদেশ করছি এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করছি। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অতঃপর তাদেরকে এর ব্যাখ্যা দিলেন, বললেন, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল—এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া এবং তোমাদের গনীমতলব্ধ সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ আদায় করা। আর আমি তোমাদের নিষেধ করছি দুব্বা, হানতাম, নাকীর, মুকায়্যার থেকে।[২] খালাফ তাঁর বর্ণনায় আরও উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি অঙ্গুলি বন্ধ করেন।

٢٤. حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ وَاَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ اُتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَاَتَتْهُ امْرَاَةٌ تَسْاَلُهُ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَقَالَ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ الْوَفْدُ اَوْ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ اَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَامٰى قَالَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَاْتِيْكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيْدَةٍ وَاِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَاِنَّا لَانَسْتَطِيْعُ اَنْ نَاْتِيَكَ اِلَّا فِيْ شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْبِهِ مَنْ وَّ رَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ فَاَمَرَهُمْ بِاَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ قَالَ اَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَاَنْ تُؤَدُّوْا خُمُسًا مِنَ الْمَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا

---

১. শাহরুল হারাম—সম্মানিত মাসসমূহ; যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব। এ চারটি পবিত্র মাসে রক্তপাত ও যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। জাহিলী যুগের কাফিররাও তা মেনে চলত।

২ আগের দিনের আরবদের মধ্যে প্রচলিত সূরাপাত্র। দুব্বা—কদুর খোল বা লাউয়ের খোলস থেকে তৈরি পাত্র; হানতাম—সবুজ রং-এর কলস; নাকীর—খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডমূল থেকে তৈরি পাত্র এবং মুকায়্যার—আলকাতরা জাতীয় পদার্থের প্রলেপ দেওয়া পাত্র।

قَالَ النَّقِيْرِ قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ وَقَالَ احْفَظُوْهُ وَاَخْبِرُوْا بِهِ مِنْ وَّرَئَكُمْ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ رِوَايَتِهِ مَنْ وَّرَاءَكُمْ وَلَيْسَ فِىْ رِوَايَتِهِ الْمُقَيَّرُ .

২৪. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আবূ জামরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কথা লোকদের বোঝাবার দায়িত্ব পালন করতাম। একবার একজন স্ত্রীলোক তাঁর কাছে এসে কলসীর নাবীয সম্পর্কে জানতে চাইল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর কাছে হাযির হলে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রতিনিধি দলটি কারা?' অথবা বললেন, 'লোকগুলি কারা?' তারা বলল, আমরা রাবী'আ গোত্রের লোক, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, তোমরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার আগেই এসেছ বলে তোমাদের মুবারকবাদ। রাবী বলেন, তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ আমরা বহু দূরাঞ্চল থেকে আপনার খিদমতে হাযির হয়েছি। আমাদের ও আপনার মধ্যে রয়েছে মুযার গোত্রীয় কাফির সম্প্রদায়। তাই 'শাহরুল হারাম' ছাড়া আমরা আপনার কাছে পৌঁছতে অপারগ। সুতরাং আপনি আমাদেরকে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান সম্পর্কে নির্দেশ দান করুন, যেন আমরা আমাদের পশ্চাতের লোকজনকে তা অবহিত করতে পারি এবং তদনুযায়ী আমল করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তখন তাদের চারটি বিষয় পালনের নির্দেশ দিলেন এবং চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করলেন। এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তোমরা জান, এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা কী ? আরয করলেন, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল ﷺ এ বিষয়ে ভাল জানেন। রাসূল ﷺ বললেন, এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল আর তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমযানের রোযা পালন করবে এবং গনীমতলব্ধ সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ দান করবে। তিনি তাদের চারটি বিষয়ে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। তা হচ্ছে, দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্‌ফাত। চতুর্থটি সম্বন্ধে শু'বা বলেন, এরপর রাবী কখনো 'নাকীর' কখনো বা 'মুকায়্যার' শব্দ উল্লেখ করেছেন।[১] রাসূল ﷺ বললেন, এসব বিধান হিফাযত করবে এবং যারা আসেনি, তাদের তা জানিয়ে দিবে। আবূ বকর (র)-এর রিওয়ায়াতে "مَنْ وَرَاءَكُمْ" (যারা আসেনি) কথাটি রয়েছে কিন্তু "اَلْمُقَيَّرُ" শব্দটি নেই।

٢٥. حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ نَحْوَحَدِيْثِ شُعْبَةَ وَقَالَ اَنْهَاكُمْ عَمَّا يُنْبَذُ فِى الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَزَادَابْنُ مُعَاذٍ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلاَشَجِّ اَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ اِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمُ وَالاَنَاةُ .

২৫. উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মু'আয (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে শু'বার বর্ণনার অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের দুব্বা, নাকীর, হানতাম ও মুযাফ্‌ফাত নামক নাবীয[২] তৈরির পাত্রের

১. আলকাতরা জাতীয় পদার্থের প্রলেপ দেয়া পাত্র।
২ নাবীয—কিসমিস, খেজুর ইত্যাদি গাজিয়ে তৈরি পানীয়।

ব্যবহার নিষেধ করছি। ইব্ন মু'আয (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতে আরো উল্লেখ করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশাজ্জ অর্থাৎ আবদুল কায়েস গোত্রের 'আশাজ্জ'-কে বললেন, তোমার দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে, যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন, (তা হলো) সহিষ্ণুতা ও ধীর-স্থিরতা ।

٢٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْ لَقِىَ الْوَفْدَ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ سَعِيْدٌ وَذَكَرَ قَتَادَةُ اَبَا نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ فِىْ حَدِيْثِهِ هٰذَا اَنَّ اُنَاسًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَانَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّا حَىٌّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَانَقْدِرُ عَلَيْكَ اِلاَّ فِىْ اَشْهُرِ الْحُرُمِ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ نَاْمُرُبِهٖ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ اِذَا نَحْنُ اَخَذْنَا بِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اُعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَاَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَاٰتُوْا الزَّكَاةَ وَصُوْمُوْا رَمَضَانَ وَاَعْطُوْا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ قَالُوْا يَانَبِىَّ اللّٰهِ مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيْرِ قَالَ بَلٰى جِذْعٌ تَنْقُرُوْنَهُ فَتَقْذِفُوْنَ فِيْهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ قَالَ سَعِيْدٌ اَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ تَصُبُّوْنَ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ حَتّٰى اِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوْهُ حَتّٰى اِنَّ اَحَدَكُمْ اَوْ اِنَّ اَحَدَهُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهٖ بِالسَّيْفِ قَالَ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ اَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَالِكَ قَالَ وَكُنْتُ اَخْبَأُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ فَفِيْمَ نَشْرَبُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فِىْ اَسْقِيَةِ الْاَدَمِ الَّتِىْ يُلاَثُ عَلٰى اَفْوَاهِهَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَرْضَنَا كَثِيْرَةُ الْجِرْذَانِ وَلاَتَبْقٰى بِهَا اَسْقِيَةُ الاَدَمِ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَاِنْ اَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَاِنْ اَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَاِنْ اَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ قَالَ وَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ لاَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ اِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ اَلْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ .

২৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়্যুব (রা) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল কায়স গোত্রের কয়েকজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল, হে আল্লাহ্র নবী ! আমরা রাবী'আ গোত্রের লোক। আপনার ও আমাদের মধ্যবর্তী যাতায়াত পথে মুযার গোত্রের কাফিররা অবস্থান করছে। শাহরুল হারাম ছাড়া আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। অতএব আপনি আমাদের এমন কাজের আদেশ দিন যা আমাদের যারা আসেনি, তাদের জানাতে পারি এবং যা পালন করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের চারটি বিষয় পালনের এবং চারটি বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছি। (পালনীয় চারটি বিষয় হলো :) তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমযানের রোযা পালন করবে এবং গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করবে। আমি তোমাদের চারটি বিষয়ে নিষেধ করছি : দুব্বা, হান্তাম, মুযাফ্ফাত ও নাকীর-এর ব্যবহার। তারা আরয করল, হে আল্লাহ্র নবী ! আপনি নাকীর সম্পর্কে কতটুকু জানেন ? তিনি বললেন, এ হলো খেজুর বৃক্ষের মূল খোদাই করে তৈরি পাত্র।

এতে কুতাইয়া[১] নামক খেজুর দিয়ে তাতে পানি ঢেলে রেখে দাও; অবশেষে যখন তার উথলানো থেমে যায় তখন তোমরা তা পান করে থাক। ফলে তোমাদের কেউ বা তাদের কেউ (নেশাগ্রস্ত হয়ে) আপন চাচাত ভাইকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে বস। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, উপস্থিত লোকদের মধ্যে এভাবে আঘাতপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, লজ্জায় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আঘাতটি গোপন করছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমরা কিসে পান করব ? রাসূল ﷺ বললেন, রশি দ্বারা মুখবন্ধ চামড়ার পাত্রে। তারা আরয করল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাদের দেশে ইঁদুরের উপদ্রব বেশি। সেখানে চামড়ার পাত্র অক্ষত রাখা যায় না। নবী ﷺ বললেন, যদিও তা ইঁদুরে কেটে ফেলে, যদিও তা ইঁদুরে কেটে ফেলে, যদিও তা ইঁদুর কেটে ফেলে। রাবী বলেন, নবী ﷺ আবদুল কায়স গোত্রের আশাজ্জ সম্পর্কে বললেন, তোমার মধ্যে দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে যা আল্লাহ্ পসন্দ করেন, (তা হলো) সহিষ্ণুতা ও ধীর-স্থিরতা।

٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ غَيْرُ وَاحِدٍ لَقِىَ ذَاكَ الْوَفْدَ وَذَكَرَ اَبَا نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ غَيْرَ اَنَّ فِيْهِ وَتَذِيْفُوْنَ فِيْهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ اَوِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ وَلَمْ يَقُلْ قَالَ سَعِيْدٌ اَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ.

২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যখন আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এল....। হাদীসটির বাকি অংশ ইব্‌ন উলায়্যার বর্ণনায় অনুরূপ। তবে এ বর্ণনায় রয়েছে তোমরা এর মধ্যে 'কুতাইয়া' বা 'তামার' ও পানি ঢেলে দাও।

٢٨. حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ قَزَعَةَ اَنَّ اَبَا نَضْرَةَ اَخْبَرَهُ وَحَسَنًا اَخْبَرَهُمَا اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا اَتَوْا نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا يَانَبِىَّ اللّٰهِ جَعَلَنَا اللّٰهُ فِدَائَكَ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الاَشْرِبَةِ فَقَالَ لاَتَشْرَبُوْا فِى النَّقِيْرِ قَالُوْا يَانَبِىَّ اللّٰهِ جَعَلَنَا اللّٰهُ فِدَائَكَ اَوَ تَدْرِىْ مَا النَّقِيْرُ قَالَ نَعَمِ الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ وَلاَ فِى الدُّبَّاءِ وَلاَ فِى الْحَنْتَمَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوْكَى.

২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্কার আল-বাসরী (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য আমাদের কুরবান করুন। আমাদের জন্য কোন্ ধরনের পাত্র ব্যবহারযোগ্য ? নবী ﷺ বললেন, তোমরা নাকীরে পান করবে না। তারা আরয করল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার জন্য আল্লাহ্ আমাদের কুরবান করুন। আপনি কি জানেন নাকীর কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নাকীর এক ধরনের পাত্র যা খেজুরগাছের মূল খোদাই করে তৈরি হয়। তিনি আরো বললেন, দুব্বা, হানতামেও তোমরা পান করবে না এবং তোমরা মুখবন্ধ পাত্র ব্যবহার করবে।

১. বর্ণনাকারী কাতাদা (র) 'কুতাইয়া'র স্থলে 'তামার' বলেছেন।

٧. بَابُ الدُّعَاءُ اِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَ شَرَائِعِ الْاِسْلَامِ

৭. পরিচ্ছেদ : তাওহীদ ও রিসালাতের শাহাদত এবং ইসলামের বিধানের দিকে আহ্বান

٢٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رُبَّمَا قَالَ وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّكَ تَأْتِىْ قَوْمًا مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلَى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِىْ فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَاِيَّاكَ وَ كَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ . فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ .

২৯. আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন যে, মু'আয (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ আমাকে (ইয়ামানের প্রশাসক নিযুক্ত করে) পাঠালেন। তখন বললেন, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ তুমি তাদেরকে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল—এ কথার সাক্ষ্যদানের আহ্বান জানাবে।। যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে দিনে এবং রাতে আল্লাহ্ তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। ধনীদের থেকে তা আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে। তারা এটা মেনে নিলে, সাবধান, যাকাত হিসেবে তুমি তাদের থেকে বাছাই করে উত্তমগুলো নিবে না। আর মযলূমের (বদ) দু'আ থেকে সাবধান! কেননা আল্লাহ্র ও মযলূমের দু'আর মধ্যে কোন অন্তরায় নেই।

٣٠. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحٰقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِىٍّ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ سَتَأْتِىْ قَوْمًا بِمِثْلِ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ .

৩০. ইব্ন আবূ উমর (রা) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামনে (প্রশাসক করে) পাঠালেন। তখন বললেন, নিশ্চয়ই তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ .... বাকি অংশ ওয়াকীর বর্ণনার অনুরূপ।

٣١. حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِىٍّ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰه ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ قَالَ اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلٰى قَوْمٍ اَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ عِبَادَةُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاِذَا عَرَفُوْا اللّٰهَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اَللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِهِمْ وَ لَيْلَتِهِمْ فَاِذَا فَعَلُوْا فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِذَا اَطَاعُوْا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَ تَوَقَّ كَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ .

৩১. উমায়্যা ইব্ন বিস্তাম আল-আয়শী (রা) ... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামনে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তাদের প্রথম যে দাওয়াত দিবে তা হলো, মহান আল্লাহ্র ইবাদত। যখন তারা আল্লাহকে চিনে নিবে, তখন তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা তা করলে তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের ধনীদের থেকে আদায় করা হবে এবং তা তাদের গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে। এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলে তুমি তাদের থেকে তা আদায় করবে; কিন্তু তাদের উত্তম মাল থেকে সাবধান থাকবে।

٨. بَابُ الْاَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ يُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ يُؤْمِنُوْا بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَ اَنَّ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَ مَالَهُ اِلَّا بِحَقِّهَا وَ وُكِلَتْ سَرِيْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَ قِتَالُ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ اَوْ غَيْرَهَا مِنْ حُقُوْقِ الْاِسْلَامِ وَ اِهْتِمَامِ الْاِمَامِ بِشَعَائِرِ الْاِسْلَامِ

৮. পরিচ্ছেদ : লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ যতক্ষণ না তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল এবং নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় ও নবী ﷺ যে শরীআতের বিধান এনেছেন, তার প্রতি ঈমান আনে। যে ব্যক্তি এসব করবে, সে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে; তবে শরীআতসম্মত কারণ ব্যতীত। আর অন্তরের খবর আল্লাহ্র কাছে। যে ব্যক্তি যাকাত দিতে ও ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করতে অস্বীকার করে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইমামের গুরুত্বারোপ করার নির্দেশ

٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ اسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِاَبِيْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَ نَفْسَهُ اِلَّا بِحَقِّهِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَ اللّٰهِ مَا هُوَ اِلَّا اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِيْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ .

৩২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্‌তিকালের পর আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা) খলীফা হলে আরবের একদল লোক কাফির হয়ে যায়।[১] উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে আরয করলেন, আপনি তাদের বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করবেন; অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, এ কথা স্বীকার না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই—এ কথা স্বীকার করবে, সে আমার থেকে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করল। তবে শরীআতসম্মত কারণ থাকলে ভিন্ন কথা; তার হিসাব তো আল্লাহ্‌র কাছে। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব, যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে।[২] কেননা যাকাত মালের হক। আল্লাহ্‌র কসম, যদি তারা একটি উটের রশিও দিতে অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় যাকাত হিসাবে দিত, তবুও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, বিষয়টা এছাড়া কিছুই নয় যে, যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ্ আবূ বকর (রা)-এর বক্ষ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমিও উপলব্ধি করলাম যে, এটাই হক।

٣٣. حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَ اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ اَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلَّا بِحَقِّهٖ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ .

৩৩. আবূ তাহির, হারমালা ইব্‌ন্ ইয়াহ্‌ইয়া ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন ঈসা (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই'—এ কথার স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। সুতরাং যে কেউ 'আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই' স্বীকার করবে, সে আমা হতে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে; তবে শরীআতসম্মত কারণ ব্যতীত। আর তার হিসাব আল্লাহ্‌র কাছে।

٣٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنِ الْعَلَاءِ ح وَ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ يُؤْمِنُوْا بِىْ وَ بِمَا جِئْتُ بِهٖ فَاِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ .

৩৪. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদ আয-যাব্বী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই,—এ কথার সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত এবং আমার প্রতি ও আমি যা

---

১. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আরবের কিছু সংখ্যক লোক মুরতাদ হয়ে যায় আর কিছু সংখ্যক লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করে। হযবত উমর (রা)-এর জিজ্ঞেস ছিল, যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে অথচ 'লা ইলাহা ইল্লাহ্' বলে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা উচিত কিনা।

২ যারা নামায ফরয মনে করে অথচ যাকাত দেওয়া ফরয মনে করে না।

নিয়ে এসেছি তার প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। এগুলো মেনে নিলে তারা আমার পক্ষ হতে তাদের জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে, তবে শরীআতসম্মত কারণ ছাড়া। আর তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্‌র কাছে।

٣٥. وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِىْ اَبْنَ مَهْدِىٍّ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ ثُمَّ قَرَأَ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ .

৩৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).... আবূ হুরায়রা (রা) ও জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। বাকি অংশ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ইব্‌ন মুসায়্যাব-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই'—এ কথার স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি। 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই'—একথা স্বীকার করলে তারা আমার থেকে তাদের জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে; তবে শরীআতসম্মত কারণ ছাড়া এবং তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্‌র কাছে। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : (অর্থ) "আপনি তো একজন উপদেশদাতা। আপনি এদের উপর কর্মনিয়ন্ত্রক নন।" (সূরা গাশিয়া : ২১-২২)

٣٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ يُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاِذَا فَعَلُوْا عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ .

৩৬. আবূ গাস্‌সান-আল-মিসমাঈ মালিক ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল আর নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। যদি এগুলো করে, তাহলে আমা থেকে তারা জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে, তবে শরীআতসম্মত কারণ ছাড়া। আর তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্‌র কাছে।

٣٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ كَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ .

৩৭. সুয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র).... আবূ মালিক তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই'—এ কথা স্বীকার করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করে, তবে তার জানমাল নিরাপদ। আর তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্‌র কাছে।

٣٨. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ ح وَ حَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ وَحَّدَ اللّٰهَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ .

৩৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র).... আবূ মালিক (র)-এর সূত্রে তার পিতা তারিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে 'এক' বলে স্বীকার করে .... তারপর তিনি উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٩. بَابُ الدَّلِيْلُ عَلٰى صِحَّةِ اِسْلاَمِ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ مَالَمْ يَشْرَعْ فِى النَّزْعِ وَهُوَ الْغَرْغَرَةُ وَنَسْخُ جَوَازِ الْاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَالدَّلِيْلُ عَلٰى اَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الشِّرْكِ فَهُوَ مِنْ اَصْحَابِ الْجَحِيْمِ وَلاَ يَنْقُذُهُ مِنْ ذٰلِكَ شَئٌ مِنَ الْوَسَائِلِ .

৯. পরিচ্ছেদ : মৃত্যু যন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার, মুশরিকদের ব্যাপারে ইস্‌তিগফার রহিত হওয়ার ও মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর জাহান্নামী হওয়ার এবং তার কোনমতেই পরিত্রাণ না পাওয়ার দলীল

٣٩. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُبْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ اَبَا جَهْلٍ وَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَمِّ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَ يُعِيْدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتّٰى قَالَ اَبُوْ طَالِبٍ اٰخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ اَبٰى اَنْ يَقُوْلَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَ اللّٰهِ لاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ اُنْهَ عَنْكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَ لَوْ كَانُوْا اُوْلِى قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ وَ اَنْزَلَ

اللّٰهُ تَعَلٰى فِى اَبِىْ طَالِبٍ فَقَلَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكَ لاَتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ .

৩৯. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আত-তুজীবী (র)... সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-এর সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি সেখানে আবূ জাহ্‌ল ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ উমায়্যা ইব্‌ন মুগীরাকে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন হে চাচাজান! আপনি কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলুন। আমি আল্লাহ্‌র কাছে আপনার জন্য এর উসিলায় সাক্ষ্য দিব। আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ উমায়্যা বলল, হে আবূ তালিব ! আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারবার ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আবূ তালিব বললেন যে, তিনি আবদুল মুত্তালিবের দীনের উপরই রয়েছেন আর এটাই ছিল তার শেষ কথা। তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলতে অস্বীকার করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনার জন্য অবশ্যই 'ইস্‌তিগফার' করতে থাকব, যতক্ষণ না আমাকে তা থেকে নিষেধ করা হয়, এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন : (অর্থ) "আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নয় যখন সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী।" (সূরা তাওবা : ১১৩) আর আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে আবূ তালিবের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে লক্ষ করে ইরশাদ করেন : (অর্থ) (হে রাসূল!) "আপনি যাকে চাইবেন তাকে পথ দেখাতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ্ পথ দেখান যাকে ইচ্ছা করেন। আর তিনিই সম্যক জ্ঞাত আছেন কাদের ভাগ্যে হিদায়াত আছে সে সম্পর্কে।"

٤٠. وَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَ هُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اِنَّ اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ صَالِحٍ انْتَهٰى عِنْدَ قَوْلِهٖ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيْهِ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْاٰيَتَيْنِ وَ قَالَ فِىْ حَدِيْثِهٖ وَ يَعُوْدَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ وَ فِىْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ مَكَانَ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ فَلَمْ يَزَالاَ بِهٖ .

৪০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র).... যুহরীর সূত্রে এ সনদেই অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সালিহ্-এর হাদীসটি فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ এ বাক্যেই শেষ হয়েছে এবং তিনি আয়াত দু'টির উল্লেখ করেন নি। তিনি তার বর্ণনায় আরও উল্লেখ করেন يَعُوْدَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ "তারা উভয়ই সে কথার পুনরাবৃত্তি করেছিল"। মা'মার বর্ণিত হাদীসে اَلْمَقَالَةُ هٰذِهِ -এর স্থলে اَلْكَلِمَةَ فَلَمْ يَزَالاَ بِهٖ "তারা উভয়ই তার সঙ্গে লেগে থাকল"—কথার উল্লেখ রয়েছে।

٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَمِّهٖ عِنْدَ الْمَوْتِ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَبٰى فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ الْاٰيَةَ .

৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চাচা আবূ তালিবের অন্তিমকালে তাকে বলেছিলেন, আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলুন, কিয়ামত দিবসে আমি আপনার জন্য এর সাক্ষ্য দিব। কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন : اِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ اَحْبَبْتَ الْآيَةَ .

٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ ابْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ اَنَّا اَبُوْ حَازِمِ الاَشْجَعِيُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَمِّهِ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوْ لاَ اَنْ تُعَيِّرَنِىْ قُرَيْشٌ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا حَمَلَهُ عَلٰى ذٰلِكَ الْجَزَعُ لاَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ -

৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন মায়মূন (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চাচাকে বললেন, আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলুন, কিয়ামত দিবসে আপনার পক্ষে আমি এর সাক্ষ্য দেব। তিনি বললেন, কুরায়শ গোত্র এই বলে আমার নিন্দা করবে যে, আবূ তালিব ভীত হয়ে এ কথা বলেছেন এ আশংকা যদি না থাকত, তাহলে আমি 'কালেমা তাওহীদ' পাঠ করে তোমার চোখ জুড়াতাম। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ নাযিল করেন : (অর্থ) "আপনি যাকে চাইবেন পথ দেখাতে পারবেন না; কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান।"

١٠. بَابُ الدَّلِيْلُ عَلٰى اَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيْدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَطْعًا

১০. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর ইন্‌তিকাল করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে—এর প্রমাণ

٤٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلاَهُمَا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْوَلِيْدُبْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ -

৪৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ... 'উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে ইনতিকাল করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنِ الْوَلِيْدِ اَبِىْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِثْلَهُ سَوَاءً -

৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর আল-মুকাদ্দামী (র) .... 'উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অনুরূপ বলতে শুনেছি .... বাকি অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

---

১. গুনাহগার হলেও ক্ষমা লাভ অথবা শাস্তিভোগের পর সে জান্নাতে যাবে।

٤٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ اَبِى النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الْاَشْجَعِىُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ مَسِيْرٍ قَالَ فَنَفِدَتْ اَزْوَادُ الْقَوْمِ قَالَ حَتّٰى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِىَ مِنْ اَزْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللّٰهَ عَلَيْهَا قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ وَ ذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ قَالَ وَ قَالَ مُجَاهِدٌ وَ ذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ قُلْتُ وَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ بِالنَّوٰى قَالَ كَانُوْا يَمَصُّوْنَهُ وَ يَشْرَبُوْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهَا قَالَ حَتّٰى مَلَأَ الْقَوْمُ اَزْوِدَتَهُمْ قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لاَ يَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيْهِمَا اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৪৫. আবূ বকর ইব্ন নাযর ইব্ন আবূ নাযর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে একটি সফরে ছিলাম। এক পর্যায়ে দলের রসদপত্র নিঃশেষ হয়ে গেল। পরিশেষে রাসূল ﷺ তাদের কিছুসংখ্যক উট যবেহ্ করার মনস্থ করলেন। রাবী বলেন যে, এতে উমর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আপনি সকলের অবশিষ্ট রসদ সামগ্রী একত্র করে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতেন! রাসূল ﷺ তাই করলেন। যার কাছে গম ছিল সে গম নিয়ে এবং যার কাছে খেজুর ছিল সে খেজুর নিয়ে হাযির হলো, (তালহা ইব্ন মুসাররিফ বলেন) মুজাহিদ আরো বর্ণনা করেন যে, যার কাছে খেজুরের আঁটি ছিল, সে তাই নিয়ে হাযির হলো। আমি (তালহা) আরয করলাম, আঁটি দিয়ে কি করতেন ? তিনি বললেন, তা চুষে পানি পান করতেন। বর্ণনাকারী বললেন, তারপর রাসূল ﷺ সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রীর উপর দু'আ করলেন। রাবী বলেন, অবশেষে লোকেরা রসদে নিজেদের পাত্র পূর্ণ করে নিল। রাবী বলেন যে, তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। যে এ দু'টি বিষয়ের প্রতি সন্দেহাতীত বিশ্বাস রেখে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাত করবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে।

٤٦. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَوْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ شَكَّ الْاَعْمَشُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَاَكَلْنَا وَادَّهَنَّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِفْعَلُوْا قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلٰكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللّٰهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَ فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ فَدَعَا بِنِطَعٍ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ قَالَ وَ يَجِيْءُ الْاٰخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ قَالَ وَ يَجِيْءُ الْاٰخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتّٰى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ مِنْ ذٰلِكَ شَىْءٌ يَسِيْرٌ قَالَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوْا فِىْ اَوْعِيَتِكُمْ قَالَ فَاَخَذُوْا فِىْ اَوْعِيَتِهِمْ حَتّٰى مَا تَرَكُوْا فِى الْعَسْكَرِ وِعَاءً اِلاَّ مَلَؤُوْهُ قَالَ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا وَ

فَضِلَتْ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لاَ يَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ –

৪৬. সাহল ইব্‌ন 'উসমান ও আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) অথবা আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, (সন্দেহ রাবী আমাশের) তাবূকের যুদ্ধের সময়ে লোকেরা দারুন খাদ্যাভাবে পতিত হলো। তারা আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা আমাদের উটগুলো যবেহ্ করে তার গোশ্‌ত খাই এবং তার চর্বি ব্যবহার করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যবেহ্ করতে পার। রাবী বলেন, ইত্যবসরে উমর (রা) আসলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি এরূপ করা হয়, তাহলে বাহন কমে যাবে; বরং আপনি লোকদেরকে তাদের উদ্বৃত্ত রসদ নিয়ে উপস্থিত হতে বলুন, তাতে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে বরকতের দু'আ করুন। আশা করা যায়, আল্লাহ্ তাতে বরকত দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তাই হবে। তিনি একটি দস্তরখান আনতে বললেন এবং তা বিছালেন, এরপর সকলের উদ্বৃত্ত রসদ চেয়ে পাঠালেন। রাবী বলেন, তখন কেউ এক মুঠো ভুট্টা নিয়ে হাযির হলো, কেউ এক মুঠো খেজুর নিয়ে হাযির হলো, কেউ বা এক টুক্‌রা রুটি নিয়ে আসল, এভাবে কিছু পরিমাণ রসদ-সামগ্রী দস্তরখানে জমা হলো। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বরকতের দু'আ করলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ পাত্রে রসদ ভর্তি করে নাও। সকলেই নিজ নিজ পাত্র ভরে নিল, এমনকি এ বাহিনীর কোন পাত্রই আর অপূর্ণ রইল না। এরপর সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। কিছু উদ্বৃত্তও রয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল, যে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে এ কথা দু'টির উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হবে, সে জান্নাত থেকে বাধাপ্রাপ্ত হবে না।

٤٧. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَيْرُ بْنُ هَانِىءٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ جُنَادَةُ بْنُ اَبِىْ اُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَ اَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللّٰهِ وَ ابْنُ اَمَتِهِ وَ كَلِمَتُهُ وَ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَ اَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ اَنَّ النَّارَ حَقٌّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ

৪৭. দাউদ ইব্‌ন রুশায়দ (রা) .... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বলবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল, ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর দাসীর পুত্র, তাঁর কথা দ্বারা পয়দা হয়েছেন যা তিনি মারিয়ামের মধ্যে ঢেলে ছিলেন (অর্থাৎ কালেমায়ে 'কুন' দ্বারা মারিয়ামের গর্ভে তাঁকে পয়দা করেছেন) তিনি তাঁর আত্মা, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য। সে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ জান্নাতের আটটি তোরণের যেখান দিয়ে সে চাইবে প্রবেশ করাবেন।

٤٨. وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِىءٍ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ وَ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ .

৪৮. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী (র) .... উমায়র ইব্‌ন হানী (রা)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনায় একটু পার্থক্য দেখা যায়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে যে আমলের উপর থাকুক না কেন। "জান্নাতের আটটি তোরণের যেটি দিয়ে সে চাইবে, প্রবেশ করবে", কথাটি তিনি উল্লেখ করেননি।

٤٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَهْلاً لِمَ تَبْكِي فَوَ اللّٰهِ لَئِنِ اسْتُشْهِدْتُ لاَشْهَدَنَّ لَكَ وَ لَئِنْ شُفِّعْتُ لاَشْفَعَنَّ لَكَ وَ لَئِنِ اسْتَطَعْتُ لاَنْفَعَنَّكَ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ مَا مِنْ حَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَكُمْ فِيْهِ خَيْرٌ اِلاَّ حَدَّثْتُكُمُوْهُ اِلاَّ حَدِيْثًا وَاحِدًا وَ سَوْفَ اُحَدِّثُكُمُوْهُ الْيَوْمَ وَ قَدْ اُحِيْطَ بِنَفْسِيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ .

৪৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (রা) ... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন, সুনাবিহী (র) বলেন, আমি উবাদার কাছে গেলাম, তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় ছিলেন, আমি কেঁদে ফেললাম। তিনি আমাকে বললেন, থাম, কাঁদছ কেন ? আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমাকে সাক্ষী বানানো হয়, তাহলে আমি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবো, যদি আমাকে সুপারিশকারী বানানো হয়, তাহলে অবশ্যই আমি তোমার জন্য সুপারিশ করব এবং যদি আমার সাধ্য থাকে, তবে আমি তোমার উপকার করব। তারপর উবাদা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শ্রুত সব হাদীসই তোমাদের শুনিয়েছি, যাতে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে, তবে একটি ছাড়া, তোমাদের কাছে সেটি আজ বর্ণনা করছি, কেননা আজ আমি মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্ তাঁর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।

٥٠. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْاَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَهُ اِلاَّ مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَ لاَ يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ .

৫০. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ আল-আয্‌দী (র) ... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি এক সময় নবী ﷺ-এর বাহনের পিছনে বসা ছিলাম। আমার ও নবী ﷺ-এর মাঝে হাওদার কাষ্ঠখণ্ড

ছাড়া আর কোন ব্যবধান ছিল না। নবী ﷺ বললেন, হে মু'আয ইব্ন জাবাল! আমি বললাম 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বান্দা হাযির; আপনার আনুগত্য শিরোধার্য ! তারপর তিনি কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আবার বললেন, হে মু'আয ইব্ন জাবাল! আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বান্দা আপনার খিদমতে হাযির, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য, তারপর তিনি কিছু দূরে অগ্রসর হয়ে আবার বললেন, হে মু'আয ইব্ন জাবাল ! আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! বান্দা আপনার খিদমতে হাযির, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। তিনি বললেন, তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ্ তা'আলার কী হক রয়েছে ? আমি আরয করলাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই তা ভাল জানেন। নবী করীম ﷺ বললেন, বান্দার উপর আল্লাহ্র হক এই যে, তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না: তারপর কিছু দূর চললেন। নবী ﷺ বললেন, হে মু'আয ইব্ন জাবাল। আমি আরয করলাম, বান্দা আপনার খিদমতে হাযির, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। নবী ﷺ বললেন, তুমি কি জান, এগুলো করলে আল্লাহ্র কাছে বান্দার কী হক আছে ? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। নবী ﷺ বললেন, তা এই যে, তিনি তাকে শাস্তি দেবেন না।

٥١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ يُقَالُ لَهٗ عُفَيْرٌ قَالَ فَقَالَ يَا مُعَاذُ اَتَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ وَ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَايُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا –

৫১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গাধা-উফায়রের পিঠে তাঁর পিছনে বসা ছিলাম। রাসূল ﷺ বললেন, হে মু'আয ! তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ্র হক কী এবং আল্লাহ্র উপর বান্দার হক কী ? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল ﷺ বললেন, বান্দার উপর আল্লাহ্র হক হলো, তারা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর শরীক করবে না। আর আল্লাহ্র উপর বান্দার হক হলো, যে তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না, তাকে তিনি শাস্তি দিবেন না। মু'আয (রা) বললেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমি কি লোকদের এ সংবাদ জানিয়ে দেব ? তিনি বললেন, না, লোকদের এ সংবাদ দিও না, দিলে এর উপরই তারা ভরসা করে থাকবে।

٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ وَ الْاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا الْاَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مُعَاذُ اَتَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ اَنْ يُعْبَدَ اللّٰهُ وَ لَا يُشْرَكَ بِهٖ شَيْءٌ قَالَ اَتَدْرِىْ مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ اِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَقَالَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ اَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ –

৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বললেন, হে মু'আয ! তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র কী হক ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল ﷺ বললেন, তা হলো, যেন আল্লাহ্‌রই ইবাদত করা হয় এবং তাঁর সঙ্গে যেন অন্য কিছু শরীক না করা হয়। তিনি বললেন, তুমি কি জান, তা করলে আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার হক কী ? মু'আয (রা) বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তাদের তিনি শাস্তি দিবেন না।

٥٣. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ابْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِيْ حَصِيْنٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُوْلُ دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاَجَبْتُهُ فَقَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى النَّاسِ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ -

৫৩. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র) .... মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম। তিনি বললেন, তুমি কি জান, মানুষের উপর আল্লাহ্‌র হক কী ? .... বাকী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٥٤. حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا حَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَعَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فِيْ نَفَرٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِنَا فَاَبْطَاَ عَلَيْنَا وَ خَشِيْنَا اَنْ يُقْتَطَعَ دُوْنَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ اَبْتَغِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتَيْتُ حَائِطًا لِلْاَنْصَارِ لِبَنِيْ النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهٖ هَلْ اَجِدُ لَهٗ بَابًا فَلَمْ اَجِدْ فَاِذَا رَبِيْعٌ يَدْخُلُ فِيْ جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ وَ الرَّبِيْعُ الْجَدْوَلُ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا شَاْنُكَ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَاَبْطَاْتَ عَلَيْنَا فَخَشِيْنَا اَنْ تُقْتَطَعَ دُوْنَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَاَتَيْتُ هٰذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَ هٰؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِيْ فَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَ اَعْطَانِيْ نَعْلَيْهِ قَالَ اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيْتَ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهٗ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ اَوَّلَ مَنْ لَقِيْتُ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنِيْ بِهِمَا مَنْ لَقِيْتُ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهٗ بَشَّرْتُهٗ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهٖ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَخَرَرْتُ لِاسْتِيْ فَقَالَ ارْجِعْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَجْهَشْتُ بُكَاءً وَرَكِبَنِيْ عُمَرُ فَاِذَا هُوَ عَلٰى اَثَرِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا لَكَ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ قُلْتُ لَقِيْتُ عُمَرَ فَاَخْبَرْتُهٗ بِالَّذِيْ بَعَثْتَنِيْ بِهٖ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِيْ قَالَ ارْجِعْ فَقَالَ

لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا فَعَلْتَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَ اُمِّىْ اَبَعَثْتَ اَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِىَ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ فَاِنِّىْ اَخْشٰى اَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُوْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَلِّهِمْ -

৫৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। আমাদের মধ্যে আবূ বকর ও উমর (রা)-ও ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মধ্য থেকে উঠে চলে গেলেন। তিনি আমাদের মাঝে ফিরে আসতে বিলম্ব করলেন; এতে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি কোন বিপদে পড়লেন কিনা। আমরা বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বিচলিতদের মধ্যে আমি ছিলাম প্রথম। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। তালাশ করতে করতে বনী নাজ্জার গোত্রের আনসারদের বাগানের কাছে পৌঁছলাম, আমি বাগানের চারদিকে ঘুরে কোন দরজা পেলাম না। হঠাৎ দেখতে পেলাম বাইরের কুয়া থেকে একটি 'রবী' (ঝরণা, প্রণালী, নালা) বাগানের ভিতর প্রবেশ করেছে। আমি নিজেকে শিয়ালের মত সংকুচিত করে প্রণালীর পথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা! আমি আরয করলাম, জ্বি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অবস্থা কি ? আমি আরয করলাম, আপনি আমাদের মধ্যে ছিলেন। তারপর আমাদের মধ্য থেকে উঠে চলে এলেন। আপনার ফিরতে দেরি দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে, আমাদের অবর্তমানে আপনি কোন বিপদে পড়লেন কি না ? এ আশংকায় আমরা সকলেই বিচলিত হয়ে পড়লাম। বিচলিতদের মধ্যে আমিই ছিলাম প্রথম। আমি এ বাগানে এসে উপস্থিত হই। তারপর নিজেকে শিয়ালের মত সংকুচিত করে এ বাগানে প্রবেশ করি। আর সে সব লোক আমার পেছনে রয়েছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হে আবূ হুরায়রা বলে তাঁর পাদুকা জোড়া প্রদান করলেন, আর বললেন, আমার এ পাদুকা জোড়া নিয়ে যাও এবং বাগানের বাইরে যার সাথেই তোমার সাক্ষাত হয় তাকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দাও, যে ব্যক্তি আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই, সে জান্নাতী হবে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, বাইরে এসে প্রথমেই উমরের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন, হে আবূ হুরায়রা! এ জুতা জোড়া কি ? আমি বললাম, এ তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাদুকা মুবারক। তিনি আমাকে এ দু'টি দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, যার সাথে আমার সাক্ষাত হয়, সে যদি আন্তরিক বিশ্বাসে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই, তাকে যেন জান্নাতের সুসংবাদ দেই। একথা শুনে উমর (রা) আমার বুকে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। তখন তিনি বললেন, ফিরে যাও, হে আবূ হুরায়রা! আমি কাঁদো কাঁদো অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে ফিরে এলাম। আর সাথে সাথে উমরও আমার পিছনে পিছনে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আবূ হুরায়রা ! তোমার কি হয়েছে ? আরয করলাম, উমর (রা)-এর সাথে আমার দেখা হয়। আপনি যা বলে আমাকে পাঠিয়েছিলেন আমি তা উমরকে জানাই। এতে তিনি আমার বুকে আঘাত করলেন যে আমি চিৎ হয়ে পড়ে যাই। আর তিনি আমাকে ফিরে আসতে বললেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে উমর! কিসে তোমাকে এ কাজে উত্তেজিত করেছে ? তিনি উত্তর দিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক। আপনি কি আপনার পাদুকা মুবারকসহ আবূ হুরায়রাকে পাঠিয়েছেন যে, তার সাথে যদি এমন লোকের সাক্ষাত হয়, যে আন্তরিকতার সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। উমর (রা)

বললেন, এরূপ করতে যাবেন না। আমি আশংকা করি যে, লোকেরা এর উপরই ভরসা করে বসে থাকবে; আপনি তাদের ছেড়ে দিন, তারা আমল করুক। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আচ্ছা, তাদের ছেড়ে দাও।

٥٥. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ وَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ اِلاَّ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا قَالَ اِذًا يَتَّكِلُوْا فَاَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهٖ تَاَثُّمًا .

৫৫. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ও মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) একই বাহনে সওয়ার হয়েছিলেন। এ অবস্থায় নবী ﷺ বললেন, হে মু'আয ইব্‌ন জাবাল! মু'আয (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বান্দা হাযির, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। রাসূল ﷺ আবার বললেন, হে মু'আয! মু'আয উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বান্দা হাযির, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। রাসূল ﷺ আবার বললেন, হে মু'আয! মু'আয উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বান্দা হাযির, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। রাসূল ﷺ বললেন, যদি কোন বান্দা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রাসূল, তবে আল্লাহ্ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করবেন। মু'আয (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ খবর লোকদের দিয়ে দিব কি, যাতে তারা সুসংবাদ পায়? রাসূল ﷺ বললেন, তা হলে লোকেরা এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। পরে সত্য কথা গোপন রাখার গুনাহের ভয়ে মু'আয (রা) অন্তিমকালে এ খবর শুনিয়ে গিয়েছেন।

٥٦. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِىْ اِبْنَ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عِتْبَانَ فَقُلْتُ حَدِيْثٌ بَلَغَنِىْ عَنْكَ قَالَ اَصَابَنِىْ فِىْ بَصَرِىْ بَعْضُ الشَّىْءِ فَبَعَثْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّىْ اُحِبُّ اَنْ تَاْتِيَنِىْ تُصَلِّىَ فِىْ مَنْزِلِىْ فَاَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ فَاَتَى النَّبِىُّ ﷺ وَمَنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ اَصْحَابِهٖ فَدَخَلَ وَهُوَ يُصَلِّىْ فِىْ مَنْزِلِىْ وَ اَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُوْنَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اَسْنَدُوْا عُظْمَ ذٰلِكَ وَ كُبْرَهُ اِلٰى مَالِكِ بْنِ دُخْشُمٍ قَالَ وَدُّوْا اَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ وَ وَدُّوْا اَنَّهُ اَصَابَهُ شَرٌّ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلاَةَ وَ قَالَ اَلَيْسَ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالُوْا اِنَّهُ يَقُوْلُ ذٰلِكَ وَ مَا هُوَ فِىْ قَلْبِهٖ قَالَ لاَ يَشْهَدُ اَحَدٌ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ اَوْ تَطْعَمَهُ قَالَ اَنَسٌ فَاَعْجَبَنِىْ هٰذَا الْحَدِيْثُ فَقُلْتُ لِاِبْنِىْ اكْتُبْهُ فَكَتَبَهُ –

৫৬. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র).... মাহমূদ ইবনুর রাবী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি মদীনায় এসে 'ইত্‌বানের সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনার কাছ থেকে একটা হাদীস আমার কাছে পৌঁছেছে। ইত্‌বান (রা) বললেন, আমার চোখে কোন এক রোগ দেখা দিলে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে খবর পাঠালাম যে, আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা, আপনি আমার কাছে তাশরীফ আনবেন এবং আমার গৃহে দু'রাকাআত নামায আদায় করবেন। আপনার নামায আদায়ের স্থানটিকে আমি নিজের জন্য নামায আদায়ের স্থান বানিয়ে নেব। তারপর আল্লাহ্ যাদের মনযূর করলেন, তাঁদের সাথে নিয়ে রাসূল ﷺ তাশরীফ আনলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে ঢুকে নামায আদায় করতে থাকলেন। তাঁর সাহাবীরা পরস্পর কথাবার্তা বলছিলেন। একপর্যায়ে মালিক ইব্‌ন দুখশুম-কে তাদের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু বানিয়ে নিলেন। তাঁরা ইচ্ছা পোষণ করছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মালিক ইব্‌ন দুখশুম-এর জন্য বদদু'আ করুন যেন সে ধ্বংস হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামায সম্পন্ন করলেন এবং বললেন, সে কি সাক্ষ্য দেয় না যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল ? তাঁরা আরয করলেন, সে এ কথা বলে বটে, কিন্তু তার অন্তরে এটা নেই। রাসূল ﷺ বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল' এ কথার সাক্ষ্য দেবে আর সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে কিংবা আগুন তাকে দগ্ধ করবে এমন হবে না। আনাস (রা) বলেন, হাদীসটি আমাকে বিস্মিত করেছিল। আমি আমার পুত্রকে বললাম, হাদীসটি লিখে নাও। সে তা লিখে রাখল।

٥٧. حَدَّثَنِي اَبُوْ بَكْرِبْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّهُ عَمِيَ فَاَرْسَلَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ تَعَالَ فَخُطَّ لِيْ مَسْجِدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ جَاءَ قَوْمُهُ وَ نُعِتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ اَبْنِ الْمُغِيْرَةِ -

৫৭. আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' আল-আব্‌দী (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইত্‌বান (রা) অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ বলে খবর পাঠালেন, আপনি আমার ঘরে তাশরীফ আনুন এবং আমার জন্য একটি নামাযের স্থান নির্দিষ্ট করে দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশরীফ আনলেন। 'ইতবানের গোত্রের লোকজনও হাযির হল। তখন মালিক ইব্‌ন দুখশুম নামক এক ব্যক্তির কথা সেখানে উল্লেখ করা হল.... তারপর বর্ণনাকারী সুলায়মান ইব্‌ন মুগীরার অনুরূপ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন।

١١. بَابُ اَلدَّلِيْلُ عَلٰى اَنَّ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلاً فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَاِنِ ارْتَكَبَ الْمَعَاصِيَ الْكَبَائِرَ

১১. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়, সে মু'মিন যদিও সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়

٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَ بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ

الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً -

৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ 'উমর আল্‌-মাক্কী ও বিশ্‌র ইব্‌ন হাকাম (র).... আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে রব হিসেবে আল্লাহ্‌কে, দীন হিসেবে ইসলামকে এবং রাসূল হিসেবে মুহাম্মদ ﷺ-কে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে।

١٢. بَابُ بَيَانُ عَدَدَ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَاَفْضَلِهَا وَ اَدْنَاهَا وَ فَضِيْلَةِ الْحَيَاءِ وَ كَوْنِهِ مِنَ الْاِيْمَانِ

১২. পরিচ্ছেদ : ঈমানের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা, তার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখার বর্ণনা, লজ্জাশীলতার ফযীলত এবং তা ঈমানের অঙ্গ হওয়ার বর্ণনা

٥٩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً وَ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ -

৫৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেন, ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।

٦٠. حَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ اَوْ بِضْعٌ وَّ سِتُّوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ -

৬০. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি। অথবা ষাটটির কিছু বেশি। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে لا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (আল্লাহ্ ব্যতীত ইলাহ্ নেই) এ কথা স্বীকার করা, আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জা ঈমানের বিশিষ্ট একটি শাখা।

٦١. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ الْحَيَاءُ مِنَ الاِيْمَانِ -

৬১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর আল-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)... সালিমের পিতা আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে[১] নসীহত করছিলেন। শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।

১. অতিরিক্ত লজ্জার কারণে নসীহত করছিলেন।

٦٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ مَرَّ بِرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ يَعِظُ اَخَاهُ –

৬২. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়েদ (র) .... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় আছে, নবী করীম ﷺ জনৈক আনসারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; সে আনসারী তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে নসীহত করছিলেন।

٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِاِبْنِ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا السَّوَّارِ يُحَدِّثُ اَنَّه سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِيْ اِلاَّ بِخَيْرٍ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ اِنَّهُ مَكْتُوْبٌ فِي الْحِكْمَةِ اَنَّ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِيْنَةً فَقَالَ عِمْرَانُ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِيْ عَنْ صُحُفِكَ –

৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, লজ্জা শুধু কল্যাণই বয়ে আনে। এটা শুনে বুশায়র ইব্‌ন কা'ব বললেন, হিকমতের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, লজ্জা মর্যাদা, গাম্ভীর্য ও ধৈর্যের উৎস। ইমরান (রা) বলেন, আমি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি আমার কাছে তোমার পুঁথির কথা শোনাচ্ছ?

٦٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اِسْحٰقَ وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ حَدَّثَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ فِيْ رَهْطٍ مِنَّا وَفِيْنَا بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَوْمَئِذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّه قَالَ اَوْ قَالَ الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ اِنَّا لَنَجِدُ فِيْ بَعْضِ الْكُتُبِ اَوِ الْحِكْمَةِ اَنَّ مِنْهُ سَكِيْنَةً وَ وَقَارًا لِلّٰهِ قَالَ وَ مِنْهُ ضَعْفٌ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتّٰى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ وَقَالَ اَلاَ اَرَانِيْ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ تُعَارِضُ فِيْهِ قَالَ فَاَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيْثَ فَاَعَادَ بُشَيْرٌ فَغَضِبَ عِمْرَانُ قَالَ فَمَا زِلْنَا نَقُوْلُ اِنَّهُ مِنَّا يَا اَبَا نُجَيْدٍ اِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ –

৬৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল-হারিসী (র).... আবূ কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমাদের একদল ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। আমাদের মাঝে বুশায়র ইব্‌ন কা'বও ছিলেন। তখন ইমরান (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, লজ্জা মঙ্গলজনক সবটাই। রাবী বলেন যে, কিংবা রাসূল ﷺ বলেছেন : লজ্জা সবটাই মঙ্গলজনক। বুশায়র ইব্‌ন কা'ব (র) বলেন, কোন কোন কিতাবে বা হিকমতের গ্রন্থে আমরা পেয়েছি যে, লজ্জা থেকেই প্রশান্তি ও আল্লাহ্‌র জন্য গাম্ভীর্য এবং তা থেকে দুর্বলতারও উৎপত্তি। রাবী বলেন, একথা শুনে ইমরান (রা) রাগান্বিত হলেন, এমনকি তার দুই চোখ লাল হয়ে গেল। ইমরান (রা) বলেন : এরূপ নয় কি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি তার মুকাবিলায় পুঁথির কথা পেশ করছ। এরপর ইমরান (রা) হাদীসটির পুনরুক্তি করলেন। আর

বুশায়রও তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। এতে ইমরান (রা) খুবই রাগান্বিত হলেন। রাবী বলেন যে, শেষে আমরা বলতে লাগলাম, হে আবূ নুজায়দ ! (ইমরানের উপনাম) সে আমাদেরই লোক। তার মধ্যে ত্রুটি নেই।[১]

٦٥. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعَامَةَ الْعَدَوِىُّ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيْعِ الْعَدَوِىُّ يَقُوْلُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ .

৬৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣. بَابٌ جَامِعُ اَوْصَافِ الْاِسْلاَمِ

১৩. পরিচ্ছেদ : ইসলামের যাবতীয় গুণ যার মধ্যে নিহিত

٦٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِىْ فِى الْاِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ اَسْاَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ غَيْرَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ فَاسْتَقِمْ .

৬৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র).... সুফ্‌য়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আস্-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে এমন কথা বলে দিন, আপনার পরে যেন তা আমাকে আর কারো কাছে জিজ্ঞেস করতে না হয়। আবূ উসামার হাদীসে بعدك -এর স্থলে غيرك রয়েছে। রাসূল ﷺ বললেন : তুমি বল, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।

١٤. بَابٌ بَيَانُ تَفَاضُلِ الْاِسْلاَمِ وَاَىُّ اُمُوْرِهِ اَفْضَلُ

১৪. পরিচ্ছেদ : ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক ফযীলত ও সর্বোত্তমটির বর্ণনা

٦٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَ تَقْرَاُ السَّلاَمَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

৬৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে আরয করল যে, কোন্ ইসলাম উত্তম (অর্থাৎ ইসলামের সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি) ? রাসূল ﷺ বললেন : তুমি লোকদের পানাহার করাবে এবং সালাম করবে, তোমার পরিচিত কিংবা অপরিচিত যেই হোক না কেন।

---

১. অর্থাৎ তার আকীদার ক্ষেত্রে ত্রুটি নেই।

contents

٦٨. وَ حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُبْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ سَرْحِ الْمِصْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِ وبْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ اِنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ فَقَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ .

৬৮. আবূ তাহির আহ্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সারহ্ আল্-মিসরী (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আল-আ'স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করল, সর্বোত্তম মুসলিম কে ? তিনি বললেন : যার মুখ ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে।

٦٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ وَ عَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِى عَاصِمٍ قَالَ عَبْدٌ اَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَنَّه سَمِعَ اَبَا الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ .

৬৯. হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, (সত্যিকার) মুসলিম সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

٧٠. وَ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْاُمَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِى حَدَّثَنَا اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بُرْدَةَ بْنِ اَبِى مُوْسٰى عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاِسْلاَمِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ

وَحَدَّثَنِيْهِ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِى بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ اَفْضَلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ –

৭০. সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-উমাবী (র)... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ ইসলাম উত্তম ? তিনি বললেন : উত্তম ইসলাম হলো তার, যার মুখ ও হাত থেকে সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে।

ইব্রাহীম ইব্ন সাঈদ আল্-জাওহারী (র) .... বুরাইদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সর্বোত্তম মুসলিম কে ? রাবী হাদীসের বাকি অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٥. بَابُ بَيَانُ خِصَالٍ مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ

১৫. পরিচ্ছেদ : যেসব গুণে গুণান্বিত হলে ঈমানের মিষ্টতা পাওয়া যায়

٧١. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَبِى عُمَرَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنِ الثَّقَفِىِّ قَالَ ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا

وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَ اَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ.

৭১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ 'উমর ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) একত্রে .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তিনটি জিনিস যার মধ্যে রয়েছে, সেই ঈমানের প্রকৃত মিষ্টতা অনুভব করবে : ১) যার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ অন্য সব থেকে অধিক প্রিয়, ২) যে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই তাঁর বান্দাকে ভালবাসে এবং ৩) যাকে আল্লাহ্ কুফ্র থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তারপর সে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করে, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।

٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَمَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ اَنْ يُلْقٰى فِى النَّارِ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَرْجِعَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ -

৭২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পায় : ১) যে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসে, ২) যার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অন্য সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় এবং ৩) যাকে আল্লাহ্ কুফর থেকে নাজাত দিয়েছেন; তারপর সে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া থেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অধিক পছন্দ করে।

٧٣. حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَنْبَاَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ مِنْ اَنْ يَرْجِعَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا -

৭৩. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীদের অনুরূপ; তবে এতে রয়েছে, "ইয়াহূদী অথবা নাসারার দিকে ফিরে যাওয়া থেকে.... ।"

١٦. بَابُ وُجُوْبُ مَحَبَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرَ مِنَ الْاَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَاِطْلاَقُ عَدَمِ الْاِيْمَانِ عَلٰى مَنْ لَمْ يُحِبَّهُ هٰذِهِ الْمَحَبَّةُ

১৬. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ও পিতামাতা তথা সকলের চাইতে অধিক ভালবাসা ওয়াজিব এবং যে ব্যক্তি এরূপ ভালবাসবে না, তার ঈমান নেই

٧٤. حَدَّثَنِى زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ح وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنَ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ وَفِى حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ الرَّجُلُ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ .

৭৪. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও শায়বান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন বান্দা (রাবী আবদুল ওয়ারিসের বর্ণনায় 'কোন ব্যক্তি') ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও অন্য লোকদের চাইতে অধিক প্রিয় না হব।

٧٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهٖ وَ وَالِدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ .

৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা এবং অন্য লোকদের চাইতে অধিক প্রিয় হব।

١٧. بَابُ اَلدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ مِنْ خِصَالِ الْاِيْمَانِ اَنْ يُّحِبَّ لاَخِيْهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ مِنَ الْخَيْرِ

১৭. পরিচ্ছেদ : নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা অপর মুসলমান ভাই-এর জন্য পছন্দ করা ঈমানের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত হওয়ার প্রমাণ

٧٦. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لاَخِيْهِ اَوْ قَالَ لِجَارِهٖ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ .

৭৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউই মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাই-এর জন্য, অন্য বর্ণনায় তার প্রতিবেশীর জন্যও তা পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

٧٧. وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِجَارِهٖ اَوْقَالَ لاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ .

৭৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন : সে মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার প্রতিবেশী (অন্য বর্ণনায় ভাই-এর) জন্য তা পছন্দ না করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

١٨. بَابُ بَيَانُ تَحْرِيْمِ اِيْذَاءِ الْجَارِ

১৮. পরিচ্ছেদ : প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হারাম

٧٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ

قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ .

৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়্যূব, কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ ও আলী ইব্ন হুজ্র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

١٩. بَابُ اَلْحَثُّ عَلٰى اِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ وَلُزُوْمِ الصَّمْتِ اِلاَّ عَنِ الْخَيْرِ وَكَوْنُ ذٰلِكَ كُلِّهٖ مِنَ الْاِيْمَانِ

১৯. পরিচ্ছেদ : প্রতিবেশী ও মেহমানকে সম্মান প্রদর্শন করতে উৎসাহিত করা, কল্যাণকর কথা ব্যতীত নীরবতা অবলম্বন করা এবং এগুলো ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বর্ণনা

٧٩. حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ .

৭৯. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে।

٨٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِىْ جَارَهٗ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ .

৮০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (রা) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস্ রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে।

٨١. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ حَصِيْنٍ غَيْرَ اَنَّهٗ قَالَ فَلْيُحْسِنْ اِلٰى جَارِهٖ .

৮১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : .... পরবর্তী অংশ রাবী আবূ হাসীনের হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে রয়েছে فَلْيُحْسِنْ اِلٰى جَارِهٖ "তার প্রতিবেশীর প্রতি সে যেন ভাল ব্যবহার করে।"

٨٢. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو اَنَّهٗ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ اِلٰى جَارِهٖ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ .

৮২. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) .... আবূ শুরায়হ্ আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করে ; যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করে।

٢٠. بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْاِيْمَانِ وَاَنَّ الْاِيْمَانَ يَزِيْدُ وَ يَنْقُصُ وَ اَنَّ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ

২০. পরিচ্ছেদ : মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা ঈমানের অঙ্গ, ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, ভাল কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব

٨٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهٰذَا حَدِيْثُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ اَوَّلُ مَنْ بَدَاَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضٰى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَ ذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ .

৮৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) .... তারিক ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ঈদের নামাযের পূর্বে সর্বপ্রথম মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম খুত্‌বা প্রদান আরম্ভ করেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, খুত্‌বার আগে হবে নামায। মারওয়ান বললেন, এ নিয়ম রহিত করা হয়েছে। এতে আবূ সাঈদ (রা) বললেন, "এ ব্যক্তি তার কর্তব্য পালন করেছে।" আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা (উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে), আর এটাই ঈমানের নিম্নতম স্তর।

٨٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ فِىْ قِصَّةِ مَرْوَانَ وَ حَدِيْثِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ شُعْبَةَ وَ سُفْيَانَ .

৮৪. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে মারওয়ানের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আর এই হাদীসটি শু'বা ও সুফিয়ানের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٨٥. حَدَّثَنِى عَمْرُو النَّاقِدُ وَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ اللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِسْوَرِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِىْ اُمَّةٍ قَبْلِى اِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ اُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَ اَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهِ وَ يَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهِ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا لاَ يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَيْسَ وَ رَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ .

قَالَ اَبُوْ رَافِعٍ فَحَدَّثْتُهُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَاَنْكَرَهُ عَلَىَّ فَقَدِمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَنَزَلَ بِقَنَاةٍ فَاسْتَتْبَعَنِىْ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَعُوْدُهُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا سَاَلْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِيْهِ كَمَا حَدَّثْتُهُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ صَالِحٌ وَ قَدْ تُحُدِّثُ بِنَحْوِ ذٰلِكَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ .

৮৫. আম্‌র আন্‌-নাকিদ, আবূ বকর ও ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমার পূর্বে যখনই কোন জাতির মাঝে নবী প্রেরণ করেছেন, তখনই উম্মাতের মধ্যে তাঁর এমন হাওয়ারী ও সাথী দিয়েছেন, যারা তাঁর আদর্শ অবলম্বন করে চলতেন এবং তাঁর নির্দেশের যথাযথ অনুসরণ করতেন। অনন্তর তাদের পরে এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, যারা মুখে যা বলে বেড়াত কাজে তা পরিণত করত না, আর সে সব কর্ম সম্পাদন করত যেগুলোর জন্য তারা আদিষ্ট ছিল না। এদের বিরুদ্ধে যারা হাতদ্বারা জিহাদ করেছে, তারা মু'মিন; যারা এদের বিরুদ্ধে মুখের কথাদ্বারা জিহাদ করেছে, তারাও মু'মিন এবং যারা এদের বিরুদ্ধে অন্তরে (ঘৃণা পোষণদ্বারা) জিহাদ করেছে, তারাও মু'মিন। এর বাইরে সরিষার দানার পরিমাণেও ঈমান নেই।

রাবী আবূ রাফি' (র) বলেন, আমি হাদীসটি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর কাছে বর্ণনা করলাম, তিনি আমার বিবরণ অস্বীকার করলেন। ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) উপস্থিত হলেন এবং কানাত নামক (মদীনার নিকটবর্তী একটি) স্থানে অবতরণ করলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) অসুস্থ ইব্‌ন মাসউদকে দেখার উদ্দেশে আমাকে সাথে নিয়ে গেলেন। আমি তাঁর সাথে গেলাম। যখন আমরা বসে পড়লাম তখন আমি এই হাদীস সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি তদ্রূপ বর্ণনা করলেন যেরূপ আমি ইব্‌ন

উমরের কাছে বর্ণনা করেছিলাম। সালিহ্ ইব্‌ন কায়সান বলেন, এ হাদীসটি আবূ রাফি' থেকে অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে।

٨٦. وَ حَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ الْحَارِثُ بْنُ الْفُضَيْلِ الْخَطْمِىُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِىِّ ﷺ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَ مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ وَ قَدْ كَانَ لَهُ حَوَارِيُّوْنَ يَهْتَدُوْنَ بِهَدْيِهِ وَ يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِهِ مِثْلَ حَدِيْثِ صَالِحٍ وَ لَمْ يَذْكُرْ قُدُوْمَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ اجْتِمَاعَ ابْنِ عُمَرَ مَعَهُ .

৮৬. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এমন কোন নবী অতিবাহিত হন নি যার এমন হাওয়ারী ছিল না, যারা তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতেন না এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শের অনুসরণ করতেন না। তারপর তিনি সালিহ্ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এ বর্ণনায় ইব্‌ন মাসঊদের আগমন এবং তাঁর সাথে ইব্‌ন উমরের মিলিত হওয়ার বিষয় উল্লেখ নেই।

٢١. بَابُ تَفَاضُلِ اَهْلِ الْاِيْمَانِ فِيْهِ وَرُجْحَانُ اَهْلِ الْيَمَنِ فِيْهِ

২১. পরিচ্ছেদ : ঈমানের ক্ষেত্রে মুমিনদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং এ বিষয়ে ইয়ামনবাসীদের প্রাধান্য

٨٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يَرْوِىْ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَشَارَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ اَلاَ اِنَّ الْاِيْمَانَ هٰهُنَا وَ اِنَّ الْقَسْوَةَ وَ غِلَظَ الْقُلُوْبِ فِى الْفَدَّادِيْنَ عِنْدَ اُصُوْلِ اَذْنَابِ الْاِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِىْ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ .

৮৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র, আবূ কুরায়ব এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল-হারিসী (র) .... আবূ মাসঊদ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁর হাত দিয়ে ইয়ামনের দিকে ইশারা করে বললেন : জেনে[১] রাখ, ঈমান ওখানেই। কঠোর ও পাষাণ-হৃদয় হচ্ছে শয়তানের দুই শিং এর স্থলে বসবাসকারী সেসব লোক যারা উটের লেজের গোড়ায় থেকে চীৎকার দিয়ে থাকে, অর্থাৎ রাবী'আ ও মুযার গোত্র।

٨٨. حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ اَنْبَاَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ اَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ اَرَقُّ اَفْئِدَةً اَلاِيْمَانُ يَمَانٍ وَ الْفِقْهُ يَمَانٍ وَ الْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ -

---

১. এ বলে মদীনার পূর্বদিকে বসবাসকারী লোকদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৮৮. আবূ রাবী আয্-যাহরানী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইয়ামনের অধিবাসীরা এসেছে; তাদের হৃদয় বড়ই কোমল। ঈমান রয়েছে ইয়ামনবাসীদের মধ্যে, ধর্মীয় প্রজ্ঞা রয়েছে ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হিক্মতও রয়েছে ইয়ামনবাসীদের মধ্যে।

٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ ح وَ حَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهٖ -

৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না এবং আম্র আন্-নাকিদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : .... পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٩٠. وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ حَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَ هُوَ ابْنُ اِبْرٰهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَاكُمْ اَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ اَضْعَفُ قُلُوْبًا وَ اَرَقُّ اَفْئِدَةً الْفِقْهُ يَمَانٍ وَ الْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ -

৯০. আম্র আন্-নাকিদ ও হাসান আল্-হুলওয়ানী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাছে ইয়ামনবাসীরা এসেছে; তারা নম্রচিত্ত ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। ধর্মীয় প্রজ্ঞা ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও ইয়ামনবাসীদের মধ্যে রয়েছে।

٩١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَاْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَ الْفَخْرُ وَ الْخُيَلَاءُ فِىْ اَهْلِ الْخَيْلِ وَ الْاِبِلِ الْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِىْ اَهْلِ الْغَنَمِ -

৯১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কুফ্রের মূল পূর্বদিকে। অহংকার ও দাম্ভিকতা রয়েছে উচ্চৈস্বরে চীৎকারকারী পশুপালক—ঘোড়া ও উটওয়ালাদের মধ্যে। আর নম্রতা রয়েছে বক্রীওয়ালাদের মধ্যে।

٩٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرَ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْاِيْمَانُ يَمَانٍ وَ الْكُفْرُ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَ السَّكِيْنَةُ فِىْ اَهْلِ الْغَنَمِ وَ الْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِى الْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْخَيْلِ وَ الْوَبَرِ -

৯২. ইয়াহ্ইয়া ইবন্ আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্র (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঈমান ইয়ামনবাসীদের মধ্যে, কুফ্র পূর্বদিকে এবং নম্রতা বক্রীওয়ালাদের মধ্যে। আর অহংকার ও রিয়া চীৎকারকারী ঘোড়া ও উট পালকদের মধ্যে।

٩٣. و حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ

اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْفَخْرُ وَ الْخُيَلاَءُ فِى الْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ وَ السَّكِيْنَةُ فِىْ اَهْلِ الْغَنَمِ .

৯৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, অহংকার ও দাম্ভিকতা চীৎকারকারী উট পালকদের মধ্যে এবং নম্রতা বক্রীওয়ালাদের মধ্যে।

٩٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ زَادَ الاِيْمَانُ يَمَانٍ وَ الْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ -

৯৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আদ্-দারিমী (র).... যুহরী (র) থেকে উপরোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে এ বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে, "ঈমান ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হিক্মতও ইয়ামনবাসীদের মধ্যে।"

٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ جَاءَ اَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ اَرَقُّ اَفْئِدَةً وَ اَضْعَفُ قُلُوْبًا الاِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةُ السَّكِيْنَةُ فِىْ اَهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخْرُ وَ الْخُيَلاَءُ فِى الْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ قِبَلَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ -

৯৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ইয়ামনবাসীরা এসেছে। তারা কোমল-হৃদয় ও নম্রচিত্ত। ঈমান ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও ইয়ামনবাসীদের মধ্যে। নম্রতা বকরীওয়ালাদের মধ্যে এবং অহংকার ও দাম্ভিকতা চীৎকারকারী উট পালকদের মধ্যে যাদের অবস্থান সূর্যোদয়ের দিকে।

٩٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبُوْ شَيْبَةَ وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَاكُمْ اَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ اَلْيَنُ قُلُوْبًا وَ اَرَقُّ اَفْئِدَةً الاِيْمَانُ يَمَانٍ وَ الْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ -

৯৬. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাছে ইয়ামনের লোকেরা উপস্থিত হয়েছে। তারা নম্রচিত্ত ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। ঈমান ইয়ামনীদের মধ্যে এবং হিক্মত ইয়ামনীদের। আর কুফরের মূল রয়েছে পূর্বদিকে।

٩٧. وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الاَعْمَشِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَ لَمْ يَذْكُرْ رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ -

৯৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র).... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে এ সনদেই অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর রিওয়ায়াতে 'কুফরের মূল রয়েছে পূর্বদিকে' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٩٨. وَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىّ ح وَ حَدَّثَنِىْ بِشْرُ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَ زَادَ وَ الْفَخْرُ وَ الْخُيَلاَءُ فِىْ اَصْحَابِ الْاِبِلِ وَ السَّكِيْنَةُ وَ الْوَقَارُ فِىْ اَصْحَابِ الشَّاءِ-

৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র).... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে এ সনদে জারীর (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে বর্ণনাকারী শু'বা, 'অহংকার ও দাম্ভিকতা উট মালিকদের মধ্যে আর নম্রতা ও মর্যাদা বকরীর মালিকদের মধ্যে' অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

٩٩. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِىُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غِلَظُ الْقُلُوْبِ وَ الْجَفَاءُ فِى الْمَشْرِقِ وَ الْاِيْمَانُ فِىْ اَهْلِ الْحِجَازِ -

৯৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মনের কঠোরতা ও গোঁয়ার্তুমী পূর্বাঞ্চলে আর ঈমান হিজাযবাসীদের মধ্যে।

٢٢. بَابُ بَيَانُ اَنَّهُ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْاِيْمَانِ وَاَنَّ اِفْشَاءَ السَّلاَمِ سَبَبُ لِحُصُوْلِهَا

২২. পরিচ্ছেদ : মু'মিন ব্যতীত কেউই জান্নাতে প্রবেশ করবে না, মু'মিনদের ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ আর তা অর্জনের উপায় হল পরস্পর অধিক সালাম বিনিময়

١٠٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَىْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ -

১০০. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না একে অন্যকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের তা বাতলে দিব না, যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসার সৃষ্টি হবে ? তা হলো, তোমরা নিজেদের মধ্যে সালাতের প্রসার ঘটাও।

١٠١. وَ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعٍ -

১০১. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আন। পরবর্তী অংশ আবূ মুআবিয়া ও ওয়াকী-এর হাদীসের অনুরূপ।

٢٣. بَابُ بَيَانِ اَنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ

২৩. পরিচ্ছেদ : কল্যাণ কামনাই দীন

١٠٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِسُهَيْلٍ اِنَّ عَمْرًا حَدَّثَنَا عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْكَ قَالَ وَ رَجَوْتُ اَنْ يُسْقِطَ عَنِّى رَجُلاً قَالَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِىْ سَمِعَهُ مِنْهُ اَبِىْ كَانَ صَدِيْقًا لَهُ بِالشَّامِ ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ لاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ عَامَّتِهِمْ .

১০২. মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ আল্-মাক্কী (র)... তামীম দারী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : কল্যাণ কামনাই দীন। আমরা আরয করলাম, কার জন্য কল্যাণ কামনা? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের।

١٠٣. وَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِىْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

১০৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র).... তামীম দারী (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠٤. وَ حَدَّثَنِى اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى اَبْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ سَمِعَهُ وَ هُوَ يُحَدِّثُ اَبَا صَالِحٍ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

১০৪. উমায়্যা ইব্ন বিস্তাম (র).... তামীম দারী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠٥. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلاَةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -

১০৫. আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র).... জারীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি নামায আদায়ের, যাকাত দেওয়ার এবং প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বায়'আত করেছি।

١٠٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ سَمِعَ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ بَايَعْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -

১০৬. আবূ বক্র ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র).... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার সম্পর্কে নবী ﷺ-এর কাছে বায়'আত করেছি।

١٠٧. حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَ يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِيْ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَ النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ يَعْقُوْبُ فِيْ رِوَايَتِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ.

১০৭. সুরায়জ ইব্‌ন ইউনূস ও ইয়াকূব আদ্-দাওরাকী (র).... জারীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে বায়'আত করলাম শোনার ও মান্য করার ব্যাপারে। তিনি আমাকে বলে দিলেন : 'আমার সাধ্যানুসারে'—এ কথাটিও বল। আর প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার জন্য বায়'আত করলাম। ইয়াকূব এক বর্ণনায় 'হুসায়ম' এর নাম না বলে 'সাইয়ার'-এর নাম উল্লেখ করেন।

٢٤. بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْاِيْمَانِ بِالْمَعَاصِيْ وَنَفْيِهِ عَنِ الْمُلْتَبِسِ بِالْمَعْصِيَةِ عَلٰى اِرَادَةِ نَفْيِ كَمَالِهِ

২৪. পরিচ্ছেদ : গুনাহ দ্বারা ঈমানের ক্ষতি হয় এবং গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় ঈমান থাকে না, অর্থ ঈমানের পূর্ণতা থাকে না

١٠٨. حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيْبِيُّ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلاَنِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِيْ بَكْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَابَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ هٰؤُلاَءِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُوْلُ وَ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَ لاَ يَنْتَهِبُ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ.

১০৮. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইমরান আত্-তুজীবী.... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মু'মিন থাকে না, চুরি করার সময় চোরও ঈমানদার থাকে না, মদ্যপায়ীও মদ্যপান করার সময় মু'মিন থাকে না। আবূ হুরায়রা (রা) অন্য সূত্রে এর সাথে এও বলেছেন : মূল্যবান সামগ্রী লুটেরা যখন এ অবস্থায় লুট করতে থাকে যে, লোকে তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে, তখন সে মু'মিন থাকে না।

١٠٩. وَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِيْ وَ اقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ يَذْكُرُ مَعَ

ذِكْرِ النُّهْبَةِ وَ لَمْ يَذْكُرْ ذَاتَ شَرَفٍ وَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِى بَكْرٍ هٰذَا اِلاَّ النُّهْبَةَ .

১০৯. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ও ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন সা'দ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না.... বাকী অংশ লুটতরাজের বর্ণনাসহ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে 'মূল্যবান সামগ্রী' কথাটির উল্লেখ নাই। ইব্‌ন শিহাব বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র).... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আবূ বকরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি النهبة 'লুটের' কথা উল্লেখ করেননি।

١١٠. وحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَ اَبِى سَلَمَةَ وَ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ ذَكَرَ النُّهْبَةَ وَ لَمْ يَقُلْ ذَاتَ شَرَفٍ.

১১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিহরান আল্-রাযী (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে উকায়লের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং 'লুটের' কথাও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ذَاتَ شَرَفٍ ('মূল্যবান') কথাটি বলেননি।

١١١. وَ حَدَّثَنِى حَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلٰى مَيْمُوْنَةَ وَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنَا وَ قُتَيْبَةُ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ كُلُّ هٰؤُلاَءِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ غَيْرَ اَنَّ الْعَلاَءَ وَ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ لَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِمَا يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ وَ فِىْ حَدِيْثِ هَمَّامٍ يَرْفَعُ اِلَيْهِ الْمُؤْمِنُوْنَ اَعْيُنَهُمْ فِيْهَا وَ هُوَ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ وَ زَادَ وَ لاَ يَغُلُّ اَحَدُكُمْ حِيْنَ يَغُلُّ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاِيَّاكُمْ اِيَّاكُمْ .

১১১. হাসান ইব্‌ন আলী আল্ হুলওয়ানী, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সকলেই যুহরীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আ'লা ও সাফওয়ান ইব্‌ন সুলায়মের বর্ণিত হাদীসে 'লোকে তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে' কথাটি নেই। আর হাম্মামের হাদীসে রয়েছে— 'يَرْفَعُ اِلَيْهِ الْمُؤْمِنُوْنَ اَعْيُنَهُمْ فِيْهَا وَ هُوَ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ ('লুটেরা যখন লুটে লিপ্ত আর মু'মিনরা তার প্রতি চোখ তুলে তাকিয়ে আছে, এমতাবস্থায় সে মু'মিন থাকে না)' কথাটির উল্লেখ রয়েছে। হাম্মাম তাঁর হাদীসে আরো বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন খেয়ানত করে, তখন মু'মিন থাকে না। সুতরাং তোমরা সাবধান, তোমরা সাবধান।

١١٢. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ التَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ.

১১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে মু'মিন থাকে না। চোর যখন চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয়, তখন সে মু'মিন থাকে না। মদ্যপ ব্যক্তি যখন মদপানে লিপ্ত হয়, তখন সে মু'মিন থাকে না। তবে এরপরও তওবার দরজা খোলা থাকে।

١١٣. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي .... ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ شُعْبَةَ .

১১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রা'ফি (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মারফূরূপে বর্ণনা করেন, ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত... ... এরপর শু'বার হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٥. بَابُ بَيَانُ خِصَالِ الْمُنَافِقُ

২৫. পরিচ্ছেদ : মুনাফিকের স্বভাবের বর্ণনা

١١٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَ كِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَ مَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ اِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَ اِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَ اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ غَيْرَ اَنَّ فِي حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَ اِنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ .

১১৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র এবং যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : চারটি স্বভাব যার মধ্যে রয়েছে, সে সত্যিকার মুনাফিক; যার মধ্যে উক্ত চারটির একটিও থাকে, সে তা না ছাড়া পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব রয়ে যায়। ১) সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ২) চুক্তি করলে তা ভঙ্গ করে, ৩) ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং ৪) ঝগড়া করলে কটূক্তি করে। রাবী সুফিয়ানের বর্ণনায় হাদীসটিতে 'خَلَّةٌ' শব্দের স্থলে 'خَصْلَةٌ' রয়েছে, (উভয় শব্দের অর্থ একই)।

١١٥. حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُوْ سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ اَبِي عَامِرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ اِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَ اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ -

১১৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়্যুব ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুনাফিকের আলামত তিনটি—১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, ২) ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং ৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তা খেয়ানত করে।

١١٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَلاَمَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلاَثَةٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ اِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَ اِذَا ائْتُمِنَ خَانَ –

১১৬. আবূ বকর ইব্ন ইসহাক (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুনাফিকদের আলামতের মধ্যে তিনটি—১) সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ২) ওয়াদা করলে সে খেলাফ করে এবং ৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে খেয়ানত করে।

١١٧. حَدَّثَنَا عُقْبَةَ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ اَبُوْ زُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثَةٌ وَاِنْ صَامَ صَلَّى وَ زَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ –

১১৭. উক্বা ইব্ন মুকরাম আল-আম্মী (র).... তার উস্তাদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি উপরোক্ত সনদে আলা ইব্ন আবদুর রহমান থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি, যদিও সে রোযা পালন করে এবং নামায আদায় করে আর মনে করে যে, সে মুসলমান।

١١٨. وَ حَدَّثَنِى اَبُوْ نَصْرٍ التَّمَّارُ وَ عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوٗدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَحْيَى ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ ذَكَرَ فِيْهِ وَ اِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَ زَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ.

১১৮. আবূ নাস্র আত্-তাম্মার ও আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আ'লা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে আছে .... যদিও সে রোযা পালন করে, নামায আদায় করে এবং মনে করে যে, সে মুসলিম।

٢٦. بَابُ بَيَانُ حَالِ اِيْمَانِ مَنْ قَالَ لِاَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَا كَافِرُ

২৬. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে 'হে কাফির! বলে সম্বোধন করে, তার ঈমানের অবস্থা

١١٩. حَدَّثَنَى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ اَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا.

১১৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে আখ্যায়িত করলে সে কুফরী তাদের উভয়ের কোন একজনের উপর বর্তাবে।

١٢٠. وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ اسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لاَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا اِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَ اِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ -

১২০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত্-তামীমী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ এবং আলী ইব্ন হুজ্র (র).... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেউ তার ভাইকে 'কাফির' বলে সম্বোধন করলে উভয়ের একজন তার উপযুক্ত হয়ে যাবে। যাকে কাফির বলা হয়েছে সে কাফির হলে তো হলোই, নতুবা কথাটি বক্তার উপরই ফিরে আসবে।

١٢١. وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ اَبَا الْاَسْوَدِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ اَبِيهِ وَ هُوَ يَعْلَمُهُ اِلاَّ كَفَرَ وَ مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَ لْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ اَوْ قَالَ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ لَيْسَ كَذٰلِكَ اِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ -

১২১. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র).... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি জেনেশুনে আপন পিতার পরিবর্তে অন্য কাউকে পিতা বলে, সে কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি এমন কিছুর দাবি করে যা তার নয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং সে যেন জাহান্নামে তার আবাসস্থল বানিয়ে নেয়। আর কেউ কাউকে কাফির বলে সম্বোধন করলে বা 'আল্লাহ্র দুশমন' বলে ডাকলে, সম্বোধিত ব্যক্তি যদি অনুরূপ না হয়, তা হলে তা বক্তার প্রতি ফিরে আসবে।

٢٧. بَابُ بَيَانُ حَالِ اِيْمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ

২৭. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জেনেশুনে নিজের পিতাকে অস্বীকার করে, তার ঈমানের অবস্থা

١٢٢. حَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ اٰبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ-

১২২. হারূন ইব্ন সাঈদ আল্-আয়লী (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা আপন পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। যে ব্যক্তি তার পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে কাফির।

١٢٣. حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ لَمَّا ادُّعِيَ زِيَادُ لَقِيتُ اَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا هٰذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ اِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَبْنَ اَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ

سَمِعَ أُذُنَاىَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعَى اَبًا فِى الْاِسْلَامِ غَيْرَ اَبِيْهِ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرُ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ وَ اَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

১২৩. আম্‌র আন্-নাকিদ (র).... সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার উভয় কান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছে যে, ইসলাম গ্রহণের পর যে ব্যক্তি জেনেশুনে নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে ডাকে, তার উপর জান্নাত হারাম। রাবী আবূ বাকরা (রা) বললেন, আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ হাদীস শুনেছি।

١٢٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ وَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ وَ اَبِىْ بَكْرَةَ كِلَاهُمَا يَقُوْلُ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَ وَعَاهُ قَلْبِىْ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعَى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرُ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ-

১২৪. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).... সা'দ ও আবূ বাক্‌রা (রা) উভয় থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা প্রত্যেকে বলেন, মুহাম্মদ ﷺ থেকে আমার দুই কান শুনেছে এবং আমার অন্তর স্মরণ রেখেছে যে, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আপন পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে দাবি করে, অথচ সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, তার উপর জান্নাত হারাম।

٢٨. بَابُ بَيَانُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

২৮. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ-এর বাণী : মুসলমানদের গালি দেওয়া গুনাহের কাজ এবং তাদের সাথে মারামারি করা কুফরী

١٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ قَالَ زُبَيْدٌ فَقُلْتُ لِاَبِىْ وَائِلٍ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَرْوِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ قَوْلُ زُبَيْدٍ لِاَبِىْ وَائِلٍ.

১২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন আর্-রাইয়ান, আওন ইব্‌ন সাল্লাম এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুসলমানকে গালি দেওয়া গুনাহের কাজ এবং তার সাথে মারামারিতে প্রবৃত্ত হওয়া কুফরী। রাবী যুবায়দ বলেন, আমি (আমার উস্‌তাদ) আবূ ওয়ায়লকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এটা বর্ণনা করতে শুনেছেন ? তিনি (আবূ ওয়ায়ল) বললেন, হ্যাঁ। তবে রাবী শু'বার হাদীসে আবূ ওয়ায়লের সঙ্গে যুবায়রের উক্ত কথার উল্লেখ নেই।

١٢٦. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

১২৬. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না এবং ইব্‌ন নুমায়র (র)…. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٩. بَابُ بَيَانُ مَعْنٰى قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

২৯. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ-এর বাণী : তোমরা আমার পরে পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে কাফিরে পরিণত হয়ো না

١٢٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَ ابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُدْرِكٍ سَمِعَ اَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ لِىْ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

১২৭. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র)…. জারীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের দিনে আমাকে বললেন, লোকদের চুপ করাও। তারপর তিনি ﷺ বললেন : আমার পরে পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে তোমরা কাফিরে পরিণত হয়ো না।

١٢٨. وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

১২৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র)…. ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٩. وَ حَدَّثَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ اَبُوْ بَكْرِ بْنِ خَلاَّدِ الْبَاهِلِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِىْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ وَيْحَكُمْ اَوْ قَالَ وَيْلَكُمْ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

১২৯. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ বক্‌র ইব্‌ন খাল্লাদ আল্-বাহিলী (র)…. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্জের দিন তিনি বলেছেন : তোমাদের জন্য আফসোস্ অথবা (বললেন) দুর্ভোগ তোমাদের! আমার পরে তোমরা পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে কাফিরে পরিণত হয়ো না।

١٣٠. وَ حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدٍ -

১৩০. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র).... ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে ওয়াকিদের সূত্রে শু'বার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٠. بَابُ اِطْلاَقُ اِسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِى النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ

৩০. পরিচ্ছেদ : বংশের প্রতি কটাক্ষের এবং উচ্চস্বরে বিলাপের উপর কুফরী শব্দের প্রয়োগ

١٣١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِى النَّسَبِ وَ النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ -

১৩১. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দু'টি স্বভাব মানুষের মাঝে রয়েছে, যে দু'টি কুফ্‌র বলে গণ্য—১) বংশের প্রতি কটাক্ষ করা এবং ২) মৃতের জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ করা।

٣١. بَابُ تَسْمِيَةُ الْعَبْدِ الْاٰبِقِ كَافِرًا

৩১. পরিচ্ছেদ : পলাতক দাসকে 'কাফির' আখ্যায়িত করা

١٣٢. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَرِيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ اَيُّمَا عَبْدٍ اَبَقَ مِنْ مَوَالِيْهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْهِمْ قَالَ مَنْصُوْرٌ قَدْ وَاللّٰهِ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلٰكِنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ يُرْوٰى عَنِّىْ هٰهُنَا بِالْبَصْرَةِ -

১৩২. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস্-সা'দী (র).... শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জারীর (রা)-কে বলতে শুনেছেন, যে দাস তার মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে গেল, সে কুফরী করল, যতক্ষণ না সে তার প্রভুর কাছে ফিরে আসে। মানসূর বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! এ হাদীস নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এখানে বসরায় আমা থেকে এ হাদীস বর্ণিত হোক তা আমি অপছন্দ করি।[১]

١٣٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا عَبْدٍ اَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ -

১৩৩. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).... জারীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে দাস পালিয়ে যায়, তার থেকে (আল্লাহ্ ও রাসূলের) যিম্মাদারী শেষ হয়ে যায়।

١٣٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ كَانَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ -

---

১. কারণ এখানে খারিজী ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের লোক বেশি, যারা এটিকে সত্যিকার অর্থেই কুফরী মনে করে।

১৩৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন দাস পালিয়ে যায়, তখন তার নামায কবূল হয় না।

٣٢. بَابُ بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ

৩২. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি বলে 'আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি নক্ষত্র দ্বারা' তার কুফরীর বর্ণনা

١٣٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِيْ اِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَ كَافِرٌ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ رَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَ اَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَ كَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ -

১৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).... যায়দ ইব্ন খালিদ আল্-জুহানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে হুদায়বিয়া প্রান্তরে রাতে বৃষ্টিপাতের পরে ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায সম্পন্ন করে তিনি উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা কি জান তোমাদের রব কী বলেছেন ? তারা উত্তরে বললেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই সম্যক অবগত আছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ ইরশাদ করেন : কতিপয় বান্দা সকালে উঠেছে আমার প্রতি মু'মিনরূপে এবং কতিপয় বান্দা উঠেছে কাফিররূপে। যারা বলেছে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমতে বৃষ্টিপাত হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী, আর যারা বলেছে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।

١٣٦. حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ وَ قَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَمْ تَرَوْا اِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ مَا اَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِيْ مِنْ نِعْمَةٍ اِلَّا اَصْبَحَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِهَا كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ الْكَوَاكِبُ وَ بِالْكَوَاكِبِ -

১৩৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আম্র ইব্ন সাওয়াদ আল্-আমিরী এবং মুহাম্মদ ইব্ন সালামা আল-মুরাদী (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা কি জান না, তোমাদের রব কি বলেছেন ? তিনি বলেছেন : আমি যখন আমার বান্দার উপর অনুগ্রহ করি, তখনই তাদের একদল তা অস্বীকার করে এবং বলতে থাকে নক্ষত্র, নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের কাজ হয়।

١٣٧. وَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ح وَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا

يُوْنُسَ مَوْلَى اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ اِلاَّ اَصْبَحَ فَرِيْقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِيْنَ يُنْزِلُ اللّٰهُ الْغَيْثَ فَيَقُوْلُوْنَ الْكَوْكَبُ كَذَا وَ كَذَا وَ فِىْ حَدِيْثِ الْمُرَادِىِّ بِكَوْكَبِ كَذَا وَ كَذَا –

১৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা আল-মুরাদী এবং আম্‌র ইব্ন সাওয়াদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আসমান থেকে কোন বরকত (বৃষ্টি) অবতীর্ণ করলে, একদল লোক প্রত্যুষে তা অস্বীকার করে, বৃষ্টিপাত করান আল্লাহ্ তা'আলা আর তারা বলতে থাকে যে, অমুক অমুক নক্ষত্র। মুরাদীর হাদীসে 'অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে' কথার উল্লেখ রয়েছে।

١٣٨. وَ حَدَّثَنِى عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَ هُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ مُطِرَ النَّاسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَ مِنْهُمْ كَافِرٌ قَالُوْا هٰذِهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ قَالَ بَعْضُهُم لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : فَلاَ اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ حَتّٰى بَلَغَ وَ تَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ –

১৩৮. আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম আল্-আম্বারী (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ-এর যামানায় একবার বৃষ্টিপাত হলে, নবী ﷺ বললেন : লোকদের কতক শোকরগোযার রয়েছে আর কতক অকৃতজ্ঞ রয়েছে। একদল বলে এটা আল্লাহ্‌র রহমত, অপর দল বলে অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন : "আমি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের শপথ করছি, অবশ্যই এটা এক মহাশপথ, যদি তোমরা জানতে। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত রয়েছে। যারা পবিত্র, তারা ব্যতীত কেউ তা স্পর্শ করতে পারবে না, এ বিশ্বজগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তবুও কি তোমরা এ বাণীকে তুচ্ছ মনে করবে ? আর মিথ্যাচারকেই তোমরা তোমাদের জীবনের সম্বল করে নিয়েছ ?" (সূরা ওয়াকিয়াহ : ৭৫-৮২)

٣٣. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ حُبَّ الْاَنْصَارِ وَعَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مِنَ الْاِيْمَانِ وَعَلاَمَتِهِ وَبُغْضُهُمْ مِنْ عَلاَمَاتِ النِّفَاقِ

৩৩. পরিচ্ছেদ : আনসারদের এবং আলী (রা)-কে ভালবাসা ঈমানের অংশ ও তার আলামত এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা নিফাকের আলামত

١٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ قَابَ سَمِعْتُ اَنَسًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ وَ اٰيَةُ الْمُؤْمِنِ حُبُّ الْاَنْصَارِ .

১৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ মুনাফিকের চিহ্ন এবং আনসারদের প্রতি মুহব্বত মু'মিনের চিহ্ন।

١٤٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ حُبُّ الْاَنْصَارِ اٰيَةُ الْاِيْمَانِ وَ بُغْضُهُمْ اٰيَةُ النِّفَاقِ .

১৪০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব আল্-হারিসী (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আনসারদের প্রতি মুহব্বত ঈমানের চিহ্ন এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ নিফাকের চিহ্ন।

١٤١. وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَاذُ ابْنُ مُعَاذٍ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِي الْاَنْصَارِ لاَ يُحِبُّهُمْ اِلاَّ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يُبْغِضُهُمْ اِلاَّ مُنَافِقٌ مَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ وَ مَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِعَدِيِّ سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ قَالَ اِيَّايَ حَدَّثَ -

১৪১. যুহায়র ইব্ন হার্ব এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র).... বারা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ আনসারদের সম্পর্কে বলেছেন : মু'মিনরাই তাদের মুহব্বত করে থাকে এবং মুনাফিকরাই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যারা তাঁদের ভালবাসে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন, যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আল্লাহ্ তাদের ঘৃণা করেন। শু'বা বলেন, আমি আদীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি বারা (রা) থেকে এটি শুনেছেন ? তিনি বললেন, বারা (রা) স্বয়ং আমার কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُبْغِضُ الْاَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

১৪২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তি আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না।

١٤٣. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُبْغِضُ الْاَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ .

১৪৩. উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ শায়বা এবং আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র).... আবূ সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে আনসারদের সাথে দুশমনি রাখতে পারে না।

١٤٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَ كِيْعٌ وَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَ الَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ اِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ ﷺ اِلَيَّ اَنْ لاَ يُحِبَّنِيْ اِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضَنِيْ اِلاَّ مُنَافِقٌ .

১৪৪. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র).... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : সে মহান সত্তার শপথ, যিনি বীজ থেকে অংকুরোদ্‌গম করেন এবং জীবকুল সৃষ্টি করেন, নবী করীম ﷺ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মু'মিন ব্যক্তিই আমাকে ভালবাসবে আর মুনাফিক ব্যক্তি আমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে।

٣٤. بَابُ بَيَانُ نُقْصَانِ الْاِيْمَانِ بِنُقْصِ الطَّاعَاتِ وَ بَيَانُ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْكُفْرِ عَلٰى غَيْرِ الْكُفْرِ بِاللّٰهِ كَكُفْرِ النِّعْمَةِ وَالْحُقُوْقِ

৩৪. পরিচ্ছেদ : ইবাদতের ত্রুটিতে ঈমানহ্রাস পাওয়া এবং কুফ্‌র শব্দটি আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী ছাড়া নিয়ামত ও হুকুম অস্বীকার করার বেলায়ও প্রযোজ্য

١٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ اَكْثِرْنَ الْاِسْتِغْفَارِ فَانِّي رَاَيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَاَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَ مَا لَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَاَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَ دِيْنٍ اَغْلَبَ لِذِيْ لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ مَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ و الدِّيْنِ قَالَ اَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَ اَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهٰذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَ تَمْكُثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّيْ وَ تُفْطِرُ فِيْ رَمَضَانَ فَهٰذَا نُقْصَانُ الدِّيْنِ وَ حَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِبْنِ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

১৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ ইব্‌ন মুহাজির আল-মিসরী (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : হে নারীগণ ! তোমরা দান-খয়রাত করতে থাক এবং বেশি করে ইস্‌তিগফার কর। কেননা আমি দেখেছি, জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী। জনৈকা বুদ্ধিমতী মহিলা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! জাহান্নামে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ কি ? তিনি বললেন, তোমরা বেশি বেশি অভিসম্পাত করে থাক এবং স্বামীর প্রতি কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করে থাক। আর দীন ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে ত্রুটিপূর্ণ কোন সম্প্রদায় জ্ঞানীদের উপর তোমাদের চেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী আর কাউকে আমি দেখিনি। প্রশ্নকারিণী জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! জ্ঞান-বুদ্ধি ও দীনে আমাদের কমতি কিসে ? তিনি বললেন : তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ত্রুটি হলো দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান; এটাই তোমাদের বুদ্ধির ত্রুটির প্রমাণ। স্ত্রীলোক (প্রতিমাসে) কয়েক দিন নামায থেকে বিরত থাকে আর রমযান মাসে রোযা ভঙ্গ করে; (ঋতুমতী হওয়ার কারণে) এটাই দীনের কমতি। আবূ তাহির ... ইব্‌ন হাদ-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤٦. وَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ زَيْدُبْنُ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ وَ

هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ.

১৪৬. হাসান ইব্ন আলী আল-হুলওয়ানী (র) ... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) সূত্রে এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন হুজ্র (র).... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٥. بَابُ بَيَانُ اِطْلاَقِ اِسْمِ الْكُفْرِ عَلٰى مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ

৩৫. পরিচ্ছেদ : নামায পরিত্যাগকারীর উপর 'কুফর' শব্দের প্রয়োগ

١٤٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَرَاَ ابْنُ اٰدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِىْ يَقُوْلُ يَا وَيْلَهُ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ كُرَيْبٍ يَا وَيْلِى اُمِرَ ابْنُ اٰدَمَ بِا لسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ اُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَاَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ .

১৪৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বনী আদম যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজ্দায় যায়, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে হায় ! দুর্ভাগ্য! ইব্ন কুরায়বের বর্ণনায় রয়েছে, হায়রে, আমার দুর্ভাগ্য ! বনী আদম সিজদার জন্য আদিষ্ট হলো। তারপর সে সিজ্দা করল এবং এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাত। আর আমাকে সিজ্দার জন্য আদেশ করা হলো, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য জাহান্নাম।

١٤٨. وَ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَعَصَيْتُ فَلِىَ النَّارُ .

১৪৮. যুহায়র ইব্ন হারব (র).... আমাশ (রা)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে فَعَصَيْتُ فَلِىَ النَّارُ "আমি অমান্য করলাম; ফলে আমার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।"

١٤٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ وَ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىِّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ .

১৪৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত্-তামীমী এবং উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, বান্দা এবং শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা।

١٥٠. حَدَّثَنَا اَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ .

১৫০. আবূ গাস্সান আল্-মিসমাঈ (র).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, বান্দা এবং শির্ক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা।

٣٦. بَابُ بَيَانُ كَوْنِ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى اَفْضَلُ الْأَعْمَالِ

৩৬. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা সর্বোত্তম আমল

١٥١. حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِىْ مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرٰهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ وَفِىْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ .

১৫১. মানসূর ইব্ন আবূ মুযাহিম এবং মুহাম্মদ ইব্ন জাফর ইব্ন যিয়াদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোন্টি ? তিনি বললেন : আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোন্টি ? তিনি বললেন : আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। প্রশ্ন করা হলো, তারপর কোন্টি ? তিনি বললেন, ক্রটিমুক্ত হজ্জ। মুহাম্মদ ইব্ন জাফরের রিওয়ায়াতে আছে : তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনা।

মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র).... যুহরীর সূত্রেও এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٥٢. حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ ح وَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُرَاوِحٍ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهِ قَالَ قُلْتُ اَىُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا وَ اَكْثَرُهَا ثَمَنًا قَالَ قُلْتُ فَاِنْ لَمْ اَفْعَلْ قَالَ تُعِيْنُ صَانِعًا اَوْ تَصْنَعُ لاَخْرَقَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلٰى نَفْسِكَ .

১৫২. আবূ রাবী' আয্-যাহ্রানী এবং খাল্ফ ইব্ন হিশাম (র).... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ, সর্বোত্তম আমল কোন্টি ? তিনি বললেন : আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। আমি আবার প্রশ্ন করলাম : কোন ধরনের গোলাম আযাদ করা উত্তম ? তিনি বললেন : সে গোলাম আযাদ করা উত্তম, যে মুনীবের কাছে অধিক প্রিয় এবং অধিক মূল্যবান। আমি আরয করলাম, আমি যদি তা করতে না পারি ? তিনি বললেন : তা হলে অন্যের কর্মে সাহায্য করবে অথবা কর্মহীনের কাজ করে দেবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমি এমন কোন কাজ করতে অক্ষম হই ? তিনি বললেন : তোমার মন্দ আচরণ থেকে লোকদের মুক্ত রাখবে। এ হলো তোমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি সাদ্কা।

١٥٣. وَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حَبِيْبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِى مُرَاوِحٍ عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَتُعِيْنُ الصَّانِعَ أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ .

১৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' এবং আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... আবূ যার (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনায় একটু শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে, অর্থ একই।

١٥٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيْدُهُ إِلَّا إِرْعَاءً عَلَيْهِ .

১৫৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি ? তিনি বললেন : সময়মত নামায আদায় করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন, পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। পাছে তাঁর কষ্ট হয়, এ ভেবে আমি অতিরিক্ত প্রশ্ন করা থেকে বিরত রইলাম।

١٥٥. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ يَعْفُوْرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ أَىُّ الْأَعْمَالِ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيْتِهَا قُلْتُ وَمَا ذَا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ وَ مَاذَا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

১৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উমর আল-মাক্কী (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! কোন্ আমল জান্নাতের অধিক নিকটবর্তী করে ? তিনি বললেন : নামায তার সঠিক সময়ে আদায় করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর কোন্‌টি, হে আল্লাহ্‌র নবী ? তিনি বললেন : মাতাপিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর কোন্‌টি, হে আল্লাহ্‌র নবী ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা।

١٥٦. وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِىَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ صَاحِبُ هٰذِهِ الدَّارِ وَ أَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَىُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِىْ .

১৫৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল্-আনবারী (র).... আবূ 'আম্‌র শায়বানী (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর বাড়ির দিকে ইশারা করে বলেন যে, এই বাড়িওয়ালা আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্

ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্‌টি ? তিনি বললেন : নামায সঠিক সময়ে আদায় করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন : তারপর পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। তিনি আমাকে এ কথাগুলো ইরশাদ করলেন। যদি আমি আরো প্রশ্ন করতাম, তা হলে তিনি আরও অতিরিক্ত বিষয় বলতেন।

١٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ اَشَارَ اِلٰى دَارِ عَبْدِ اللّٰهِ وَ مَا سَمَّاهُ لَنَا –

১৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).... শু'বার সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে وَ اَشَارَ اِلٰى دَارِ عَبْدِ اللّٰهِ وَ مَا سَمَّاهُ لَنَا.... (তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু আমাদের সামনে তার নাম উল্লেখ করেন নি।) কথাগুলো অতিরিক্ত রয়েছে।

١٥٨. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَوِ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ –

১৫৮. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : নামায সঠিক সময়ে আদায় করা এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা আমলসমূহের মধ্যে বা আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল।

٣٧. بَابُ بَيَانُ كَوْنِ الشِّرْكِ أَقْبَحَ الذُّنُوْبِ وَ بَيَانُ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ

৩৭. পরিচ্ছেদ : শির্‌ক ঘৃণ্যতম গুনাহ এবং শির্‌কের পরে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ

١٥٩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ وَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَ هُوَ خَلَقَكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ اِنَّ ذَالِكَ لَعَظِيْمٌ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ اَىُّ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ اَىُّ قَالَ ثُمَّ اَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ –

১৫৯. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ্ কোন্‌টি ? তিনি বললেন : কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করা; অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা তো গুরুতর গুনাহ বটে। এরপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন : আপন সন্তানকে এ আশংকায় হত্যা করা যে, সে তোমার আহারের সঙ্গী হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

١٦٠. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ

اللّٰه اَىُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًّا وَ هُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ اَىُّ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ اَىُّ قَالَ اَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَصْدِيْقَهَا : وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لاَ يَزْنُوْنَ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا -

১৬০. ‘উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ কোন্টি ? তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করবে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বলল, তারপর কোন্টি ? তিনি বললেন : তুমি তোমার সন্তানকে এ আশঙ্কায় হত্যা করবে যে, সে তোমার আহারের সঙ্গী হবে। সে বলল, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। এ উক্তির সমর্থনে আল্লাহ্ তা‘আলা নাযিল করেন : “আর তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোন ইলাহ্কে ডাকে না, আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তি এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে।” (সূরা ফুরকান : ৬৮)

৩৮. بَابُ بَيَانُ اَلْكَبَائِرَ وَ اَكْبَرَهَا

৩৮. পরিচ্ছেদ : কবীরা গুনাহ এবং এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ

١٦١. حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ الْجُرَيْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا اَلاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ -

১৬১. আম্র ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বুকায়র ইব্ন মুহাম্মদ আন্-নাকিদ (র).... আবূ বাক্রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বললেন : আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না ? তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। (তারপর বললেন : সেগুলো হলো :) ১) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, ২) পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং ৩) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কিংবা মিথ্যা কথা বলা। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং (শেষোক্ত) কথাটি বারবার বলতে লাগলেন। এমনকি আমরা মনে মনে বলছিলাম, আহা, তিনি যদি থামতেন!

١٦٢. وَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْكَبَائِرِ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّوْرِ -

১৬২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র).... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : তা হলো, আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা; কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কথা বলা।

١٦٣. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَبَائِرَ اَوْسُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَ قَالَ الاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّوْرِ اَوْ قَالَ شَهَادَةُ اَلزُّوْرِ قَالَ شُعْبَةُ وَ اَكْبَرُ ظَنِّى اَنَّهُ شَهَادَةُ الزُّوْرِ .

১৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল হামীদ (র).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবীরা গুনাহর বর্ণনা করেন অথবা তাঁকে কবীরা গুনাহর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। তখন তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, পিতামাতার নাফরমানী করা। এরপর বললেন : আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহ্ সম্পর্কে অবহিত করব না ? তিনি বললেন : মিথ্যা কথা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। রাবী শু'বা বলেন, আমার প্রবল ধারণা যে, কথাটি হলো 'شهادة الزور' 'মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া'।

١٦٤. حَدَّثَنِي هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ مَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَ السِّحْرُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ الاَّ بِالْحَقِّ وَ اَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَ اَكْلُ الرِّبَا وَ التَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ .

১৬৪: হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ধ্বংসকারী সাতটি কাজ থেকে তোমরা বেঁচে থেকো। আরয করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! সেগুলো কি কি ? তিনি বললেন : ১) আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, ২) যাদু করা, ৩) আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা, ৪) ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে খাওয়া, ৫) সুদ খাওয়া, ৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং ৭) সধবা, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা।

١٦٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ هَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَ يَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ .

১৬৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌নুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পিতামাতাকে গালমন্দ করা কবীরা গুনাহ। সাহাবা কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কেউ কি তার পিতামাতাকে গালমন্দ করতে পারে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কোন ব্যক্তি অন্যের পিতাকে গালি দেয়, প্রতিউত্তরে সেও তার পিতাকে গালি দেয়। কেউবা অন্যের মাকে গালি দেয়, জবাবে সেও তার মাকে গালি দেয়।

١٦٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ

عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ .

১৬৬. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)... সাঈদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (রা) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٩. بَابُ تَحْرِيْمُ الْكِبْرِ وَ بَيَانُهُ

৩৯. পরিচ্ছেদ : অহংকারের বিবরণ ও তা হারাম হওয়া

١٦٧. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ اَبْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَ نَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ –

১৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন দীনার (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, (এ-ও কি অহংকার?) রাসূল ﷺ বললেন : আল্লাহ্ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। অহমিকা হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।

١٦٨. حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ مِنْجَابُ اَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنَ الْاِيْمَانِ وَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ –

১৬৮. মিনজাব ইব্‌ন হারিস আত্-তামীমী ও সুয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তির অন্তরে এক সরিষার দানা পরিমাণ অহমিকা থাকবে, সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

١٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ –

১৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

٤٠. بَابٌ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ

৪০. পরিচ্ছেদ : শির্‌ক না করা অবস্থায় যার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতী এবং মুশরিক অবস্থায় যার মৃত্যু হয়, সে জাহান্নামী

١٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَ وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وَكِيْعٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ اَنَا وَ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ –

১৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : [অন্য বর্ণনায় রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি] আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করা অবস্থায় যার মৃত্যু হয়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি (আবদুল্লাহ্) বলি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٧١. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ فَقَالَ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ –

১৭১. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অবধারিতকারী দু'টি বিষয় কি? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জাহান্নামে যাবে।

١٧٢. وَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اَيُّوْبَ الْغَيْلاَنِىُّ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ لاَيُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ قَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ –

১৭২. আবূ আইয়্যুব গায়লানী সুলায়মান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ও হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্মুখে হাযির হবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও শরীক করে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

١٧٣. وَ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ –

১৭৩. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : .... পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

١٧٤. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْاَحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَتَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَشَّرَنِيْ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ -

১৭৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র).... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : জিব্রাঈল (আ) আমার কাছে এসে সুসংবাদ দিলেন যে, আপনার উম্মতের যে কেউ আল্লাহ্র সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করে ইন্তিকাল করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদিও সে যিনা করে এবং যদিও সে চুরি করে। তিনি বললেন : যদিও সে ব্যভিচার করে এবং যদিও সে চুরি করে।

١٧٥. حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ اَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا الْاَسْوَدِ الدِّيْلِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا ذَرٍّ حَدَّثَهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَاِذَا هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ اَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ عَلٰى رَغْمِ اَنْفِ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ فَخَرَجَ اَبُوْ ذَرٍّ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاِنْ رَغِمَ اَنْفُ اَبِيْ ذَرٍّ .

১৭৫. যুহায়র ইব্ন হারব ও আহমাদ ইব্ন খিরাশ (র).... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি নবী ﷺ-এর খিদমতে হাযির হলাম। সে সময় তিনি ঘুমাচ্ছিলেন এবং তাঁর গায়ের উপর একখানা সাদা চাদর ছিল। আবার এসে তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম। পরে আবার এসে দেখি, তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন। আমি তাঁর কাছে বসলাম। তিনি বললেন : যে কোন বান্দা 'لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ' (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই) বলবে এবং এ বিশ্বাসের উপর মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি আরয করলাম, যদি সে যিনা করে এবং চুরি করে তবুও ? রাসূল ﷺ বললেন : যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে। আমি আবার আরয করলাম, যদি সে যিনা করে এবং চুরি করে তবুও ? রাসূল ﷺ বললেন : যদিও সে যিনা করে এবং যদিও সে চুরি করে। এভাবে তিনবার। চতুর্থবারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদিও আবূ যারের নাক ধূলিমলিন হয় (অর্থাৎ আবূ যারের অপছন্দ হলেও) রাবী বলেন, আবূ যার (রা) এ কথা বলতে বলতে বের হলেন, وان رغم انف ابى ذرٍّ- (যদিও আবূ যার-এর নাক ধূলিমলিন হয়)।

٤١. بَابُ تَحْرِيْمُ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

৪১. পরিচ্ছেদ : যে কাফির ব্যক্তি 'لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ' বলল, তাকে হত্যা করা হারাম

١٧٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَ اللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنْ

الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ لَقِيْتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِى فَضَرَبَ اِحْدَى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاَذَمِنِّى بِشَجَرَةٍ فَقَالَ اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ اَفَاَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَعْدَ اَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقْتُلْهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِى ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ اَنْ قَطَعَهَا اَفَاَقْتُلُهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقْتُلْهُ فَاِنْ قَتَلْتَهُ فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ وَ اِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِىْ قَالَ.

১৭৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ (র).... মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন, যদি আমি কোন কাফিরের সম্মুখীন হই এবং সে আমার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়, তার তলোয়ার দ্বারা আমার একটি হাত উড়িয়ে দেয়, এরপর কোন গাছের আড়ালে গিয়ে বলে 'আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম' তা হলে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ কথা বলার পরও আমি কি তাকে কতল করতে পারি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে হত্যা করো না। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে আমার একটি হাত কেটে ফেলে এ কথা বলেছে, তবুও কি আমি তাকে হত্যা করব না ? তিনি বললেন : না, হত্যা করতে পারবে না। যদি তুমি তাকে হত্যা কর (তবে) এ হত্যার পূর্বে তোমার যে অবস্থান ছিল, সে ব্যক্তি সে স্থানে পৌছবে এবং কালেমা পড়ার আগে সে ব্যক্তি যে অবস্থানে ছিল তুমি সে স্থানে পৌছবে।

١٧٧. وَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيْجٍ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَمَّا الْاَوْزَاعِىُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ فَفِىْ حَدِيْثِهِمَا قَالَ اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ فِىْ حَدِيْثِهِ وَ اَمَّا مَعْمَرٌ فَفِىْ حَدِيْثِهِ فَلَمَّا اَهْوَيْتُ لاَقْتُلَهُ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

১৭৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, আবদ ইব্ন হুমায়দ, ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).... যুহরী (র) থেকে এ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে আওযাঈ ও ইব্ন জুরায়জ তাদের হাদীসে বলেন, সে লোকটি বলেছিল, "আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম", যেমন পূর্বোক্ত হাদীসে লায়স বর্ণনা করেছেন। আর মা'মার বর্ণিত হাদীসে 'যখন তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হলাম, তখন সে لا اله الا الله বলল", কথাটির উল্লেখ আছে।

١٧٨. وَ حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِىُّ ثُمَّ الْجُنْدُعِىُّ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَدِىِّ بْنِ الْخِيَارِ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرِو ابْنَ الْاَسْوَدِ الْكِنْدِىَّ وَ كَانَ حَلِيْفًا لِبَنِىْ زُهْرَةَ وَ كَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ لَقِيْتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ .

১৭৮. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).... মিকদাদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আসওয়াদ আল্‌-কিন্দী (রা) যিনি বনী যুহরার মিত্র এবং বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে হাযির ছিলেন, তাঁর থেকে বর্ণিত। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি (যুদ্ধের ময়দানে) কোন কাফিরের সম্মুখীন হই। বাকি অংশ লায়স বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

١٧٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ ظَبْيَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَهٰذَا حَدِيْثُ ابْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَاَدْرَكْتُ رَجُلاً فَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ مِنْ ذَالِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَقَتَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ قَالَ اَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهٖ حَتّٰى تَعْلَمَ اَقَالَهَا اَمْ لاَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنِّىْ اَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ وَاَنَا وَاللّٰهِ لاَ اَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتّٰى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِىْ اُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّه لِلّٰهِ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ قَاتَلْنَا حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةً وَاَنْتَ وَاَصْحَابُكَ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تُقَاتِلُوْا حَتّٰى تَكُوْنَ فِتْنَةٌ –

১৭৯. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এক সেনাভিযানে পাঠালেন। আমরা অতি প্রত্যুষে জুহায়না গোত্রের হুরাকা শাখার উপর হামলা করলাম। যুদ্ধে আমি এক ব্যক্তিকে মুখোমুখি পেয়ে গেলাম। সে لا اله الا الله বলে উঠল। আমি তাকে বর্শা দ্বারা আঘাত হানলাম। এতে আমার অন্তরে খটকা সৃষ্টি হলো। পরে আমি নবী ﷺ-এর খিদমতে ঘটনাটি উল্লেখ করি। তিনি বললেন : সে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলেছিল, আর তুমি তাকে হত্যা করে ফেললে ? আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো এ কথা আমার অস্ত্রের ভয়ে বলেছিল। তিনি বললেন : তুমি কি তার অন্তর ফেঁড়ে দেখেছ, যাতে তুমি জানতে পারলে যে, সে এ কথাটি ভয়ে বলেছিল ? তিনি বারবার এ কথাটির পুনরাবৃত্তি করছিলেন। ফলে আমার মনে হচ্ছিল যে, আজই যদি আমি ইসলাম কবূল করতাম! সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি কোন মুসলমানকে হত্যা করব না, যতক্ষণ না 'যুল বুতায়ন' (ভুঁড়িওয়ালা) উসামা তাকে হত্যা করে। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি আরয করল, আল্লাহ্ কি ইরশাদ করেন নি: وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰه "তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, যতক্ষণ পর্যন্ত ফিত্‌না বিদূরীত না হয় এবং দীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিষ্ঠিত না হয়"। (সূরা বাকারা : ১৯৩) সা'দ বললেন, আমরা তো কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, যাতে ফিত্‌না দূর হয়। আর তুমি ও তোমার সঙ্গীরা (খারিজী সম্প্রদায়) তো এজন্যই লড়ছ, যাতে ফিত্‌না সৃষ্টি হয়।

١٨٠. حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِبْنِ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ

فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشَّيْنَاهُ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِيْ يَا أُسَامَةُ اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا قَالَ فَقَالَ اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّيْ لَمْ اَكُنْ اَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ .

১৮০. ইয়াকূব আল্-দাওরাকী (র).... উসামা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুহায়না গোত্রের হুরাকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের পাঠালেন। আমরা অতি প্রত্যুষে সে সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করলাম এবং আমরা তাদের পরাজিত করলাম। আমি এবং একজন আনসার এক ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করলাম। আমরা যখন তাকে ঘিরে ফেললাম, তখন সে لا اله الا الله বলল, আনসার তার মুখে কালেমা শুনে নিবৃত্ত হলেন। কিন্তু আমি তাকে বল্লম দ্বারা এমন আঘাত করলাম যে, তাকে মেরেই ফেললাম। আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলে নবী (সা)-এর কাছে এ খবরটি পৌঁছলো। তিনি আমাকে ডেকে বললেন : হে উসামা ! তুমি কি তাকে لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলার পরেও হত্যা করে ফেলেছ ? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে ব্যক্তিতো আত্মরক্ষার জন্য এ কথা বলেছিল। রাসূল ﷺ আবার বললেন : তুমি কি তাকে لا اله الا الله বলার পরে হত্যা করেছ ? এভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বার বার আমার প্রতি একথা বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আমার মনে এ আকাঙ্ক্ষা উদয় হলো যে, হায়, যদি আজকের দিনের আগে আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম!

١٨١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ اَنَّ خَالِدًا الْأَثْبَجَ ابْنَ اَخِيْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ حَدَّثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ اَنَّهُ حَدَّثَ اَنَّ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيَّ بَعَثَ اِلٰى عَسْعَسِ بْنِ سَلاَمَةَ زَمَنَ فِتْنَةِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ اجْمَعْ لِيْ نَفَرًا مِنْ اِخْوَانِكَ حَتَّى اُحَدِّثَهُمْ فَبَعَثَ رَسُوْلاً اِلَيْهِمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا جَاءَ جُنْدَبٌ وَ عَلَيْهِ بُرْنُسٌ اَصْفَرُ فَقَالَ تَحَدَّثُوْا بِمَا كُنْتُمْ تَحَدَّثُوْنَ بِهِ حَتَّى دَارَ الْحَدِيْثُ فَلَمَّا دَارَ الْحَدِيْثُ اِلَيْهِ حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ اِنِّيْ اَتَيْتُكُمْ وَلاَ اُرِيْدُ اَنْ اُخْبِرَكُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاِنَّهُمُ الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِذَا شَاءَ اَنْ يَقْصِدَ اِلٰى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ وَاِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ قَالَ وَكُنَّا نُحَدَّثُ اَنَّهُ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَتَلَهُ فَجَاءَ الْبَشِيْرُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ حَتَّى اَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ وَقَتَلَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَ سَمَّى لَهُ نَفَرًا وَاِنِّيْ حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَاَى السَّيْفَ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقَتَلْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ

اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْتَغْفِرْلِى قَالَ وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَجَعَلَ لاَيَزِيْدُهُ عَلٰى اَنْ يَقُوْلَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৮১. আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন খিরাশ (র).... জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাজালী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের ফিত্‌নার যুগে আস'আস ইব্‌ন সালামাকে বলে পাঠালেন যে, তুমি তোমার ভাইদের একটি দলকে আমার জন্য একত্র করবে, আমি তাদের সাথে কথা বলব। আস'আস তাদের কাছে লোক পাঠালেন। তারা যখন সমবেত হলো, জুনদুব তখন হলুদ বর্ণের বুরনুস (এক ধরনের টুপিযুক্ত জামা) পরে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, তোমরা আগের মত কথাবার্তা বলতে থাক। সুতরাং তারা চক্রাকারে কথা বলতে থাকল। অবশেষে যখন তার পালা আসল, তিনি বুরনুস মাথা থেকে নামিয়ে ফেললেন। বললেন, আমি তোমাদের কাছে যখন এসেছি তখন আমি তোমাদের কাছে নবী করীম ﷺ-এর কোন হাদীস বর্ণনা করতে চাইনি, কিন্তু এখন শোন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসলমানদের একটি বাহিনী মুশরিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পাঠালেন। উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হল। মুশরিক বাহিনীতে এক ব্যক্তি ছিল। সে যখনই কোন মুসলিমকে হামলা করতে ইচ্ছা করত, সে তাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং শহীদ করে ফেলত। একজন মুসলিম তার অসতর্ক মুহূর্তের অপেক্ষা করতে লাগলেন। জুনদুব বললেন, আমাদের বলা হলো যে, সে ব্যক্তি ছিল উসামা ইব্‌ন যায়দ। তিনি যখন তার উপর তলোয়ার উত্তোলন করলেন তখন সে বলল, لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ; তবুও উসামা (রা) তাকে হত্যা করলেন। দূত যুদ্ধে জয়লাভের সুসংবাদ নিয়ে নবী ﷺ-এর খিদমতে হাযির হল। তিনি তার কাছে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। সে সব ঘটনাই বর্ণনা করল, এমনকি সেই ব্যক্তির ঘটনাটিও বলল যে, তিনি কি করেছিলেন। নবী ﷺ উসামাকে ডেকে পাঠালেন এবং প্রশ্ন করলেন, তুমি তাকে হত্যা করলে কেন ? উসামা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! সে অনেক মুসলিমকে ঘায়েল করেছে এবং অমুক অমুককে শহীদ করে দিয়েছে। এ বলে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন। আমি যখন তাকে আক্রমণ করলাম এবং সে তলোয়ার দেখল, অমনি لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি তাকে মেরে ফেললে ? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। রাসূল ﷺ বললেন : কিয়ামত দিবসে যখন لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলে উপস্থিত হবে, তখন তুমি কি করবে ? তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। রাসূল ﷺ বললেন : কিয়ামত দিবসে যখন لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (কালেমা) উপস্থিত হবে, তখন তুমি কি করবে ? তারপর তিনি কেবল এ কথাই বলছিলেন : কিয়ামতের দিন যখন لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (কালেমা) উপস্থিত হবে, তখন তুমি কি করবে ? তিনি এর অতিরিক্ত কিছু বলেন নি।

٤٢. بَابُ قَوْلُ النَّبِىِّ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا

৪২. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর উক্তি : "যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়"

١٨٢. حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

১৮২. যুহায়র ইব্ন হারব, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

١٨٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا .

১৮৩. আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র).... সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার কোষমুক্ত করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

١٨٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِىُّ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

১৮৪. আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাররাদ আল্-আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব (র).... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

٤٣. بَابُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

৪৩. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ-এর উক্তি : "যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দিবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়"

١٨٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ حَازِمٍ كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

১৮৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ এবং আবুল আহ্ওয়াস মুহাম্মদ ইব্ন হাইয়ান (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় আর যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দিবে, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।

١٨٦. وَحَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَإِبْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرَ قَالَ ابْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ اَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى صُبْرَةِ

طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي .

১৮৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়্যূব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্‌র (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্তূপীকৃত খাদ্যশস্যের পাশ দিয়া যাচ্ছিলেন। তখন তিনি স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকালেন। তাঁর আঙুলগুলো আর্দ্রতা স্পর্শ করে। তিনি বললেন : হে খাদ্যশস্যের মালিক! এটা কি ? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এতে বৃষ্টি পড়েছিল। রাসূল ﷺ বললেন : কেন তুমি ভিজা অংশ খাদ্যশস্যের উপরে রাখনি, যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়। যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।

٤٤ . بَابُ تَحْرِيْمُ ضَرْبِ الْخُدُوْدِ وَشَقِّ الْجُيُوْبِ وَ الدُّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

৪৪. পরিচ্ছেদ : (মৃতের শোকে) গাল চাপড়ানো, জামা ছিঁড়ে ফেলা এবং জাহিলী যুগের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করা হারাম

١٨٧ . حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعَاوِيَةَ وَوَكِيْعُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيْعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ أَوْ شَقَّ الْجُيُوْبَ أَوْدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ هٰذَا حَدِيْثُ يَحْيٰى وَاَمَّا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ بَكْرٍ فَقَالاَ وَشَقَّ وَدَعَا بِغَيْرِ اَلِفٍ .

১৮৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা এবং ইব্ন নুমায়র (র).... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (মৃতের জন্য) গাল চাপড়াবে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলবে অথবা জাহিলী যুগের মত বিলাপ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। ইব্ন নুমায়র ও আবূ বক্‌র أوشق ودعا-এর স্থলে وشق ودعا বর্ণনা করেছেন।

١٨٨ . وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالاَ وَشَقَّ وَدَعَا .

১৮৮. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম এবং আলী ইব্ন খাশরাম (র) .... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা وَشَقَّ وَدَعَا বর্ণনা করেছেন।

١٨٩ . حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى الْقَنْطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوْسٰى قَالَ وَجِعَ أَبُوْ مُوْسٰى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَ رَأْسُهُ فِي حُجْرِ إِمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ اَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَنَا بَرِيْئٌ مِمَّا بَرِيَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَرِيَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَ الْحَالِقَةِ وَ الشَّاقَّةِ .

১৮৯. আল্-হাকাম ইব্ন মূসা আল্ কানতারী (র).... আবূ বুরদা ইব্ন আবূ মূসা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা (রা) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাঁর মাথা তাঁর পরিবারের এক মহিলার কোলে ছিল। সে মহিলা চীৎকার করে উঠল। তিনি তাকে তা থেকে বাধা দিতে পারেন নি। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন বললেন, আমি তার থেকে সম্পর্কহীন, যার থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। যে ব্যক্তি (মৃতের শোকে) সজোরে রোদন করে, কেশ মুণ্ডন করে এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

١٩٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ وَ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى قَالاَ اُغْمِىَ عَلٰى اَبِىْ مُوْسٰى وَ اَقْبَلَتْ امْرَاَتُهُ اُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ تَصِيْحُ بِرَنَّةٍ قَالاَ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَلَمْ تَعْلَمِى وَ كَانَ يَحَدِّثُهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنَا بَرِىْءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَ سَلَقَ وَ خَرَقَ .

১৯০. আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও ইসহাক ইব্ন মানসূর (র).... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ও আবূ বুরদা ইব্ন আবূ মূসা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বেহুঁশ হয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রী উম্মে আবদুল্লাহ্ চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে আসলেন। তারা বলেন, অতঃপর তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন এবং বললেন, তুমি কি জান না ? তারপর তিনি তাঁকে এ হাদীস শোনান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি সে ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন যে ব্যক্তি মাথার কেশ মুণ্ডন করে, চীৎকার করে কান্নাকাটি করে এবং জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলে।

١٩١. حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُطِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عِيَاضٍ الْاَشْعَرِىِّ عَنِ امْرَاَةِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنِيْهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنِىْ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ عِيَاضٍ الْاَشْعَرِىْ قَالَ لَيْسَ مِنَّا وَ لَمْ يَقُلْ بَرِىْءٌ .

১৯১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী, হাজ্জাজ ইব্ন শাইর এবং হাসান ইব্ন আলী আল-হুলওয়ানী (র).... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী ইয়ায আল্-আশ'আরীর হাদীসে ليس منا (সে আমার দলভুক্ত নয়) কথাটি রয়েছে। তিনি برى (বিচ্ছিন্ন) শব্দটি বলেন নি।

٤٥. بَابُ بَيَانُ غَلَطِ تَحْرِيْمِ النَّمِيْمَةِ

৪৫. পরিচ্ছেদ : চোগলখুরী জঘন্যতম হারাম

١٩٢. حَدَّثَنِىْ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مَهْدِىٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْاَحْدَبُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَجُلاً يَنِمُّ الْحَدِيْثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ .

১৯২. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা আয্-যুবাঈ (র).... আবূ ওয়ায়ল (র)-এর থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা)-এর কাছে খবর পৌঁছল যে, এক ব্যক্তি চোগলখুরী করে বেড়ায়। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কোন চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

١٩٣. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَنْقُلُ الْحَدِيْثَ إِلَى الْأَمِيْرِ قَالَ فَكُنَّا جُلُوْسًا فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْقَوْمُ هٰذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيْثَ إِلَى الْأَمِيْرِ قَالَ فَجَاءَ حَتّٰى جَلَسَ اِلَيْنَا فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

১৯৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস্-সা'দী ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).... হাম্মাম ইব্‌ন হারীস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি সাধারণ লোকজনের কথাবার্তা শাসনকর্তার কাছে পৌঁছাত। একদা আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। উপবিষ্ট লোকেরা বলল, এই সে ব্যক্তি, যে লোকের কথাবার্তা শাসনকর্তার কাছে পৌঁছায়। রাবী বললেন, এরপর সে উপস্থিত হল এবং আমাদের পাশে বসে পড়ল। তখন হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কোন চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

١٩٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ ابْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِىُّ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ حُذَيْفَةَ فِى الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَيْنَا فَقِيْلَ لِحُذَيْفَةَ اِنَّ هٰذَا يَرْفَعُ اِلَى السُّلْطَانِ اَشْيَاءَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ اِرَادَةَ اَنْ يُسْمِعَهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

১৯৪. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা এবং মিনজাব ইব্‌ন হারিস তামীমী (র).... হাম্মাম ইব্‌ন হারিস (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমরা হুযায়ফা (রা)-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি হাযির হলো ও আমাদের সাথে বসে পড়ল। তখন হুযায়ফা (রা)-এর কাছে আরয করা হল, এ ব্যক্তি শাসকের কাছে নানা বিষয়ে খবরাখবর পৌঁছায়। হুযায়ফা (রা) তাকে শোনানোর উদ্দেশ্যে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

٤٦. بَابُ بَيَانُ غِلَظِ تَحْرِيْمِ اِسْبَالِ الْاِزَارِ وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ وَتَنْفِيْقِ السِّلْعَةِ بِالْحَلْفِ وَبَيَانُ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

৪৬. পরিচ্ছেদ : কাপড় টাখ্‌নুর নিচে নামিয়ে পরা, দান করে খোঁটা দেওয়া ও শপথের মাধ্যমে মালামাল বেচাকেনা করা হারাম এবং সে তিন ব্যক্তির বর্ণনা, যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, রহমতের নযরে তাকাবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি

١٩٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِىْ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ .

১৯৫. আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র).... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : "তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।" রাবী বলেন, তিনি এটা তিনবার পাঠ করলেন। আবূ যার (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা কারা ? তিনি বললেন : এরা হচ্ছে—যে ব্যক্তি টাখ্নুর নিচে কাপড় পরে, যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয় এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে।

١٩٦. وَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنَ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ وَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَ حَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

১৯৬. আবূ বক্র ইব্ন খাল্লাদ আল্-বাহিলী (র).... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না। ১) খোঁটাদাতা—যে ব্যক্তি কিছু দান করেই খোঁটা দেয় ২) যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করে এবং ৩) যে ব্যক্তি টাখ্নুর নিচে ঝুলিয়ে ইযার পরিধান করে। বিশ্র ইব্ন খালিদ (রা).... শু'বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি সুলায়মানকে এ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদের (গুনাহ থেকে) পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١٩٧. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ .

১৯৭. আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের (গুনাহ থেকে) পবিত্র করবেন না। রাবী আবূ মুআবিয়া বলেন, তাদের প্রতি তাকাবেনও না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (এরা হলো) যিনাকারী বৃদ্ধ, মিথ্যাবাদী বাদশাহ ও অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি।

١٩٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَهٰذَا حَدِيْثُ أَبِىْ بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللّٰهِ لَاَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَيُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفٰى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ .

১৯৮. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদের (গুনাহ থেকে) পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (তারা হলো) সে ব্যক্তি, যে কোন প্রান্তরে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রাখে এবং মুসাফিরকে তা থেকে দেয় না, যে ব্যক্তি আসরের (নামাযের) পর কারো কাছে কোন পণ্য বিক্রি করে এবং আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে যে, সে এত দামে কিনেছে আর ক্রেতা তার কথায় বিশ্বাস করে অথচ শপথকারী সে মূল্যে উক্ত পণ্য খরিদ করেনি; যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে ইমামের কাছে বায়'আত করে এবং ইমাম যদি তার স্বার্থ পূর্ণ করে, তবে সে ওয়াফাদারী করে; আর যদি স্বার্থ পূর্ণ না করে, তাহলে সে ওয়াফাদারী করে না।

١٩٩. وَ حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِىْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ .

১৯৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব এবং সাঈদ ইব্‌ন আম্‌র আল-আশআসী (রা).... আ'মাশ (রা)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী জারীর বর্ণিত হাদীসে رَجُلُ سَاوَمَ رَجُلاً (যে ব্যক্তি তার পণ্যের ব্যাপারে অন্যের সাথে দামদস্তুর করে) কথাটির উল্লেখ আছে।

٢٠٠. وَ حَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ أُرَاهُ مَرْفُوْعًا قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ رَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلٰى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ وَبَاقِى حَدِيْثِهِ نَحْوُ حَدِيْثِ الْأَعْمَشِ.

২০০. আম্‌র আন্-নাকিদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আমার ধারণা মারফূ' সনদে [অর্থাৎ নবী ﷺ থেকে] বর্ণনা করেন যে, তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি রহমতের নযরে তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (তারা হলো) যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পর কোন মুসলমানের মালের উপর শপথ করে, তা আত্মসাৎ করে। হাদীসের বাকি অংশ আ'মাশের হাদীসের অনুরূপ।

٤٧. بَابٌ بَيَانُ غِلَظِ تَحْرِيْمِ قَتْلِ الْاِنْسَانِ نَفْسَهُ وَ أَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِى النَّارِ وَ أَنَّهُ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ

৪৭. পরিচ্ছেদ : আত্মহত্যা করা মহাপাপ, যে ব্যক্তি যে বস্তুদ্বারা আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামে সে বস্তু দ্বারা তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং মুসলিম ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না

٢٠١. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ

صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِهٖ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِيْ بَطْنِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ تَرَدّٰى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهٗ فَهُوَ يَتَرَدّٰى فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا .

২০১. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আল্‌-আশাজ্জ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন ধারাল অস্ত্রদ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে অস্ত্র তার হাতে থাকবে, জাহান্নামের মধ্যে সে অস্ত্র দ্বারা সে তার পেটে আঘাত করতে থাকবে, এভাবে সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে অবস্থান করে উক্ত বিষ পান করতে থাকবে, এভাবে সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি নিজকে পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি সর্বদা পাহাড় থেকে নিচে গড়িয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হতে থাকবে, এভাবে সে ব্যক্তি সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

٢٠٢. وَ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ ح وَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهٗ وَ فِيْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ .

২০২. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, সাঈদ ইব্‌ন আম্‌র আল্‌-আশ'আসী এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল্‌-হারিসী (র).... তাঁরা সবাই উপরোক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। শু'বার বর্ণনায় সুলায়মানের সূত্রে বর্ণিত আছে "আমি যাকওয়ানকে বলতে শুনেছি"।

٢٠٣. حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامِ بْنِ اَبِيْ سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ اَنَّ اَبَا قِلَابَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلٰى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيْ شَيْءٍ لَايَمْلِكُهُ .

২০৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).... সাবিত ইব্‌ন যাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (হুদায়বিয়া প্রান্তরে) বৃক্ষের নিচে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে বায়'আত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের উপর মিথ্যা শপথ করে, সে যেমন বলেছে তেমনই গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তুদ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামত দিবসে উক্ত বস্তুদ্বারা তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি এমন বস্তুর মানত করে যার মালিক সে নয়, তার মানত কার্যকরী নয়।

٢٠٤. وَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلٰى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهٖ وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهٖ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّٰهُ اِلاَّ قِلَّةً وَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ .

২০৪. আবূ গাস্সান আল্-মিসমাঈ (র).... সাবিত ইব্ন যাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : সে বস্তুর মানত কার্যকরী নয়, যার মালিক সে নয়। মু'মিনকে অভিসম্পাত করা তাকে হত্যা করার শামিল। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন বস্তুদ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামত দিবসে উক্ত বস্তুদ্বারা তাকে শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা দাবি করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য স্বল্পতাই বৃদ্ধি করবেন। আর যে ব্যক্তি বিচারকের সামনে মিথ্যা শপথ করবে (তার অবস্থাও মিথ্যা দাবিদারদের অনুরূপ হবে)।

٢٠٥. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْاَنْصَارِىِّ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِىِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الاِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عَذَّبَهُ اللّٰهُ بِهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ هٰذَا حَدِيْثُ سُفْيَانَ وَ اَمَّا شُعْبَةُ فَحَدِيْثُهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْاِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَ مَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২০৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, ইসহাক ইব্ন মানসূর, আবদুল ওয়ারিস ইব্ন আবদুস সামাদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র).... সাবিত ইব্ন যাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের নামে মিথ্যা শপথ করবে, সে যেরূপ বলেছে সেরূপ হবে। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তুদ্বারা আত্মহত্যা করবে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামে সে বস্তুদ্বারা শাস্তি দিবেন। এ হলো রাবী সুফিয়ানের বর্ণনা। আর রাবী শু'বার বর্ণনা হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের নামে মিথ্যা শপথ করবে, সে যেরূপ বলেছে সেরূপই হবে। যে ব্যক্তি কোন বস্তুদ্বারা নিজকে যবেহ্ করবে, কিয়ামত দিবসে উক্ত জিনিসদ্বারা তাকে যবেহ্ করা হবে।

٢٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُنَيْنًا فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يُدْعٰى بِالإِسْلاَمِ هٰذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيْدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ الَّذِىْ قُلْتَ لَهُ اَنِفًا إِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيْدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلٰى ذٰلِكَ اِذْ قِيْلَ اِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلٰكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيْدًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النَّبِىُّ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ

وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ اَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى فِى النَّاسِ اِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ .

২০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হুনায়নে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি মুসলিম গণ্য করা হবে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী। তারপর যুদ্ধ শুরু হলো, উক্ত লোকটি ভীষণভাবে যুদ্ধ করল, পরে সে ক্ষতবিক্ষত হলো। আরয করা হলো : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এইমাত্র যে ব্যক্তিকে জাহান্নামী বলেছেন, সে তো আজ খুব লড়েছে এবং মারা গিয়েছে। নবী ﷺ বললেন : সে জাহান্নামে গিয়েছে। এতে কিছুসংখ্যক মুসলিম প্রায় সন্দিহান হয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে খবর পাওয়া গেল যে, সে মরে নাই, কিন্তু ভীষণভাবে যখম হয়েছে। রাতের বেলায় সে ক্ষতের কষ্ট বরদাশ্‌ত করতে পারছিল না। তাই সে আত্মহত্যা করল। এ খবর নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন : আল্লাহু আকবার, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তাঁর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল। তারপর বিলালকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, মুসলিম ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পাপী বান্দা দ্বারাও এ দীনের (ইসলামের) শক্তি বাড়িয়ে দেন।

٢٠٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىُّ حَىٌّ مِنَ الْعَرَبِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْتَقَى هُوَ وَ الْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَلُوْا فَلَمَّا مَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْاٰخَرُوْنَ اِلٰى عَسْكَرِهِمْ وَفِىْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً اِلاَّ اَتْبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالُوْا مَا اَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ اَحَدٌ كَمَا اَجْزَأَ فُلاَنٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَنَا صَاحِبُهُ اَبَدًا قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَ اِذَا اَسْرَعَ اَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْاَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلٰى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِىْ ذَكَرْتَ اٰنِفًا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَاَعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ اَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِىْ طَلَبِهِ حَتّٰى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْاَرْضِ وَ ذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ .

২০৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).... সাহল ইব্‌ন সা'দ আস্-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও মুশরিকরা পরস্পর মুখোমুখি হলেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন তাঁর শিবিরে ফিরে আসলেন এবং অপরপক্ষও তাদের শিবিরে ফিরে গেল আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল যে সেদিন বীরত্বের সাথে লড়েছিল। কোন কাফিরকে দেখামাত্র সে তার পিছনে লেগে যেত এবং তরবারি দ্বারা খতম করে দিত। তখন লোকেরা তার বীরত্ব দেখে বলল, অমুক ব্যক্তি

আজ যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে, আমাদের কেউ তা পারেনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : মনে রেখ, সে ব্যক্তি জাহান্নামবাসী। উপস্থিত লোকদের একজন বলল, আমি সর্বক্ষণ তার সাথে থাকব। তারপর সে ব্যক্তি তার পিছনে থাকল। যেখানে সে থামত, সেও সেখানে থেমে যেত। যখন সে দ্রুতবেগে কোথাও যেত, সেও তার সাথে দ্রুতবেগে সেখানে গমন করত। শেষ পর্যন্ত সে ব্যক্তি মারাত্মকভাবে যখম হলো। তারপর ক্ষতের জ্বালার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে ত্বরায় মৃত্যু কামনা করল। সে তার তরবারি যমীনে রেখে এর অগ্রভাগ তার উভয় স্তনের মাঝামাঝি ঠেকিয়ে তার উপর ঝুঁকে পড়ল এবং নিজকে হত্যা করল। তাকে অনুসরণকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেল এবং সাক্ষ্য প্রদান করল, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তিনি বললেন : ব্যাপার কি ? সে বলল, আপনি একটু আগে যে ব্যক্তিকে জাহান্নামী বলেছিলেন এবং লোকেরা এতে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল; আমি বলেছিলাম, আমি তার সাথে থেকে তোমাদেরকে খবর পৌঁছাব। আমি অপেক্ষায় রইলাম। অবশেষে সে মারাত্মকভাবে আহত হলো এবং ত্বরায় মৃত্যুর জন্য নিজের তরবারি যমীনে রেখে এর অগ্রভাগ তার উভয় স্তনের মাঝামাঝি ঠেকিয়ে দিল। তারপর এর ওপর ঝুঁকে পড়ল এবং নিজেকে হত্যা করল। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : লোকের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি জান্নাতের কাজ করছে; অথচ সে জাহান্নামী হয়। আবার লোকের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি জাহান্নামের কাজ করছে; অথচ সে জান্নাতবাসী হয়।

٢٠٨. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَمَّا اٰذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَإِ الدَّمُ حَتّٰى مَاتَ قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِي وَاللّٰهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهٰذَا الْحَدِيْثِ جُنْدُبٌ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ .

২০৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).... শায়বান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি হাসান (রা)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের আগের যুগের এক ব্যক্তির ফোঁড়া হয়েছিল, ফোঁড়ার যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় সে তার তূণ থেকে একটি তীর বের করল। আর তা দিয়ে আঘাত করে ফোঁড়াটি চিরে ফেলল। তখন তা হতে সজোরে রক্তক্ষরণ শুরু হলো, অবশেষে সে মারা গেল। তোমাদের প্রতিপালক বলেন, আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। তারপর হাসান আপন হাত মসজিদের দিকে প্রসারিত করে বললেন, আল্লাহ্র কসম, জুনদুব (ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী) এ মসজিদেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

٢٠٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيُّ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِيْنَا وَمَا نَخْشٰى أَنْ يَكُوْنَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَاجٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২০৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বক্র আল-মুকাদ্দামী (র).... হাসান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী এ মসজিদে বসেই আমাদিগকে নসীহত করেছেন। তারপর আমরা তা ভুলে যাইনি। আর আমরা আশঙ্কা করি না যে, জুনদুব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্

ﷺ বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তির ফোঁড়া হয়েছিল.... তারপরের অংশ উপরের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٤٨. بَابٌ غِلَظِ تَحْرِيْمِ الْغُلُوْلِ وَاِنَّهُ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ الْمُؤْمِنُوْنَ

৪৮. পরিচ্ছেদ : গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা হারাম; ঈমানদার ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না

٢١٠. حَدَّثَنِى زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِى سِمَاكٌ الْحَنَفِىُّ اَبُوْ زُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ اَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا فُلاَنٌ شَهِيْدٌ وَفُلاَنٌ شَهِيْدٌ حَتّٰى مَرُّوْا عَلٰى رَجُلٍ فَقَالُوْا فُلاَنٌ شَهِيْدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلاَّ إِنِّى رَأَيْتُهُ فِىْ النَّارِ فِىْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا اَوْ عَبَاءَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاإِبْنَ الْخَطَّابِ إِذْهَبْ فَنَادِ فِى النَّاسِ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُوْنَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ اَلاَ إِنَّهُ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُوْنَ .

২১০. যুহায়র ইব্ন হারব (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেছেন, খায়বারের যুদ্ধ শেষে নবী ﷺ-এর একদল সাহাবী এসে বলতে লাগল, অমুক শহীদ, অমুক শহীদ। এভাবে কথাবার্তা চলছিল, অবশেষে এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে তাঁরা বললেন যে, সেও শহীদ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কখনই না। আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি, সেই চাদর বা জোব্বার কারণে (যা সে গনীমতের মাল থেকে আত্মসাৎ করেছিল)। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে খাত্তাবের পুত্র! যাও, লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, 'জান্নাতে কেবল মু'মিন ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে।' উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন, তারপর আমি বের হলাম এবং ঘোষণা করে দিলাম, "সাবধান ! শুধু মু'মিনরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

٢١١. حَدَّثَنِىْ أَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنِىْ وَهْبٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدُّؤَلِىِّ عَنْ سَالِمٍ أَبِىْ الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيْعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى إِبْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِى الْغَيْثِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ إِلٰى خَيْبَرَ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ وَرِقًا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِىْ وَمَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ يُدْعٰى رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ مِنْ بَنِى الضُّبَيْبِ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِىَ قَامَ عَبْدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِىَ بِسَهْمٍ فَكَانَ فِيْهِ حَتْفُهُ فَقُلْنَا هَنِيْئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلاَّ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا اَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ قَالَ فَفَزِعَ النَّاسُ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْشِرَاكَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاَ كَانَ مِنْ نَارٍ .

২১১. আবূ তাহির ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে খায়বার গমন করলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বিজয়ী করলেন। গনীমতের মধ্যে আমরা স্বর্ণ-রৌপ্য পাইনি; পেয়েছি আসবাবপত্র, খাদ্যশস্য ও কাপড়-চোপড়। তারপর আমরা সেখান থেকে একটি উপত্যকার দিকে রওয়ানা হলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর একটি গোলাম ছিল। জুযাম গোত্রের যুবায়ব শাখার রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ নামে এক ব্যক্তি তাঁকে গোলামটি উপহার দিয়েছিল। আমরা সে উপত্যকায় উপনীত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সে গোলামটি তাঁর হাওদা খুলতে লাগল। এ সময় তার গায়ে একটি তীর এসে লাগল এবং তার মৃত্যু ঘটল। আমরা বললাম, সে আল্লাহ্‌র রাসূল! তার শাহাদতের সৌভাগ্যের জন্য মুবারকবাদ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কখ্‌খনো নয়, সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, যে চাদরখানা খায়বার যুদ্ধের গনীমত বণ্টনের পূর্বেই সে নিয়ে গিয়েছিল, তা আগুন হয়ে তার উপর জ্বলতে থাকবে। রাবী বলেন, এতে লোকেরা ঘাবড়ে গেল। অতঃপর এক ব্যক্তি জুতার একটি কিংবা দু'টি ফিতা নিয়ে হাযির হলো। সে আরয করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! খায়বারের দিন আমি এটি পেয়েছিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : একটি আগুনের ফিতা; কিংবা বললেন : দু'টি আগুনের ফিতা।

٤٩. بَابُ اَلدَّلِيْلُ عَلٰى اَنَّ قَاتِلَ نَفْسِهٖ لاَ يَكْفُرُ

৪৯. পরিচ্ছেদ : আত্মহত্যাকারী কাফির হবে না তার প্রমাণ

٢١٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لَكَ فِيْ حِصْنٍ حَصِيْنٍ وَمَنَعَةٍ قَالَ حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَبَى ذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِيْ ذَخَرَ اللّٰهُ لِلاَنْصَارِ فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهٖ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتّٰى مَاتَ فَرَاٰهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِيْ مَنَامِهٖ فَرَاٰهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَاٰهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِيْ بِهِجْرَتِيْ إِلٰى نَبِيِّهٖ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَالِيْ اَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ قَالَ قِيْلَ لِيْ لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا اَفْسَدْتَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ .

২১২. আবূ বক্‌র ইব্‌ন শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তুফায়ল ইবন আমর দাওসী (রা) নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে হাযির হলেন এবং আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনার কি একটি মযবূত দুর্গ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রয়োজন আছে ? রাবী বলেন, দাওস গোত্রের জাহিলিয়্যাহ যুগের একটি দুর্গ ছিল (তিনি সেদিকে ইঙ্গিত করেন)। নবী ﷺ তা কবূল করলেন না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের জন্য এ সৌভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। যখন নবী ﷺ মদীনায় হিজরত করলেন, তখন তুফায়ল ইব্‌ন আম্‌র এবং তাঁর গোত্রের একজন লোকও তাঁর সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেন। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হয়নি। তুফায়ল ইব্‌ন আ'মর (রা)-এর সাথে আগত লোকটি অসুস্থ হয়ে

পড়ল। রোগযন্ত্রণা বরদাশ্ত করতে না পেরে সে তীর নিয়ে তার হাতের আঙুলগুলো কেটে ফেলল। এতে উভয় হাত থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকে। অবশেষে সে মারা যায়। তুফায়ল ইব্ন আমর দাওসী (রা) স্বপ্নে তাকে ভাল অবস্থায় দেখতে পেলেন, কিন্তু তিনি তার উভয় হাত আবৃত দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার রব তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? সে বলল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-এর কাছে হিজরত করার কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুফায়ল (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে যে, আমি তোমার হাত দু'টি আবৃত দেখছি? সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে যে, আমি তা দুরস্ত করব না, তুমি স্বেচ্ছায় যা নষ্ট করেছ। তুফায়ল (রা) নবী ﷺ-এর কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করলেন : ইয়া আল্লাহ্! আপনি তার হাত দু'টিকেও ক্ষমা করে দিন।

٥٠. بَابٌ فِى الرِّيْحِ الَّتِىْ تَكُوْنُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنْ فِى قَلْبِهٖ شَيْئٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ

৫০. পরিচ্ছেদ : কিয়ামতের পূর্বে এক বাতাস প্রবাহিত হবে, সামান্য ঈমানও যার অন্তরে আছে তার রূহ্ সে বাতাস কব্‌য করে নেবে

٢١٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُوْ عَلْقَمَةَ الْفَرْوِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ رِيْحًا مِنَ الْيَمَنِ اَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيْرِ فَلاَ تَدْعُ اَحَدًا فِىْ قَلْبِهِ قَالَ أَبُوْ عَلْقَمَةَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ وَ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ .

২১৩. আহ্মাদ ইব্ন আবদা আয-যাব্বী (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের আগে ইয়ামন থেকে এক বাতাস প্রবাহিত করবেন, যা হবে রেশম অপেক্ষাও নরম। যার অন্তরে শস্যদানা পরিমাণ ঈমান থাকবে, তার রূহ ঐ বাতাস কব্‌য করে নিয়ে যাবে। আবূ আলকামাহ مِثْقَالَ حَبَّةٍ বলেছেন এবং রাবী আবদুল আযীয (র) তাঁর বর্ণনায় مِثْقَالَ حَبَّةٍ স্থলে مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (অণু পরিমাণ) উল্লেখ করেছেন।

٥١. بَابُ اَلْحَثُّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالْاَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ

৫১. অনুচ্ছেদ : ফিত্না প্রকাশের পূর্বেই নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহ দান

٢١٤. حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ أَخْبَرَنِىْ الْعَلاَءُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا أَوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا .

২১৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্‌র (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : অন্ধকার রাতের মত ফিত্না আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি

অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মু'মিন হলে, বিকালে কাফির হয়ে যাবে। বিকালে মু'মিন হলে, সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দীন বিক্রি করে দেবে।

٥٢. بَابُ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ اَنْ يَّحْبَطَ عَمَلُهُ

৫২. পরিচ্ছেদ : আমল বিনষ্ট হওয়া সম্পর্কে মু'মিনের আশঙ্কা

٢١٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ جَلَسَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِيْ بَيْتِهٖ وَقَالَ اَنَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا اَبَا عَمْرٍو مَاشَانُ ثَابِتٍ اَشْتَكٰى قَالَ سَعْدٌ اِنَّهُ لَجَارِيْ وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوٰى قَالَ فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَلَهُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ثَابِتُ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّيْ مِنْ اَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَنَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلْ هُوَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ .

২১৫. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আয়াত নাযিল হলো : (অর্থ) "হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠের উপর নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করবে না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবে না; এতে তোমাদের আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে; অথচ তোমরা টেরও পাবে না।" (সূরা হুজুরাত : ২) (উপরোক্ত আয়াত নাযিল হলে) সাবিত (রা) নিজের ঘরে বসে গেলেন এবং বলতে লাগলেন : আমি একজন জাহান্নামী। এরপর থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সা'দ ইব্‌ন মু'আযকে সাবিত (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন : হে আবূ আম্‌র, সাবিতের কি হলো ? সা'দ (রা) বললেন, সে তো আমার প্রতিবেশী, তার কোন অসুখ হয়েছে বলে তো জানি না। আনাস (রা) বলেন, পরে সা'দ (রা) সাবিতের কাছে গেলেন এবং তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বক্তব্য উল্লেখ করলেন। সাবিত (রা) বললেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আর তোমরা জান, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর আমার কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে উঁচু হয়ে যায়। সুতরাং আমি তো জাহান্নামী। সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে সাবিতের কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন : না, বরং সে তো জান্নাতী।

٢١٦. حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُبْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيْبَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ بِنَحْوِ حَدِيْثِ حَمَّادٍ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِهٖ ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَحَدَّثَنِيْهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لاَ تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَبْنَ مُعَاذٍ فِي الْحَدِيْثِ .

২১৬. কাতান ইব্‌ন নুসায়র (র).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস ছিলেন আনসারদের খতীব। যখন আয়াত নাযিল হল : (অর্থ) "তোমরা নবীর কণ্ঠের উপর নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করো না।" বাকি অংশ হাম্মাদ বর্ণিত উল্লেখিত রিওয়ায়াতের অনুরূপ। তবে এ রিওয়ায়াতে সা'দ ইব্‌ন মু'আয-এর উল্লেখ নাই। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সাখ্‌র আদ্-দারিমী (র).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন এ আয়াত নাযিল হল : (অর্থ) "তোমরা নবীর কণ্ঠের উপর নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করো না।" এ বর্ণনায় সা'দ ইব্‌ন মু'আয-এর উল্লেখ নাই।

٢١٧. وَ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ الْأَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يَذْكُرُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْأٰيَةُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَزَادَ فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِيْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

২১৭. হুরায়ম ইব্‌ন আবদুল আ'লা আল-আসাদী (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যখন আয়াত নাযিল হলো....। এতেও সা'দ ইব্‌ন মু'আযের উল্লেখ নাই। তবে শেষে আছে, আমরা তাঁকে ভাবতাম, একজন জান্নাতী লোক আমাদের মাঝে বিচরণ করছেন।

٥٣. بَابٌ هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ

৫৩. পরিচ্ছেদ : জাহিলী অবস্থার আমলেরও কি শাস্তি হবে

٢١٨. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ أُنَاسٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِى الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ.

২১৮. 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছুসংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, জাহিলী যুগে আমরা যা করেছি, তার জন্যও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে ? তিনি বললেন : ইসলাম অবস্থায় যে ব্যক্তি ভাল করবে, তার জন্য জাহিলী যুগের আমলের জন্য পাকড়াও হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরও মন্দ করবে, তাকে জাহিলী ও ইসলাম উভয় যুগের আমলের জন্য পাকড়াও করা হবে।

٢١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ وَ وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِى الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِى الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْاٰخِرِ .

২১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা জাহিলী যুগে যা করেছি, তার জন্যও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে ? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি ইসলাম অবস্থায় ভাল

করবে, জাহিলী যুগে সে যা করেছে, তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। আর ইসলাম গ্রহণের পর যে মন্দ করে, তাকে প্রথম ও শেষ, সব আমলের জন্য পাকড়াও করা হবে।

٢٢. حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

২২০. মিনজাব ইব্ন হারিস আত্-তামীমী (র).... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٤. بَابُ كَوْنُ الاِسْلاَمِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا الْهِجْرَةُ وَالْحَجُّ

৫৪. পরিচ্ছেদ : ইসলাম গ্রহণ, হিজরত ও হজ্জ দ্বারা পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়

٢٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَأَبُوْ مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِى عَاصِمٍ وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِى أَبَا عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ أَبِى حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ شُمَاسَةَ الْمُهْرِىِّ قَالَ حَضَرْنَا عَمْرَوبْنَ الْعَاصِ وَهُوَفِى سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكٰى طَوِيْلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُوْلُ يَا أَبَتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَذَا أَمَا بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَذَا قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ إِنِّى قَدْكُنْتُ عَلٰى أَطْبَاقٍ ثَلاَثٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنِّى وَلاَ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَكُوْنَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ فَلَوْمُتُّ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللّٰهُ الإِسْلاَمَ فِى قَلْبِى أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلأُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِى قَالَ مَالَكَ يَا عَمْرُو قَالَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ بِمَاذَا قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِىْ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ أَجَلَّ فِىْ عَيْنِىْ مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيْقُ اَنْ اَمْلأَ عَيْنَىَّ مِنْهُ إِجْلاَلاً لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ اَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّى لَمْ اَكُنْ أَمْلأُ عَيْنَىَّ مِنْهُ وَلَوْمُتُّ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ اَكُوْنَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلِيْنَا أَشْيَاءَ مَا اَدْرِىْ مَا حَالِىْ فِيْهَا فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلاَ تَصْحَبْنِى نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُوْنِى فَشُنُّوْا عَلَىَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِىْ قَدْرَمَا تُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتّٰى اَسْتَانِسَ بِكُمْ وَاَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّىْ .

২২১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না আল্-আনাযী, আবূ মা'আন আল্-রাকাশী ও ইসহাক ইব্ন মানসূর (র).... ইব্ন শুমাসা আল্-মাহরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা আম্র ইব্ন 'আস্ (রা)-এর মুমূর্ষ অবস্থায় তাঁকে দেখতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করে অনেকক্ষণ কাঁদছিলেন। তাঁর পুত্র তাঁকে

[তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ প্রদত্ত বিভিন্ন সুসংবাদের উল্লেখপূর্বক] প্রবোধ দিচ্ছিলেন যে, আব্বা ! রাসূলুল্লাহ্ কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেন নাই? রাসূলুল্লাহ্ কি আপনাকে তমুক সুসংবাদ দেন নাই ? রাবী বলেন, তখন তিনি পুত্রের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, আমার সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" এর সাক্ষ্য দেয়া। আর আমি অতিক্রম করেছি আমার জীবনের তিনটি পর্যায়। এক সময় তো আমি এমন ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ -এর বিরুদ্ধাচরণে আমার চেয়ে কঠোরতর আর কেউই ছিল না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ -কে কব্জায় পেতাম আর হত্যা করতে পারতাম, এ ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় ভাবনা। যদি সে অবস্থায় আমার মৃত্যু হতো, তবে নিশ্চিত আমাকে জাহান্নামে যেতে হতো। এরপর আল্লাহ্ যখন আমার অন্তরে ইসলামের অনুরাগ সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানালাম যে, আপনার ডান হস্ত বাড়িয়ে দিন, আমি বায়'আত করতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, তখন আমি আমার হাত টেনে নিলাম। রাসূলুল্লাহ্ বললেন : আম্র, কি ব্যাপার ? বললাম, পূর্বে আমি শর্ত করে নিতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন : কি শর্ত করবে ? আমি উত্তর করলাম, আল্লাহ্ যেন আমার সব গুনাহ মাফ করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ বললেন : আম্র ! তুমি কি জান না যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়। হিজরত পূর্বেকৃত গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় এবং হজ্জও পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয় ? আম্র বলেন, এ পর্যায়ে আমার অন্তরে রাসূলুল্লাহ্ অপেক্ষা বেশি প্রিয় আর কেউ ছিল না। আমার চোখে তিনি অপেক্ষা মহান আর কেউ ছিল না। অপরিসীম শ্রদ্ধার কারণে আমি তাঁর প্রতি চোখভরে তাকাতেও পারতাম না। আজ যদি আমাকে তাঁর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা করতে বলা হয়, তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠবে না। কারণ চোখভরে আমি কখনোই তাঁর প্রতি তাকাতে পারি নাই। ঐ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হতো তবে অবশ্যই আমি জান্নাতী হওয়ার আশাবাদী থাকতাম। পরবর্তীকালে আমরা নানা বিষয়ের সাথে জড়িয়ে পড়েছি, তাই জানি না, এতে আমাব অবস্থান কোথায় ? সুতরাং আমি যখন মারা যাব, তখন যেন কোন বিলাপকারিণী অথবা আগুন যেন আমার জানাযার সাথে না থাকে। আমাকে যখন দাফন করবে তখন আমার উপর আস্তে আস্তে মাটি ফেলবে এবং দাফন সেরে একটি উট যবেহ করে তার গোশ্ত বণ্টন করতে যে সময় লাগে, ততক্ষণ আমার কবরের পাশে অবস্থান করবে। যেন তোমাদের উপস্থিতির কারণে আমি আতঙ্কমুক্ত অবস্থায় চিন্তা করতে পারি যে, আমার প্রতিপালকের দূতের কি জবাব দিব।

٢٢٢. حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ وَاللَّفْظُ لِاِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوْا فَأَكْثَرُوْا وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا ثُمَّ أَتَوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَالُوْ إِنَّ الَّذِيْ تَقُوْلُ وَتَدْعُوْا لَحَسَنٌ وَلَوْ تُخْبِرُنَا اَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ وَ الَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَيَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰالِكَ يَلْقَ اَثَامًا وَنَزَلَ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ .

২২২. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মূন ও ইব্রাহীম ইব্ন দীনার (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুশরিকদের কতিপয় লোক যারা ব্যাপকভাবে হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল, তারা মুহাম্মদ

ﷺ-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি যে দীনের প্রতি মানুষদের আহ্বান জানাচ্ছেন, এ তো অনেক উত্তম বিষয়। তবে আমাদের পূর্বকৃত গুনাহসমূহের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে আপনি যদি আমাদের নিশ্চিতভাবে কিছু অবহিত করতেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় : (অর্থ) "এবং যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না, আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না; যে এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে। (সূরা ফুরকান : ৬৮) আরো নাযিল হয় : (অর্থ) বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না।" (সূরা যুমার : ৫৩)

٥٥. بَابٌ بَيَانُ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ

৫৫. পরিচ্ছেদ : ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার কুফরী জীবনের নেককাজসমূহের প্রতিদান প্রসঙ্গে

٢٢٣. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اُمُوْرًا كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَلْ لِيْ فِيْهَا مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَا اَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ وَالتَّحَنُّثُ : اَلتَّعَبُّدُ .

২২৩. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).... হাকিম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, জাহিলী যুগে আমি যেসব বিষয়দ্বারা ইবাদত করতাম, আমি কি তার কোন প্রতিদান পাব ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্তর করলেন : তোমার পূর্বেকৃত সৎকর্মের ফলেই তুমি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছ। রাবী বলেন, হাদীসে উক্ত اَلتَّحَنُّثُ শব্দটির অর্থ التعبد। 'নির্জনে ইবাদত করা'।

٢٢٤. حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي يَعْقُوْبُ وَهُوَ اِبْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اُمُوْرًا كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ اَوْ عَتَاقَةٍ اَوْصِلَةِ رَحِمٍ اَفِيْهَا اَجْرٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَا اَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ .

২২৪. হাসান আল্-হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... হাকিম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সাদ্‌কা, দাসমুক্তি ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা ইত্যাদি যেসব কাজদ্বারা জাহিলী যুগে আমি ইবাদত করতাম, আমি কি তার কোন প্রতিদান পাব ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্তরে বললেন : তোমার পূর্বেকৃত সৎকর্মের ফলেই তুমি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছ।

٢٢٥. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَشْيَاءَ كُنْتُ اَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

قَالَ هِشَامٌ يَعْنِى اَتَبَرَّرُ بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَا اَسْلَفْتَ لَكَ مِنَ الْخَيْرِ قُلْتُ فَوَ اللّٰهِ لاَ اَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِلاَّ فَعَلْتُ فِى الْاِسْلاَمِ مِثْلَهُ .

২২৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র).... হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিছু কিছু বিষয় যা আমি জাহিলী যুগে নেককাজ হিসাবে করতাম, আমি কি তার কোন প্রতিদান পাব ? তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেন : তোমার সেসব নেককাজের ফলেই তুমি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছ। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম ! জাহিলী যুগে যে সব নেককাজ আমি করেছি, ইসলামী যিন্দেগীতেও আমি তা করে যাব।

٢٢٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ اَعْتَقَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلٰى مِائَةِ بَعِيْرٍ ثُمَّ اَعْتَقَ فِى الْاِسْلاَمِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلٰى مِائَةِ بَعِيْرٍ ثُمَّ أَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ .

২২৬. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র).... উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) জাহিলী যুগে একশ' ক্রীতদাস আযাদ করেছিলেন, মাল বোঝাই একশ' উট দান করেছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তিনি একশ' ক্রীতদাস আযাদ করেন এবং মালামাল বোঝাই একশ' উট সাদ্কা করেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে এসে প্রশ্ন করেন। এরপর বর্ণনাকারী উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٦. بَابُ صِدْقِ الْاِيْمَانِ وَاِخْلاَصِهِ

৫৬. পরিচ্ছেদ : ঈমানে সততা ও নিষ্ঠা

٢٢٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَالِكَ عَلٰى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالُوْا أَيُّنَا لاَيَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّوْنَ إِنَّمَا هُوَكَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ يَا بُنَىَّ لاَتُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

২২৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) : "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই নিরাপত্তা তাদের জন্য, তারাই সৎপথপ্রাপ্ত" (সূরা আনআম : ৮২) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে বিষয়টি সাহাবীদের কাছে খুবই কঠিন মনে হল। তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের উপর আদৌ যুলুম করে নাই? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : তোমরা যা মনে করেছ বিষয়টি তা নয়, বরং লুকমান তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে যে যুলুমের কথা বলেছিলেন—"হে বৎস ! আল্লাহ্র সাথে কোন শরীক করো না, নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুলুম"। (সূরা লুকমান : ১৩)

٢٢٨. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيْسٰى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ ح وَ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ

إِدْرِيْسَ كُلُّهُم عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ قَالَ أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ ابْنُ إِدْرِيْسَ حَدَّثَنِيْهِ أَوَّلاً أَبِى عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الأَعْمَشِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْهُ .

২২৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, আলী ইব্‌ন খাশরাম, মিনজাব ইব্‌ন হারিস আত্-তামীমী এবং আবূ কুরায়ব (র) .... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। আবূ কুরায়ব (র) বলেন, ইব্‌ন ইদ্‌রীস (র) বলেছেন, প্রথমত আমার পিতা আমাকে আবান ইব্‌ন তাগলিব থেকে আ'মাশ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, পরবর্তীকালে আমি নিজেই আ'মাশ থেকে সরাসরি এ হাদীস শুনেছি।

٥٧. بَابُ بَيَانُ تَجَاوُزِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَنْ حَدِيْثِ النَّفْسِ وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ وَبَيَانُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى لَمْ يُكَلِّفْ إِلاَّ مَا يُطَاقُ وَبَيَانُ حُكْمِ الْهَمِّ بِالْحَسَنَةِ أَوْ بِالسَّيِّئَةِ

৫৭. পরিচ্ছেদ : মনের কল্পনা বা খট্‌কা আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করে দেন; যদি সে তাতে স্থির না হয়; মানুষের সামর্থ্যানুযায়ীই আল্লাহ্ তাকে দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং ভাল বা মন্দ কর্মের অভিপ্রায় প্রসঙ্গ

٢٢٩. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيْرُ وَأُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِىُّ وَ اللَّفْظُ لأُمَيَّةَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ، قَالَ فَاشْتَدَّ ذَالِكَ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوْا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوْا اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلِّفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيْقُ الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هٰذِهِ الاٰيَةُ وَلاَ نُطِيْقُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَقُوْلُوْا كَمَا قَالَ اَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ فَلَمَّا اقْتَرَاهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا اَلْسِنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ فِىْ إِثْرِهَا اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ، وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ فَلَمَّا فَعَلُوْا ذَالِكَ نَسَخَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : لاَيُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا قَالَ نَعَمْ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا قَالَ نَعَمْ رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ قَالَ نَعَمْ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ قَالَ نَعَمْ .

২২৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মিনহাল আয্-যারীর ও উমায়্যা ইব্‌ন বিসতাম আল-আয়শী (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) : "আসমান ও যমীনে যত কিছু আছে, সমস্ত আল্লাহ্‌রই। তোমাদের মনের অভ্যন্তরে যা আছে তা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব

গ্রহণ করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (সূরা বাকারা : ২৮৪)। এ আয়াত নাযিল হলে, বিষয়টি সাহাবীদের কাছে খুবই কঠিন মনে হল। তাই সবাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসলেন এবং হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! নামায, রোযা, জিহাদ, সাদ্কা প্রভৃতি যে সমস্ত আমল আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী ছিল, এ যাবত আমাদেরকে সেগুলোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এ বিষয়টি তো আমাদের ক্ষমতার বাইরে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আহলে কিতাব-ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানের মত তোমরাও কি এমন কথা বলবে যে, শুনলাম কিন্তু মানলাম না! বরং তোমরা বলো ; শুনলাম ও মানলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর তুমিই আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ নির্দেশ শুনে সাহাবা কিরাম বললেন, আমরা শুনেছি ও মেনেছি, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তুমিই আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল। রাবী বলেন, সাহাবীদের সকলে এ আয়াত পাঠ করলেন এবং বিনয়াপ্লুত হয়ে মনেপ্রাণে তা গ্রহণ করে নিলেন। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন : রাসূল, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তিনি ঈমান আনয়ন করেছেন এবং মু'মিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহ্তে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম! হে আমাদের রব ! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই আর তোমারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। (সূরা বাকারা : ২৮৪) যখন তাঁরা সর্বোতভাবে আনুগত্য জ্ঞাপন করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতের হুকুম রহিত করে নাযিল করলেন : "আল্লাহ্ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার জন্য সাধ্যাতীত। সে ভাল যা উপার্জন করে, তা তারই এবং মন্দ যা উপার্জন করে তাও তারই। হে আমাদের রব ! যদি আমরা বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করে ফেলি, তবে তুমি আমাদিগকে পাকড়াও করো না।" আল্লাহ বললেন : হ্যাঁ, তাই হবে। "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না।" আল্লাহ বললেন : হ্যাঁ, তাই হবে। "হে আমাদের রব ! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আল্লাহ বললেন : হ্যাঁ, তাই হবে। আরো ইরশাদ হলো, "আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদেরকে মাফ কর, রহম কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করো।" আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, মঞ্জুর করা হল।

٢٣٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِىْ بَكْرٍ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأٰخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اٰدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِى أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ قَالَ دَخَلَ قُلُوْبَهُمْ مِنْهَا شَىْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوْبَهُمْ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قُوْلُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا قَالَ فَأَلْقَى اللّٰهُ الْإِيْمَانَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَاكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلاَنَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ .

২৩০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, (মহান আল্লাহ্র বাণী) সূরা বাকারা : "তোমাদের মনে যা আছে, তা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব গ্রহণ করবেন।" (সূরা বাকারা : ২৮৪) আয়াতটি নাযিল হলে সাহাবীগণ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। আর কোন বিষয়ে তারা এমন উদ্বিগ্ন হননি। তখন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন : বরং তোমরা বল : শুনলাম, আনুগত্য স্বীকার করলাম এবং মেনে নিলাম। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের অন্তরে ঈমান ঢেলে দিলেন। তিনি নাযিল করলেন : আল্লাহ্ তা'আলা কারুর উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে ভাল যা উপার্জন করে, তা তারই, আর মন্দ যা উপার্জন করে, তাও তারই। হে আমাদের রব ! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করে ফেলি তবে আমাদের পাকড়াও করো না। আল্লাহ বললেন : আমি গ্রহণ করলাম। হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। আল্লাহ বললেন : আমি গ্রহণ করলাম। "আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের রব।" আল্লাহ বললেন : আমি তা করলাম।

٢٣١. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفى عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَالَمْ يَتَكَلَّمُوْا أَوْ يَعْمَلُوْا بِهِ .

২৩১. সাঈদ ইব্ন মানসূর, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্ন জুবায়দ আল-গুবারী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কথা বা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতের মনের কল্পনাগুলো মাফ করে দিয়েছেন।

٢٣٢. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَإِبْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ اَنْفُسُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ .

২৩২. আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব, আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা, ইবন মুসান্না ও ইবন বাশশার (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতের ক্ষেত্রে কথা বা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত তাদের মনের কল্পনাগুলো মাফ করে দিয়েছেন।

٢٣٣. وَ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَهِشَامٌ ح وَ حَدَّثَنِيْ إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

২৩৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ... ... কাতাদা (র) সূত্রেও হাদীসটি অনুরূপভাবে বর্ণিত আছে।

٥٨. بَابُ اِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وَاِذَا هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ لَمْ تُكْتَبْ

৫৮. পরিচ্ছেদ : বান্দার সুচিন্তাগুলো লিখা হয় কিন্তু কুচিন্তাগুলো লিখা হয় না

٢٣٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِاَبِى بَكْرٍ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِى بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا سَيِّئَةً وَاِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوْهَا حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا عَشْرًا .

২৩৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা (ফেরেশ্‌তাদেরকে) বলেছেন : আমার বান্দা কোন পাপকর্মের কথা ভাবলেই তা লিখবে না; বরং সে যদি তা কার্যে পরিণত করে, তবে একটি পাপ লিখবে। আর যদি সে কোন নেককাজের নিয়ত করে কিন্তু তা সে কার্যে পরিণত না করে, তাহলেও একটি সাওয়াব লিখবে, আর তা সম্পাদন করলে লিখবে দশটি সাওয়াব।

٢٣٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ وَهُوَا بْنُ جَعْفَرَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِى بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ اَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً .

২৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইয়্যূব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : আমার বান্দা যখন কোন সৎকর্মের সংকল্প গ্রহণ করে অথচ এখনও তা সম্পাদন করে নাই, তখন আমি তার জন্য একটি সাওয়াব লিখি; আর যদি তা সম্পাদন করে তবে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লিখি। পক্ষান্তরে যদি অসৎকর্মের ইচ্ছা করে অথচ এখনো সম্পাদন করে নাই, তবে এর জন্য কিছুই লিখি না। আর তা কার্যে পরিণত করলে একটিমাত্র পাপ লিখি।

٢٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِى بِأَن يَّعملَ حَسَنَةً فَأَنَا اَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَالَمْ يَعْمَلْ فَاِذَ عَمِلَهَا فَأَنَا اَكْتُبُهَا بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَّعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا اَغْفِرُهَا لَهُ مَالَمْ يَعْمَلْهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا اَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيْدُ اَنْ يَّعْمَلَ سَيِّئَةً وَهُوَ اَبْصَرُ بِهٖ فَقَالَ ارْقُبُوْهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهُ لَهُ بِمِثْلِهَا وَاِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا

تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللّٰهُ .

২৩৬. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : আমার বান্দা কোন নেক কাজ করবে বলে যদি মনে মনে ভাবে, তবে তা সম্পাদন করার পূর্বেই আমি তার জন্য একটি সাওয়াব লিখে দেই। পরে যদি তা সম্পাদন করে; তবে তার দশগুণ সাওয়াব লিখি। পক্ষান্তরে যদি কোন অসৎকাজ করবে বলে মনে মনে ভাবে, তবে তা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত মাফ করে দেই। কিন্তু তা সম্পাদন করলে তদনুরূপ একটি গুনাহ্ লিখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেন : ফেরেশ্তাগণ আবেদন জানায় : হে প্রতিপালক ! তোমার এই বান্দা, একটি পাপকর্মের ইচ্ছা করছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তো তার সম্যক দ্রষ্টা। তিনি উত্তর করেন, অপেক্ষা কর, যদি সম্পাদন করে ফেলে, তবে সে অনুপাতে লিখবে, আর যদি তা পরিত্যাগ করে, তবে সে স্থলে একটি সাওয়াব লিখে দিবে। কারণ আমার জন্যই সে তা পরিত্যাগ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেন : তোমাদের মধ্যে যে তার ইসলামে নিষ্ঠাবান হয়, তার কৃত প্রত্যেকটি নেককাজের বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে তার কৃত প্রত্যেকটি বদকাজ তার সমান লেখা হয়। (মৃত্যুর মাধ্যমে) আল্লাহ্র সাথে তার সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে।

٢٣٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْخَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ .

২৩৭. আবূ কুরায়ব (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি নেককাজের ইচ্ছা করে অথচ সম্পাদন করে নাই, তার জন্য একটি সাওয়াব লেখা হয়। আর যে ইচ্ছা করার পর তা সম্পাদন করে, তবে তার ক্ষেত্রে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করে আর তা না করে, তবে কোন গুনাহ্ লেখা হয় না; আর তা করলে (একটি) গুনাহ লেখা হয়।

٢٣٨. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْجَعْدِ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَالِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلٰى أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً .

২৩৮. শায়বান ইবন ফাররূখ (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হাদীসে কুদ্সীতে বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা সমুদয় সৎ ও অসৎকর্মের হিসাব লেখেন। এরপর তিনি এর ব্যাখ্যা করে বলেন : সুতরাং যে ব্যক্তি নেককাজের ইচ্ছা গ্রহণ করেছে অথচ তা সম্পাদন করে

নাই, আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব লিখে দেন। তারপর কাজে পরিণত করলে আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লিখে দেন। পক্ষান্তরে যদি কোন মন্দ কর্মের অভিপ্রায় করে এবং তা কাজে পরিণত না করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার বিনিময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব লিখে দেন। আর অভিপ্রায়ের পর তা সম্পাদন করে ফেললে তিনি একটিমাত্র গুনাহ লেখেন।

٢٣٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُبْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِىْ عُثْمَانَ فِىْ هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَزَادَ وَمَحَاهَا اللّٰهُ وَلاَ يَهْلِكُ عَلَى اللّٰهِ إِلاَّ هَالِكٌ.

২৩৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... জা'দ আবূ উসমান (র) থেকে উল্লেখিত সনদে আবদুল ওয়ারিস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে এ হাদীসের বর্ণনাকারী নিম্নের বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন : 'আল্লাহ্ উক্ত গুনাহ্ মাফ করে দেন'। আল্লাহ্র বিরুদ্ধে গিয়ে একমাত্র সে ধ্বংস হয়, যার ধ্বংস অনিবার্য।

٥٩. بَابُ بَيَانُ الْوَسْوَسَةِ فِى الْإِيْمَانِ وَمَا يَقُوْلُهُ مَنْ وَجَدَهَا

৫৯. পরিচ্ছেদ : ঈমান সম্পর্কে ওয়াস্ওয়াসার (সংশয়) সৃষ্টি হওয়া এবং কারো অন্তরে যদি তা সৃষ্টি হয় তবে সে কি বলবে

٢٤٠. حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَسَأَلُوْهُ إِنَّا نَجِدُ فِىْ أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ اَحَدُنَا اَنْ يَّتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ.

২৪০. যুহায়র ইব্ন হারব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী তাঁর সমীপে এসে বললেন, আমাদের অন্তরে এমন কিছু সংশয়ের উদয় হয়, যা আমাদের কেউ মুখে উচ্চারণ করতেও মারাত্মক মনে করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্তরে বললেন : সত্যই তোমাদের তা হয় ? তারা জবাব দিলেন, জ্বী, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটিই স্পষ্ট ঈমান (কারণ ঈমান আছে বলেই সে সম্পর্কে ওয়াস্ওয়াসা ও সংশয়কে মারাত্মক মনে করা হয়)।

٢٤١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُبْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِىْ رَوَّادٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْا الْجَوَّابِ عَنْ عَمَّارِبْنِ رُزَيْقٍ كِلاَهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

২৪১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার, মুহাম্মাদ ইব্ন আম্র ইব্ন জাবালা ইব্ন আবূ রাওয়াদ ও আবূ বকর ইব্ন ইসহাক (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٢. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنِ يَعْقُوْبَ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ عَثَّامٍ عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْوَسْوَسَةِ قَالَ تِلْكَ مَحْضُ الْإِيْمَانِ.

২৪২. ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকূব আস-সাফ্ফার (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ-কে ওয়াস্ওয়াসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন : তা প্রকৃত ঈমান।

٢٤٣. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لِهٰرُوْنَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ.

২৪৩. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ ও মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : মানুষের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। এক পর্যায়ে এমন প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয় যে, এ সৃষ্টি জগত তো আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, তা হলে কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যার অন্তরে এমন প্রশ্নের উদয় হয়, সে যেন বলে, "আমি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।"

٢٤٤. وَ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدِ الْمُؤَدِّبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَأْتِى الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَرُسُلِهِ .

২৪৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) .... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : শয়তান তোমাদের কাছে এসে বলে, আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন ? যমীন কে সৃষ্টি করেছেন ? উত্তরে সে বলে, আল্লাহ্। এরপর রাবী পূর্ব হাদীসটির অনুরূপ এ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি এর সাথে وَرُسُلِه (এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি) শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন।

٢٤٥. حَدَّثَنِى زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَعْقُوْبَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِيْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِى الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتّٰى يَقُوْلَ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَ ذَالِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ .

২৪৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব্ ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : শয়তান তোমাদের কারো কাছে আসে এবং বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে ? পরিশেষে এ প্রশ্নও করে, কে তোমার রবকে সৃষ্টি করেছে ? এই পর্যায়ে পৌঁছলে, সে যেন আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এ ধরনের ভাবনা থেকে বিরত হয়।

٢٤٦. وَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِى الْعَبْدَ الشَّيْطَانُ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ اَخِىْ ابْنِ شِهَابٍ.

২৪৬. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন লায়স (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : শয়তান আল্লাহ্‌র বান্দার কাছে আসে এবং কুমন্ত্রণা দিয়ে বলে; এটা কে সৃষ্টি করেছেন ? .... (বাকী অংশ) পূর্ববর্তী ইবন শিহাব-এর হাদীসের অনুরূপ।

٢٤٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَكُمْ عَنِ الْعِلْمِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهُ قَالَ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ قَدْ سَأَلَنِيْ اِثْنَانَ وَهٰذَا الثَّالِثُ اَوْ قَالَ سَأَلَنِيْ وَاحِدٌ وَهٰذَا الثَّانِيْ وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لاَيَزَالُ النَّاسُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ فِى الْإِسْنَادِ وَلٰكِنْ قَدْ قَالَ فِيْ اٰخِرِ الْحَدِيْثِ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ.

২৪৭. আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন আবদুস্ সামাদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : মানুষ তোমাদেরকে জ্ঞানের বিষয়ে কথা জিজ্ঞেস করবে, এক পর্যায়ে তারা এ কথাও জিজ্ঞেস করে বসবে যে, আল্লাহ্ তো আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন ? রাবী বলেন, তখন আবূ হুরায়রা (রা) এক ব্যক্তির হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ সত্যই বলেছেন। আমাকে দুই ব্যক্তি এ ধরনের প্রশ্ন করেছে, আর এ হলো তৃতীয়জন। বর্ণনাকারী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, আমাকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছে আর এ হলো দ্বিতীয়জন। যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইয়াকূব আদ্-দাওরাকী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মানুষ সর্বদা....। এরপর রাবী আবদুল ওয়ারিসের রিওয়ায়াতের মত বর্ণনা করেন। তিনি এই সনদে নবী করীম ﷺ-এর উল্লেখ করেন নি, তবে হাদীসটির শেষে ‘আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন’ কথাটি সংযুক্ত করেন।

٢٤٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الرُّوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَ هُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزَالُوْنَ يَسْأَلُوْنَكَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا هذَا اللّٰهُ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ قَالَ فَبَيْنَا اَنَا فِى الْمَسْجِدِ اِذْ جَاءَنِيْ نَاسٌ مِّنَ الْاَعْرَابِ فَقَالُوْا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ هٰذَا اللّٰهُ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ قَالَ فَاَخَذَ حَصًى بِكَفِّهٖ فَرَمَا هُمْ بِهٖ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا قُوْمُوْا صَدَقَ خَلِيْلِيْ .

২৪৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রূমী (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে একদিন বললেন : হে আবূ হুরায়রা! মানুষ তোমাকে প্রশ্ন করতে থাকবে। এমনকি এ প্রশ্নও করবে, আল্লাহ্ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন; তা হলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে ? আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, পরবর্তীকালে একদিন আমি মসজিদে (নববীতে) উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে কতিপয় বেদুঈন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, হে আবূ হুরায়রা ! এ তো আল্লাহ্ তা'আলা। তা হলে আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছে ? বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবূ হুরায়রা (রা) হাতে কিছু কংকর নিয়ে তাদের প্রতি তা নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, আমার বন্ধু [রাসূল ﷺ] সত্য কথাই বলে গিয়েছেন।

٢٤٩. حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيْرُبْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُبْنُ بُرْقَانَ قَالَ حَدَّثَنَا

يَزِيْدُ بْنُ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَسْأَلَنَّكُمُ النَّاسُ عَنْ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى يَقُوْلُوْا اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَمَنْ خَلَقَهُ .

২৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : অবশ্যই লোকেরা তোমাদিগকে সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে। এমনকি তারা বলবে, আল্লাহ্ তো সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে কে সৃষ্টি করেছে ?

٢٥٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ أُمَّتَكَ لاَيَزَالُوْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا كَذَا مَا كَذَا حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ .

২৫০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইব্ন যুরারা আল-হাযরামী (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : আপনার উম্মাত সর্বদা এটা কে সৃষ্টি করল, ওটা কে সৃষ্টি করল এ ধরনের প্রশ্ন করতে থাকবে। এমনকি এ প্রশ্নও জিজ্ঞেস করবে যে, সকল সৃষ্টিই আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে ?

٢٥١. وَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ ابْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ اَنَّ إِسْحٰقَ لَمْ يَذْكُرْ قَالَ اللّٰهُ إِنَّ أُمَّتَكَ .

২৫১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র).... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী থেকে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী ইসহাক তার রিওয়ায়াতে 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আপনার উম্মাত'—এ কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٦٠. بَابُ وَعِيْدُ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ

৬০. পরিচ্ছেদ : মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক তসরুপকারীর (বিনষ্টকারী) প্রতি জাহান্নামের হুমকি

٢٥٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرَ قَالَ ابْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ مَعْبَدِبْنِ كَعْبٍ السَّلَمِىِّ عَنْ اَخِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ .

২৫২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজ্র (র).... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক বিনষ্ট করে, তার

জন্য আল্লাহ্ জাহান্নাম অবধারিত করে রেখেছেন এবং জান্নাত হারাম করে রেখেছেন। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! অতি সামান্য বস্তু হলেও ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আরাক (বাবলাগাছের মত এক ধরনের কাঁটাযুক্ত) গাছের ডাল হলেও এ শাস্তি দেয়া হবে।

٢٥٣. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ جَمِيْعًا عَنْ أَبِيْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ كَعْبٍ اَنَّه سَمِعَ اَخَاهُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ يُحَدِّثُ اَنَّ اَبَا اُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

২৫৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র).... আবূ উমামা আল-হারিসী (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٥٤. وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِيَّ نَزَلَتْ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ اَرْضٌ بِالْيَمَنِ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَيَمِيْنُهُ قُلْتُ إِذَنْ يَحْلِفُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذَالِكَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَنَزَلَتْ : إِنَّ اَلَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

২৫৪. আবূ বক্র ইবন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র এবং ইসহাক ইবন ইবরাহীম আল-হানযালী (র).... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি তার উপর অর্পিত চূড়ান্ত কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের সম্পদ গ্রাস করে; অথচ সে মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্র সাথে তার সাক্ষাত ঘটবে এমন অবস্থায় যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন। রাবী বলেন, আশ্'আস ইব্ন কায়স সেখানে প্রবেশ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আবূ আবদুর রহমান (আবদুল্লাহ্) তোমাদেরকে কি বর্ণনা করলেন? তদুত্তরে সকলে উক্ত হাদীসটির কথা বললেন। তিনি বললেন, আবূ আবদুর রহমান সত্যই বর্ণনা করেছেন, ঘটনাটি আমাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল। ব্যাপার হলো, ইয়ামেনে জনৈক ব্যক্তির সাথে আমারও একখণ্ড ভূমি ছিল। এর মীমাংসা করার নিমিত্ত আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দাবির সপক্ষে তোমার কাছে কোন প্রমাণ আছে কি ? আমি বললাম, না। রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা হলে বিবাদীর কসম নেয়া হবে। আমি বললাম, এ ব্যক্তি তো কসম করবেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি তার উপর অর্পিত চূড়ান্ত কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের সম্পদ গ্রাস করে অথচ সে মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় তার সাক্ষাত ঘটবে যে, আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন। এরপর আয়াত নাযিল হয় : "যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে,

পরকালে তাদের কোন অংশ নাই। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" (সূরা আলে ইমরান : ৭৭)

٢٥٥. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً هُوَفِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ الْأَعْمَشِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ كَانَتْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُوْمَةٌ فِيْ بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ شَاهِدَاكَ اَوْ يَمِيْنُهُ .

২৫৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোন সম্পদ গ্রাস করে, এমন অবস্থায় আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার সাক্ষাত ঘটবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন। পরে বর্ণনাকারী আ'মাশ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি (ইয়ামেনের ভূমির স্থলে) বলেন, জনৈক ব্যক্তির সাথে আমার একটি কূপ নিয়ে বিরোধ ছিল। আমরা এর মীমাংসার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হই। তখন তিনি বললেন : তোমার দু'জন সাক্ষী লাগবে অথবা বিবাদী থেকে কসম নেয়া হবে।

٢٥٦. وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِيْ رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَعْيَنَ سَمِعَا شَقِيْقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ عَلٰى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهٖ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ : إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ .

২৫৬. ইব্ন আবূ উমর আল-মাক্কী (র)... ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সম্পদ গ্রাসের জন্য মিথ্যা কসম করবে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার সাক্ষাত ঘটবে এমন অবস্থায় যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রমাণ হিসাবে পাঠ করেন : "যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নাই। কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" (সূরা আলে ইমরান : ৭৭)

٢٥٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَاَبُوْ عَاصِمٍ الْحَنَفِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِّنْ كِنْدَةَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ هٰذَا قَدْ غَلَبَنِيْ عَلٰى اَرْضٍ لِيْ كَانَتْ لاَبِيْ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ اَرْضِيْ فِيْ يَدِيْ اَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لاَ قَالَ فَلَكَ يَمِيْنُهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ

لاَيُبَالِىْ عَلٰى مَاحَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَئٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَالِكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا اَدْبَرَ اَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلٰى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللّٰهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

২৫৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, হান্নাদ ইব্ন সারী এবং আবূ আসিম আল-হানাফী (র).... ওয়ায়ল (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ওয়ায়ল (রা) বলেন, হাযরামাউতের জনৈক ব্যক্তি কিন্দার এক ব্যক্তিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়। হাযরামাউতবাসী লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! এ ব্যক্তি আমার পৈতৃক ভূমি জবরদখল করে নিয়েছে। কিন্দী বলে উঠল, না, এতো আমারই সম্পত্তি এবং আমারই দখলে আছে। এতে আমি চাষাবাদ করি, এতে কারো কোন অধিকার নাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাযরামাউতবাসীকে বললেন : তোমার কি কোন সাক্ষী আছে ? সে উত্তর করল, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা হলে এ বিষয়ে বিবাদী কসম করবে। হাযরামাউতবাসী বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! এ তো অসৎ লোক, কসম করার বিষয়ে তার আদৌ পরোয়া নাই। আর সে কোন কিছুরই বাছবিচার করে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তার কাছ থেকে তোমার এটাই প্রাপ্য। এরপর হাযরামাউতবাসী শপথ করতে উদ্যোগ নিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেন : যদি সে (কিন্দী) অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রাস করার জন্য শপথ করে থাকে, তবে সে অবশ্যই আল্লাহ্র কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন অর্থাৎ তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।

٢٥٨. وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ اَبِى الْوَلِيْدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِىْ اَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هٰذَا انْتَزٰى عَلٰى اَرْضِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنِ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيْعَةُ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ بَيِّنَتُكَ قَالَ لَيْسَ لِىْ بَيِّنَةٌ قَالَ يَمِيْنُهُ قَالَ إِذَنْ يَذْهَبُ بِهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذٰلِكَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَطَعَ اَرْضًا ظَالِمًا لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ إِسْحٰقُ فِىْ رِوَايَتِهِ رَبِيْعَةُ بْنُ عَيْدَانَ .

২৫৮. যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র).... ওয়ায়ল ইব্ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে দু'ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে একটি ভূমি সম্পর্কে বিচার প্রার্থনা করে। তন্মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহ্ রাসূল ! জাহিলিয়্যাত যুগে এ ব্যক্তি আমার ভূমি জবরদখল করে নিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, বিচার প্রার্থনাকারী ছিল ইমরাউল কায়স ইব্ন আবিস আল-কিন্দী আর তার বিবাদী ছিল রাবীআ ইব্ন আবদান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার সাক্ষী পেশ কর। লোকটি বলল, আমার কোন সাক্ষী নাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা হলে বিবাদী থেকে কসম নেয়া হবে। লোকটি বলল, তবে তো সে (মিথ্যা কসম করে) সম্পত্তি গ্রাস করে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তার কাছ থেকে তোমার এতটুকুই প্রাপ্য। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বাদী যখন শপথ করার জন্য প্রস্তুত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পত্তি গ্রাস করবে, সে আল্লাহ্র কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে

যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন। রাবী ইসহাক তার বর্ণনায় عبدان এর স্থলে رَبِيْعَةُ بْنُ عَيْدَانَ উল্লেখ করেন।

٦١. بَابُ اَلدَّلِيْلُ عَلٰى أنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ فِىْ حَقِّهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِى النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

৬১. পরিচ্ছেদ : যুলুম করে কারো সম্পদ গ্রাস করতে চাইলে প্রতিরোধে যালিমকে হত্যা করা অন্যায় নয় এবং সে হবে জাহান্নামী; আর যে ব্যক্তি স্বীয় সম্পদ রক্ষায় নিহত হয়, সে শহীদ

٢٥٩. حَدَّثَنِى أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ اَخْذَ مَالِىْ قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ اَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِىْ قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ قَتَلَنِىْ قَالَ فَاَنْتَ شَهِيْدٌ قَالَ اَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِى النَّارِ .

২৫৯. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবন আলা (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি কেউ আমার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয়, তবে আমি কি করব ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তাকে তোমার সম্পদ নিতে দিবে না। লোকটি বলল, যদি সে আমার সাথে এ নিয়ে লড়াই করে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তার মুকাবিলায় লড়বে। লোকটি বলল, আপনার কি অভিমত যদি সে আমাকে হত্যা করে বসে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা হলে তুমি শহীদ বলে গণ্য হবে। লোকটি বলল, আপনি কি মনে করেন, যদি আমি তাকে হত্যা করি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে জাহান্নামী।

٢٦٠. حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ إِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ اَنَّ ثَابِتًا مَوْلٰى عُمَرَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوْا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

২৬০. আল্ হাসান ইব্ন আলী আল্-হুল্ওয়ানী, ইসহাক ইব্ন মানসূর ও মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র).... উমর ইব্ন আবদুর রহমানের আযাদকৃত গোলাম সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ও আমবাসা ইব্ন আবূ সুফয়ানের মধ্যে কিছু সম্পদ নিয়ে বিবাদ দেখা দেয়। আর তারা উভয়ে লড়াইয়ের জন্য উদ্যত হয়ে পড়ে। তখন খালিদ ইব্ন আস আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরের কাছে গেলেন এবং বোঝাতে চেষ্টা

করলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র বললেন, তুমি কি জান না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ? মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন উসমান নাওফালী (র).... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٢. بَابُ إِسْتِحْقَاقُ الْوَالِي الْغَاشُّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ

৬২. পরিচ্ছেদ : জনগণের সঙ্গে খিয়ানতকারী শাসক জাহান্নামের যোগ্য

٢٦١. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ قَالَ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّ لِيْ حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

২৬১. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র).... হাসান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মা'কিল ইবনে ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ তার সাক্ষাতে যান। মা'কিল তাকে বললেন, আজ তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শোনা এমন একটি হাদীস শুনাব যা আমি আরো বেঁচে থাকব বলে জানলে তা কিছুতেই শুনাতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দাকে জনগণের দায়িত্ব দিয়েছেন, সে যদি খেয়ানতকারীরূপে মারা যায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।

٢٦٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ عَلٰى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجِعٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّيْ مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا لَمْ اَكُنْ حَدَّثْتُكَهُ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ يَسْتَرْعِي اللَّهُ عَبْدًا رَعِيَّةً يَمُوْتُ حِيْنَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهَا اِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ قَالَ اَلاَّ كُنْتَ حَدَّثْتَنِيْ هٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثْتُكَ اَوْ لَمْ اَكُنْ لِاُحَدِّثَكَ .

২৬২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসারের অসুস্থ অবস্থায় উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ তার সাক্ষাতে গেলেন এবং তার অবস্থা জানতে চাইলেন। তখন মা'কিল (রা) বলেন, আজ তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব, যা আমি আগে তোমাকে বর্ণনা করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দাকে জনগণের শাসনভার প্রদান করেন, সে যদি তাদের সঙ্গে খেয়ানতকারীরূপে মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন। উবায়দুল্লাহ্ বললেন, আপনি আজকের আগে এ হাদীস আমাকে বর্ণনা করেন নি কেন ? তিনি বললেন, বর্ণনা করি নাই। অথবা বলেছেন, বর্ণনা করতে ইচ্ছুক ছিলাম না।'

٢٦٣. وَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ كُنَّا عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ نَعُوْدُهُ فَجَاءَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ اِنِّيْ سَأُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِهِمَا .

২৬৩. আল-কাসিম ইব্ন যাকারিয়্যা (র).... হাসান (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা মা'কিল ইব্ন ইয়াসার (রা)-এর অসুস্থতাকালে তাঁর কুশলাদি জানতে গিয়েছিলাম। ইত্যবসরে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ (রা) তথায় উপস্থিত হন। মা'কিল ইব্ন ইয়াসার (রা) তাকে বললেন, আজ তোমাকে একটি হাদীস শুনাব, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শ্রবণ করেছি....। পরে তিনি পূর্বোক্ত রাবীদ্বয়ের বর্ণিত হাদীসের অর্থের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٦٤. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ إِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا مُعَاذُبْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِىْ مَرَضِهٖ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّىْ مُحَدِّثُكَ بِحَدِيْثٍ لَوْلاَ اَنِّىْ فِى الْمَوْتِ لَمْ اُحَدِّثْكَ بِهٖ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ اَمِيْرٍ يَلِى اَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لاَيَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ .

২৬৪. আবূ গাস্সান আল-মিসমাঈ, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না এবং ইস্হাক ইব্ন ইবরাহীম (র)... আবুল মালীহ্ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, উবায়দুল্লাহ্ মাকিল ইব্ন উমাইয়ার-এর অসুস্থকালে তার কাছে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আজ আমি তোমাকে একটি হাদীস বলব, আমি মৃত্যুশয্যায় না থাকলে তা বর্ণনা করতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মুসলিমদের দায়িত্বে নিযুক্ত কোন আমীর (শাসক) যদি তাদের কল্যাণ কামনা না করে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বাত্মক প্রয়াস না চালায়, তবে সে মুসলিমদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

٦٣. بَابُ رَفْعُ الْاَمَانَةِ وَالْاِيْمَانِ مِنْ بَعْضِ الْقُلُوْبِ وَعَرْضُ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ

৬৩. পরিচ্ছেদ : কতকের অন্তর থেকে ঈমান ও আমানতদারী উঠিয়ে নেয়া এবং অন্তরে ফিত্নার সৃষ্টি হওয়া

٢٦٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ اَحَدُهُمَا وَاَنَا اَنْتَظِرُ الْاٰخَرَ حَدَّثَنَا اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِىْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ فَعَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَعَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْاَمَانَةِ قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النُّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهٖ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النُّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهٖ فَيَظَلُّ اَثَرُ مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلٰى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ اَخَذَ حَصًى فَدَحْرَجَهُ عَلٰى رِجْلِهٖ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ لاَيَكَادُ اَحَدٌ يُؤَدِّى الْاَمَانَةَ حَتّٰى يُقَالَ إِنَّ فِىْ بَنِىْ فُلاَنٍ رَجُلاً اَمِيْنًا حَتّٰى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا اَجْلَدَهُ مَا اَظْرَفَهُ مَا اَعْقَلَهُ وَمَا فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدْ اَتٰى عَلَىَّ زَمَانٌ وَمَا اُبَالِىْ اَيَّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ

دِيْنُهُ وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا اَوْ يَهُوْدِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ سَاعِيْهِ وَاَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلاَّ فُلاَنًا .

২৬৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র).... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে দু'টি কথা বলেছিলেন, সে দু'টির একটি তো আমি স্বচোখেই দেখেছি, আর অপরটির জন্য অপেক্ষা করছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানব হৃদয়ের মূলে আমানত নাযিল হয়, তারপর কুরআন অবতীর্ণ হয়। অনন্তর তারা কুরআন শিখেছে এবং সুন্নাহ্‌র জ্ঞান লাভ করেছে। তারপর তিনি আমাদেরকে আমানত উঠিয়ে নেওয়ার বর্ণনা দিলেন। বললেন : মানুষ ঘুমাবে আর তখন তার অন্তর হতে আমানত তুলে নেয়া হবে। ফলে তার চিহ্ন থেকে যাবে একটি নুক্‌তার মত। এরপর আবার সে ঘুমাবে তখন তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে। ফলে তার চিহ্ন থেকে যাবে ফোস্কার মত যেমন একটি অঙ্গার তুমি তোমার পায়ে রগড়ে দিলে। ফলে তাতে ফোস্কা পড়ে গেল। তুমি তা ফোলা দেখতে পাও; অথচ তাতে (পুঁজ-পানি ব্যতীত) কিছু নাই। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েকটি কাঁকর নিয়ে তা পায়ে রগড়ালেন তারপর বললেন : যখন এমন অবস্থা হয়ে যাবে, তখন মানুষ বেচাকেনা করবে কিন্তু বলতে গেলে কেউ আমানত শোধ করবে না। (আমানতদার লোক এত কমে যাবে যে) এমনকি বলা হবে, অমুক বংশে একজন আমানতদার আছেন। এমন অবস্থা হবে যে, কাউকে বলা হবে সে কতই না বাহাদুর, কতই না হুঁশিয়ার, বড়ই বুদ্ধিমান অথচ তার অন্তরে দানা পরিমাণ ঈমান নাই। হুযায়ফা (রা) বলেন, এমন এক যুগও গেছে যখন যে কারো সাথে লেনদেন করতে দ্বিধা করতাম না। কারণ সে যদি মুসলমান হতো তবে তার দীনদারীই তাকে আমার হক পরিশোধ করতে বাধ্য করত। আর যদি সে খ্রিস্টান বা ইয়াহূদী হতো তবে তার প্রশাসক তা শোধ করতে তাকে বাধ্য করত। কিন্তু বর্তমানে আমি অমুক অমুক ব্যতীত কারোর সাথে লেনদেন করার নই।

٢٦٦. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ جَمِيْعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

২৬৬. ইব্‌ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র).... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে পূর্ব বর্ণিত সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ يَعْنِىْ سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ سَعْدِ ابْنِ طَارِقٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ اَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ الْفِتَنَ فَقَالَ قَوْمٌ نَحْنُ سَمِعْنَاهُ فَقَالَ لَعَلَّكُمْ تَعْنُوْنَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِىْ اَهْلِهِ وَجَارِهِ قَالُوْا اَجَلْ قَالَ تِلْكَ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَلٰكِنْ اَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَذْكُرُ الْفِتَنَ الَّتِىْ تَمُوْجُ مَوْجَ الْبَحْرِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ فَقُلْتُ اَنَا قَالَ اَنْتَ لِلّٰهِ اَبُوْكَ قَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوْبِ كَالْحَصِيْرِ عُوْدًا عُوْدًا فَاَىُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَاَىُّ قَلْبٍ اَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتّٰى تَصِيْرَ عَلٰى قَلْبَيْنِ عَلٰى اَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْاٰخَرُ اَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوْزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوْفًا

وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ قَالَ حُذَيْفَةُ وَحَدَّثْتُهُ اَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوْشِكُ اَنْ يُكْسَرَ قَالَ عُمَرُ اَكَسْرًا لاَ اَبَا لَكَ فَلَوْ اَنَّهُ فُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ لاَ بَلْ يُكْسَرُ وَحَدَّثْتُهُ اَنَّ ذَالِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ اَوْ يَمُوْتُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالاَغَالِيْطِ قَالَ اَبُوْ خَالِدٍ فَقُلْتُ لِسَعْدٍ يَا اَبَا مَالِكٍ مَا اَسْوَدُ مُرْبَادًا قَالَ شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِيْ سَوَادٍ قَالَ قُلْتُ فَمَا الْكُوْزُ مُجَخِّيًا قَالَ مَنْكُوْسًا .

২৬৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র).... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন আমরা উমর (রা)-এর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ফিত্‌না সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছ ? উপস্থিত একদল বললেন, আমরা শুনেছি। উমর (রা) বললেন, তোমরা হয়ত একজনের পরিবার ও প্রতিবেশীর ফিত্‌নার কথা মনে করেছ। তারা বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, এগুলো তো এমন যে, নামায, রোযা ও সাদ্‌কার মাধ্যমে এর কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। বরং, তোমাদের কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সেই ফিত্‌নার কথা বলতে শুনেছে, যা সমুদ্র তরঙ্গের মত ধেয়ে আসবে। হুযায়ফা (রা) বলেন, প্রশ্ন শুনে সবাই চুপ হয়ে গেল। আমি বললাম, আমি (শুনেছি)। উমর (রা) বললেন, তুমি শুনেছ, মা'শা আল্লাহ্। হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, চাটাই বুননের মত এক এক করে ফিত্‌না মানুষের অন্তরে আসতে থাকবে। যে অন্তরে তা গেঁথে যায়, তাতে একটি করে কাল দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে, তাতে একটি করে শুভ্রোজ্জ্বল চিহ্ন পড়বে। এমনি করে দু'টি অন্তর দু'ধরনের হয়ে যায়। একটি শ্বেত পাথরের মত; আসমান ও যমীন যতদিন থাকবে ততদিন কোন ফিত্‌না তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর অপরটি হয়ে যায় উল্টানো কাল কলসির মত, প্রবৃত্তি তার মধ্যে যা সেধে দিয়েছে তা ছাড়া ভালমন্দ বলতে সে কিছুই চিনে না। হুযায়ফা (রা) বললেন, উমর (রা)-কে আমি আরো বললাম, আপনি এবং সে ফিত্‌নার মধ্যে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। অচিরেই সেটি ভেঙে ফেলা হবে। উমর (রা) বললেন, সর্বনাশ ! তা ভেঙে ফেলা হবে? যদি ভেঙে ফেলা না হতো, তাহলে হয়ত পুনরায় বন্ধ করা যেত। হুযায়ফা (রা) উত্তর করলেন, না ভেঙে ফেলাই হবে। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি উমর (রা)-কে এ কথাও শুনিয়েছি, সে দরজাটি হলো একজন মানুষ; সে নিহত হবে কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবে। এটি কোন গল্প নয়, বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস। বর্ণনাকারী আবূ খালিদ বলেন, আমি সা'দকে জিজ্ঞেস করলাম, اَسْوَدُ مُرْبَادًا এর অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন, 'কালো-সাদায় মিশ্রিত রং'। আমি বললাম, اَلْكُوْزُ مُجَخِّيًا। এর অর্থ কি ? তিনি বললেন, 'উল্টানো কলসি'।

٢٦٨. وَحَدَّثَنِيْ ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ حُذَيْفَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ جَلَسَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ إِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَمْسِ لَمَّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ سَأَلَ اَصْحَابَهُ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْفِتَنِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِيْ خَالِدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيْرَ اَبِيْ مَالِكٍ لِقَوْلِهِ مُرْبَادًا مُجَخِّيًا .

২৬৮. ইব্‌ন আবূ উমর (র).... রিবঈ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) উমর (রা)-এর কাছ থেকে ফিরে এসে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। তিনি বললেন, গতকাল যখন আমি আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম, তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের মধ্যে কার ফিত্‌না

সম্পর্কীয় হাদীস স্মরণ আছে....। এরপর রাবী আবূ খালিদ বর্ণিত পূর্বের হাদীসটির ন্যায় বর্ণনা করেন। তবে তিনি مُجَخِّيًا ও مُرْبَادًا -এর আবূ মালিক বর্ণিত ব্যাখ্যার উল্লেখ করেন নি।

٢٦٩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ مَنْ يُحَدِّثُنَا أَوْ قَالَ أَيُّكُمْ يُحَدِّثُنَا وَفِيهِمْ حُذَيْفَةُ مَاقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ وَقَالَ يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২৬৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না, আম্‌র ইব্‌ন আলী ও উক্‌বা ইব্‌ন মুকরাম আল-আম্মী (র).... রিবঈ ইব্‌ন হিরাশ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিত্‌না সম্পর্কে কি ইরশাদ করেছেন, এ সম্পর্কে তোমাদের কেউ আমাকে হাদীস বর্ণনা করতে পারবে? তখন হুযায়ফা (রা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি পারব....। এরপর রিবঈ-এর সূত্রে বর্ণিত আবূ মালিকের রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে বর্ণনাকারী এ হাদীসে আরও উল্লেখ করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেছেন, আমি উমর (রা)-কে যে হাদীস বর্ণনা করেছি, তা কোন বানোয়াট কথা নয়, বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেই তা বর্ণনা করেছি।

٦٤. بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا وَأَنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ

৬৪. পরিচ্ছেদ : শুরুতে ইসলাম ছিল অপরিচিত; অচিরেই আবার তা অপরিচিতের মত হয়ে যাবে এবং তা দুই মসজিদ (মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুন নববী)-এর মাঝে আশ্রয় নিবে

٢٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ .

২৭০. মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইসলাম শুরুতে অপরিচিত ছিল, অচিরেই তা আবার শুরুর মত অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং এরূপ অপরিচিত অবস্থায়ও যারা ইসলামের উপর কায়েম থাকবে, তাদের জন্য মুবারকবাদ।

٢٧١. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا .

২৭১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' ও আল্‌-ফাযল ইব্‌ন সাহল আল-আরাজ (র).... ইব্‌ন উমর (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন : অপরিচিতের বেশে ইসলাম শুরু হয়েছিল, অচিরেই তা

আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। সাপ যেমন তার গর্তে আশ্রয় নেয়; তদ্রূপ ইসলামও দুই মসজিদের মধ্যে আশ্রয় নেবে।

٢٧٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلٰى جُحْرِهَا .

২৭২. আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (রা).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সাপ যেমন আপন গর্তে আশ্রয় নেয়, তদ্রূপ ইসলামও (সংকুচিত হয়ে) মদীনায় আশ্রয় নেবে।

٦٥. بَابُ ذَهَابُ الْإِيْمَانِ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ

৬৫. পরিচ্ছেদ : শেষ যুগে ঈমান বিদায় নেবে

٢٧٣. حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لا يُقَالَ فِى الْأَرْضِ اللّٰهُ اللّٰهُ .

২৭৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : পৃথিবীতে 'আল্লাহু আল্লাহু' বলার মত লোক অবশিষ্ট থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ অবস্থার সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।

٢٧٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلٰى اَحَدٍ يَقُوْلُ اللّٰهُ اللّٰهُ .

২৭৪. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : 'আল্লাহু আল্লাহু' বলার মত একটি মানুষ অবশিষ্ট থাকতেও কিয়ামত হবে না।

٦٦. بَابُ جَوَازُ الْإِسْتِسْرَارِ بِالْاِيْمَانِ لِلْخَائِفِ

৬৬. পরিচ্ছেদ : ভয়-ভীতির কারণে ঈমান গোপন রাখার বৈধতা

٢٧٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِىْ كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحْصُوْا لِىْ كَمْ يَلْفِظُ الْإِسْلاَمَ قَالَ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّمَائَةِ إِلَى السَّبْعِمَائَةِ قَالَ إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ لَعَلَّكُمْ اَنْ تُبْتَلُوْا قَالَ فَابْتُلِيْنَا حَتّٰى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لاَ يُصَلِّىْ إِلاَّ سِرًّا .

২৭৫. আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র).... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আমাদেরকে বললেন : গণনা কর তো, কতজন মানুষ ইসলামের কথা স্বীকার করে? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি কি আমাদের ব্যাপারে আশংকা করছেন ? আমরা তো প্রায় ছয়শ' থেকে সাতশ' লোক আছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা জান না, অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হবে। সাহাবী বলেন, পরবর্তীকালে সত্যই আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হই, এমনকি আমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে গোপনে নামায আদায় করতে হতো।

٦٧. بَابُ تَأَلُّفِ قَلْبِ مَنْ يَخَافُ عَلَى إِيْمَانِهِ لِضَعْفِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْقَطْعِ بِالْإِيْمَانِ مِنْ غَيْرِ دَلِيْلٍ قَاطِعٍ

৬৭. পরিচ্ছেদ : ঈমানের দুর্বলতার কারণে যার সম্পর্কে ধর্মত্যাগের আশংকা হয়, তার অন্তর জয়ের উদ্দেশ্যে বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন এবং অকাট্য প্রমাণ ব্যতিরেকে কাউকে নিশ্চিত মু'মিন বলে আখ্যায়িত করা থেকে বিরত থাকা

٢٧٦. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَسْمًا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ مُسْلِمٌ أَقُوْلُهَا ثَلَاثًا وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ ثَلَاثًا أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنِّيْ لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللّٰهُ فِي النَّارِ .

২৭৬. ইব্ন আবূ উমর (র)... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার কিছু মাল বণ্টন করছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! অমুককে কিছু দিন, কেননা সে নিশ্চয়ই একজন মু'মিন ব্যক্তি। নবী করীম ﷺ বললেন : বরং বল যে, সে একজন মুসলিম। সাহাবী বললেন, আমি কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছি, তিনিও তিনবারই আমাকে ঐ একই উত্তর দিয়েছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : অপরজন আমার কাছে অধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি কাউকে এ কারণে (মাল) দিয়ে থাকি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ না করেন।[১]

٢٧٧. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا إِبْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيْهِمْ قَالَ سَعْدٌ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ اَعْجَبُهُمْ اِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَ اللّٰهِ انِّيْ لَارَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيْلًا ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَ اللّٰهِ انِّيْ لَارَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيْلًا ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَالَكَ

[১] জাহান্নামী হয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে রক্ষার জন্য তার হৃদয় জয়ের উদ্দেশ্যে তাকে আমি মাল দিয়ে থাকি।

عَنْ فُلاَنٍ فَوَ اللّٰهِ انِّي لاَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ مُسْلِمًا انِّي لاُعْطِي الرَّجُلَ وَ غَيْرُهُ اَحَبُّ الَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ اَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلٰى وَجْهِهٖ .

২৭৭. যুহায়র ইব্ন হারব (র).... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কতিপয় লোককে কিছু মাল দিলেন। তখন সা'দ (রা) তাদের মধ্যে বসা ছিলেন। সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে কিছুই দিলেন না; অথচ আমার দৃষ্টিতে সে ছিল পাওয়ার বেশি উপযুক্ত। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! অমুককে না দেওয়ার কারণ কি ? আল্লাহ্র কসম অবশ্যই আমি তাকে মু'মিন বলে জানি ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বরং বল, সে মুসলিম। আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। তার সম্পর্কে আমি যা জানি তা আমার কাছে প্রবল হয়ে উঠল, তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! অমুককে না দেওয়ার কারণ কি ? আল্লাহ্র কসম, আমি তো তাকে অবশ্যই মু'মিন বলে ধারণা করি! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বরং বল, সে মুসলিম। আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম। পুনঃ তার সম্পর্কে আমি যা জানি, তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! অমুককে না দেওয়ার কারণ কি ? আল্লাহ্র কসম, আমি তো তাকে অবশ্যই মু'মিন বলে জানি ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বরং বল, সে মুসলিম। অন্যজন আমার কাছে অধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি কাউকে এ আশঙ্কায় কিছু দান করে থাকি যে, সে যেন নিম্নমুখী হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত না হয়।

٢٧٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ سَعْدٍ اَنَّهُ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا وَاَنَا جَالِسٌ فِيْهِمْ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ اَخِيْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهٖ وَزَادَ فَقُمْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ ....

২৭৮. আল্-হাসান ইব্ন আলী আল্-হুলওয়ানী ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)...সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কতিপয় লোককে কিছু দিলেন। তখন আমি তাদের মধ্যে বসা ছিলাম। এভাবে বর্ণনাকারী পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং চুপে চুপে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! অমুককে না দেওয়ার কারণ কি ?

٢٧٩. وَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ هٰذَا فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهٖ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ بَيْنَ عُنُقِيْ وَكَتِفِيْ ثُمَّ قَالَ اَقِتَالاً اَيْ سَعْدُ إِنِّيْ لاُعْطِي الرَّجُلَ ....

২৭৯. আল্-হাসান আল্-হুলওয়ানী (র)...ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তবে তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেন যে, সা'দ (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার গ্রীবা ও কাঁধের মাঝখানে সজোরে হাত রেখে বললেন : হে সা'দ! তুমি কি লড়াই করতে চাও ? আমি কাউকে দান করি....।

٦٨. بَابُ زِيَادَةُ طَمَانِيْنَةَ الْقَلْبِ بِظَاهِرِ الأَدِلَّةِ

৬৮. পরিচ্ছেদ : প্রকাশ্য প্রমাণের দ্বারা হৃদয়ের প্রশান্তি বৃদ্ধি পায়

٢٨٠. حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

اَبِىْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ إِذْ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِى الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ قَالَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِىْ إِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ طُوْلَ لَبْثِ يُوْسُفَ لَاَجَبْتُ الدَّاعِىَ وَحَدَّثَنِىْ بِهٖ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَاَبَا عُبَيْدٍ اَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَفِىْ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ حَتّٰى جَازَهَا .

২৮০. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইব্‌রাহীম (আ)-এর তুলনায় আমরাই সন্দেহ করার বেশি হকদার (যদি তোমরা তার কথাকে সন্দেহ গণ্য কর)। তিনি বলেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন, আমাকে দেখান। আল্লাহ্ বললেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস কর নাই ? তিনি উত্তরে বললেন, কেন করব না ? তবে তা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য।[১] (সূরা বাকার : ২৬০)। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লূত (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন, তিনি তো এক শক্তিশালী স্তম্ভের আশ্রয় গ্রহণ করেই ছিলেন। হযরত ইউসুফের দীর্ঘ কারাবরণের মত আমাকেও যদি কারাগারে অবস্থান করতে হতো, তবে আমি রাজদূতের আহবানে সাড়া দিতাম। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা আয্-যুবাঈ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রেও ইউনুস....যুহরী (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে মালিক (র)-এর হাদীসে আছে, তবে তা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য। তারপর তিনি এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন।

٢٨١. حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ يَعْنِىْ ابْنَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِوَايَةِ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهٖ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ حَتّٰى أَنْجَزَهَا .

২৮১. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র).... যুহরী (র) থেকে মালিকের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন।

٦٩. بَابُ وُجُوْبُ الْإِيْمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ اِلٰى جَمِيْعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهٖ

৬৯. পরিচ্ছেদ : আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ সকল মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছেন এবং অন্য সকল দীন ও ধর্ম তাঁর দীনের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে, এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য

٢٨٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ

১. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ প্রশ্ন সন্দেহের কারণে ছিল না, বরং তা ছিল মনের অধিক প্রশান্তির জন্য। ঈমানের এত উচ্চ মর্যাদায় আসীন হওয়ার পরও যদি এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ থাকত, তবে আমাদেরও তো তা থাকত।

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْاٰيَاتِ مَا مِثْلُهُ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِيْ أُوْتِيْتُ وَحْيًا اَوْحَى اللّٰهُ إِلَيَّ فَأَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৮২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : প্রত্যেক নবীকে এমন মু'জিযা দেয়া হয়েছে, যার অনুরূপ মু'জিযা অনুযায়ী মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। পক্ষান্তরে আমাকে যে মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহ্ প্রেরিত ওহী। সুতরাং কিয়ামতের দিন আমার অনুসারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবে বলে আমি আশা রাখি।

٢٨٣. حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو أَنَّ أَبَا يُوْنُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لاَ يَسْمَعُ بِيْ اَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهٖ إِلاَّ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ .

২৮৩. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, ইয়াহূদী হোক আর খ্রিস্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার এ আহ্বান শুনেছে, অথচ আমার রিসালতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে।

٢٨٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ يَا اَبَا عَمْرٍو إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُوْلُوْنَ فِي الرَّجُلِ إِذَا اَعْتَقَ اَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ أَبِيْ مُوْسٰى عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهٖ وَاَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ فَاٰمَنَ بِهٖ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ اَجْرَانِ وَعَبْدٌ مَمْلُوْكٌ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ تَعَالٰى وَحَقَّ سَيِّدِهٖ فَلَهُ اَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ اَمَةٌ فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ اَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ اَدَبَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ خُذْ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيْمَا دُوْنَ هٰذَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ .

২৮৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).... সালিহ্ ইব্ন সালিহ আল্-হামদানী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ইমাম শা'বীর কাছে এসে জনৈক খুরাসানী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করতে দেখলাম। সে বলল, হে আবূ আম্র! আমাদের অঞ্চলে কতিপয় খুরাসানীর মত হলো, যে ব্যক্তি নিজের দাসীকে আযাদ করে দিয়ে তাকে বিয়ে করল, সে যেন নিজ কুরবানীর উটের উপর সাওয়ার হলো (অর্থাৎ তারা তা নিন্দনীয় কাজ মনে করে)। শা'বী উত্তরে বললেন, আমাকে আবূ বুরদা (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : তিন ধরনের লোককে দ্বিগুণ সাওয়াব দান করা হবে। (তারা হলো :) ১) যে আহলে কিতাব তার নবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে পেয়ে তাঁর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং তাঁর অনুসরণ করেছে, সে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে; ২) যে দাস আল্লাহ্ তা'আলার হক আদায় করেছে এবং তার মালিকের হকও আদায় করেছে, সেও দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে; ৩) যে ব্যক্তি তার দাসীকে উত্তম খাবার

দিয়েছে, উত্তমরূপে আদব-কায়দা শিখিয়েছে, তারপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে; সেও দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর শা'বী উক্ত খুরাসানীকে বললেন, কোন বিনিময় ছাড়াই তুমি এ হাদীস নিয়ে যাও; অথচ এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের জন্যও এক সময় মদীনা পর্যন্ত লোকেরা সফর করত।

٢٨٥. وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

২৮৫. আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন আবূ উমর ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র)...সালিহ্ (র) থেকে পূর্বোল্লিখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٠. بَابُ بَيَانُ نُزُوْلِ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيْعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَاِكْرَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى هٰذِهِ الْاُمَّةَ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَبَيَانُ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ هٰذِهِ الْمِلَّةَ لَاتُنْسَخُ وَإِنَّهُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْهَا ظَاهِرِيْنَ عَلَي الْحَقِّ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৭০. পরিচ্ছেদ : আমাদের নবী ﷺ-এর শরীআত অনুসারী প্রশাসক হিসেবে ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-এর অবতরণ করা, আল্লাহ্ কর্তৃক এ উম্মাতকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা, এ দীন রহিত না হওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ উম্মাতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়তে থাকার প্রমাণ

٢٨٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتّٰى لَا يَقْبَلَهُ اَحَدٌ .

২৮৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, শীঘ্রই তোমাদের মাঝে ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-কে একজন ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক হিসেবে অবতীর্ণ করা হবে। তখন তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিযয়া তুলে দেবেন।[1] তখন সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, তা গ্রহণ করার কেউ থাকবে না।

٢٨٧. وَ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَ حَدَّثَنِيْهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ ح وَ حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ إِمَامًا مُقْسِطًا وَحَكَمًا عَدْلاً وَفِيْ

১. অর্থাৎ তিনি ইসলাম গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করে দেবেন। ফলে কোন অমুসলিম জিযয়া দিয়ে নিজ ধর্ম ধরে রাখার সুযোগ পাবে না।

رِوَايَةِ يُوْنُسَ حَكَمًا عَادِلاً وَلَمْ يَذْكُرْ إِمَامًا مُقْسِطًا وَفِىْ حَدِيْثِ صَالِحٍ حَكَمًا مُقْسِطًا كَمَا قَالَ اللَّيْثُ وَفِىْ حَدِيْثِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَحَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ الْأٰيَةَ .

২৮৭. আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব, হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, হাসান আল্-হুলওয়ানী ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র).... যুহরী (র) থেকে পূর্ব বর্ণিত সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তবে প্রত্যেক রিওয়ায়াতে কিছু শব্দের হেরফের বিদ্যমান, যেমন) ইব্ন উআয়না তার রিওয়ায়াতে 'إِمَامًا مُقْسِطًا وَحَكَمًا عَدْلاً' কথাটির উল্লেখ করেন। ইউনুস তার রিওয়ায়াতে حَكَمًا عَدْلاً-এর উল্লেখ করেছেন–إِمَامًا مُقْسِطًا উল্লেখ করেন নাই। সালিহ্ তাঁর রিওয়ায়াতে লায়স বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ 'حَكَمًا مُقْسِطًا' বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় আরও রয়েছে, সে সময় এক-একটি সিজ্দা পৃথিবী ও পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ অপেক্ষা অধিক শ্রেয় বলে বিবেচিত হবে। এরপর আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : ইচ্ছা করলে তোমরা এ আয়াতটি পড়তে পার : (অর্থ) "আহলে কিতাব-এর মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে [হযরত ঈসা (আ)-কে] বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন।" (সূরা নিসা : ১৫৯)

٢٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلاً فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيْبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيْرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلاَصُ فَلاَ يُسْعٰى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلاَ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ .

২৮৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (রা).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : আল্লাহ্র কসম! ইব্ন মারইয়াম (আ) অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ প্রশাসকরূপে অবতীর্ণ হবেন এবং ক্রুশ চূর্ণ করবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযয়া রহিত করবেন। মোটাতাজা উটগুলো বন্ধনমুক্ত করে দেয়া হবে; কিন্তু তা নেবার জন্য কেউ চেষ্টা করবে না। পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা বিদায় নিবে এবং সম্পদ গ্রহণের জন্য মানুষকে আহ্বান করা হবে; কিন্তু তা কেউ গ্রহণ করবে না।

٢٨٩. حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ مَوْلٰى أَبِىْ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِىِّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ .

২৮৯. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমাদের জীবন কতই না ধন্য হবে, যখন ইব্ন মারইয়াম (আ) তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন এবং তোমাদেরই একজন তোমাদের ইমাম হবেন।

٢٩٠. وَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا بْنُ اَخِىْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاَمَّكُمْ .

২৯০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের জীবন কতই না ধন্য হবে, যে সময়ে ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-কে তোমাদের মাঝে প্রেরণ করা হবে আর তিনি তোমাদের নেতৃত্ব প্রদান করবেন।

٢٩١. وَ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ فَقُلْتُ لِإِبْنِ أَبِىْ ذِئْبٍ إِنَّ الْأَوْزَعِىَّ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ قَالَ ابْنَ أَبِىْ ذِئْبٍ تَدْرِىْ مَا اَمَّكُمْ مِنْكُمْ قُلْتُ تُخْبِرُنِىْ قَالَ فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ .

২৯১. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা কতই না ধন্য হবে, যে সময়ে ইবনে মারইয়াম (আ) অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদেরই একজন তোমাদের নেতৃত্ব প্রদান করবেন। ওয়ালীদ বলেন, আমি ইব্‌ন আবূ যিবকে জিজ্ঞেস করলাম, আওযাঈ.... আবূ হুরায়রা (রা) এ সূত্রে আমাদেরকে اَمَامُكُمْ مِنْكُمْ শব্দে হাদীস বর্ণনা করছেন। তদুত্তরে তিনি বললেন, اَمَامُكُمْ مِنْكُمْ কথাটির মর্ম জান কি? আমি বললাম, বলুন। তিনি বললেন, অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত কিতাব ও তোমাদের নবী ﷺ-এর আদর্শ অবলম্বনে তিনি তোমাদের নেতৃত্ব প্রদান করবেন।

٢٩٢. حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوْا وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَا بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى أَبُوْ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ ﷺ فَيَقُوْلُ اَمِيْرُهُم تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُوْلُ لاَ إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللّٰهِ هٰذِهِ الْأُمَّةَ .

২৯২. আল্-ওয়ালীদ ইব্‌ন শুজা, হারূন ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ ও হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়তে থাকবে এবং অবশেষে হযরত ঈসা (আ) অবতরণ করবেন। মুসলমানদের আমীর বলবেন, আসুন, নামাযে আমাদের ইমামতি করুন! তিনি উত্তর দিবেন, না, আপনাদেরই একজন অন্যদের জন্য ইমাম নিযুক্ত হবেন। এ হলো আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত এ উম্মাতের সম্মান।

٧١. بَابُ بَيَانُ الزَّمَنِ الَّذِىْ لاَيُقْبَلُ فِيْهِ الْإِيْمَانُ

৭১. পরিচ্ছেদ : যে সময়ে ঈমান কবূল হবে না

٢٩٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجَرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرَ عَنِ الْعَلاَءِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ

لاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا اٰمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ فَيَوْمَئِذٍ لاَيَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا .

২৯৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজ্র (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়ের পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবে না, আর যখন পশ্চিম গগনে সূর্য উদিত হবে, তখন সকল মানুষ একত্রে ঈমান আনবে। কিন্তু যে ইতিপূর্বে ঈমান আনে নাই অথবা যে ঈমান অনুযায়ী নেককাজ করে নাই, সে সময়ে ঈমান আনায় তার কোন উপকার হবে না।

٢٩٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَإِبْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وَ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ كِلاَهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৯৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র, আবূ কুরায়ব, যুহায়র ইব্ন হার্ব ও মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে 'আলী (রা) ও আবদুর রহমান (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٩٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ جَمِيْعًا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ إِذا خَرَجْنَ لاَيَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ .

২৯৫. আবূ বক্র ইবন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও আবূ কুরায়ব (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তিনটি বিষয় প্রকাশিত হলে ইতিপূর্বে যে ঈমান আনে নাই বা ঈমান অনুযায়ী নেককাজ করে নাই, সে সময়ে ঈমান আনায় তার কোন উপকার হবে না, (সে তিনটি বিষয় হলো) : ১. পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়, ২. দাজ্জাল ও ৩. দাব্বাতুল আর্দ।

٢٩٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنِ بْنِ عُلَيَّةَ قَالَ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَزِيْدَ التَّيْمِيِّ سَمِعَهُ فِيْمَا اَعْلَمُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا اَتَدْرُوْنَ اَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ الشَّمْسُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ إِنَّ هٰذِهِ تَجْرِيْ حَتّٰى تَنْتَهِيَ إِلٰى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً فَلاَ تَزَالُ كَذٰلِكَ حَتّٰى يُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِي

ارْجِعِيْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِى حَتّٰى تَنْتَهِىَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً وَلاَ تَزَالُ كَذَالِكَ حَتّٰى يُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِىْ إِرْجِعِىْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِىْ لاَ يَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا حَتّٰى تَنْتَهِىَ إِلٰى مُسْتَقَرِّهَا ذَاكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ لَهَا ارْتَفِعِىْ اَصْبِحِى طَالِعَةً مِّنْ مَغْرِبِكِ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَدْرُوْنَ مَتى ذَاكُمْ ذَاكَ حِيْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا .

২৯৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়্যুব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র).... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম ﷺ বললেন : তোমরা কি জান, এ সূর্য কোথায় যায় ? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন : এ সূর্য চলতে থাকে এবং (আল্লাহ্ তা'আলার) আরশের নিচে অবস্থিত তার অবস্থানস্থলে যায়। সেখানে সে সিজ্দাবনত হয়ে পড়ে থাকে। শেষে যখন তাকে বলা হয়, ওঠ এবং যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে ফিরে যাও! তখন সে ফিরে আসে এবং নির্ধারিত উদয়স্থল দিয়েই উদিত হয়। সে আবার চলতে থাকে এবং আরশের নিচে অবস্থিত তার অবস্থানস্থলে যায়। সেখানে সে সিজ্দাবনত অবস্থায় পড়ে থাকে। শেষে যখন তাকে বলা হয়, ওঠ এবং যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে ফিরে যাও। তখন সে ফিরে আসে এবং নির্ধারিত উদয়স্থল হয়েই উদিত হয়। এমনিভাবে চলতে থাকবে; মানুষ তার থেকে অস্বাভাবিক কিছু হতে দেখবে না। শেষে একদিন সূর্য যথারীতি আরশের নিচে তার নির্দিষ্টস্থলে যাবে। তাকে বলা হবে, ওঠ এবং অস্তাচল থেকে উদিত হও। অনন্তর সেদিন সূর্য পশ্চিম গগনে উদিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : কোন্ দিন সে অবস্থা হবে তোমরা জান ? এটা সেইদিন, যেদিন ঐ ব্যক্তির ঈমান কোন কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করে নাই।[১]

٢٩٧. حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِى بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا اَتَدْرُوْنَ اَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيْثِ بْنِ عُلَيَّةَ .

২৯৭. আবদুল হামীদ ইব্ন বায়ান আল্-ওয়াসিতী (র).... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদা আমাদেরকে লক্ষ করে বললেন : তোমরা কি জান, এ সূর্য কোথায় গমন করে ? .... এরপর রাবী ইব্ন উলায়্যা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٩٨. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَ اللَّفْظُ لِاَبِىْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

১. প্রত্যহ সূর্যের আরশের নিচে যাওয়া এবং সিজ্দায় পড়ে থাকার প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে এটা আমাদের জ্ঞানের অগম্য হলেও ভবিষ্যত বিজ্ঞান হয়ত এর তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হবে। সিজ্দার দ্বারা আমরা যদি আনুগত্য অর্থ গ্রহণ করি তবে বলা যায়, চন্দ্র-সূর্যসহ সৃষ্টির সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মেনে চলে। সূর্যও তার নির্দিষ্ট কার্যক্রমে সর্বক্ষণ আল্লাহ্র নির্দেশ প্রার্থনা করে।

ﷺ جَالِسٌ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ هَلْ تَدْرِيْ اَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهٖ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُوْدِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَ كَاَنَّهَا قَدْ قِيْلَ لَهَا اِرْجِعِيْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ قَالَ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا قَالَ ثُمَّ قَرَأَ فِيْ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ وَ ذَالِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا .

২৯৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র).... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। সূর্য অস্তমিত হলে, তিনি ﷺ বললেন : হে আবূ যার! জান, এ সূর্য কোথায় যায় ? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে তার গন্তব্যস্থলে যায় এবং আল্লাহ্‌র কাছে সিজ্‌দার অনুমতি চায়। তখন তাকে অনুমতি দেয়া হয়। পরে একদিন যখন তাকে বলা হবে যেদিক থেকে এসেছো সেদিকে ফিরে যাও। অনন্তর তা অস্তাচল থেকে উদিত হবে। এরপর তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদের কিরাআত অনুসারে তিলাওয়াত করেন : ذَالِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا এ তার গন্তব্যস্থল।

٢٩٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ الشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ .

২৯৯. আবূ সাঈদ আল্‌-আশাজ্জ ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র).... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে " وَ الشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا —এবং সূর্য ভ্রমণ করে এর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে" (সূরা ইয়াসীন : ৩৮) এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : আরশের নিচে তার গন্তব্যস্থল।

٧٢. بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৭২. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি ওহীর সূচনা

٣٠٠. حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرٰى رُؤْيَا اِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَخْلُوْ بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَ هُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ اُوْلَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اَنْ يَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِهٖ وَ يَتَزَوَّدُ لِذَالِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتّٰى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَ هُوَ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ مَا اَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّيْ الْجَهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ قُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى خَدِيْجَةَ فَقَالَ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ فَزَمَّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ثُمَّ قَالَ لِخَدِيْجَةَ اَىْ خَدِيْجَةُ مَالِىْ وَ اَخْبَرَهَا الْخَبَرَ قَالَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِىْ قَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ كَلَّا اَبْشِرْ فَوَ اللّٰهِ لَا يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا وَاللّٰهِ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَ تَصْدُقُ الْحَدِيْثَ وَ تَحْمِلُ الْكَلَّ وَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَ تَقْرِىءِ الضَّيْفَ وَ تُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهٖ خَدِيْجَةُ حَتّٰى اَتَتْ بِهٖ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ اَسَدِبْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى وَ هُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيْجَةَ اَخِىْ اَبِيْهَا وَ كَانَ امْرَءًا تَنَصَّرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَ كَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِىَّ وَ يَكْتُبُ مِنَ الْاِنْجِيْلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّكْتُبَ وَ كَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِىَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ اَىْ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ بْنِ اَخِيْكَ قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ يَا ابْنَ اَخِىْ مَا ذَا تَرٰى فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَاٰهُ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلٰى مُوْسٰى ﷺ يَا لَيْتَنِىْ فِيْهَا جَذَاعًا يَالَيْتَنِىْ اَكُوْنُ حَيًّا حِيْنَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَ مُخْرِجِىَّ هُمْ قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهٖ اِلَّا عُوْدِىَ وَ اِنْ يُدْرِكْنِىْ يَوْمُكَ اَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا .

৩০০. আবূ তাহির আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ওহীর সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। আর তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা প্রভাত জ্যোতির মত সুস্পষ্টরূপে সত্যে পরিণত হতো। অতঃপর তাঁর কাছে একাকী থাকা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং ফলে তিনি হেরা গুহায় নির্জনে কাটাতে থাকেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন এবং এর জন্য কিছু খাদ্য-সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তারপর তিনি খাদীজার কাছে ফিরে যেতেন এবং আরও কয়েক দিনের জন্য অনুরূপ খাদ্য-সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তিনি হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে সত্য উপস্থিত হল। তাঁর কাছে ফেরেশ্‌তা আসলেন। বললেন : পড়ুন ! তিনি ﷺ বললেন : আমি তো পড়তে জানি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তখন ফেরেশ্‌তা আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন চাপ দিলেন যে, আমার খুবই কষ্ট হল। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : পড়ুন ! আমি বললাম, আমি তো পড়তে সক্ষম নই। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং দ্বিতীয়বারও এমন জোরে চাপ দিলেন যে, আমার খুবই কষ্ট হলো। পরে ছেড়ে দিয়ে বললেন : পড়ুন! আমি বললাম : আমি তো পড়তে পারি না। এরপর আবার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তৃতীয়বারও এমন জোরে চাপ দিলেন যে, আমার খুবই কষ্ট হলো। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : "পাঠ করুন! আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পড়ুন! আর আপনার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" (সূরা আলাক : ১-৫)। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ওহী নিয়ে ফিরে এলেন। তাঁর স্কন্ধের পেশিগুলো কাঁপছিল। খাদীজা (রা)-এর কাছে এসে বললেন : তোমরা আমাকে চাদরাবৃত কর, তোমরা আমাকে চাদরাবৃত কর, তোমরা আমাকে চাদরাবৃত কর। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভীতি দূর হলো। এরপর খাদীজা (রা)-কে

সকল ঘটনা উল্লেখ করে বললেন : খাদীজা : আমার কি হলো ? আমি আমার নিজের উপর আশঙ্কা করছি। খাদীজা (রা) বললেন : না, কখনো তা হবে না; বরং সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। আল্লাহ্‌র কসম! আপনি স্বজনদের খোঁজখবর রাখেন, সত্য কথা বলেন, দুঃখীদের দুঃখ নিবারণ করেন, দরিদ্রদের বাঁচার ব্যবস্থা করেন, অতিথি সেবা করেন এবং প্রকৃতি দুর্যোগ-দুর্বিপাকে সাহায্য করেন। এরপর খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ওরাকা ইব্‌ন নাওফাল ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা-এর কাছে নিয়ে আসেন। ওরাকা হলেন খাদীজা (রা)-এর চাচাত ভাই। ইনি জাহিলিয়াতের যুগে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী লিখতে জানতেন এবং ইন্‌জীল কিতাবের আরবী অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ এবং দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন : চাচা, (সম্মানার্থে চাচা বলে সম্বোধন করেছিলেন; অন্য রিওয়ায়াতে 'হে চাচাত ভাই' এ কথার উল্লেখ রয়েছে) আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র কি বলছে শুনুন তো! ওরাকা ইব্‌ন নাওফাল বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র ! কি দেখেছিলেন? রাসূল ﷺ যা দেখেছিলেন, সব কিছু বিবৃত করলেন। ওরাকা বললেন, এ তো সে সংবাদবাহক যাকে আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হায়! আমি যদি সে সময় যুবক থাকতাম, হায়! আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম, যখন আপনার জ্ঞাতিগোষ্ঠী আপনাকে দেশ থেকে বের করে দিবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সত্যি কি আমাকে তারা বের করে দিবে ? ওরাকা বললেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তিই আপনার মত কিছু (নবূওয়াত ও রিসালাত) নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে, তাঁর সঙ্গেই এরূপ দুশমনি করা হয়েছে। আর আমি যদি আপনার সে যুগ পাই, তবে আপনাকে অবশ্যই পূর্ণ সহযোগিতা করব।

٣٠١. وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَوَاللّٰهِ لاَ يُحْزِنُكَ اللّٰهُ اَبَدًا وَ قَالَ قَالَتْ خَدِيْجَةُ اَىْ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ اَخِيْكَ .

৩০১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ওহীর সূচনা হয়েছিল.... এরপর বর্ণনাকারী ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেন। তবে তিনি لاَ يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا ('আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না')-এর স্থলে لاَ يُحْزِنُكَ اللّٰهُ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা কখনো আপনাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবেন না' উল্লেখ করেছেন এবং অন্যত্র اَىْ ابْنَ عَمِّ বলেছেন।

٣٠٢. وَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَرَجَعَ اِلَى خَدِيْجَةَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ وَ اقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ وَ مَعْمَرٍ وَ لَمْ يَذْكُرْ اَوَّلَ حَدِيْثِهِمَا مِنْ قَوْلِهِ اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ وَ تَابَعَ يُوْنُسَ عَلَى قَوْلِهِ فَوَاللّٰهِ لاَ يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا وَ ذَكَرَ قَوْلَ خَدِيْجَةَ اَىْ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ اَخِيْكَ .

৩০২. আবদুল মালিক ইব্‌ন শুয়ায়ব ইব্‌ন লায়স (র).... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে.... এ রিওয়ায়াতে فَرَجَعَ اِلٰى خَدِيْجَةَ تَرْجُفُ فُؤَادُهُ [রাসূল ﷺ কম্পিত হৃদয়ে খাদীজা (রা)-এর কাছে ফিরে এলেন......] এ কথার উল্লেখ রয়েছে। এরপর রাবী ইউনুস ও মা'মারের অনুরূপ বর্ণনা করেন, তবে اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْىِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ওহীর সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে।]-এ কথার উল্লেখ করেন নাই। অন্যদিকে فَوَ اللّٰهِ لاَ يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا (আল্লাহ্‌র শপথ, তিনি কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না) এতটুকু ইউনুসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর খাদীজার সম্বোধন এভাবে উল্লেখ করেছেন اَىِ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ اِبْنِ اَخِيْكَ (চাচাত ভাই! শুনুন তো আপনার ভাতিজা কি বলছেন)।"

٣٠٢. حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىَّ وَ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْىِ قَالَ فِىْ حَدِيْثِهٖ فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِىْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِىْ جَاءَنِىْ بِحِرَاءٍ جَالِسًا عَلٰى كُرْسِىٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ فَدَثَّرُوْنِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ، وَ هِىَ الْاَوْثَانُ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْىُ .

৩০৩. আবু তাহির (র).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ ওহীর বিরতি প্রসঙ্গে পরস্পর কথাবার্তা বলছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওহীর বিরতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, আমি পথ চলছিলাম, সে মুহূর্তে আকাশ হতে একটি শব্দ শুনে মাথা তুলে তাকালাম। দেখি, সেই হেরা গুহায় যে ফেরেশ্‌তা আমার কাছে এসেছিলেন, সে ফেরেশ্‌তা যমীন ও আসমানের মধ্যস্থলে কুরসীর উপর বসে আছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : এ দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আর জল্‌দি বাড়ি ফিরে এসে বলতে লাগলাম : আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। তারা আমায় বস্ত্রাচ্ছাদিত করল। এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : (অর্থ) "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত, উঠুন! সতর্কবাণী প্রচার করুন, আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন, আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন এবং অপবিত্রতা হতে দূরে থাকুন" (সূরা মুদ্দাসসির : ১-৫)। এখানে اَلرُّجْزُ 'অপবিত্রতা' বলে اَلْاَوْثَانُ 'প্রতিমাকে' বোঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, তারপর ধারাবাহিকভাবে ওহীর অবতরণ আরম্ভ হয়।

٣٠٤. وَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْىُ عَنِّىْ فَتْرَةً فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِىْ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا حَتّٰى هَوَيْتُ اِلَى الْاَرْضِ قَالَ وَ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَ الرُّجْزُ اَلْاَوْثَانُ قَالَ ثُمَّ حَمِىَ الْوَحْىُ بَعْدُ وَ تَتَابَعَ .

৩০৪. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স (র).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : তারপর কিছুদিন যাবত আমার প্রতি ওহীর অবতরণ বন্ধ ছিল। পরে একদিন আমি পথ চলছিলাম... ...। এরপর রাবী ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে উকায়ল خَشِيْتُ-এর স্থলে فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا حَتَّى هَوَيْتُ اِلَى الاَرْضِ (তাকে দেখে আমি প্রচন্ড ভয় পেলাম, এমনকি আমি মাটিতে পড়ে গেলাম) বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, তিনি বর্ণনা করেছেন ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْىُ بَعْدُ وَ تَتَابَعَ (অতঃপর ওহী নিয়মিত হয়ে গেল ও ক্রমাগত নাযিল হতে থাকল)।

٣٠٥. حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ وَ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اِلَى وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ قَبْلَ اَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ وَهِيَ الْاَوْثَانُ وَ قَالَ فَجُئِثْتُ مِنْهُ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ .

৩০৫. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র).... যুহরী (র) থেকে ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারী এ হাদীসে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন; (অর্থ) "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত.... এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (সূরা মুদ্দাসসির : ১-৫) এ আয়াতটি নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই নাযিল হয়। 'اَلرُّجْزُ' অর্থ 'اَلاَوْثَانُ' (প্রতিমা) এবং মা'মার এ হাদীসে উকায়লের মতো خَشِيْتُ স্থলে جُئِثْتُ বর্ণনা করেন।

٣٠٦. وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى يَقُوْلُ سَاَلْتُ اَبَا سَلَمَةَ اَيُّ الْقُرْاٰنِ اُنْزِلَ قَبْلُ قَالَ يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَقُلْتُ اَوِ اقْرَأْ فَقَالَ سَاَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَيُّ الْقُرْاٰنِ اُنْزِلَ قَبْلُ قَالَ يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ .فَقُلْتُ اَوِ اقْرَأْ قَالَ جَابِرٌ اُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِيْ نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِيْ فَنُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ اَمَامِيْ وَ خَلْفِيْ وَ عَنْ يَمِيْنِيْ وَ عَنْ شِمَالِيْ فَلَمْ اَرَ اَحَدًا ثُمَّ نُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ فَلَمْ اَرَ اَحَدًا ثُمَّ نُوْدِيْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَاِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ يَعْنِيْ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَخَذَتْنِيْ رَجْفَةٌ شَدِيْدَةٌ فَاَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُوْنِيْ فَدَثَّرُوْنِيْ فَصَبُّوْا عَلَيَّ مَاءً فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ : يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ .

৩০৬. যুহায়র ইব্ন হারব (র).... ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আবূ সালামাকে জিজ্ঞেস করলাম, কুরআনের কোন্ আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে ? তিনি বললেন, يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (সূরা মুদ্দাসসির : ১-৫)। আমি বললাম اِقْرَأْ (সূরা আলাক : ১-৫)। তিনি বললেন, আমিও জাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কুরআনের কোন্ আয়াতটি প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেছেন, يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ আমি বললাম, اِقْرَأْ ? জাবির (রা) বললেন, আমি তোমাদের তা-ই বর্ণনা করছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের যা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি একমাস হেরা গুহায় অবস্থান করি। অবস্থানশেষে আমি নিচে নেমে এলাম। উপত্যকার মাঝখানে যখন পৌছলাম, তখন আমাকে ডাকা হলো। আমি সামনে-পেছনে, ডানে-বাঁয়ে তাকালাম, কাউকে দেখলাম না। তারপর আমাকে ডাকা হলো, তখনো কাউকে দেখতে পেলাম না। পুনঃ আমাকে ডাকা

হলো। আমি তাকালাম, দেখি সে ফেরেশ্তা অর্থাৎ জিব্রাঈল (আ) শূন্যে একটি কুরসীর উপর উপবিষ্ট। আমার প্রবল কম্পন শুরু হলো। অনন্তর খাদীজার কাছে আসলাম। বললাম : তোমরা আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করো। তারা আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। আমার উপর পানি ঢালল। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন : অর্থাৎ "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, সতর্ক করুন, আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন, আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন। (সূরা মুদ্দাসসির : ১-৪)

٣٠٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَ قَالَ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلٰى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ.

৩০৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র).... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাসীর (রা) থেকে পূর্ব বর্ণিত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এ কথা উল্লেখ করেছেন : "সে ফেরেশ্তা, আসমান-যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীর উপর উপবিষ্ট।"

٧٣. بَابُ الْاِسْرَاءِ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى السَّمٰوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلٰوَاتِ

৭৩. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মি'রাজ এবং নামায ফরয হওয়া

٣٠٨. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَيْتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ اَبْيَضُ طَوِيْلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُوْنَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهٰى طَرْفِهِ قَالَ فَرَكِبْتُهُ حَتّٰى اَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِىْ يَرْبُطُ بِهِ الْاَنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَ نِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَ اِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ اَنْتَ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِاٰدَمَ فَرَحَّبَ بِىْ وَ دَعَانِىْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيْلَ مَنْ اَنْتَ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَد بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِابْنَىِ الْخَالَةِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا فَرَحَّبَا وَ دَعَوَالِىْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ اَنْتَ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِيُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا هُوَ قَدْ اُعْطِىَ شَطْرَ الْحُسْنِ قَالَ فَرَحَّبَ وَ دَعَا لِىْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيْلَ مَنْ هٰذا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِاِدْرِيْسَ فَرَحَّبَ بِىْ وَ دَعَا لِىْ بِخَيْرٍ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ

رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِهٰرُوْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ بِيْ وَ دَعَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِاِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ اِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ وَاِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُوْدُوْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِيْ اِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَ اِذَا وَ رَقُهَا كَاٰذَانِ الْفِيْلَةِ وَ اِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَ فَمَا اَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيَّ مَا اَوْحٰى فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِيْنَ صَلَاةً فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلٰى اُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً قَالَ ارْجِعُ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْئَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا يُطِيْقُوْنَ ذَالِكَ فَاِنِّيْ قَدْ بَلَوْتُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَ خَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ اِلٰى رَبِّيْ فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلٰى اُمَّتِيْ فَحَطَّ عَنِّيْ خَمْسًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقُلْتُ حَطَّ عَنِّيْ خَمْسًا قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا يُطِيْقُوْنَ ذٰلِكَ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْاَلْهُ التَّخْفِيْفَ قَالَ فَلَمْ اَزَلْ اَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّيْ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى وَبَيْنَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتّٰى قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذٰلِكَ خَمْسُوْنَ صَلٰوةً وَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ كُتِبَتْ لَهٗ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَه عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا تُكْتَبْ شَيْئًا فَاِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ فَنَزَلْتُ حَتّٰى انْتَهَيْتُ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعُ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْاَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ اِلٰى رَبِّيْ حَتّٰى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ .

৩০৮. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : আমার কাছে বুরাক আনা হলো। বুরাক গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট একটি সাদা রঙের জন্তু। যতদূর দৃষ্টি যায়, এক-এক পদক্ষেপে সে ততদূর চলে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমি এতে আরোহণ করলাম এবং বায়তুল মাক্‌দাস পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম। তারপর অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম তাদের বাহনগুলো যে রজ্জুতে বাঁধতেন, আমি সে রজ্জুতে আমার বাহনটিও বাঁধলাম। তারপর মসজিদে প্রবেশ করলাম ও দু'রাকাত নামায আদায় করে বের হলাম। জিব্‌রীল একটি শরাবের পাত্র এবং একটি দুধের পাত্র নিয়ে আমার কাছে এলেন। আমি দুধ গ্রহণ করলাম। জিব্‌রীল (আ) আমাকে বললেন, আপনি ফিত্‌রতকেই গ্রহণ করলেন। তারপর জিব্‌রীল (আ) আমাকে নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে গেলেন এবং আসমান পর্যন্ত পৌঁছে দ্বার খুলতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে ? তিনি

বললেন, আমি জিব্রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে ? বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? বললেন, হ্যাঁ, তাকে ডেকে পাঠান হয়েছে। অনন্তর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হলো। সেখানে আমি আদম (আ)-এর সাক্ষাত পাই। তিনি আমাকে মুবারকবাদ জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন। তারপর জিবরীল (আ) আমাকে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে চললেন এবং দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত পৌছলেন ও দ্বার খুলতে বললেন। বলা হলো, কে ? তিনি উত্তরে বললেন জিব্রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? বললেন, হ্যাঁ, ডেকে পাঠানো হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। সেখানে আমি ঈসা ইব্ন মারইয়াম ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ) দুই খালাত ভাইয়ের সাক্ষাত পেলাম। তারা আমাকে মারহাবা বললেন, আমার জন্য কল্যাণের দু'আ করলেন। তারপর জিব্রীল (আ) আমাকে নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে চললেন এবং তৃতীয় আসমানের দ্বারে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে ? তিনি বললেন : জিব্রীল। বলা হল, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাকে ডেকে পাঠান হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। সেখানে ইউসুফ (আ)-এর সাক্ষাত পেলাম। সমুদয় সৌন্দর্যের অর্ধেক দেয়া হয়েছিল তাঁকে। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। তারপর জিব্রীল আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানের দ্বারে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে ? তিনি বললেন, জিব্রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হল, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেওয়া হলো। সেখানে ইদ্রীস (আ)-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন : وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا —"এবং আমি তাকে উন্নীত করেছি উচ্চ মর্যাদায়" (সূরা মারয়াম : ৫৭)। তারপর জিব্রীল (আ) আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানের দ্বারে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে ? তিনি বললেন, জিব্রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাকে ডেকে পাঠান হয়েছেল। অনন্তর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেওয়া হলো। সেখানে হারুন (আ)-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। তারপর জিব্রীল (আ) আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দ্বারে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে ? তিনি বললেন, জিবরীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ। বলা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাকে ডেকে পাঠান হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। সেখানে হযরত মূসা (আ)-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। তারপর জিব্রীল (আ) সপ্তম আসমানের দ্বারে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে ? তিনি বললেন, জিব্রীল। বলা হল, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাকে ডেকে পাঠান হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি বায়তুল মা'মুরে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছেন। বায়তুল মা'মুরে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশ্তা তাওয়াফের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন, যাঁরা আর সেখানে পুনরায় ফিরে আসার সুযোগ পান না। তারপর জিব্রীল (আ) আমাকে সিদ্রাতুল মুনতাহায় নিয়ে গেলেন। সে বৃক্ষের পাতাগুলো হস্তিনীর কানের মত আর ফলগুলো বড় বড় মটকার মত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : সে বৃক্ষটিকে যখন আল্লাহ্র নির্দেশে যা আবৃত করার আবৃত করল তখন তা পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে সৌন্দর্যের বর্ণনা আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর যা ওহী করার তা ওহী করলেন। আমার উপর দিনরাত মোট পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করলেন। তারপর আমি মূসা (আ)-এর

কাছে ফিরে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। তিনি বললেন, আপনার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যান এবং একে আরো সহজ করার আবেদন করুন। কেননা আপনার উম্মাত এ নির্দেশ পালনে সক্ষম হবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের বিষয়ে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তখন আমি আবার প্রতিপালকের কাছে ফিরে গেলাম এবং বললাম, হে আমার রব! আমার উম্মাতের জন্য এ হুকুম সহজ করে দিন। পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হলো। তারপর মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে এসে বললাম, আমার থেকে পাঁচ ওয়াক্ত কমান হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মাত এও পারবে না। আপনি ফিরে যান এবং আরো সহজ করার আবেদন করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এভাবে আমি একবার মূসা (আ) ও একবার আল্লাহ্‌র মাঝে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম। শেষে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : হে মুহাম্মাদ। যাও, দিন ও রাতের পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারণ করা হলো। প্রতি ওয়াক্ত নামাযে দশ ওয়াক্ত নামাযের সমান সাওয়াব রয়েছে। এভাবে (পাঁচ ওয়াক্ত হলো) পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান। যে ব্যক্তি কোন নেককাজের ইচ্ছা করল এবং তা কাজে রূপায়িত করতে পারল না, আমি তার জন্য একটি সাওয়াব লিখব; আর তা কাজে রূপায়িত করলে তার জন্য লিখব দশটি সাওয়াব। পক্ষান্তরে যে কোন মন্দকাজের অভিপ্রায় করল, অথচ তা কাজে পরিণত করল না, তার জন্য কোন গুনাহ লেখা হয় না। আর তা কাজে পরিণত করলে তার উপর লেখা হয় একটিমাত্র গুনাহ্। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তারপর আমি মূসা (আ)-এর কাছে নেমে এলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। তিনি তখন বললেন, প্রতিপালকের কাছে ফিরে যান এবং আরো সহজ করার প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এ বিষয় নিয়ে বারবার আমি আমার রবের কাছে আসা-যাওয়া করেছি, এখন পুনরায় যেতে লজ্জা হচ্ছে।

٣٠٩. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُتِيْتُ فَانْطَلَقُوْا بِيْ اِلٰى زَمْزَمَ فَشُرِحَ عَنْ صَدْرِيْ ثُمَّ غُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ اُنْزِلْتُ .

৩০৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাশিম আল্-আবদী (র).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আমার কাছে ফেরেশ্‌তা আসলেন এবং তাঁরা আমাকে নিয়ে যমযমে গেলেন। আমার বক্ষ বিদীর্ণ করা হলো। তারপর যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে আমাকে নির্ধারিত স্থানে ফিরিয়ে আনা হলো।

٣١٠. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ اَلْبُنَانِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هٰذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِيْ طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَامَهُ ثُمَّ اَعَادَهُ فِيْ مَكَانِهِ وَ جَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ اِلٰى اُمِّهِ يَعْنِيْ ظِئْرَهُ فَقَالُوْا اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوْهُ وَ هُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ قَالَ اَنَسٌ وَقَدْ كُنْتُ اَرٰى اَثَرَ ذٰلِكَ الْمِخْيَطِ فِيْ صَدْرِهِ .

৩১০. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে জিব্‌রীল (আ) এলেন, তখন তিনি শিশুদের সাথে খেলছিলেন। তিনি তাঁকে ধরে শোয়ালেন এবং বক্ষ বিদীর্ণ করে তাঁর হৃৎপিণ্ডটি বের করে আনলেন। তারপর তিনি তাঁর বক্ষ থেকে একটি রক্তপিণ্ড বের করলেন এবং

বললেন, এ অংশটি শয়তানের। এরপর হৃৎপিণ্ডটিকে একটি স্বর্ণের পাত্রে রেখে যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন এবং তার অংশগুলো জড়ো করে আবার তা যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করলেন। তখন ঐ শিশুরা দৌড়ে তাঁর দুধমায়ের কাছে গেল এবং বলল, মুহাম্মদ ﷺ-কে হত্যা করা হয়েছে। কথাটি শুনে সবাই সেদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখল তিনি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে আছেন ! আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বক্ষে সে সেলাই-এর চিহ্ন দেখেছি।

٣١١. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ وَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ اُسْرِيَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ اَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ اَنْ يُوْحٰى اِلَيْهِ وَ هُوَ نَائِمٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيْثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَ قَدَّمَ فِيْهِ شَيْئًا وَ اَخَّرَ وَ زَادَ وَ نَقَصَ.

৩১১. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র)…. শারীক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নামির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যে রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কা'বার মসজিদ থেকে পরিভ্রমণ করানো হয়েছিল, সে রাত সম্পর্কে আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, ওহী প্রাপ্তির পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন মাসজিদুল হারামে নিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন। তখন তার কাছে তিনজনের একটি দল আসেন। এরূপে বর্ণনাকারী পূর্ব বর্ণিত সাবিতুল বুনানীর হাদীসেরই অনুরূপ বর্ণনা করে যান। তবে এ বর্ণনায় শব্দের কিছু অগ্রপশ্চাৎ ও কিছু বেশকম রয়েছে।

٣١٢. وَ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ ذَرٍّ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِيْ وَ اَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفَرَجَ صَدْرِيْ ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَ اِيْمَانًا فَاَفْرَغَهَا فِيْ صَدْرِيْ ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِيْ فَعَرَجَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا افْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ اَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ فَاُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَفَتَحَ قَالَ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِيْنِهِ اَسْوِدَةٌ وَ عَنْ يَسَارِهِ اَسْوِدَةٌ قَالَ فَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَ اِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكٰى قَالَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَ الْاِبْنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ هٰذِهِ الْاَسْوِدَةُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيْهِ فَاَهْلُ الْيَمِيْنِ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَ الْاَسْوِدَةُ الَّتِيْ عَنْ شِمَالِهِ اَهْلُ النَّارِ فَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَ اِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكٰى قَالَ ثُمَّ عَرَجَ بِيْ جِبْرِيْلُ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ قَالَ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَفَتَحَ فَقَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ فِى

السَّمٰوَاتِ اٰدَمَ وَ اِدْرِيْسَ وَ عِيْسٰى وَمُوْسٰى وَإِبْرٰهِيْمَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّهُ قَدْ وَجَدَ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيْمَ فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِإِدْرِيْسَ صَلَوٰتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاَخِ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ هٰذَا إِدْرِسُ قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا مُوْسٰى قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيْسٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَبْنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا إِبْرَاهِيْمُ قَالَ إِبْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِىْ ابْنُ حَزْمٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُوْلَانِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ عَرَجَ بِىْ حَتّٰى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى اَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفَرَضَ اللّٰهُ عَلٰى اُمَّتِىْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً قَالَ فَرَجَعْتُ بِذَالِكَ حَتّٰى اَمُرَّ بِمُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلٰى اُمَّتِكَ قَالَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً قَالَ لِىْ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَالِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ رَبِّىْ فَوَضَعَ شَطْرَهَا قَالَ فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَخْبَرْتُهُ قَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ رَبِّىْ فَوَضَعَ شَطْرَهَا قَالَ فَرَجَعْتَ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَخْبَرْتَهُ قَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَاِنَّ لَا تُطِيْقَ ذٰلِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ رَبِّىْ فَوَضَعَ شَطْرَهَا قَالَ فَرَجَعْتَ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَخْبَرْتُهُ قَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ رَبِّىْ فَقَالَ هِىَ خَمْسٌ وَهِىَ خَمْسُوْنَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ قَداسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّىْ قَالَ ثُمَّ اَنْطَلَقَ بِىْ جِبْرِيْلُ حَتّٰى نَأْتِىَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى فَغَشِيَهَا اَلْوَانٌ لَا اَدْرِىْ مَا هِىَ قَالَ ثُمَّ اُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ .

৩১২. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আত্-তুজিবী (র).... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : আমি মক্কাতে ছিলাম। আমার ঘরের ছাদ ফাঁক করা হলো। তখন জিব্‌রীল (আ) অবতরণ করলেন। তিনি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। এরপর তা যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন। তারপর হিকমত ও ঈমানে ভরা একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হলো এবং তা আমার বুকে ঢেলে বুক বন্ধ করে দিলেন। তরপর আমার হাত ধরলেন এবং ঊর্ধ্বাকাশে যাত্রা করলেন। আমরা যখন প্রথম আসমানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন জিব্‌রীল (আ) এ আসমানের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন, তিনি বললেন কে ? বললেন, জিব্‌রীল। দ্বাররক্ষী বললেন, আপনার সাথে কি অন্য কেউ আছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথে মুহাম্মাদ ﷺ আছেন। দ্বাররক্ষী বললেন, তাকে ডেকে পাঠান হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর দরজা খুলে দেওয়া হলো। আমরা প্রবেশ করে দেখি, এক ব্যক্তি, তাঁর ডানে একদল মানুষ এবং বাঁয়ে একদল মানুষ। যখন তিনি ডানদিকে তাকান, তখন হাসেন, আর যখন

বাঁ দিকে তাকান তখন কাঁদেন। তিনি আমাকে বললেন, মারহাবা হে সুযোগ্য নবী, হে সুযোগ্য সন্তান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমি জিব্‌রীলকে বললাম, ইনি কে ? তিনি বললেন, ইনি হযরত আদম (আ) আর ডানে ও বাঁয়ের এ লোকগুলো তাঁর বংশধর। ডানপার্শ্বস্থরা হচ্ছে জান্নাতবাসী আর বামপার্শ্বস্থরা হচ্ছে জাহান্নামবাসী। আর এ কারণেই তিনি ডানদিকে তাকালে হাসেন এবং বাঁদিকে তাকালে কাঁদেন। তারপর জিব্‌রীল (আ) আমাকে নিয়ে ঊর্ধ্বারোহণ করলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছলেন এবং এর দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন। তিনি প্রথম আসমানের দ্বাররক্ষীর মত প্রশ্নোত্তর করে দরজা খুলে দিলেন। আনাস (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, তিনি আসমানসমূহে হযরত আদম, ইদ্‌রীস, মূসা ও ইব্‌রাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত লাভ করেছেন। আদম (আ) প্রথম আসমানে এবং ইবরাহীম (আ) ষষ্ঠ আসমানে। এছাড়া অন্যান্য নবীর অবস্থান সম্পর্কে এ রিওয়ায়াতে কিছু উল্লেখ নাই। আনাস (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও হযরত জিব্‌রীল (আ) হযরত ইদরীস (আ)-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, মারহাবা হে, সুযোগ্য নবী ! সুযোগ্য ভ্রাতা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? জিব্‌রীল (আ) উত্তর দিলেন; ইনি ইদ্‌রীস (আ)। তারপর আমরা হযরত মূসা (আ)-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, মারহাবা হে সুযোগ্য নবী, সুযোগ্য ভ্রাতা। জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? তিনি জবাব দিলেন, ইনি মূসা (আ)। তারপর আমরা ঈসা (আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনিও বললেন, মারহাবা হে সুযোগ্য নবী, সুযোগ্য ভ্রাতা! জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি হযরত ঈসা (আ)। তারপর আমরা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনিও বলরেন, মারহাবা হে সুযোগ্য নবী, সুযোগ্য সন্তান! জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি হযরত ইব্‌রাহীম (আ)। ইব্‌ন শিহাব, ইব্‌ন হাযম, ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ হাব্বা আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তারপর জিব্‌রীল (আ) আমাকে নিয়ে আরো ঊর্ধ্বে চললেন। আমরা এমন এক স্তরে পৌঁছলাম যে, তথায় আমি কলম-এর খসখস (লেখার) শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। ইব্‌ন হাযম ও আনাস ইব্‌ন মালিক বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। আমি এ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করার পথে হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উম্মতের ওপর কি ফরয করেছেন ? আমি উত্তরে বললাম, তাদের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। হযরত মূসা (আ) আমাকে বললেন, আপনি আপনার রবের কাছ ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মাত তা আদায় করতে সক্ষম হবে না। তাই আমি আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরে গেলাম। তখন আল্লাহ্ এর অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আমি আবার ফিরে এসে হযরত মূসা (আ)-কে জানালে তিনি বললেন, না, আপনি পুনরায় ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মাত এতেও সক্ষম হবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তারপর আমি আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরে গেলে তিনি বললেন, এ নির্দেশ পাঁচ, আর পাঁচই পঞ্চাশের সমান, আমার কথার কোন রদবদল নাই। এরপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে আসি। তিনি তখনো বললেন, আপনি আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যান। আমি বললাম : আমার লজ্জা অনুভূত হচ্ছে। তারপর জিব্‌রীল (আ) আমাকে নিয়ে চললেন, আমরা 'সিদ্‌রাতুল মুনতাহা' পৌঁছলাম। তা এত বিচিত্র রঙে আবৃত যে, আমি জানি না, আসলে তা কী। তারপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান হলো। সেখানে ছিল মুক্তার গম্বুজ আর তার মাটি মিশকের।

٣١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ

النَّائِمِ وَ الْيَقْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلاً يَقُوْلُ اَحَدُ الثَّلاَثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأُتِيْتُ فَانْطُلِقَ بِىْ فَأُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيْهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشُرِحَ صَدْرِى إِلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِىْ مَا يَعْنِىْ قَالَ إِلَى اَسْفَلِ بَطْنِه فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِى فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ أُعِيْدَ مَكَانَهُ ثُمَّ حُشِىَ إِيْمَانًا وَحِكْمَةً ثُمَّ أُتِيْتُ بِدَابَّةٍ اَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقَ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُوْنَ الْبَغْلِ يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ اَقْصى طَرْفِه فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى اَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقِيْلَ مَنْ هذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفَتَحَ لَنَا وَقَالَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِىءُ جَاءَ قَالَ فَاَتَيْنَا عَلَى ادَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِه وَذَكَرَ اَنَّهُ لَقِىَ فِى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ عِيْسٰى وَيَحْيٰى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَفِى الثَّالِثَةِ يُوْسُفَ وَفِى الرَّابِعَةِ إِدْرِيْسَ وَفِى الْخَامِسَةِ هٰرُوْنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتّٰى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاَتَيْتُ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى فَنُوْدِىَ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ رَبِّ هٰذَا غُلاَمٌ بَعَثْتَهُ بَعْدِىْ يَدْخُلُ مِنْ اُمَّتِه الْجَنَّةَ اَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ اُمَّتِىْ قَالَ ثُمَّ نَنْطَلَقْنَا حَتّٰى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاَتَيْتُ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ وَ حَدَّثَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ رَأَى اَرْبَعَةَ اَنْهَارٍ يَخْرُجُ مِنْ اَصْلِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَاهٰذِهِ الْأَنْهَارُ قَالَ أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِى الْجَنَّةِ وَاَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيْلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِىَ الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَا هٰذَا قَالَ هٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوْا مِنْهُمْ لَمْ يَعُوْدُوْا فِيْهِ اٰخِرَ مَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ أُتِيْتُ بِإِنَائَيْنِ اَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالْاٰخَرُ لَبَنٌ فَعُرِضَا عَلَىَّ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقِيْلَ اَصَبْتَ اَصَابَ اللّٰهُ بِكَ اُمَّتَكَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَىَّ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسُوْنَ صَلاَةً ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّتَهَا إِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ .

৩১৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাবী বলেন, আনাস (রা) সম্ভবত তাঁর সম্প্রদায়ের জনৈক মালিক ইব্‌ন সা'সাআ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : একদা আমি কাবা শরীফের কাছে নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। তখন এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম, তিনজনের একজন যিনি দুইজনের মাঝখানে আছেন। তারপর আমার কাছে কারও উপস্থিতি ঘটল এবং আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর আমার কাছে একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হলো, তাতে যমযমের পানি ছিল। অনন্তর আমার বক্ষ এখান থেকে ওখান পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হল। বর্ণনাকারী কাতাদা (রা) বলেন, আমি আমার পার্শ্বস্থ একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখান থেকে ওখান পর্যন্ত' বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন ? তিনি জবাব দিলেন, "বক্ষ থেকে পেটের নিচ পর্যন্ত।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : এরপর আমার হৃৎপিণ্ডটি বের করা হলো এবং যমযমের পানি দিয়ে তা ধৌত করে পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করে দেয়া হলো। তারপর ঈমান ও হিক্‌মতে আমার হৃদয় পূর্ণ করে দেয়া হলো। এরপর আমার কাছে 'বুরাক' নামের একটি সাদা জন্তু উপস্থিত করা হল। এটি গাধা

থেকে কিছু বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট। যতদূর দৃষ্টি যায় একেক পদক্ষেপে সে ততদূর চলে। এর উপর আমাকে আরোহণ করান হলো। আমরা চললাম এবং দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত পৌছলাম। জিব্‌রীল (আ) দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে ? তিনি বললেন, জিব্‌রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, আমার সাথে মুহাম্মদ ﷺ আছেন। দ্বাররক্ষী বললেন, তাকে ডেকে পাঠান হয়েছিল কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর দরজা খুলে দিলেন এবং বললেন, মারহাবা! কত সম্মানিত আগন্তুকের আগমন হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তারপর আমরা হযরত আদম (আ)-এর কাছে আসলাম... এভাবে বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করে যান। তবে এ রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দ্বিতীয় আসমানে হযরত ঈসা ও ইয়াহ্ইয়া, তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ, চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্‌রীস, পঞ্চম আসমানে হযরত হারূন (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তারপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে গিয়ে পৌছি এবং হযরত মূসা (আ)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দেই। তিনি বললেন, মারহাবা, হে সুযোগ্য নবী, সুযোগ্য ভ্রাতা! এরপর আমি তাঁকে অতিক্রম করে চললে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। আওয়াজ এল, আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি জবাব দিলেন, প্রভু, এ বালককে আপনি আমার পরে পাঠিয়েছেন; অথচ আমার উম্মত অপেক্ষা তাঁর উম্মত অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমরা আবার চললাম এবং সপ্তম আসমানে গিয়ে পৌছলাম ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসলাম। সাহাবী তাঁর এ হাদীসে আরো উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বলেছেন : সেখানে তিনি চারটি নহর দেখেছেন। তন্মধ্যে দু'টি প্রকাশ্য ও দু'টি অপ্রকাশ্য। সবগুলোই সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহার গোড়া হতে প্রবাহিত। নবী ﷺ বলেন : আমি বললাম, হে জিব্‌রীল! এ নহরগুলো কি ? তিনি বললেন অপ্রকাশ্য নহরদ্বয় তো জান্নাতের নহর আর প্রকাশ্য দু'টি নীল ও ফুরাত। অর্থাৎ এ দু'টি নহরের সাদৃশ্য রয়েছে জান্নাতের ঐ দু'টি নহরের সাথে। এরপর আমাকে বায়তুল মা'মূরে উঠান হলো। বললাম : হে জিব্‌রীল! এ কি ? তিনি বললেন, এ হচ্ছে 'বায়তুল মা'মূর'। প্রত্যহ এতে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা (তাওয়াফের জন্য) প্রবেশ করে। তারা এখান থেকে (তাওয়াফ সেরে) বের হলে পরে আর কখনও এখানে ফিরে আসতে পারে না। তারপর আমার সম্মুখে দু'টি পাত্র পেশ করা হলো—একটি শরাবের, অপরটি দুধের। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, আপনি ঠিক করেছেন। আল্লাহ্ আপনার উম্মতকেও আপনার ওয়াসিলায় ফিত্‌রাত-এর উপর কায়েম রাখুন তারপর আমার উপর প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়... ...এভাবে বর্ণনাকারী হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

٣١٤. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا .

৩১৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র).... মালিক ইব্‌ন সা'সাআ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে আছে, এরপর আমার কাছে ঈমান ও হিক্‌মত ভর্তি একটি স্বর্ণের রেকাবি আনা হলো এবং আমার বক্ষের উপরিভাগ হতে নিয়ে পেটের নিম্নাংশ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হলো ও যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করে হিক্‌মত ও ঈমান দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো, এ অংশটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে।

٣١٥. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ ﷺ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ مُوسَى آدَمُ طُوَالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَقَالَ عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ الدَّجَّالَ .

৩১৫. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মি'রাজ ভ্রমণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন : মূসা (আ) হচ্ছেন শানূয়া গোত্রীয় লোকদের মত দীর্ঘদেহী, গৌর বর্ণের। ঈসা (আ) মধ্যমাকৃতির সুঠাম দেহবিশিষ্ট। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাহান্নামের রক্ষী মালিক এবং দাজ্জালের উল্লেখ করেছিলেন।

٣١٦. وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ ﷺ إِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ آدَمُ طُوَالٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّأْسِ وَأُرِيَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ قَالَ كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدْ لَقِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ .

৩১৬. আবদ্ ইব্ন হুমায়দ (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ ইরশাদ করেন : মি'রাজ রজনীতে আমি মূসা (আ)-এর নিকট দিয়ে গিয়েছি। তিনি দেখতে গৌরবর্ণের, দীর্ঘদেহী, অনেকটা যেন শানূয়া গোত্রীয় লোকদের মত। ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ)-কে দেখেছি, তাঁর রং ছিল শ্বেত-লোহিত; সুঠামদেহী আর তার চুলগুলো ছিল স্বাভাবিক। বর্ণনাকারী বলেন, বিশেষভাবে যে নিদর্শনসমূহ দেখান হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে জাহান্নামের রক্ষী মালিক এবং দাজ্জালকেও দেখান হয়। ইরশাদ হয়েছে : "অতএব তুমি তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ কর না" (সূরা বাকারা : ৩২) কাতাদা (রা) এ আয়াতের তাফসীরে বলতেন যে, নবী করীম ﷺ হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেছেন।

٣١٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِوَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ أَيُّ وَادٍ هٰذَا فَقَالُوا هٰذَا وَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَا فَقَالَ أَيُّ ثَنِيَّةٍ هٰذِهِ قَالُوا ثَنِيَّةُ هَرْشَى قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ ابْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ وَهُوَ يُلَبِّي قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ هُشَيْمٌ يَعْنِي لِيفًا .

৩১৭. আহ্‌মাদ ইব্‌ন হান্‌বাল ও সুরায়হ্ ইব্‌ন ইউনুস (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আয্‌রাক উপত্যকা অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তখন বললেন : এটি কোন্ উপত্যকা? সঙ্গীগণ উত্তর দিলেন, আয্‌রাক উপত্যকা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমি যেন মূসা (আ)-কে গিরিপথ থেকে অবতরণ করতে দেখছি, তিনি উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হারশা গিরিপথে আসলেন। তিনি বললেন : এটি কোন্ গিরিপথ ? সঙ্গীগণ বললেন, হারশা গিরিপথ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি যেন ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা (আ)-কে দেখছি। তিনি সুঠামদেহী লালবর্ণের উষ্ট্রের পিঠে আরোহিত; গায়ে একটি পশমী জোব্বা, আর তাঁর উষ্ট্রের রশিটি খেজুরের ছাল দিয়ে তৈরি, তিনি তালবিয়া পাঠ করছিলেন। ইব্‌ন হান্‌বাল তার হাদীসে বলেন, হুশায়ম বলেছেন, خلبة এর অর্থ ليف—খেজুর বৃক্ষের ছাল।

٣١٨. حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِيْ الْعَالِيَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِيْنَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ اَىُّ وَادٍ هٰذَا فَقَالُوْا وَادِى الْأَزْرَقِ فَقَالَ كَأَنِّىْ اَنْظُرُ إِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهٖ وَشَعْرِهٖ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ دَاوُدُ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِىْ أُذُنَيْهِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللّٰهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَرًّا بِهٰذَا الْوَادِىْ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ اَىْ ثَنِيَّةٍ هٰذِهٖ قَالُوْا هَرْشَى أَوْ لِفْتُ فَقَالَ كَأَنِّىْ اَنْظُرُ إِلٰى يُوْنُسَ عَلٰى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ صُوْفٍ خِطَامُ نَاقَتِهٖ لِيْفٌ خُلْبَةٌ مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِى مُلَبِّيًا.

৩১৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আমরা মক্কা ও মদীনার মধ্যকার এক স্থানে সফর করছিলাম। আমরা একটি উপত্যকা অতিক্রম করছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : এটি কোন্ উপত্যকা ? সঙ্গীগণ উত্তর করলেন, আয্‌রাক উপত্যকা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি যেন এখনও মূসা (আ)-কে দেখতে পাচ্ছি, তিনি তাঁর কর্ণদ্বয়ের ছিদ্রে আঙ্গুল স্থাপন পূর্বক উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করে এ উপত্যকা অতিক্রম করে যাচ্ছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মূসা (আ)-এর দেহের বর্ণ ও চুলের আকৃতি উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু রাবী দাউদ তা স্মরণ রাখতে পারেন নাই। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তারপর আমরা আরও সামনে অগ্রসর হলাম এবং একটি গিরিপথে এসে পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ গিরিপথ? সঙ্গীগণ বললেন, হারশা কিংবা লিফ্‌ত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি যেন এখনও ইউনুস (আ)-কে দেখতে পাচ্ছি, তালবিয়া পাঠ করা অবস্থায় তিনি গিরিপথ অতিক্রম করে যাচ্ছেন। তাঁর গায়ে একটি পশমী জোব্বা আর তিনি একটি লাল বর্ণের উষ্ট্রির পিঠে আরোহিত। তাঁর উষ্ট্রির রশিটি খেজুর বৃক্ষের বাকল দ্বারা তৈরি।

٣١٩. حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوْا الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ اَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلٰكِنَّهُ قَالَ اَمَّا إِبْرَاهِيْمُ فَانْظُرْ إِلٰى صَاحِبِكُمْ وَاَمَّا مُوْسٰى فَرَجُلٌ اٰدَمُ جَعْدٌ عَلٰى جَمَلٍ اَحْمَرَ مَخْطُوْمٍ بِخُلْبَةٍ كَأَنِّىْ اَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِى الْوَادِىْ يُلَبِّىْ.

৩১৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র).... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। উপস্থিত সবাই দাজ্জালের আলোচনা উঠালেন। তখন কোন একজন বললেন, তার (দাজ্জালের) দুই চোখের মাঝামাঝিতে 'কাফির' শব্দ খচিত থাকবে। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন কিছু বলেছেন বলে আমি শুনি নাই। তবে এতটুকু বলতে শুনেছি যে, ইবরাহীম (আ)-এর আকৃতি জানতে হলে তোমাদের এ সাথীরই (নিজের দিকে ইঙ্গিত) দিকে তাকাও (তিনি অনুরূপই ছিলেন), আর মূসা (আ) ছিলেন গৌরবর্ণের সুঠামদেহী, তাঁকে লাল বর্ণের একটি উষ্ট্রের পিঠে দেখেছি। আমি যেন এখনও তাঁকে তালবিয়া পাঠ করা অবস্থায় উপত্যকার ঢাল দিয়ে নামতে দেখছি।

٣٢٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُرِضَ عَلَىَّ الْأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوْسٰى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَرَأَيْتُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا اَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهٖ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيْمَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهٖ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِى نَفْسَهُ وَرَأَيْتُ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهٖ شَبَهًا دَحْيَةُ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ دَحْيَةُ بْنُ خَلِيْفَةَ

৩২০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুম্‌হ্ (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমার কাছে নবীগণকে উপস্থিত করা হলো। তখন মূসা (আ)-কে দেখলাম, একজন মধ্যম ধরনের মানুষ, অনেকটা শানূয়া গোত্রীয় লোকদের ন্যায়। আর ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-কে দেখলাম, তাঁর নিকটতম ব্যক্তি হলেন উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ। ইব্‌রাহীম (আ)-কে দেখলাম; তাঁর অনেকটা কাছাকাছি সদৃশ ব্যক্তি হচ্ছেন তোমাদের এ সাথী অর্থাৎ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। জিব্‌রীল (আ)-কে দেখলাম; তাঁর কাছাকাছি সদৃশ ব্যক্তি হচ্ছেন দিহ্‌ইয়া। ইব্‌ন রুমহের বর্ণনায় আছে, দিহ্‌ইয়া ইব্‌ন খলীফার মত।

٣٢١. وَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ حِيْنَ أُسْرِىَ بِىْ لَقِيْتُ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَعَتَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ قَالَ وَ لَقِيْتُ عِيْسٰى فَنَعَتَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَإِذَا رَبْعَةٌ اَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ يَعْنِى حَمَّامًا قَالَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيْمَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاَنَا اَشْبَهُ وَلَدِهٖ بِهٖ قَالَ فَأُتِيْتُ بِإِنَاءَيْنِ فِىْ اَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِى الْاٰخَرِ خَمْرٌ فَقِيْلَ لِىْ خُذْ اَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقَالَ هُدِيْتَ الْفِطْرَةَ اَوْ اَصَبْتَ الْفِطْرَةَ اَمَا إِنَّكَ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ .

৩২১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : মি'রাজ রজনীতে আমি হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেছি।

এরপর নবী করীম ﷺ তাঁর দেহের আকৃতি বর্ণনা করেছেন। আমার ধারণা তিনি বলেছেন, তিনি মধ্যম আকৃতির মৃদু কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট। দেখতে শানূয়া গোত্রের লোকদের মত। তারপর বলেন : আমি হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেছি। এরপর তিনি ঈসা (আ)-এর আকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : তিনি মধ্যম ধরনের লোহিতবর্ণের পুরুষ। মনে হচ্ছিল যেন এক্ষুণি স্নানাগার থেকে বেরিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমি ইব্‌রাহীম (আ)-কে দেখেছি। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আমিই তাঁর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। এরপর আমার সম্মুখে দু'টি পাত্র পেশ করা হয়, এর একটি দুধের ও অপরটি শরাবের। আমাকে বলা হলো, এর মধ্যে যেটা আপনার ইচ্ছা সেটা গ্রহণ করুন। আমি দুধ গ্রহণ করে তা পান করলাম। জিব্‌রীল (আ) আমাকে বললেন : আপনাকে ফিত্‌রাতেরই হিদায়াত করা হয়েছে। আপনি যদি শরাব গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মত গুমরাহ্ হয়ে যেত।

٧٤. بَابُ ذِكْرِ الْمَسِيْحِ بْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

৭৪. পরিচ্ছেদ : মাসীহ ইবন মারয়াম (আ) ও মাসীহুদ-দাজ্জাল প্রসঙ্গে

٣٢٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرَانِيْ لَيْلَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنْ اُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ اَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَسَاَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقِيْلَ هٰذَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ إِذَا اَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ اَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَاَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقِيْلَ هٰذَا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ .

৩২২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : একরাতে (স্বপ্নে) আমি নিজেকে কা'বা শরীফের কাছে দেখতে পেলাম। তখন গৌরবর্ণের এক ব্যক্তিকে দেখলাম। এ বর্ণের যত লোক তোমরা দেখেছ, তিনি তাদের মধ্যে সুন্দরতম। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা কেশ ছিল তাঁর। এ ধরনের কেশের অধিকারী যত ব্যক্তি তোমরা দেখেছ, তাদের মধ্যে তিনি সুন্দরতম। তিনি এ কেশ আঁচড়ে রেখেছেন আর তা থেকে পানি ঝরছিল। দু'জনের উপর বা বর্ণনাকারী বলেন, দু'জনের কাঁধের উপর ভর করে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম : ইনি কে? বলা হলো : ইনি মাসীহ্ ইব্‌ন মারইয়াম। তারপর দেখি আরেক ব্যক্তি, ঘন কোঁকড়ানো চুল, ডান চক্ষুটি টেরা, যেন একটি আঙুর (থোকা থেকে উপরে উঠে আছে)। জিজ্ঞেস করলাম : এ কে? বলা হলো, এ হচ্ছে মাসীহুদ্ দাজ্জাল।

٣٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوْسٰى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَيْسَ بِاَعْوَرَ اَلاَ إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ اَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَاَحْسَنِ مَا تَرٰى مِنْ اُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلُ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا

يَدَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَى رَجُلَيْنِ وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً جَعْدًا قَطَطًا اَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِإِبْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَىْ رَجُلَيْنِ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هذَا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ .

৩২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আল-মুসায়্যাবী (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের সম্মুখে দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বললেন : অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা টেরাচোখবিশিষ্ট নন। জেনে রাখ, দাজ্জালের ডান চোখ টেরা, যেন থোকা থেকে উঠে আসা একটি আঙুর। ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : একবার আমি স্বপ্নে আমাকে কা'বা শরীফের কাছে পেলাম। তখন গৌরবর্ণের এক ব্যক্তিকে দেখলাম। এ বর্ণের তোমরা যত লোক দেখেছ, তিনি তাদের সর্বাপেক্ষা সুন্দর। কেশ তাঁর গ্রীবার উপর ঝুলছিল। তাঁর কেশগুলো ছিল সোজা। তা থেকে তখন পানি ঝরছিল। তিনি দু' ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম : ইনি কে? বলা হলো, ইনি মাসীহ্ ইব্ন মারইয়াম। তাঁরই পেছনে দেখলাম, আরেক ব্যক্তি, ঘন কোঁকড়ানো চুল। তার ডান চোখ ছিল টেরা। সে দেখতে ছিল ইব্ন কাতানের মত। সেও দু' ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করছিল। জিজ্ঞেস করলাম : এ কে? বলা হলো, মাসীহুদ দাজ্জাল।

٣٢٤. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ رَجُلاً اٰدَمَ سَبِطَ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى رَجُلَيْنِ يَسْكُبُ رَأْسُهُ اَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ فَسَأَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اَوِ الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ لاَيَدْرِىْ اَىَّ ذٰلِكَ قَالَ وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً اَحْمَرَ جَعْدَ الرَّأْسِ اَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى اَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ فَسَأَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ .

৩২৪. ইব্ন নুমায়র (র).... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : কাবাগৃহের কাছে গৌরবর্ণের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, দু'জনের কাঁধে হাত রেখে তাওয়াফ করছেন। আর তাঁর চুল থেকে পানি ঝরছে। বর্ণনাকারী বলেন, এখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হয়ত يَسْكُبُ শব্দ অথবা يَقْطُرُ শব্দ ব্যবহার করেছেন উভয়ের অর্থ পানি টপকাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? বলা হলো, ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ)। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ মারয়াম তনয় 'ঈসা অথবা اَلْمَسِيْحُ بْنُ مريم মারয়াম তনয় মাসীহ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : দেখলাম, তাঁর পশ্চাতেই আরেক ব্যক্তি, ঘন কুঞ্চিত কেশ। গায়ের রং লাল। আমার দেখামতে তার সঙ্গে সর্বাপেক্ষা সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি ইবন কাত্তান। ডান চোখ ট্যারা। জিজ্ঞেস করলাম : এ কে? বলা হলো, মাসীহুদ্ দাজ্জাল।

٣٢٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىْ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا كَذَّبَتْنِىْ قُرَيْشٌ قُمْتُ فِى الْحِجْرِ فَجَلاَ اللّٰهُ لِىْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهِ وَاَنَا اَنْظُرُ إِلَيْهِ .

৩২৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : (মি'রাজের সংবাদে) কুরায়শরা যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিল। তখন আমি হাজরে আস্‌ওয়াদের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালাম। আল্লাহ্ তা'আলা আমার সম্মুখে বায়তুল মাকদিসকে উদ্ভাসিত করে দিলেন, আর আমি চোখে দেখেই তার সকল নিদর্শন উল্লেখ করে যেতে লাগলাম।

٣٢٦. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِيْ اَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ اٰدَمُ سَبِطُ الشَّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً اَوْ يُهْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ الْتَفَتُ فَإِذَا رَجُلٌ اَحْمَرُ جَسِيْمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ اَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا الدَّجَّالُ اَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ .

৩২৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, একদিন আমি ঘুমে ছিলাম। তখন দেখি যে, আমি কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছি। হঠাৎ গৌরবর্ণের মধ্যমাকৃতির এক ব্যক্তি দেখি। তাঁর কেশগুলো সোজা। তিনি দু'জনের কাঁধে ভর করে তাওয়াফ করছেন। আর তাঁর মাথা হতে টপটপ করে পানি ঝরছে। বর্ণনাকারী বলেন, এখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হয়ত يَنْطُفُ অথবা يُهْرَاقُ শব্দ ব্যবহার করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? বলা হলো, ইনি ইব্‌ন মারইয়াম (আ)। তারপর আমি আবার লক্ষ্য করলাম। দেখলাম লোহিত বর্ণের মোটা এক ব্যক্তি। তার চুলগুলো কুঞ্চিত। চোখ ট্যারা, যেন থোকার উপরে উঠে আসা একটি আঙুর দানা। জিজ্ঞেসা করলাম : এ কে ? বলা হলো, এ হলো দাজ্জাল। তার নিকটতম সদৃশ হলো ইব্‌ন কাতান।

٣٢٧. حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشُ تَسْأَلُنِيْ عَنْ مَسْرَايَ فَسَأَلَتْنِيْ عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ قَالَ فَرَفَعَهُ اللّٰهُ لِيْ اَنْظُرُ إِلَيْهِ مَايَسْأَلُوْنِيْ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ اَنْبَأْتُهُمْ بِهٖ وَقَدْ رَأَيْتُنِيْ فِيْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوْسٰى قَائِمٌ يُصَلِّيْ فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَإِذَا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَائِمٌ يُصَلِّيْ اَقْرَبُ النَّاسِ بِهٖ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الثَّقَفِيُّ وَإِذَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَائِمٌ يُصَلِّيْ اَشْبَهُ النَّاسِ بِهٖ صَاحِبُكُمْ يَعْنِيْ نَفْسَهُ فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَاَمَمْتُهُمْ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ قَائِلٌ يَا مُحَمَّدُ هٰذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِيْ بِالسَّلاَمِ .

৩২৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমি হিজর অর্থাৎ হাতামে ছিলাম। এ সময় কুরায়শরা আমাকে আমার ইসরা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করে। তারা আমাকে বায়তুল মাক্‌দিসের এমন সব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগল, যা আমি ভালভাবে মনে রাখিনি। ফলে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার সম্মুখে বায়তুল মাক্‌দিসকে উদ্ভাসিত করে দিলেন এবং আমি তা দেখছিলাম। তারা আমাকে যে প্রশ্ন করছিল, তার জবাব দিতে লাগলাম। এরপর নবীদের এক জামাতেও আমি নিজেকে দেখলাম। মূসা (আ)-কে নামাযে দণ্ডায়মান দেখলাম। তিনি শানূয়া গোত্রের লোকদের মত মধ্যমাকৃতির। তাঁর চুল ছিল কোঁকড়ানো। হযরত ঈসা (আ)-কেও নামাযে দাঁড়ানো দেখলাম। উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ আস-সাকাফী হলো তাঁর নিকটতম সদৃশ। অর্থাৎ তার নিজের। ইব্‌রাহীম (আ)-কেও নামাযে দাঁড়ান দেখলাম। তিনি তোমাদের এ সাথীরই সদৃশ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তারপর নামাযের সময় হলো, আমি তাঁদের ইমামতি করলাম। নামায শেষে এক ব্যক্তি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ ﷺ ! ইনি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক 'মালিক' ওঁকে সালাম করুন। আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি আমাকে আগেই সালাম করলেন।

٧٥. بَابٌ فِىْ ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى

৭৫. পরিচ্ছেদ : সিদরাতুল মুনতাহা প্রসঙ্গে

٣٢٨. وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ اَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا أُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْتُهِىَ بِهٖ اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَ هِىَ فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ اِلَيْهَا يَنْتَهِىْ مَا يُعْرَجُ بِهٖ مِنَ الْاَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَ اِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهٖ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى قَالَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَأُعْطِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثًا أُعْطِىَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ أُعْطِىَ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَ غُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ مِنْ أُمَّتِهٖ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ.

৩২৮. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মি'রাজ রজনীতে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো। এটি ৬ষ্ঠ আসমানে অবস্থিত। যমীন থেকে যা কিছু উত্থিত হয়, তা সে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে এবং সেখান থেকে তা নিয়ে যাওয়া হয়। তদ্রূপ ঊর্ধ্বলোক থেকে যা কিছু অবতরণ হয়, তাও এ পর্যন্ত এসে পৌঁছে এবং সেখান থেকে তা নেওয়া হয়। এরপর আবদুল্লাহ্ (রা) তিলাওয়াত করলেন : اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى "যখন প্রান্তবর্তী বৃক্ষটি যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হলো" (সূরা নাজম : ১৬) এবং বলেন, এখানে যদ্দ্বারা কথাটির অর্থ স্বর্ণের পতঙ্গ। তিনি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তিনটি বিষয় দান করা হলো : পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত এবং শিরকমুক্ত উম্মতের মারাত্মক গুনাহ্ ক্ষমার সুসংবাদ।

٣٢٩. وَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَ هُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ قَالَ اَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِىُّ قَالَ سَاَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى جِبْرِيْلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ .

৩২৯. আবূ রাবী' আয্-যাহ্রানী (র).... শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যির ইব্ন হুবায়শকে فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى "তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান থাকল কিংবা তারও কম" (সূরা নাজম : ৯)-এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, ইব্ন মাসঊদ (রা) আমাকে বলেছেন, নবী করীম ﷺ জিব্রীল (আ)-কে দেখেছিলেন, তাঁর ছয়শ' ডানাবিশিষ্ট অবস্থায়।

٣٣٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى قَالَ رَاٰى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ .

৩৩০. আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র).... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى "তিনি যা দেখেছেন তাঁর অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করে নাই" (সূরা নাজম : ১১) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত জিব্রীল (আ)-কে, তাঁর ছয়শ' ডানাযুক্ত অবস্থায় দেখেছেন।

٣٣١. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِىِّ سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى قَالَ رَاٰى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ صُوْرَتِهٖ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ .

৩৩১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আল-আম্বারী (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি وَلَقَدْ رَاٰى اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى "তিনি তো তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিলেন" (সূরা নাজম : ১৮) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত জিব্রীল (আ)-কে তাঁর আকৃতিতে দেখেছিলেন, তাঁর ছয়শ' ডানা আছে।

٧٦. بَابُ مَعْنٰى قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى وَهَلْ رَاٰى النَّبِىُّ ﷺ رَبَّهٗ لَيْلَةَ الْاِسْرَاءِ

৭৬. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্র বাণী : 'তিনি তাকে দেখেছেন আরেকবার'-এর ব্যাখ্যা এবং নবী ﷺ ইসরার রাতে তাঁর প্রতিপালককে দেখেছিলেন কিনা সে প্রসঙ্গে

٣٣٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى قَالَ رَاٰى جِبْرِيْلَ .

৩৩২. আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى "নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন" (সূরা নাজম : ১৩)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত জিব্রীল (আ)-কে দেখেছিলেন।

٣٣٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَاٰهُ بِقَلْبِهٖ .

৩৩৩. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে (আল্লাহকে) অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন।

٣٣٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ اَبِىْ جَهْمَةَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى قَالَ رَاٰهُ بِفُؤَادِهٖ مَرَّتَيْنِ .

৩৩৪. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আল্‌-আশাজ্জ (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى – وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى "তিনি যা দেখেছেন, তাঁর অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি; "নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন" (সূরা নাজম : ১১ ও ১৩) আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করলেন এবং এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন, তিনি [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ] স্বীয় অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁকে (আল্লাহকে) দু'বার দেখেছিলেন।

٣٣٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَهْمَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ .

৩৩৫. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস ও আ'মাশ (র) ... আবূ জাহমা (র) থেকে এ সনদে উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٣٦. حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ دَاوٗدَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا اَبَا عَائِشَةَ ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ الْفِرْيَةَ قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَاٰى رَبَّهُ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ الْفِرْيَةَ قَالَ وَ كُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْظِرِيْنِىْ وَلَا تَعْجَلِيْنِىْ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى فَقَالَتْ اَنَا اَوَّلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ سَاَلَ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ جِبْرِيْلُ لَمْ اَرَهُ عَلٰى صُوْرَتِهِ الَّتِىْ خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَاَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ فَقَالَتْ اَوَ لَمْ تَسْمَعْ اَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ اَوْ لَمْ تَسْمَعْ اَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ اِنَّهٗ عَلِىٌّ حَكِيْمٌ قَالَتْ وَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ الْفِرْيَةَ وَ اللّٰهُ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ قَالَتْ وَ مَنْ زَعَمَ اَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُوْنُ فِىْ غَدٍ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ الْفِرْيَةَ وَ اللّٰهُ يَقُوْلُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ.

৩৩৬. যুহায়র ইব্ন হারব (র).... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে হেলান দিয়ে বসেছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে আবূ আয়েশা। তিনটি কথা এমন, যে এর কোন একটি বলল, সে আল্লাহ্র প্রতি ভীষণ অপবাদ দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেগুলো কি ? তিনি বললেন, যে বলে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, সে আল্লাহ্র উপর ভীষণ অপবাদ দেয়। আমি হেলান অবস্থায় ছিলাম, এবার সোজা হয়ে বসলাম। বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! থামুন। আমাকে সময় দিন, ব্যস্ত হবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কি ইরশাদ করেন নাই : "তিনি (রাসূল) তো তাঁকে (আল্লাহ্কে) স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন" (সূরা তাকবীর : ২৩), অন্যত্র "নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন" (সূরা নাজম : ১৩)। আয়েশা (রা) বললেন, আমিই এ উম্মতের প্রথম ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে। তিনি বলেছেন : তিনি তো ছিলেন হযরত জিব্রীল (আ)। কেবলমাত্র এ দু'বারই আমি তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছি। আমি তাঁকে আসমান থেকে অবতরণ করতে দেখেছি। তাঁর বিরাট দেহ ঢেকে ফেলেছিল আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সবটুকু স্থান। আয়েশা (রা) আরও বলেন, তুমি কি শোন নাই ? আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : তিনি (আল্লাহ্) দৃষ্টির অধিগম্য নন, তবে দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক পরিজ্ঞাত" (সূরা আনআম : ১০৩) অনুরূপ তুমি কি শোন নাই ? আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : "মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত ও প্রজ্ঞাময়" (সূরা শূরা : ৫১)। আয়েশা (রা) বলেন, আর ঐ ব্যক্তিও আল্লাহ্র উপর ভীষণ অপবাদ দেয়, যে বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্র কিতাবের কোন কথা গোপন রেখেছেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : "হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন, যদি তা না করেন তবে আপনি তাঁর বার্তা প্রচারই করলেন না। (সূরা মায়িদা : ৬৭) তিনি (আয়েশা রা) আরো বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্র ওহী ব্যতীত কাল কি হবে তা অবহিত করতে পারেন, সেও আল্লাহ্র উপর ভীষণ অপবাদ দেয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "বল, আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ ব্যতীত গায়েব সম্পর্কে কেউ জানে না।" (সূরা নামল : ৬৫)

٣٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَ زَادَ قَالَتْ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا اُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَ اِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللّٰهَ وَ تُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ .

৩৩৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) থেকে উক্ত সনদে ইব্ন উলায়্যার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে, আয়েশা (রা) বলেন, যদি মুহাম্মদ ﷺ তাঁর উপর অবতীর্ণ ওহীর কোন অংশ গোপন করতেন, তবে তিনি এ আয়াতটি অবশ্য গোপন করতেন : (অর্থ) "স্মরণ করুন, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ দান করেছেন এবং আপনিও যার [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পোষ্যপুত্র যায়দ] প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন করেছেন, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আপনি লোকভয় করছিলেন; অথচ আল্লাহ্কে ভয় করা আপনার জন্য অধিকতর সঙ্গত। (সূরা আহযাব : ৩৭)

٣٣٨. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ لَقَدْ قَفَّ شَعْرِىْ لِمَا قُلْتَ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهٖ وَ حَدِيْثُ دَاوُدَ اَتَمُّ وَ اَطْوَلُ .

৩৩৮. ইব্‌ন নুমায়র (র).... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মুহাম্মদ ﷺ কি তাঁর প্রতিপালককে দেখেছিলেন ? তিনি বললেন, আপনার কথা শুনে আমার শরীরের পশম খাড়া হয়ে গেছে.... বর্ণনাকারী পূর্ব হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে দাঊদ বর্ণিত হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ ও সুদীর্ঘ।

٣٣٩. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ ابْنِ اَشْوَعَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَاَيْنَ قَوْلُهُ : ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ، قَالَتْ اِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيْلُ ﷺ كَانَ يَأْتِيْهِ فِىْ صُوْرَةِ الرِّجَالِ وَ اِنَّهُ اَتَاهُ فِىْ هٰذِهِ الْمَرَّةِ فِىْ صُوْرَتِهِ الَّتِىْ هِىَ صُوْرَتُهُ فَسَدَّ اُفُقَ السَّمَاءِ.

৩৩৯. ইব্‌ন নুমায়র (র).... মাসরূক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। মাসরূক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, [রাসূল ﷺ মি'রাজ রজনীতে যদি আল্লাহ্‌র দর্শন না পেয়ে থাকেন, তাহলে] আল্লাহ্‌র এ বাণীর অর্থ কি দাঁড়াবে। "এরপর তিনি [রাসূল ﷺ] তাঁর (আল্লাহ্‌র) **নিকটবর্তী হলেন এবং আরো নিকটবর্তী;** ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল বা তারও কম; তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করবার তা ওহী করলেন।" (সূরা নাজম : ৮-১০) আয়েশা (রা) বললেন, তিনি তো ছিলেন জিব্‌রীল (আ)। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে (সাধারণ) পুরুষের আকৃতিতে আসতেন। কিন্তু তিনি এবার (আয়াতে উল্লেখিত সময়) নিজস্ব আকৃতিতেই এসেছিলেন। তাঁর দেহ আকাশের সীমা ঢেকে ফেলেছিল।

٣٤٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ رَاَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نُوْرٌ اَنّٰى اَرَاهُ .

৩৪০. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন? তিনি [রাসূল ﷺ] বললেন : তিনি (আল্লাহ্) নূর, আমি কি করে তাঁকে দেখব।

٣٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَ حَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لاَبِىْ ذَرٍّ لَوْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَسَالْتُهُ فَقَالَ عَنْ اَىِّ شَىْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ قَالَ كُنْتُ اَسْأَلُهُ هَلْ رَاَيْتَ رَبَّكَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ قَدْ سَأَلْتُ فَقَالَ رَاَيْتُ نُوْرًا.

৩৪১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার, হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবূ যার (রা)-কে বললাম, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাক্ষাত পেতাম, তবে

অবশ্যই তাঁকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতাম। আবূ যার (রা) বললেন, কি জিজ্ঞেস করতেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম যে, আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন ? আবূ যার (রা) বললেন, এ কথা তো আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছেন : আমি নূর দেখেছি।

٣٤٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يَنَامُ وَ لاَ يَنْبَغِى لَهُ اَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ اِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّوْرُ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ بَكْرٍ النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لَاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهٖ مَا انْتَهَى اِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهٖ وَ فِىْ رِوَايَةِ اَبِى بَكْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ وَ لَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا .

৩৪২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব.... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পাঁচটি কথা বললেন : আল্লাহ্ কখনো নিদ্রা যান না। নিদ্রিত হওয়া তাঁর সাজেও না। তিনি (তাঁর ইচ্ছানুসারে) তুলাদণ্ড নামান এবং উত্তোলন করেন। দিনের পূর্বেই রাতের সকল আ'মল তাঁর কাছে উত্থিত করা হয় এবং রাতের পূর্বেই দিনের সকল আ'মল তাঁর কাছে উত্থিত করা হয়। এবং তাঁর পর্দা হল নূর (বা জ্যোতি)।

আবূ বকরের অন্য এক বর্ণনায় النور এর স্থলে النار (আগুন) শব্দের উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যদি সে আবরণ খুলে দেয়া হয়, তবে তাঁর নূরের বিভা সৃষ্টি জগতের দৃশ্যমান সব কিছু ভস্ম করে দিবে। আবূ বকরের অন্য রিওয়ায়াতে حدثنا শব্দের স্থলে عن শব্দের উল্লেখ আছে।

٣٤٣. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِى مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ خَلْقِهٖ وَ قَالَ حِجَابُهُ النُّوْرُ .

৩৪৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম .... আ'মাশ (র) থেকে পূর্ব বর্ণিত সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সম্মুখে চারটি কথা নিয়ে দাঁড়ালেন ...। বর্ণনাকারী আবূ মু'আবিয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি مِنْ خَلْقِ শব্দ উল্লেখ করেন নাই এবং حِجَابُهُ النَّارُ 'তাঁর পর্দা আগুন' না বলে اَلنُّوْرُ। তাঁর পর্দা হল নূর বা জ্যোতি বলেছেন।

٣٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَرْبَعٍ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنَامُ وَ لاَ يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَنَامَ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَ يَخْفِضُهُ وَ يُرْفَعُ اِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ .

৩৪৪. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সম্মুখে চারটি কথা নিয়ে দাঁড়ালেন : আল্লাহ্ তা'আলা কখনো নিদ্রা যান না, আর নিদ্রা

তাঁর জন্য শোভাও পায় না, তিনি তুলাদণ্ড উঁচু এবং নীচু করেন, তাঁর কাছে রাতের পূর্বে দিনের আ'মল উত্থিত হয় এবং দিনের পূর্বে রাতের আমল উত্থিত হয়।

٧٧. بَابُ اِثْبَاتُ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْاٰخِرَةِ لِرَبِّهِمْ سُبْحَانَه وَتَعَالٰى

৭৭. পরিচ্ছেদ : আখিরাতে মু'মিনগণ তাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে

٣٤٥. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ وَ اللَّفْظُ لِاَبِىْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَ جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَ مَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَ بَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ اِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلٰى وَجْهِهٖ فِىْ جَنَّةِ عَدْنٍ .

৩৪৫. নাস্‌র ইব্‌ন আলী আল্‌-জাহযামী, আবূ গাস্‌সান আল মিসমাঈ ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : দু'টি জান্নাত এমন যে, এগুলোর পাত্রাদি ও সমুদয় সামগ্রী রূপার তৈরি। অন্য দু'টি জান্নাত এমন, যেগুলোর পাত্রাদি ও সমুদয় সামগ্রী স্বর্ণের তৈরি। 'আদ্‌ন' নামক জান্নাতে জান্নাতিগণ আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে। এ সময় তাঁদেরও আল্লাহ্‌র মাঝে তাঁর মহিমার চাদর ব্যতীত আর কোন অন্তরায় থাকবে না।

٣٤٦. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا اَزِيْدُكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا اَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَ تُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا اُعْطُوْا شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ اِلٰى رَبِّهِمْ عَزَّ وَ جَلَّ.

৩৪৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মায়সারা (র) .... সুহায়ব (র) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : জান্নাতিগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন : তোমরা কি চাও, আমি আরো অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেই ? তারা বলবে : আপনি কি আমাদের চেহারা আলোকোজ্জ্বল করে দেননি, আমাদের জান্নাতে দাখিল করেন নি এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেননি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আবরণ তুলে নিবেন। আল্লাহ্‌র দীদার অপেক্ষা অতি প্রিয় কোন বস্তু তাদের দেওয়া হয়নি।

٣٤٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَ زَادَ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الاٰيَةَ : لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ .

৩৪৭. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি আরও বলেন, "তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : (অর্থ) "যারা ভাল করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরো অধিক কিছু।"

٣٤٨. حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ نَاسًا قَالُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ يُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوْا لاَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِى الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ قَالُوْا لاَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَالِكَ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَ يَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَ يَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ الطَّوَاغِيْتَ وَتَبْقٰى هٰذِهِ الْاُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوْهَا فَيَاْتِيْهِمُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى فِىْ صُوْرَةٍ غَيْرِ صُوْرَتِهِ الَّتِىْ يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى يَاْتِيَنَا رَبُّنَا فَاِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَاْتِيهِمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ صُوْرَتِهِ الَّتِىْ يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُوْنَهُ وَ يُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ فَاَكُوْنُ اَنَا وَ اُمَّتِى اَوَّلَ مَنْ يُجِيْزُ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اِلاَّ الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَ فِىْ جَهَنَّمَ كَلاَلِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَاَيْتُمُ السَّعْدَانَ قَالُوْا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا اِلاَّ اللّٰهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِاَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ الْمُوْبَقُ بِقِيَ بِعَمَلِهِ وَ مِنْهُمُ الْمُجَازَىْ حَتّٰى يُنَجّٰى حَتّٰى اِذَا فَرَغَ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَاَرَادَ اَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ اَرَادَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ اَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ اَنْ يُخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا مِمَّنْ اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَيَعْرِفُوْنَهُمْ فِى النَّارِ يَعْرِفُوْنَهُمْ بِاَثَرِ السُّجُوْدِ تَاْكُلُ النَّارُ مِنْ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ اَثَرَ السُّجُوْدِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَاْكُلَ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيُخْرَجُوْنَ مِنَ النَّارِ وَ قَدِ امْتَحَشُوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَ يَبْقٰى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُوَ اٰخِرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِىْ عَنِ النَّارِ فَاِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِيْ رِيْحُهَا وَاَحْرَقَنِىْ ذَكَاؤُهَا فَيَدْعُوْ اللّٰهَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدْعُوَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى هَلْ عَسَيْتَ اِنْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ بِكَ اَنْ تَسْاَلَ غَيْرَهُ فَيَقُوْلُ لاَ اَسْاَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِىْ رَبَّهُ مِنْ عُهُوْدٍ وَ مَوَاثِيْقَ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَيَصْرِفُ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَاِذَا اَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَاٰهَا سَكَتَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّسْكُتَ ثُمَّ

يَقُوْلُ اَىْ رَبِّ قَدِّمْنِىْ اِلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهٗ اَلَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتَ عُهُوْدَكَ وَ مَوَاثِيْقَكَ لاَ
تَسْاَلُنِىْ غَيْرَ الَّذِىْ اَعْطَيْتُكَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا اَغْدَرَكَ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ وَ يَدْعُو اللّٰهَ حَتّٰى يَقُوْلَ
لَهٗ فَهَلْ عَسَيْتَ اِنْ اَعْطَيْتُكَ ذٰلِكَ اَنْ تَسْاَلَ غَيْرَهٗ فَيَقُوْلُ لاَ وَ عِزَّتِكَ فَيُعْطِىْ رَبَّهٗ مَاشَاءَ اللّٰهُ مِنْ
عُهُوْدٍ وَ مَوَاثِيْقَ فَيُقَدِّمُهٗ اِلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَاِذَا قَامَ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَاٰى مَا
فِيْهَا مِنَ الْخَيْرِ وَ السُّرُوْرِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَدْخِلْنِىْ الْجَنَّةَ
فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى لَهٗ اَلَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتَ عُهُوْدَكَ وَ مَوَاثِيْقَكَ اَنْ لاَ تَسْاَلَ غَيْرَ مَا اُعْطِيْتَ
وَيْلَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا اَغْدَرَكَ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ لاَ اَكُوْنُ اَشْقٰى خَلْقِكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللّٰهَ حَتّٰى يَضْحَكَ
اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مِنْهُ فَاِذَا ضَحِكَ اللّٰهُ مِنْهُ قَالَ اَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللّٰهُ لَهٗ تَمَنَّهْ
فَيَسْاَلُ رَبَّهٗ وَ يَتَمَنّٰى حَتّٰى اِنَّ اللّٰهَ لَيُذَكِّرُهٗ مِنْ كَذَا وَكَذَا حَتّٰى اِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْاَمَانِىُّ قَالَ اللّٰهُ
تَعَالٰى ذٰلِكَ لَكَ وَ مِثْلُهٗ مَعَهٗ قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ وَاَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ
مِنْ حَدِيْثِهٖ شَيْئًا حَتّٰى اِذَا حَدَّثَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اللّٰهَ قَالَ لِذٰلِكَ الرَّجُلِ وَ مِثْلُهٗ مَعَهٗ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ
وَ عَشَرَةُ اَمْثَالِهٖ مَعَهٗ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ اِلاَّ قَوْلَهٗ ذٰلِكَ لَكَ وَ مِثْلُهٗ مَعَهٗ قَالَ
اَبُوْ سَعِيْدٍ اَشْهَدُ اَنِّىْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْلَهٗ ذٰلِكَ لَكَ وَ عَشَرَةُ اَمْثَالِهٖ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَ
ذٰلِكَ الرَّجُلُ اٰخِرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ.

৩৪৮. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কতিপয় সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামত দিবসে আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে তোমাদের পরস্পরের মাঝে কি ধাক্কাধাক্কি সৃষ্টি হয় ? সাহাবীগণ বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে তোমাদের পরস্পরের কি ধাক্কাধাক্কির সৃষ্টি হয় ? তাঁরা বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : তদ্রূপ তোমরাও তাঁকে দেখবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ সকল মানুষকে জমায়েত করে বলবেন, পৃথিবীতে তোমাদের যে যার ইবাদত করেছিলে আজ তাকেই অনুসরণ কর। তখন সূর্যের উপাসক দল সূর্যের পেছনে, চন্দ্রের উপাসক দল চন্দ্রের পেছনে এবং দেব-দেবীর উপাসকদল দেবদেবীর পিছনে চলবে। কেবল এ উম্মাত অবশিষ্ট থাকবে। তন্মধ্যে মুনাফিকরাও থাকবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের কাছে এমন আকৃতিতে উপস্থিত হবেন যা তারা চিনে না। তারপর (আল্লাহ্ তা'আলা) বলবেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক (সুতরাং তোমরা আমার পেছনে চল)। তারা বলবে, নাউযুবিল্লাহ্। আমাদের প্রভু না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। আর তিনি যখন আসবেন, তখন আমরা তাঁকে চিনতে পারব। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে তাদের পরিচিত আকৃতিতে আসবেন, বলবেন : আমি তোমাদের প্রভু। তারা বলবে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের প্রভু। এ বলে তারা তাঁর অনুসরণ করবে। ইত্যবসরে জাহান্নামের উপর দিয়ে সিরাত (রাস্তা) স্থাপন করা হবে। আর আমি ও আমার উম্মাতই হবে প্রথম এ পথ অতিক্রমকারী। সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণও কেবল এ দু'আ করবেন : হে আল্লাহ্! নিরাপত্তা

দাও, নিরাপত্তা দাও। আর জাহান্নামে থাকবে সা'দান বৃক্ষের কাঁটার মত অনেক কাঁটাযুক্ত লৌহ দণ্ড। তোমরা সা'দান বৃক্ষটি দেখেছ কি ? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা সা'দান বৃক্ষের কাঁটার মতই, তবে সেটা যে কত বিরাট তা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। মানুষকে তাদের আমল অনুযায়ী পাকড়াও করা হবে। কেউ তার আমলের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, আর কেউ আমলের শাস্তি ভোগ করবে যতদিন না তারা নাজাত পেয়েছে। এরূপে বান্দাদের মধ্যে যখন আল্লাহ্ তা'আলা বিচারকার্য সমাপ্ত করবেন এবং দয়া করে কিছু জাহান্নামীকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেন, তারা যেন কালেমায় বিশ্বাসীদের মধ্যে যাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা রহম করতে চাইবেন এবং যারা আল্লাহ্র সাথে শির্‌ক করে নাই, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসে। অনন্তর ফেরেশ্‌তাগণ জান্নাতীদের সনাক্ত করবেন। তাঁরা সিজদার চিহ্নের সাহায্যে তাদের চিনবেন। কারণ অগ্নি মানুষের সব কিছু ভস্ম করে দিলেও সিজ্‌দার স্থান অক্ষত থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা সিজ্‌দার চিহ্ন নষ্ট করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

মোটকথা ফেরেশ্‌তাগণ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। তাদের দেহ আগুনে দগ্ধীভূত থাকবে। তারপর তাদের উপর আবে-হায়াত (সঞ্জীবনী পানি) ঢেলে দেওয়া হবে। তখন তারা এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে, যেমনভাবে শস্য অংকুর স্রোতবাহিত পানিতে সতেজ হয়ে উঠে। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বিচার সমাপ্ত করবেন। শেষে এক ব্যক্তি থেকে যাবে। তার মুখমণ্ডল হবে জাহান্নামের দিকে। এ-ই হবে সর্বশেষ জান্নাতী। সে বলবে, হে প্রভু! (অনুগ্রহ করে) আমার মুখটি জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দিন। জাহান্নামের উত্তপ্ত বায়ু আমাকে ঝলসে দিচ্ছে; এর লেলিহান শিখা আমাকে দগ্ধ করছে। আল্লাহ্ যতদিন চান ততদিন পর্যন্ত সে তাঁর কাছে দু'আ করতে থাকবে। পরে আল্লাহ্ বলবেন, আমি এটা করলে কি তুমি আরো কিছু কামনা করবে ? সে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গীকার করে বলবে, হে আল্লাহ্! আমি আর কিছু চাইব না। আল্লাহ্ তা'আলা তার মুখটি জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দিবেন। তার চেহারা যখন জান্নাতের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, আর জান্নাত তার চোখে ভেসে উঠবে, তখন আল্লাহ্ যতদিন চান সে নীরব থাকবে। পরে আবার বলবে, হে প্রতিপালক! কেবল জান্নাতের তোরণ পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিন। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি না কথা দিয়েছিলে যে, আমি তোমাকে যা দিয়েছি তাছাড়া আর কিছু চাইবে না। হতভাগা, তুমি তো সাংঘাতিক ওয়াদাভঙ্গকারী। তখন সে বলবে, হে আমার রব! এই বলে মিনতি জানাতে থাকবে। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি যা চাও তা যদি দিয়ে দেই, তবে আর কিছু চাইবে না তো ? সে বলবে, আপনার ইয্‌যতের কসম, আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ্ তখন তার থেকে এ বিষয়ে ওয়াদা এবং অঙ্গীকার নিবেন। এরপর তাঁকে জান্নাতের তোরণ পর্যন্ত এগিয়ে আনা হবে। এবার যখন সে জান্নাতের তোরণে দাঁড়াবে, তখন জান্নাত হয়ে তাঁর সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সে জান্নাতের সুখ-সমৃদ্ধি দেখতে থাকবে। সেখানে আল্লাহ্ যতক্ষণ চান সে ততক্ষণ চুপ করে থাকবে। পরে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি না সকল ধরনের ওয়াদা ও অঙ্গীকার করে বলেছিলে, আমি যা দান করেছি, এর চাইতে বেশি আর কিছু চাইবে না ? দূর হতভাগা ! তুমি তো ভীষণ ওয়াদাভঙ্গকারী। সে বলবে, হে আমার রব! আমি যেন সৃষ্টির সবচেয়ে দুর্ভাগা না হই। সে বারবার দু'আ করতে থাকবে। পরিশেষে এক পর্যায়ে সে আল্লাহ্‌কে হাসিয়ে ফেলবে। আল্লাহ্ তা'আলা হেসে উঠে বলবেন, যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ্ তাকে বলবেন, যা চাওয়ার চাও। তখন সে তার সকল কামনা চেয়ে শেষ করবে। এরপর আল্লাহ্ নিজেই স্মরণ করিয়ে বলবেন, অমুক অমুকটা চাও। এভাবে তার কামনা শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ্ বলবেন, তোমাকে এ সব এবং এর সমপরিমাণ আরো দেওয়া হলো।

আতা ইব্‌ন ইয়াযীদ বলেন, আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের কোন কথাই রদ করেন নাই। তবে আবূ হুরায়রা (রা) যখন এ কথা উল্লেখ করলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমাকে এসব এবং এর সমপরিমাণ আরো দেওয়া হলো" তখন আবূ সাঈদ (রা) বললেন : হে আবূ হুরায়রা! বরং তা সহ আরো দশগুণ দেয়া হবে। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে 'এর সমপরিমাণ' এ-শব্দ স্মরণ রেখেছি। আবূ সাঈদ (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে 'আরো দশগুণ' এ শব্দ সংরক্ষিত রেখেছি। রাবী বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) পরিশেষে বলেন, এ ব্যক্তি হবে জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী ব্যক্তি।

٣٤٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَ هُمَا اَنَّ النَّاسَ قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ مَعْنٰى حَدِيْثِ اِبْرٰهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ .

৩৪৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান আদ্-দারিমী (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব ?.... এরপর রাবী ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'দ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٣٥٠. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَدْنٰى مَقْعَدِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنّٰى وَيَتَمَنّٰى فَيَقُوْلُ لَهُ هَلْ تَمَنَّيْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْلُ لَهُ فَاِنَّ لَكَ مَاتَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ .

৩৫০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র) .... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে একটি এই যে। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের জান্নাতীকে বলা হবে যে, তুমি আকাঙ্ক্ষা কর। সে আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তোমার যা আকাঙ্ক্ষা করার তা কি করেছ ? সে বলবে, জ্বী! আল্লাহ্ বলবেন, যা আকাঙ্ক্ষা করেছ তা এবং এর অনুরূপ তোমাকে প্রদান করা হলো।

٣٥١. حَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ نَاسًا فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا يَرَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيْرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْرًا لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ قَالُوْا لاَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَاتُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ كَمَا تُضَارُّوْنَ فِيْ

رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَاكَانَتْ تَعْبُدُ فَلاَ يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُوْنَ فِى النَّارِ حَتّٰى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغُبَّرِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُوْدُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَاكُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللّٰهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ مَااتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ فَمَاذَا تَبْغُوْنَ قَالُوْا عَطِشْنَا يَارَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُوْنَ فَيُحْشَرُوْنَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِى النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارٰى فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيْحَ ابْنَ اللّٰهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ عَطِشْنَا يَارَبَّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُوْنَ فَيُحْشَرُوْنَ إِلٰى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِيْ النَّارِ حَتّٰى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ تَعَالٰى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى فِيْ أَدْنٰى صُوْرَةٍ مِنَ الَّتِيْ رَأَوْهُ فِيْهَا قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُوْنَ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوْا يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِى الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَاكُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ لاَنُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا حَتّٰى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ فَيَقُوْلُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُوْنَهُ بِهَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلاَ يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلّٰهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ اللّٰهُ لَهُ بِالسُّجُوْدِ وَلاَ يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلٰى قَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُوْنَ رُءُوْسَهُمْ قَدْ تَحَوَّلَ فِيْ صُوْرَتِهِ الَّتِيْ رَأَوْهُ فِيْهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ رَبُّنَا ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلٰى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ دَحْضٌ مَزِلَّةٌ فِيْهِ خَطَاطِيْفُ وَكَلاَلِيْبُ وَحَسَكٌ تَكُوْنُ بِنَجْدٍ فِيْهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُوْنَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيْدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوْشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوْسٌ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ حَتّٰى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلّٰهِ فِيْ اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيُصَلُّوْنَ وَيَحُجُّوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوْا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلٰى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا مَابَقِيَ فِيْهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا فَيَقُوْلُ ارْجِعُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِيْنَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا ثُمَّ يَقُوْلُ ارْجِعُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ

مِثْقَالَ نِصْفَ دِيْنَارٍ مِّنْ خَيْرٍ فَاَخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا مِمَّنْ اَمَرْتَنَا اَحَدًا ثُمَّ يَقُوْلُ ارْجِعُوْا فَمَنْ وَجَدْتُّمْ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا خَيْرًا.

وَ كَانَ اَبُوْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىُّ يَقُوْلُ اِنْ لَمْ تُصَدِّقُوْنِىْ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَاَقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ "اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَ يُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا" فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَ شَفَعَ النَّبِيُّوْنَ وَ شَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوْا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوْا حُمَمًا فَيُلْقِيْهِمْ فِىْ نَهْرٍ فِىْ اَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُوْنَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ اَلاَ تَرَوْنَهَا تَكُوْنُ اِلَى الْحَجَرِ اَوْ اِلَى الشَّجَرِ مَايَكُوْنُ اِلَى الشَّمْسِ اُصَيْفِرُ وَاُخَيْضِرُ وَمَا يَكُوْنُ مِنْهَا اِلَى الظِّلِّ يَكُوْنُ اَبْيَضَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَاَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ فَيَخْرُجُوْنَ كَاللُّؤْلُؤِ فِى رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ هٰؤُلاءِ عُتَقَاءُ اللّٰهِ الَّذِيْنَ اَدْخَلَهُمُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوْهُ ثُمَّ يَقُوْلُ ادْخُلُوْا الْجَنَّةَ فَمَا رَاَيْتُمُوْهُ فَهُوَلَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ اَفْضَلُ مِنْ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبَّنَا اَىُّ شَيْءٍ اَفْضَلُ مِنْ هٰذَا فَيَقُوْلُ رِضَاىَ فَلاَ اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا.

قَالَ مُسْلِمٌ قَرَأْتُ عَلٰى عِيْسَى ابْنِ حَمَّادٍ زُغْبَةَ الْمِصْرِىِّ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِى الشَّفَاعَةِ وَقُلْتُ لَهُ اُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْكَ اَنَّكَ سَمِعْتَ مِنَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؟ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِعِيْسَى بْنِ حَمَّادٍ اَخْبَرَكُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِبْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَرٰى رَبَّنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ اِذَا كَانَ يَوْمٌ صَحْوٌ قُلْنَا لاَ وَسُقْتُ الْحَدِيْثَ حَتَى انْقَضٰى اٰخِرُهُ وَهُوَ نَحْوَ حَدِيْثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلاَ قَدَمٍ قَدَّمُوْهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَاَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ بَلَغَنِىْ أَنَّ الْجِسْرَ اَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَاَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ وَمَا بَعْدَهُ فَاَقَرَّبِهِ عِيْسَى ابْنُ حَمَّادٍ.

৩৫১. সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ সাঈদ আল্‌-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে কতিপয় সাহাবী তাঁকে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিয়ামত দিবসে আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন; হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন : দুপুরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য

অবলোকন করতে কি তোমাদের ধাক্কাধাক্কির সৃষ্টি হয় ? পুর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের ধাক্কাধাক্তি হয়? সকলে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! না, তা হয় না। নবীজী ﷺ বললেন : ঠিক তদ্রূপ কিয়ামত দিবসে তোমাদের প্রতিপালককে অবলোকন করতে কোনই বাধার সৃষ্টি হবে না। সেদিন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে, 'যে যার উপাসনা করতে, সে আজ তার অনুসরণ করুক।' তখন আল্লাহ্ ব্যতীত যারা অন্য দেবদেবী ও বেদীর উপাসনা করত, তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না ; সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সৎ হোক বা অসৎ, যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করত, কেবল তারাই বাকি থাকবে। আর থাকবে (নিজ দীনের উপর) অবশিষ্ট কিতাবীগণ। এরপর ইয়াহূদীদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে ? তারা বলবে, আল্লাহ্‌র পুত্র উযায়েরের। তাদেরকে বলা হবে মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্ কোন পত্নী বা সন্তান গ্রহণ করেন নাই। তোমরা কি চাও ? তারা বলবে, হে আল্লাহ্! আমাদের পিপাসা পেয়েছে। আমাদের পিপাসা নিবারণ করুন। তখন তাদেরকে ইঙ্গিত করে বলা হবে, ওখানে পানি পান করতে নামো না? এভাবে তাদেরকে মরীচিকাসদৃশ জাহান্নামে জমায়েত করা হবে। তার একাংশ আরেক অংশকে গ্রাস করতে থাকবে। তারা এতে একের পর এক পতিত হবে। তারপর খ্রিস্টানদেরকে ডাকা হবে, বলা হবে. তোমরা কার ইবাদত করতে ? তারা বলবে, আল্লাহ্‌র পুত্র মসীহের উপাসনা করতাম। বলা হবে, মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্ কোন পত্নী বা সন্তান গ্রহণ করেন নাই। জিজ্ঞেস করা হবে, এখন কি চাও ? তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের দারুণ তৃষ্ণা পেয়েছে, আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করুন। তখন তাদেরকেও (পানির ঘাটে যাবার) ইঙ্গিত করে বলা হবে, এখানে নামো না ? এভাবে তাদেরকে মরীচিকা সদৃশ জাহান্নামে জমায়েত করা হবে। তার এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করতে থাকবে। তারা তাতে একের এক পতিত হবে। শেষে মুমিন হোক বা গুনাহ্‌গার, এক আল্লাহ্‌র উপাসক ব্যতীত আর কেউ (ময়দানে) অবশিষ্ট থাকবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে আসবেন। সর্বাপেক্ষা নিকটতম সেইরূপে (গুণে) যা দ্বারা তারা তাঁকে চেনে। তিনি বলবেন, সবাই তাদের স্ব স্ব উপাস্যের অনুসরণ করে চলে গেছে, আর তোমরা কার অপেক্ষা করছ ? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! যেখানে আমরা বেশি মুখাপেক্ষী ছিলাম, সেই দুনিয়াতে আমরা অপরাপর মানুষ থেকে পৃথক থেকেছি এবং তাদের সঙ্গী হই নি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমিই তো তোমাদের প্রভু। মু'মিনরা বলবে, "আমরা তোমার থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি" আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমরা কিছুই শরীক করি না। এই কথা তারা দুই বা তিনবার বলবে। এমনকি কেউ কেউ অবাধ্যতা প্রদর্শনের উপক্রম করবে। আল্লাহ্ বলবেন, আচ্ছা, তোমাদের কাছে এমন কোন নিদর্শন আছে যদ্দ্বারা তাকে তোমরা চিনতে পার ? তারা বলবে, অবশ্যই আছে। এরপর 'সাক'[১] উন্মোচিত হবে, তখন পৃথিবীতে যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সিজ্‌দা করত, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সিজদা করার অনুমতি দেবেন। আর যারা লোক দেখানো বা লোকভয়ে আল্লাহ্‌কে সিজদা করত, সে মুহূর্তে তাদের মেরুদণ্ড শক্ত ও অনমনীয় করে দেয়া হবে। যখনই তারা সিজদা করতে ইচ্ছা করবে তখনই তারা চিত হয়ে পড়ে যাবে। তারপর তারা মাথা তুলবে। ইত্যবসরে তারা আল্লাহ্‌কে প্রথমে যে আকৃতিতে দেখেছিল তা পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং তিনি তার আসলরূপে আবির্ভূত হবেন। অনন্তর বলবেন, আমি তোমাদের রব, তারা বলবে হ্যাঁ, আপনি আমাদের প্রতিপালক। তারপর জাহান্নামের উপর 'জিস্‌র' (পুল) স্থাপন করা হবে। শাফায়াতেরও অনুমতি দেয়া হবে। মানুষ বলতে থাকবে, হে আল্লাহ্! আমাদের নিরাপত্তা দিন, আমাদের নিরাপত্তা দিন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ 'জিস্‌র'

১. হাঁটুর নিচের অংশ। এখানে অর্থ আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ তাজাল্লী প্রকাশ করবেন।

কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটি এমন স্থান, যেখানে পা পিছলে যায়। সেখানে আছে নানা প্রকারের লৌহ শলাকা ও কাঁটা, দেখতে নজদের সাদান বৃক্ষের কাঁটার মত। মুমিনগণের কেউ এ পথ পলকের গতিতে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ অশ্বগতিতে, কেউ উষ্ট্রের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ অক্ষত অবস্থায় নাজাত পাবে আর কেউ হবে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নাজাতপ্রাপ্ত। আর কতককে কাঁটাবিদ্ধ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অবশেষে মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : সে সত্তার কসম. যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ঐ দিন মু'মিনগণ তাঁদের ঐসব ভাইয়ের স্বার্থে আল্লাহ্র সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে, যারা জাহান্নামে রয়ে গেছে। তোমরা পার্থিব অধিকারের ক্ষেত্রেও এমন বিতর্কে লিপ্ত হও না। তারা বলবে, হে রব! এরা তো আমাদের সাথেই নামায আদায় করত, রোযা পালন করত, হজ্জ করত। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে নির্দেশ দিবেন : যাও, তোমাদের পরিচিতদের উদ্ধার করে আন। উল্লেখ্য, এরা জাহান্নামে পতিত হলেও মুখমণ্ডল আযাব থেকে রক্ষিত থাকবে। (তাই তাঁদেরকে চিনতে কোন অসুবিধা হবে না)। মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে আনবে। এদের অবস্থা এমন হবে যে, আগুন কারো পায়ের অর্ধ গোছা, আবার কারো হাঁটু পর্যন্ত ভস্ম করে দিয়েছে। উদ্ধার শেষ করে মু'মিনগণ বলবে, হে রব! যাদের সম্পর্কে আপনি নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, তাদের মাঝে আর কেউ অবশিষ্ট নাই। আল্লাহ্ বলবেন, পুনরায় যাও, যার অন্তরে এক দীনার পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট পাবে, তাকেও উদ্ধার করে আন। তখন তারা আরও একদলকে উদ্ধার করে এনে বলবে, হে রব! অনুমতিপ্রাপ্তদের কাউকেও রেখে আসি নাই। আল্লাহ্ বলবেন, আবার যাও, যার অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট পাবে, তাকেও বের করে আন। তখন আবার এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! যাদের আপনি উদ্ধার করতে বলেছিলেন, তাদের কাউকে ছেড়ে আসি নাই। আল্লাহ্ বলবেন : আবার যাও, যার অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান, তাকেও উদ্ধার করে আন। তখন আবারও এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! যাদের কথা বলেছিলেন, তাদের কাউকেই রেখে আসি নাই। সাহাবী আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, তোমরা যদি এ হাদীসের ব্যাপারে আমাকে সত্যবাদী মনে না কর তবে এর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতটিও তিলাওয়াত করতে পার : (অর্থ! আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ নেককাজ হলেও আল্লাহ্ তা দ্বিগুণ করে করে দেন এবং তাঁর কাছ থেকে মহা-পুরস্কার প্রদান করেন।" (সূরা নিসা : ৪০)

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করবেন : ফেরেশতারা সুপারিশ করলেন, নবীগণও সুপারিশ করলেন এবং মু'মিনরাও সুপারিশ করেছে, কেবল আরহামুর রাহিমীন—পরম দয়াময়ই রয়ে গেছেন। এরপর তিনি জাহান্নাম থেকে এক মুঠো তুলে আনবেন, ফলে এমন একদল লোক মুক্তি পাবে, যারা কখনো কোন সৎকর্ম করে নাই, এবং আগুনে জ্বলে কয়লা হয়ে গেছে। পরে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ মুখের 'নাহরুল হায়াতে' ফেলে দেয়া হবে। তারা এতে এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন শস্য অংকুর স্রোতবাহিত পানিতে সতেজ হয়ে উঠে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা কি কোন বৃক্ষ কিংবা পাথরের আড়ালে কোন শস্যদানা অঙ্কুরিত হতে দেখ নাই ? যেগুলো সূর্য কিরণের মাঝে থাকে, সেগুলো হলদে ও সবুজ রূপ ধারণ করে, আর যেগুলো ছায়াযুক্ত স্থানে থাকে, সেগুলো সাদা হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মনে হয় আপনি যেন গ্রামাঞ্চলে পশু চরিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এরপর তারা নহর থেকে মুক্তার মত ঝকঝকে অবস্থায় উঠে আসবে এবং তাদের গ্রীবাদেশে মোহরাঙ্কিত থাকবে, যা দেখে জান্নাতীগণ তাদের চিনতে পারবেন। এরা হলো 'উতাকাউল্লাহ্'—আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ তা'আলা সৎ আমল ব্যতীতই তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন। এরপর আল্লাহ্

তাদেরকে লক্ষ করে বলবেন : যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। আর যা কিছু দেখছ সব কিছু তোমাদেরই। তারা বলবে, হে রব! আপনি আমাদেরকে এতই দিয়েছেন যা সৃষ্ট-জগতের কাউকে দেন নাই। আল্লাহ্ বলবেন : তোমাদের জন্য আমার কাছে এর চেয়েও উত্তম বস্তু আছে। তারা বলবে, কি সে উত্তম বস্তু ? আল্লাহ্ বলবেন : সে হলো আমার সন্তুষ্টি। এরপর আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবো না।

ইমাম মুসলিম (র) বলেন : শাফায়াত সম্পর্কীয় এ হাদীসটি আমি ঈসা ইব্ন হাম্মাদ যুগবা আল-মিসরী-এর কাছে পাঠ করে বললাম? আমি কি আপনার পক্ষ থেকে এ হাদীসটি এরূপ বর্ণনা করতে পারি ? যে, আপনি এটি লায়স ইবন সা'দ থেকে শুনেছেন। তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। এরপর আমি ঈসা ইবন হাম্মাদকে বললাম, লায়স ইবন সা'দ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে আপনাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্তর করলেন : মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দর্শনে ভিড়ের কারণে তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয়? আমরা বললাম, না... ...। এভাবে হাদীসটির শেষ পর্যন্ত তুলে ধরলাম। এ হাদীসটি হাফ্স ইব্ন মায়সারা বর্ণিত হাদীসেরই অনুরূপ। তিনি 'بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلاَ قَدَمٍ قَدَّمُوْهُ' এই অংশটুকুর পর فَيَقُوْلُ لَهُمْ مَارَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ অর্থাৎ তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা দেখছ তা এবং তদসঙ্গে অনুরূপ আরও কিছু। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমার কাছে রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, 'জিস্র (সিরাত) চুল অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম ও তরবারি অপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণ। তা ছাড়া লায়সের হাদীসে 'فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ' বাক্যটি এবং এর পরবর্তী অংশটির উল্লেখ নাই। ঈসা ইব্ন হাম্মাদ তা স্বীকার করেন।

٣٥٢. وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ بِأَسْنَادِهِمَا نَحْوَ حَدِيْثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى اٰخِرِهِ وَقَدْ زَادَ وَنَقَصَ شَيْئًا .

৩৫২. আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদে হাফ্স ইব্ন সা'দের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ রিওয়ায়াতে শব্দগত কিছু বেশকম আছে।

٧٨. بَابُ اِثْبَاتُ الشَّفَاعَةِ وَاِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِيْنَ مِنَ النَّارِ

৭৮. পরিচ্ছেদ : শাফায়াত ও তাওহীদবাদীদের জাহান্নাম থেকে উদ্ধার লাভের প্রমাণ

٣٥٣. حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْأَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُدْخِلُ اللّٰهُ اَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ وَيُدْخِلُ اَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ انْظُرُوْا مَنْ وَجَدْتُمْ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوْهُ فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا حُمَمًا قَدِ امْتَحَشُوْا فَيُلْقَوْنَ فِىْ نَهَرِ الْحَيَاةِ اَوِالْحَيَا فَيَنْبُتُوْنَ فِيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ اَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً .

৩৫৩. হারূন ইব্ন সাইদ আল-আয়লী (র) .... আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাতবাসীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাঁর রহমতেই তিনি

যাকে ইচ্ছা তা করবেন। আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তারপর (ফেরেশতাদেরকে) বলবেন : যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণও ঈমান দেখতে পাবে, তাকেও জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে আনবে এবং অনন্তর ফেরেশতাগণ তাদেরকে দগ্ধ কয়লারূপে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে এবং 'হায়াত' বা 'হায়া' নামক নহরে নিক্ষেপ করবে। তখন তারা এতে এমন সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন শস্য অংকুর স্রোতবাহিত পলিতে সতেজ হয়ে ওঠে। তোমরা কি দেখ নাই, কত সুন্দররূপে সে শস্যদানা কেমনভাবে হরিদ্রাভ মাথা মোড়ানো অবস্থায় অংকুরিত হয় ?

٣٥٤. وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ح وَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالاَ فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ الْحَيَاةُ وَلَمْ يَشُكَّا وَفِيْ حَدِيْثِ خَالِدٍ كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ فِيْ جَانِبِ السَّيْلِ وَفِيْ حَدِيْثِ وُهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِئَةٍ أَوْ حَمِيْلَةِ السَّيْلِ .

৩৫৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র).... আমর ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে 'الحياة' শব্দ উল্লেখ করেছেন। খালিদ বর্ণিত রিওয়ায়াতে كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ فِيْ جَانِبِ السَّيْلِ এবং উহায়বের রিওয়ায়াতে كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِئَةٍ أَوْ حَمِيْلَةِ السَّيْلِ বাক্যের উল্লেখ রয়েছে।

٣٥٥. وَ حَدَّثَنِيْ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِيْ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِيْنَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لاَ يَمُوْتُوْنَ فِيْهَا وَلاَ يَحْيَوْنَ وَلٰكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوْبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَهُمُ اللّٰهُ إِمَاتَةً حَتّٰى إِذَا كَانُوْا فَحْمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيْءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوْا عَلٰى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيْلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيْضُوْا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُوْنَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُوْنُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ .

৩৫৫. নাসর ইব্‌ন আলী আল-জাহযামী (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : জাহান্নামীদের মধ্যে যারা প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামী, তাদের মৃত্যুও ঘটবে না এবং তারা পুনর্জীবিতও হবে না। তবে তন্মধ্যে তোমাদের এমন কতিপয় লোকও থাকবে, যারা গুনাহের দায়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা (তাদের উপর পতিত আযাবের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে) তাদেরকে কিছুকাল নির্জীব করে রেখে দিবেন। অবশেষে তারা পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে। এ সময়ে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাফা'আতের অনুমতি হবে। তখন এদেরকে দলে দলে নিয়ে আসা হবে এবং জান্নাতের নহরগুলিতে ছড়িয়ে দেয়া হবে। পরে বলা হবে, হে জান্নাতীরা তোমরা এদের গায়ে পানি ঢেলে দাও! ফলত স্রোতবাহিত পলিতে গজিয়ে ওঠা শস্যদানার মত তারা সজীব হয়ে উঠবে। উপস্থিতদের মধ্যে একজন বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেন এককালে গাঁয়ে অবস্থান করেছেন।

٣٥٦. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا نَضْرَةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

৩৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবূ সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ কথাটি পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তবে পরবর্তী অংশটুকু উল্লেখ করেন নাই।

٧٩. بَابٌ : اٰخِرُ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا

৭৯. পরিচ্ছেদ : জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রসঙ্গ

٣٥٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ لأَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَاٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةِ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَهُ إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ اَنَّهَا مَلاَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَهُ إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ اَنَّهَا مَلأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلُ الدُّنْيَا وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهَا اَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ اَمْثَالِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُوْلُ اَتَسْخَرُبِيْ اَوْ اَتَضْحَكُ بِيْ وَاَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً .

৩৫৭. 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হানযালী (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ও জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী লোকটিকে আমি অবশ্যই জানি। যে নিতম্ব হেঁচড়ে হেঁচড়ে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন : যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে সেখানে আসবে। তার ধারণা হবে যে, এটা পরিপূর্ণ। তাই ফিরে গিয়ে আল্লাহ্‌কে বলবে, হে প্রতিপালক! আমি জান্নাতকে পরিপূর্ণ দেখলাম। আল্লাহ্ আবার বলবেন : যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে আবার এসে দেখবে, এ তো ভরপুর হয়ে আছে। তাই ফিরে গিয়ে আল্লাহ্‌কে বলবে, হে প্রতিপালক! এ তো ভরপুর হয়ে আছে। আল্লাহ্ পুনরায় বলবেন : যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাকে পৃথিবী ও পৃথিবীর দশগুণ পরিমাণে প্রদান করা হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : সে বলবে, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে নিয়ে কি ঠাট্টা করছেন অথচ আপনি তো মহান রাজাধিরাজ। সাহাবী বলেন. এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এত হেসে উঠলেন যে তাঁর মাড়ির প্রান্তের দাঁতগুলোও প্রকাশিত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : এরপর ঘোষণা করা হবে, এ ব্যক্তিই জান্নাতের সর্বনিম্নস্তরের অধিবাসী।

٣٥٨. وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِى كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى لَاَعْرِفُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ إِنْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ اَخَذُوْا الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ اَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِىْ كُنْتَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنّٰى فَيُقَالُ لَهُ لَكَ الَّذِىْ تَمَنَّيْتَ وَ عَشَرَهُ اَضْعَافِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُوْلُ اَتَسْخَرُ بِىْ وَاَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

৩৫৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকটিকে অবশ্যই আমি জানি। সে নিতম্ব হেঁচড়ে হেঁচড়ে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। তারপর তাকে বলা হবে—যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতে প্রবেশ করে দেখবে, লোকেরা পূর্বেই জান্নাতের সকল স্থাল দখল করে রেখেছে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার কি পূর্বকালের কথা স্মরণ আছে ? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি আমার কাছে কামনা কর। সে তখন কামনা করবে। তখন তাকে বলা হবে, যাও, তোমার আশা পূর্ণ করলাম। সে সাথে পৃথিবীর আরও দশগুণ বেশি প্রদান করলাম। লোকটি হতভম্ব হয়ে বলবে, ওগো প্রতিপালক! আপনি আমাদের প্রভু, আর আপনি আমার সাথে পরিহাস করছেন ? সাহাবী বলেন, এ কথাটি বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এত হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত (মুবারক) প্রকাশিত হয়ে গেল।

٣٥٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اٰخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْشِى مَرَّةً وَيَكْبُوْ مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِىْ نَجَّانِىْ مِنْكَ لَقَدْ اَعْطَانِى اللّٰهُ شَيْئًا مَا اَعْطَاهُ اَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَدْنِنِىْ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَاَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَاَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا إِبْنَ اٰدَمَ لَعَلِّى إِنْ اَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِىْ غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ لَايَارَبِّ وَيُعَاهِدُهُ اَنْ لَا يَسْأَ لَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لَانَّهُ يَرٰى مَالَاصَبْرَلَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِىَ اَحْسَنُ مِنَ الْأُوْلٰى فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَدْنِنِىْ مِنْ هٰذِهِ لَاَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَاَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا لَاَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ يَا ابْنَ اٰدَمَ اَلَمْ تُعَاهِدْنِىْ اَنْ لَاتَسْأَلَنِى غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ لَعَلِّىْ إِنْ اَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِى غَيْرَهَا فَيُعَاهِدُهُ اَنْ لَايَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرٰى مَالَا صَبْرَلَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِىَ اَحْسَنُ مِنَ الْأُوْلَيَيْنِ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَدْنِنِى مِنْ هٰذِهِ لَاَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَاَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لَا اَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ يَا إِبْنَ اٰدَمَ اَلَمْ تُعَاهِدْنِى اَنْ لَا تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا قَالَ بَلٰى يَارَبِّ هٰذِهِ لَاَسْأَلُكَ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ

تَعَالٰى يَعْذِرُهُ لاَنَّهُ يَرٰى مَالاَ صَبْرَلَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا فَإِذَا اَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ اَصْوَاتَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْهِ فَيَقُوْلُ يَا إِبْنَ اٰدَمَ مَا يَصْرِيْنِىْ مِنْكَ اَيُرْضِيْكَ اَنْ اُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اَتَسْتَهْزِئُ مِنِّىْ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اَلاَ تَسْأَلُوْنِّىْ مِمَّ اَضْحَكُ فَقَالُوْا مِمَّ تَضْحَكُ قَالَ هٰكَذَا ضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا مِمَّ يَضْحَكُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حِيْنَ قَالَ اَتَسْتَهْزِئُ مِنِّىْ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ إِنِّىْ لاَ اَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلٰكِنِّىْ عَلٰى مَااَشَاءُ قَادِرٌ.

৩৫৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : সবার শেষে এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে হাঁটবে আবার উপুড় হয়ে পড়ে যাবে। জাহান্নামের আগুন তাকে ঝাপটা দেবে। অগ্নিসীমা অতিক্রম করার পর সেদিক ফিরে বলবে, সে সত্তা কত মহিমময়, যিনি আমাকে তোমা থেকে নাজাত দিয়েছেন। তিনি আমাকে এমন জিনিস দান করেছেন, যা পূর্বাপর কাউকেও প্রদান করেন নাই। এরপর তার সম্মুখে একটি বৃক্ষ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, (যা দেখে) সে বলবে, হে প্রতিপালক! আমাকে এ বৃক্ষটির নিকটবর্তী করে দিন, যেন আমি এর ছায়া গ্রহণ করতে পারি এবং এর নিচে প্রবাহিত পানি থেকে পিপাসা নিবারণ করতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : হে আদম সন্তান! যদি আমি তোমাকে তা দান করি, তবে হয়ত তুমি আবার অন্য একটি প্রার্থনা করে বসবে। তখন সে বলবে, না, হে প্রভু! সে এর অতিরিক্ত আর কিছুই চাইবো না। এ বলে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অঙ্গীকার করবে এবং আল্লাহ্ও তার ওযর গ্রহণ করবেন। কারণ সে এমন সব জিনিস প্রত্যক্ষ করেছে, যা দেখে সবর করা যায় না। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ঐ বৃক্ষটির নিকটবর্তী করে দেবেন। আর সে এর ছায়া গ্রহণ করবে ও পানি পান করবে। তারপর আবার একটি বৃক্ষ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে; যেটি প্রথমটি অপেক্ষা অধিক সুন্দর। তা দেখেই সে প্রার্থনা করবে, হে পরওয়ারদিগার! আমাকে এটির নিকটবর্তী করে দিন, যেন আমি তা থেকে পানি পান করতে পারি এবং এর ছায়া গ্রহণ করতে পারি। তারপর আর কিছুর প্রার্থনা করব না। আল্লাহ্ উত্তর দিবেন : আদম সন্তান! তুমি না আমায় কসম করে বলেছিলে, আর কোনটি প্রার্থনা জানাবে না। তিনি আরো বলবেন : যদি আমি তোমাকে তার নিকটবর্তী করে দেই, তবে তুমি হয়ত আরও কিছুর জন্য প্রার্থনা করবে। সে আর কিছু চাইবে না বলে অঙ্গীকার করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তার এ ওয্র কবূল করবেন। কারণ সে এমন সব জিনিস প্রত্যক্ষ করেছে যা দেখে সবর করা যায় না। যাহোক, তিনি তাকে তার নিকটবর্তী করে দেবেন। আর সে ছায়া গ্রহণ করবে ও পানি পান করবে। এরপর আবার জান্নাতের দরজার কাছে আরেকটি বৃক্ষ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, এটি পূর্বের বৃক্ষদ্বয় অপেক্ষাও নয়নাভিরাম। তাই সে বলে উঠবে, হে প্রতিপালক! আমাকে ওই বৃক্ষটির নিকটবর্তী করে দিন, যেন আমি এর ছায়া গ্রহণ করতে ও পানি পান করতে পারি। আমি আর কিছু প্রার্থনা করব না। আল্লাহ্ বলবেন : হে আদম সন্তান! তুমি আমার কাছে আর কিছু চাইবে না বলে কসম কর নাই ? সে উত্তরে বলবে, অবশ্যই করেছি। হে প্রভু! তবে এটিই। আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ্ তার ওয্র গ্রহণ করবেন। কারণ সে এমন সব জিনিস প্রত্যক্ষ করেছে, যা দেখে সবর করা যায় না। তিনি তাকে তার নিকটবর্তী করে দিবেন। যখন তাকে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে, আর জান্নাতীদের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে ধ্বনিত হবে, তখন সে বলবে, হে প্রতিপালক! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ্ বলবেন : হে আদম সন্তান! তোমার কামনা কোথায় গিয়ে শেষ হবে ? আমি যদি তোমাকে পৃথিবী

এবং তার সমপরিমাণ বস্তু দান করি তবে কি তুমি পরিতৃপ্ত হবে ? সে বলবে, হে প্রতিপালক! আপনি পরিহাস করছেন! আপনি তো সারা জাহানের প্রভু। এ কথাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ণনাকারী ইব্‌ন মাসউদ (রা) হেসে ফেললেন। আর বললেন, আমি কেন হেসেছি তা তোমরা জিজ্ঞেস করলে না ? তারা বলল, কেন হেসেছেন ? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুরূপ হেসেছিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কেন হাসছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এজন্য যে, ব্যক্তিটির এ উক্তি "আপনি আমার সাথে পরিহাস করছেন, আপনি তো সারা জাহানের প্রতিপালক—শুনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হেসেছেন বলে আমিও হাসলাম। যা হোক, আল্লাহ্ তাকে বলবেন : তোমার সাথে পরিহাস করছি না। মনে রেখ, আমি আমার সকল ইচ্ছার ওপর ক্ষমতাবান।

٨. بَابُ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيْهَا

৮০. পরিচ্ছেদ : সর্বনিম্ন মর্যাদার জান্নাতবাসী

٣٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَجُلٌ صَرَفَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ وَ مَثَّلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلٍّ فَقَالَ اَىْ رَبِّ قَدِّمْنِىْ إِلٰى هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اَكُوْنُ فِىْ ظِلِّهَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فَيَقُوْلُ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا يَصْرِيْنِىْ مِنْكَ إِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ وَزَادَ فِيْهِ وَيُذَكِّرُهُ اللّٰهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِىُّ قَالَ اللّٰهُ هُوَ لَكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ قَالَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ فَتَقُوْلاَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَاكَ لَنَا وَاَحْيَانَا لَكَ فَيَقُوْلُ مَا أُعْطِىَ اَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيْتُ .

৩৬০. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : নিম্নতম জান্নাতী ঐ ব্যক্তি, যার মুখমণ্ডল আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের দিক থেকে সরিয়ে জান্নাতের দিকে করে দিবেন। তার সামনে একটি ছায়াযুক্ত বৃক্ষ উদ্ভাসিত করা হবে। সে ব্যক্তি প্রার্থনা জানাবে, হে প্রতিপালক! আমাকে এ বৃক্ষ পর্যন্ত এগিয়ে দিন। আমি এ ছায়ায় অবস্থান করতে চাই। .... এভাবে তিনি ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসে يَا اَبْنَ اٰدَمَ مَا يَصْرِيْنِىْ مِنْكَ-এর উল্লেখ নাই। অবশ্য এতটুকু বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে বিভিন্ন নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন : এটা চাও। এভাবে যখন তার সকল আকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ বলবেন : যাও, তোমাকে এসব সম্পদ প্রদান করলাম, সে সাথে আরও দশগুণ দান করলাম।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তখন লোকটি জান্নাতে তার গৃহে প্রবেশ করবে। তার কাছে ডাগর আঁখিবিশিষ্ট দুজন হূর পত্নী প্রবেশ করবে। আর তারা বলবে, সকল প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের জন্য আপনার জীবন দান করেছেন এবং আপনার জন্য আমাদের জীবন দান করেছেন। লোকটি বলবে, আমাকে যা দেয়া হয়েছে, এমন আর কাউকে দেওয়া হয় নাই।

٣٦١. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ وَ ابْنِ اَبْجَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رِوَايَةً اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيْفٍ وَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يُخْبِرُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَرْفَعُهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ وَ ابْنُ اَبْجَرَ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سُفْيَانُ رَفَعَهُ اَحَدُهُمَا اَرَاهُ ابْنَ اَبْجَرَ قَالَ سَاَلَ مُوْسٰى رَبَّهُ تَعَالٰى مَا اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِيْءُ بَعْدَ مَا اُدْخِلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ كَيْفَ وَ قَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَ اَخَذُوْا اَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ اَتَرْضَى اَنْ يَكُوْنَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوْكِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ رَضِيْتُ رَبِّ فَيَقُوْلُ لَكَ ذٰلِكَ وَ مِثْلُهُ وَ مِثْلُهُ وَ مِثْلُهُ وَ مِثْلُهُ فَقَالَ فِى الْخَامِسَةِ رَضِيْتُ رَبِّ فَيَقُوْلُ هذا لَكَ وَ عَشَرَةُ اَمْثَالِهِ وَ لَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَ لَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُوْلُ رَضِيْتُ رَبِّ قَالَ رَبِّ فَاَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ اَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِىْ خَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَ لَمْ تَسْمَعْ اُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ وَ مِصْدَاقُهُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ الْاٰيَةَ .

৩৬১. সাঈদ ইব্ন আম্র আল্-আশআসী, ইব্ন আবূ উমর এবং বিশ্র ইব্ন হাকাম (র).... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, জান্নাতে সবচেয়ে নিম্নস্তরের লোক কে হবে ? আল্লাহ্ বললেন : সে এমন এক ব্যক্তি, যে জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর আসবে। তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে প্রতিপালক! তা কিরূপে হবে ? জান্নাতীগণ তো নিজ নিজ আবাসের অধিকারী হয়ে গেছেন। তারা তাদের প্রাপ্য গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাকে বলা হবে, পৃথিবীর কোন সম্রাটের সাম্রাজ্যের সমপরিমাণ সম্পদ নিয়ে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে ? সে বলবে, হে প্রভু! আমি এতে খুশি। আল্লাহ্ বলবেন : তোমাকে উক্ত পরিমাণ সম্পদ দেওয়া হলো ; সাথে দেওয়া হলো আরো সমপরিমাণ, আরো সমপরিমাণ, আরো সমপরিমাণ, আরো সমপরিমাণ। পঞ্চমবারে সে বলে উঠবে, আমি পরিতৃপ্ত, হে আমার রব! আল্লাহ্ বলবেন, আরো দশগুণ দেওয়া হলো। এ সবই তোমার জন্য। তাছাড়া তোমার জন্য রয়েছে এমন জিনিস, যদ্দ্বারা মন তৃপ্ত হয়, চোখ জুড়ায়। লোকটি বলবে, হে আমার প্রভু! আমি পরিতৃপ্ত। হযরত মূসা (আ) বললেন : তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ কে ? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : তারা, যাদের মর্যাদা আমি চূড়ান্তভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি। এমন জিনিস তাদের জন্য রেখেছি, যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, কোন কান কখনও শুনেনি, কারো অন্তরে কখনও কল্পনায়ও উদয় হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, কুরআন করীমের এ আয়াতটি এর প্রমাণ বহন করে : (অর্থ) "কেউ জানে না, তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ।" (সূরা সাজদা : ১৭)

٣٦٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ اَبْجَرَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ اِنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاَلَ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ اَخَسِّ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا حَظًّا وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ .

৩৬২. আবূ কুরায়ব (র) .... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলাকে জান্নাতের সর্বনিম্ন ব্যক্তিটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন .... এরপর বর্ণনাকারী পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ وَ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتٰى بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اَعْرِضُوْا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوْبِهٖ وَ اَرْفَعُوْا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوْبِهٖ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَ كَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوْبِهٖ اَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ فَاِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فَيَقُوْلُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ اَشْيَاءَ لاَ اَرَاهَا هٰهُنَا فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

৩৬৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (রা) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : জাহান্নাম হতে সবার শেষে উদ্ধারপ্রাপ্ত ও জান্নাতে সবার শেষে প্রবেশকারী লোকটিকে আমি অবশ্যই জানি। কিয়ামতের দিন তাকে উপস্থিত করে ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, এ ব্যক্তির সগীরা গুনাহগুলো তার সামনে পেশ কর, আর কবীরা গুনাহগুলো আলাদা তুলে রাখ। ফেরেশতাগণ তার সম্মুখে সগীরা গুনাহ্গুলো উপস্থিত করবেন। ঐ ব্যক্তিকে বলা হবে, তুমি অমুক দিন এ পাপকাজ করেছিলে ? অমুক দিন এ কাজ করেছিলে ? সে বলবে, হ্যাঁ। সে কোনটার অস্বীকার করতে পারবে না। আর সে কবীরা গুনাহগুলোর ব্যাপারে ভয় করতে থাকবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, তোমার এক-একটি গুনাহর স্থলে একটি নেকী দেওয়া হলো। তখন লোকটি বলবে, হে প্রতিপালক! আমি আরও অনেক অন্যায় কাজ করেছি, যেগুলো এখানে দেখছি না। এখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো পর্যন্ত ভেসে উঠল।

٣٦٤. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ .

৩৬৪. ইব্‌ন নুমায়র, আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব .... আমাশ (র) সূত্রে এ সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٦٥. حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ كِلاَهُمَا عَنْ رَوْحٍ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ

اللّٰه يُسْاَلُ عَنِ الْوُرُوْدِ فَقَالَ نَجِيْءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَ كَذَ اَنْظُرُ اَىْ ذٰلِكَ فَوْقَ النَّاسِ قَالَ فَتُدْعَى الْاُمَمُ بِاَوْثَانِهَا وَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ الْاَوَّلُ فَالاَوَّلُ ثُمَّ يَاْتِيْنَا رَبُّنَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ مَنْ تَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ نَنْظُرُ رَبَّنَا فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ حَتّٰى نَنْظُرَ اِلَيْكَ فَيَتَجَلّٰى لَهُمْ يَضْحَكُ قَالَ فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَ يَتَّبِعُوْنَهُ وَ يُعْطٰى كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُنَافِقٍ اَوْ مُؤْمِنٍ نُوْرًا ثُمَّ يَتَّبِعُوْنَهُ وَ عَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلاَلِيْبُ وَ حَسَكٌ تَاْخُذُ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ يُطْفَأُ نُوْرُ الْمُنَافِقِيْنَ ثُمَّ يَنْجُوْ الْمُؤْمِنُوْنَ فَتَنْجُوْ اَوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوْهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا لاَ يُحَاسَبُوْنَ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ كَاَضْوَءِ نَجْمٍ فِى السَّمَاءِ ثُمَّ كَذٰلِكَ ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَ يَشْفَعُوْنَ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً فَيُجْعَلُوْنَ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ وَ يَجْعَلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُّوْنَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتّٰى يَنْبُتُوْا نَبَاتَ الشَّىْءِ فِى السَّيْلِ وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ ثُمَّ يَسْاَلُ حَتّٰى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَ عَشَرَةُ اَمْثَالِهَا مَعَهَا .

৩৬৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্‌ন মানসুর (র) .... আবূ যুবায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে الورود। অর্থাৎ অতিক্রম করতে হবে"[১] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, কিয়ামতের দিন সকল মানুষ একত্র হবে। আমি মানুষের উপর থেকে তা দেখব। (এ উম্মতকে একত্র করা হবে একটি টিলায়) এরপর একে একে প্রতিটি জাতিকে তাদের নিজ নিজ দেব-দেবী ও উপাস্যসহ ডাকা হবে। তারপর আল্লাহ্ আমাদের (মু'মিনদের) কাছে এসে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কার অপেক্ষায় রয়েছ ? মু'মিনগণ বলবে, আমাদের প্রতিপালকের অপেক্ষায় আছি। তিনি বলবেন, আমিই তো তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে না দেখব (আমরা তা মানছি না)। এরপর আল্লাহ্ তখন সহাস্যে স্বীয় তাজাল্লীতে উদ্ভাসিত হবেন। অনন্তর তিনি তাদের নিয়ে চলবেন এবং মু'মিনগণ তাঁর অনুসরণ করবে। মুনাফিক কি মু'মিন প্রতিটি মানুষকেই নূর প্রদান করা হবে। তারপর তারা এর অনুসরণ করবে। জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে কাঁটাযুক্ত লৌহ শলাকা। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সেগুলো পাকড়াও করবে। মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে। আর মু'মিনগণ নাজাত পাবেন। প্রথম দল হবে সত্তর হাজার লোকের, তাদের কোন হিসাবই নেয়া হবে না। তাঁদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারপর আরেক দল আসবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দীপ্ত। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকলে পার হয়ে যাবে। তারপর শাফায়াতের অনুমতি প্রদান করা হবে। ফলে তারা অনুমতিপ্রাপ্তগণ শাফায়াত করবে। এমনকি যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' স্বীকার করেছে, এবং যার অন্তরে সামান্য যব পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট আছে, সেও জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। পরে এদেরকে জান্নাতের আঙ্গিনায় জমায়েত করা হবে, আর জান্নাতীগণ তাদের গায়ে পানি সিঞ্চন করবেন, ফলে তারা এমন সতেজ হয়ে উঠবেন, যেমন কোন উদ্ভিদ স্রোতবাহিত পানিতে সতেজ হয়ে ওঠে। তাদের পোড়া দাগ মুছে যাবে। এরপর তারা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চাইতে থাকবে। এমনকি তাদের প্রত্যেককে পৃথিবীর মত এবং তৎসহ আরো দশগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে।

---

১. সূরায়ে মারইয়ামের এ আয়াত وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا "এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত" (সূরা মারইয়াম : ৭১)।

٣٦٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِاُذُنِهِ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ النَّارِ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ .

৩৬৬. আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ-কে ইরশাদ করতে শুনেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

٣٦٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ اَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اللّٰهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ قَالَ نَعَمْ .

৩৬৭. আবূ রাবী (র) .... হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমর ইব্‌ন দীনারকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় মানুষকে শাফা'আতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করবেন? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٣٦٨. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ قَوْمًا يَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرِقُوْنَ فِيْهَا اِلاَّ دَارَاتِ وُجُوْهِهِمْ حَتّٰى يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ .

৩৬৮. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : এমন কতিপয় মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, যাদের মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্য সবকিছু দগ্ধীভূত হবে, অবশেষে তারা (আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে) জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٣٦٩. وَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ يَعْنِى مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ قَالَ كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِىْ رَاْىٌ مِنْ رَاْىِ الْخَوَارِجِ فَخَرَجْنَا فِىْ عِصَابَةٍ ذَوِىْ عَدَدٍ نُرِيْدُ اَنْ نَحُجَّ ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ قَالَ فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَاِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَالِسًا اِلٰى سَارِيَةٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مَا هٰذَا الَّذِىْ تُحَدِّثُوْنَ وَ اللّٰهُ يَقُوْلُ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وَ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا فَمَا هٰذَا الَّذِىْ تَقُوْلُوْنَ قَالَ فَقَالَ اَتَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَعْنِى الَّذِىْ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ فِيْهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ ﷺ الْمَحْمُوْدُ الَّذِىْ يُخْرِجُ اللّٰهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ قَالَ ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصِّرَاطِ وَ مَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ قَالَ وَ اَخَافُ اَنْ لاَ اَكُوْنَ اَحْفَظُ ذَاكَ قَالَ غَيْرَ اَنَّهُ قَدْ زَعَمَ اَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ اَنْ يَكُوْنُوْا فِيْهَا قَالَ يَعْنِى فَيَخْرُجُوْنَ كَاَنَّهُمْ عِيْدَانُ السَّمَاسِمِ قَالَ فَيَدْخُلُوْنَ نَهْرًا مِنْ

اَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُوْنَ فِيْهِ فَيَخْرُجُوْنَ كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِيْسُ فَرَجَعْنَا قُلْنَا وَيْحَكُمْ اَتَرَوْنَ الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَعْنَا فَلاَ وَاللّٰهِ مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ اَوْ كَمَا قَالَ اَبُوْ نُعَيْمٍ .

৩৬৯. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র) .... ইয়াযীদ আল-ফাকীর (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খারিজীদের একটি মত[১] আমাকে আকৃষ্ট করছিল। আমরা একবার একটি দলের সাথে বের হই। উদ্দেশ্য ছিল হজ্জ করা তারপর মানুষের সাথে যোগাযোগ করা। আমরা মদীনা দিয়ে যাচ্ছিলাম. দেখি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) একটি খুঁটির পাশে বসে লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আর একটু এগিয়ে দেখি, তিনি জাহান্নামীদের আলোচনা তুলেছেন। আমি বললাম, হে রাসূলের সাহাবী! আপনারা এ কি বলছেন ? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : (অর্থ) "কাকেও আপনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে তাকে তো আপনি নিশ্চয়ই হেয় করলেন" (সূরা আলে ইমরান : ১৯২)। আরো ইরশাদ করেন : (অর্থ) "যখনই তারা জাহান্নাম হতে বেরোবার চেষ্টা করবে, তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।" (সূরা সাজদা : ২৫) জাবির (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কুরআন পাঠ কর ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হলে কুরআনে তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর সে সম্মানিত আসন, যেখানে আল্লাহ্ তাঁকে (কিয়ামত দিবসে) সমাসীন করবেন, তার কথা শোন নাই? বললাম, হ্যাঁ। জাবির (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সে আসনটি হচ্ছে 'মাকামে মাহমূদ' যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে জাহান্নাম থেকে বের করার, বের করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর জাবির (রা) পুলসিরাত স্থাপন ও মানুষের তা অতিক্রম করার কথা বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, আলোচনাটি পুরোপুরি সংরক্ষণ করতে পারিনি বলে আমার আশঙ্কা হয়। তবে তিনি অবশ্যই এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, কতিপয় মানুষ কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করার পর তা থেকে বের হবে। জাহান্নামে দগ্ধীভূত হয়ে যখন রোদে পোড়া তিল গাছের মত কালো বর্ণ ধারণ করবে, তখন তাদেরকে বের করে আনা হবে। এরপর তারা জান্নাতের একটি নহরে নেমে গোসল করবে। পরে সকলে কাগজের মত সাদা ধবধবে হয়ে সে নহর থেকে উঠে আসবে। ইয়াযীদ (র) বলেন, এ হাদীস নিয়ে আমরা আমাদের এলাকায় ফিরে এলাম এবং সকলকে বললাম, অমঙ্গল হোক তোমাদের! তোমরা কি মনে কর যে, এ বৃদ্ধ (জাবির) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওপর মিথ্যা আরোপ করতে পারেন ? পরিশেষে আমাদের সকলেই (ঐ ভ্রান্ত বিশ্বাস) থেকে ফিরে আসে। আল্লাহ্র কসম! মাত্র এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ আমাদের এ সঠিক আকীদা পরিত্যাগ করে নাই, বা আবূ নুয়ায়ম যা বলেছেন তার অনুরূপ।

٣٧٠. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْاَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ وَثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ اَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُوْنَ عَلَى اللّٰهِ فَيَلْتَفِتُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ اَيْ رَبِّ اِذْ اَخْرَجْتَنِيْ مِنْهَا فَلاَ تُعِدْنِيْ فِيْهَا فَيُنْجِيْهِ اللّٰهُ مِنْهَا .

৩৭০. হাম্মাদ ইব্ন খালিদ আল্-আয্দী (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : চার ব্যক্তিকে (বিচারের জন্য) জাহান্নাম থেকে বের করে আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিত করা হবে। তন্মধ্যে একজন বারবার পশ্চাৎ দিকে ফিরে তাকাবে আর বলবে, হে আমার রব! যখন আমাকে এ জাহান্নাম থেকে বের করেছেন, তখন আমাকে আর সেখানে ফিরিয়ে নেবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা এ লোকটিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেবেন।

---

১. নবী করীম ﷺ-এর শাফায়াত অস্বীকার করা।

٣٧١. حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِىُّ وَ اللَّفْظُ لِاَبِىْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّوْنَ لِذٰلِكَ وَ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فَيُلْهَمُوْنَ لِذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا قَالَ فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ اٰدَمُ اَبُوْ الْخَلْقِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَ نَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ وَ اَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ فَيَسْتَحْيِى رَبَّهُ مِنْهَا وَ لٰكِنِ ائْتُوْا نُوْحًا اَوَّلَ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ قَالَ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ فَيَسْتَحْيِى رَبَّهُ مِنْهَا وَ لٰكِنْ ائْتُوْا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الَّذِىْ اتَّخَذَهُ اللّٰهُ خَلِيْلاً فَيَأْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَ يَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ فَيَسْتَحْيِى رَبَّهُ مِنْهَا وَ لٰكِنِ ائْتُوْا مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ الَّذِىْ كَلَّمَهُ اللّٰهُ وَاَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ قَالَ فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَ يَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ فَيَسْتَحْيِى رَبَّهُ مِنْهَا وَ لٰكِنِ ائْتُوْا عِيْسٰى رُوْحَ اللّٰهِ وَ كَلِمَتَهُ فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى رُوْحُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَاَخَّرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَأْتُوْنِىْ فَاَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّىْ فَيُؤْذَنُ لِىْ فَاِذَا اَنَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَاشَاءَ اللّٰهُ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ قُلْ تُسْمَعْ سَلْ تُعْطَهْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَرْفَعُ رَأْسِىْ فَاَحْمَدُ رَبِّىْ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ رَبِّىْ ثُمَّ اَشْفَعُ لِىْ فَيَحُدُّ لِىْ حَدًّا فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَ اُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَقَعُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِىْ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْ سَلْ تُعْطَهْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَرْفَعُ رَأْسِىْ فَاَحْمَدُ رَبِّىْ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ اشْفَعُ فَيَحُدُّلِى حَدًّا فَاَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَ اَدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَقَعُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِىْ ثُمَّ يُقَالُ اَرْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْسَلْ تُعْطَهَ اشْفَعْ تُشْفَعْ فَاَرْفَعُ رَأْسِىْ فَاَحْمَدُ رَبِّىْ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّلِىْ حَدًّا فَاَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاقَعُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِىْ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْ سَلْ تُعْطَهْ اشْفَعْ فَاَرْفَعُ رَأْسِىْ فَاَحْمَدُ رَبِّىْ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّلِىْ حَدًّا فَاَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ فَلاَ اَدْرِىْ فِى الثَّالِثَةِ اَوْ فِى الرَّابِعَةِ قَالَ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا بَقِىَ فِى النَّارِ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ اَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ قَتَادَةُ اَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ .

৩৭১. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন আল-জাহদারী ও মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ আল্-গুবারী (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : হাশরের মাঠে আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে একত্র করবেন। তখন সকলে এ ব্যাপারে ভীষণ চিন্তিত হবে। এখানে বর্ণনাকারী ইব্ন উবায়দ يُلْهَمُوْنَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। (অর্থ) তাদের অন্তরে উৎসারিত করা হবে। তারা বলবে, আমরা যদি কাউকে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশের জন্য অনুরোধ করতাম, যেন তিনি আমাদের সংকটময় স্থান থেকে মুক্তি দেন। সেমতে তারা হযরত আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আপনি আদম (আ), আপনি মানুষের আদি পিতা, আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, আপনার দেহে আত্মা ফুঁকেছেন, আপনাকে সিজ্দা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা আপনাকে সিজ্দাও করেছেন। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন, যেন তিনি আমাদেরকে এ সংকটময় স্থান থেকে মুক্তি দেন। তিনি তাঁর ত্রুটির কথা স্মরণ করবেন এবং প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করতে লজ্জাবোধ করবেন। তিনি বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তোমরা নূহের কাছে যাও। তিনি প্রথম রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকেই সর্বপ্রথম রাসূলরূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তখন সকল মানুষ হযরত নূহ (আ)-এর কাছে এসে অনুরোধ করবে। তিনিও তাঁর ত্রুটির কথা স্মরণ করবেন এবং প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করতে লজ্জাবোধ করবেন। বলবেন : আমি এর যোগ্য নই। তোমরা ইব্রাহীমের কাছে যাও। তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। তখন সবাই হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি স্বীয় ত্রুটির কথা স্মরণ করবেন এবং প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করতে লজ্জাবোধ করবেন এবং বলবেন, আমি এর যোগ্য নই, তোমরা মূসার কাছে যাও। আল্লাহ্ তাঁর সাথে কথোপকথন করেছেন এবং তাঁকে তাওরাত প্রদান করেছেন। তখন সবাই হযরত মূসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি তাঁর ত্রুটির কথা স্মরণ করবেন এবং প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করতে লজ্জাবোধ করবেন এবং বলবেন আমি এর উপযুক্ত নই। তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও, তিনি আল্লাহ্র রূহ ওহির 'কালেমা'।[1] তখন সবাই হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই, তবে তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্র এমন বান্দা যে, তাঁর পূর্বাপর সকল ত্রুটির ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তখন সবাই আমার কাছে আসবে, আর আমি আল্লাহ্র কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাঁকে দেখামাত্র সিজ্দায় পড়ে যাব। যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন আমাকে এ অবস্থায় রেখে দিবেন। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা তুলুন, বলুন, আপনার অনুরোধ শোনা হবে, আপনি প্রার্থনা করুন, তা পূর্ণ করা হবে, আপনি শাফায়াত করুন, আপনার শাফায়াত কবূল করা হবে। তারপর আমি মাথা তুলব এবং আমার প্রতিপালকের এমন প্রশংসা করব, যা আমার রব আমাকে শিখিয়ে দিবেন। এরপর আমি সুপারিশ করব। আমার জন্য (শাফায়াতের) সীমা নির্ধারিত করে দেয়া হবে। সেমতে আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে এনে জান্নাতে প্রবেশ করাব। পুনরায় আমি শাফায়াতের জন্য আসব এবং সিজ্দায় পড়ে যাব। যতক্ষণ আল্লাহ্ এ অবস্থায় আমাকে রাখতে ইচ্ছা করবেন ততক্ষণ রেখে দেবেন। পরে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা তুলুন, বলুন, আপনার অনুরোধ শোনা হবে; প্রার্থনা করুন, তা পূর্ণ করা হবে; সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবূল করা হবে। তারপর আমি মাথা তুলব এবং আমার প্রতিপালকের এমন প্রশংসা করব, যা

১. রূহ্ অর্থ আত্মা, আদেশ। কালেমা অর্থ কথা। হযরত ঈসা (আ) যেহেতু সরাসরি আল্লাহ্র আদেশে সৃষ্ট: সেজন্য তাঁকে 'রূহুল্লাহ্' ও 'কালেমাতুল্লাহ্' বলা হয়।

আমার রব আমাকে শিখিয়ে দেবেন। আমার জন্য (শাফায়াতের) সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। সে মতে আমি এদেরকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী বলেন, নিশ্চিতভাবে স্মরণ নাই, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তৃতীয় বরে এ কথা উল্লেখ করেছিলেন না চতুর্থবারে যে, আমি বলব : হে আমার প্রতিপালক! কুরআন যাদেরকে আটকে দিয়েছে (অর্থাৎ কুরআনের বিধানে যাদের চিরদিন জাহান্নামে থাকা নির্ধারিত) তারা ছাড়া জাহান্নামে আর কেউ অবশিষ্ট নাই। ইব্‌ন উবায়দ-এর বর্ণনায় (অর্থাৎ যার জন্য চিরদিন জাহান্নামে থাকা অবধারিত)।

٣٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّوْنَ بِذٰلِكَ اَوْ يُلْهَمُوْنَ ذٰلِكَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ عَوَانَةَ وَ قَالَ فِى الْحَدِيْثِ ثُمَّ اٰتِيْهِ الرَّابِعَةِ اَوْ اَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا بَقِىَ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ .

৩৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ (হাশরের ময়দানে) একত্র হবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এখানে يُلْهَمُوْنَ (তাদের অন্তরে উৎসারিত করা হবে) শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারপর বর্ণনাকারী পূর্বোল্লিখিত আবূ আওয়ানার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, এরপর আমি চতুর্থবার এসে বলব : হে প্রভু! আর কেউ অবশিষ্ট নেই, কেবল তারাই আছে, যাদেরকে কুরআন আটকে রেখেছে।

٣٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُوْنَ لِذٰلِكَ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا وَ ذَكَرَ فِى الرَّابِعَةِ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا بَقِىَ فِى النَّارِ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ اَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ .

৩৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে একত্র করবেন। তারপর পূর্বোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ রিওয়ায়াতে চতুর্থবারের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (চতুর্থবারে) তারপর আমি বলব : হে প্রতিপালক! আর কেউ অবশিষ্ট নেই, তবে তারাই আছে, যাদেরকে পবিত্র কুরআন আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে চিরকালের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে।

٣٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ وَ هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِنَ

الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً زَادَ ابْنُ مِنْهَالٍ فِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ يَزِيْدُ فَلَقِيْتُ شُعْبَةَ فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيْثِ اِلاَّ اَنَّ شُعْبَةَ جَعَلَ مَكَانَ الذَّرَّةِ ذُرَةً قَالَ يَزِيْدُ صَحَّفَ فِيْهَا اَبُوْ بِسْطَامَ .

৩৭৪. মুহাম্মাদ ইব্ন মিনহাল আয-যারীর, আবূ গাস্সান আল-মিসমাঈ ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : ঐ ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে আনা হবে, যে বলেছে "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই" এবং তার অন্তরে একটি যবের ওজন পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট আছে। এরপর তাকেও জাহান্নাম থেকে বের বরে আনা হবে, যে বলেছে, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই" এবং তার অন্তরে একটি গমের ওজন পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট আছে। এরপর তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে, যে বলেছে "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই" আর তার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট আছে। ইব্ন মিনহাল তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, ইয়াযীদ (র) বলেছেন, এরপর আমি শু'বার সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে এ হাদীস শোনালাম। তিনি বললেন, আমাদেরকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন কাতাদা (র), আনাস ইব্ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সূত্রে। তবে শু'বা اَلذَّرَّةُ (অণু) শব্দের স্থলে ذُرَةٌ (ভুট্টা) বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ (র) বলেন, আবূ বিসতাম এতে 'তাসহীফ' (এক শব্দ স্থলে অন্য শব্দ ব্যবহার) করেছেন।

٣٧٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلاَلِ الْعَنَزِيُّ ح وَ حَدَّثَنَاهُ سَعِيْدُبْنُ مَنْصُوْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبَدُبْنُ هِلاَلِ الْعَنَزِيُّ قَالَ انْطَلَقْنَا اِلَى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ تَشَفَّعْنَا بِثَابِتٍ فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى الضُّحٰى فَاسْتَأْذَنَ لَنَا ثَابِتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَ اَجْلَسَ ثَابِتًا مَعَهُ عَلٰى سَرِيْرِهِ فَقَالَ لَهُ يَا اَبَا حَمْزَةَ اِنَّ اِخْوَانَكَ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ يَسْاَلُوْنَكَ اَنْ تُحَدِّثَهُمْ حَدِيْثَ الشَّفَاعَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ اشْفَعْ لِذُرِّيَّتِكَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِاِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاِنَّهُ خَلِيْلُ اللّٰهِ فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاِنَّهُ كَلِيْمُ اللّٰهِ فَيُؤْتٰى مُوْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاِنَّهُ رُوْحُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهُ فَيُؤْتٰى عِيْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَأُوْتٰى فَاَقُوْلُ اَنَا لَهَا فَاَنْطَلِقُ فَاَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّى فَيُؤْذَنُ لِىْ فَاَقُوْمُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لاَ اَقْدِرُ عَلَيْهِ الْاٰنَ يُلْهِمُنِيْهِ اللّٰهُ ثُمَّ اَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِى يَامُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُوْلُ رَبِّ اُمَّتِى اُمَّتِى فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ بُرَّةٍ اَوْ شَعِيْرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَاَخْرِجْهُ مِنْهَا فَاَنْطَلِقُ فَاَفْعَلُ ثُمَّ اَرْجِعُ إِلٰى رَبِّى فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِىْ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُوْلُ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ فَيُقَالُ لِىَ انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَاَخْرِجْهُ مِنْهَا فَاَنْطَلِقُ فَاَفْعَلُ ثُمَّ اَعُوْدُ إِلٰى رَبِّى فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّلَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَامُحَمَّدُ ارْفَعْ

رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ أُمَّتِىْ أُمَّتِىْ فَيُقَالُ لِىَ انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ اَدْنٰى اَدْنٰى اَدْنٰى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَاَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ فَاَنْطَلِقُ فَاَفْعَلُ هٰذَا حَدِيْثُ اَنَسٍ الَّذِى اَنْبَاَنَابِهِ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرِ الْجَبَّانِ قُلْنَاا لَوْ مِلْنَا إِلَى الْحَسَنِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَخْفٍ فِىْ دَارِ أَبِىْ خَلِيْفَةَ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ قُلْنَا يَااَبَا سَعِيْدٍ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ اَخِيْكَ اَبِىْ حَمْزَةَ فَلَمْ نَسْمَعْ مِثْلَ حَدِيْثٍ حَدَّثَنَاهُ فِى الشَّفَاعَةِ قَالَ هِيْهِ فَحَدَّثْنَاهُ الْحَدِيْثَ فَقَالَ هِيْهِ قُلْنَا مَازَادَنَا قَالَ قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً وَهُوَ يَوْمَئِذٍ جَمِيْعٌ وَلَقَدْ تَرَكَ شَيْئًا مَاا اَدْرِىْ اَنَسِىَ الشَّيْخُ اَوْ كَرِهَ اَنْ يُحَدِّثَكُمْ فَتَتَّكِلُوْا قُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ هٰذَا إِلاَّ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُحَدِّثَكُمُوْهُ ثُمَّ اَرْجِعُ إِلٰى رَبِّىْ فِى الرَّابِعَةِ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّلَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِىْ يَامُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ إِئْذَنْ لِىْ فِيْمَنْ قَالَ لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ اَوْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ وَلٰكِنْ وَعِزَّتِىْ وَكِبْرِيَائِىْ وَعَظْمَتِىْ جِبْرِيَاءَ وَلاُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ قَالَ فَاَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ اَنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اُرَاهُ قَالَ قَبْلَ عِشْرِيْنَ سَنَةً وَهُوَ يَوْمَئِذٍ جَمِيْعٌ.

৩৭৫. আবূ রাব' আল-আতাকী (র) ও সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) .... মা'বাদ ইব্ন হিলাল আল্-আনাযী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর কাছে যাত্রা করি এবং সুপারিশকারী হিসাবে সাবিতকে সাথে নিয়ে যাই। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যখন আনাসের কাছে গিয়ে পৌঁছি, তখন তিনি সালাতুদ্দোহা আদায় করছিলেন। সাবিত (রা) অনুমতি প্রার্থনা করলেন, অনুমতি হলো, আমরা আনাস (রা)-এর মজলিসে প্রবেশ করলাম। আনাস (রা) সাবিতকে চৌকিতে তাঁর পাশে বসালেন। তারপর সাবিত (রা) আনাস (রা)-কে বললেন, হে আবূ হামযা! আপনার এ বাসরী ভাইয়েরা আপনার কাছ থেকে শাফায়াত বিষয়ক হাদীস জানতে চাচ্ছে। তখন আনাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষ তরঙ্গের মত একে অন্যের দিকে ছোটাছুটি করতে থাকবে। অবশেষে সবাই হযরত আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আপনার বংশধরদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন : আমি এর উপযুক্ত নই, বরং তোমরা ইব্রাহীমের কাছে যাও। কেননা তিনি আল্লাহ্র বন্ধু। সবাই হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে আসলে, তিনি বলবেন : আমি এর যোগ্য নই, তবে তোমরা মূসা (আ)-এর কাছে যাও। কেননা তিনি আল্লাহ্র সাথে কথোপকথনকারী। তখন সকলে তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমি এর উপযুক্ত নই, তবে তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত রূহ ও তাঁর কালেমা। এরপর তারা ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমি এর যোগ্য নই, তবে তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যাও। এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলব : 'আমিই এর জন্যই, আমি যাচ্ছি। অনন্তর আমি আমার পরওয়ারদিগারের অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাঁর সম্মুখে দাঁড়াব এবং এমন প্রশংসাসূচক বাক্যে তাঁর প্রশংসা করতে থাকব, যা তখনই

আল্লাহ্ আমার প্রতি ইলহাম করবেন; এখন আমি তা বর্ণনা করতে পারছি না। এরপর আমি সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ব। আমাকে বলা হবে : হে মুহাম্মদ! বলুন, আপনার কথা শোনা হবে; প্রার্থনা করুন, কবূল করা হবে; শাফায়াত করুন, আপনার শাফায়াত গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব : হে পরওয়ারদিগার, 'উম্মাতী', 'উম্মাতী', ('আমার উম্মত, আমার উম্মত')। এরপর আমাকে বলা হবে : চলুন, যার অন্তরে গম বা যবের পরিমাণও ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে আনুন। আমি যাব এবং তদনুসারে উদ্ধার করব। পুনরায় আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব এবং পূর্বরূপ প্রশংসাসূচক বাক্যে তাঁর প্রশংসা করব, এরপর আমি সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ব। আমাকে বলা হবে : হে মুহাম্মদ! মাথা তুলুন, বলুন, আপনার কথা শোনা হবে, প্রার্থনা করুন, কবূল করা হবে; সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গৃহীত হবে। তখন আমি বলব : হে পরওয়ারদিগার! 'উম্মাতী', উম্মাতী' ('আমার উম্মত, আমার উম্মত')। আল্লাহ্ বলবেন : যান, যে ব্যক্তির অন্তরে একটি সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকেও জাহান্নাম থেকে মুক্ত করুন। এরপর আমি যাব এবং তাদের উদ্ধার করে আনব। পুনরায় আমি পরওয়ারদিগারের দরবারে ফিরে যাব এবং পূর্বানুরূপ প্রশংসাসূচক বাক্যে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ব। আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা তুলুন, বলুন, আপনার কথা শোনা হবে; প্রার্থনা করুন, কবূল করা হবে; শাফায়াত করুন, শাফায়াত গৃহীত হবে। আমি বলব : হে পরওয়ারদিগার! 'উম্মাতী', উম্মাতী', ("আমার উম্মত, আমার উম্মত)"। আল্লাহ্ বলবেন, যান, যে ব্যক্তির অন্তরে সরিষার দানার চেয়ে আরো আরো কম পরিমাণ ঈমান আছে, তাকেও জাহান্নাম থেকে মুক্ত করুন। এরপর আমি যাব এবং তাদের উদ্ধার করে আনব। বর্ণনাকারী বলেন, আনাস (রা) এ পর্যন্ত আমাদেরকে বলেছেন। এরপর আমরা সেখান থেকে বের হয়ে পথ চলতে শুরু করলাম। এভাবে যখন 'জাব্বান' এলাকায় পৌঁছলাম, তখন নিজেরা বললাম, আমরা যদি হাসান বসরীর সাথে সাক্ষাত করতাম এবং তাঁকে সালাম পেশ করতাম, কতই না ভাল হতো! সে সময় তিনি আবূ খলীফার ঘরে আত্মগোপন করেছিলেন। আমরা তাঁর বাড়িতে গেলাম এবং তাঁকে সালাম পেশ করলাম। আমরা তাঁকে বললাম, আবূ সাঈদ! আমরা আপনার ভাই আবূ হামযার নিকট থেকে এসেছি। আজ তিনি আমাদেরকে শাফায়াত সম্পর্কে এমন একটি হাদীস শুনিয়েছেন, যা আর কখনও শুনি নাই। তিনি বললেন, আচ্ছা শুনাও তো ? তখন আমরা তাঁকে হাদীসটি শুনালাম। তারপর তিনি বললেন, আরও বল। আমরা বললাম, এর চেয়ে বেশি কিছু তো আনাস (রা) বর্ণনা করেন নাই। তখন তিনি বললেন, আনাস (রা) আমাদের কাছে আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে যখন তিনি সুস্থ-সবল ছিলেন, তখন এ হাদীসটি শুনিয়েছেন। কিন্তু আজ তোমাদের কাছে কিছু ছেড়ে দিয়েছেন। জানি না, তিনি তা ভুলে গেছেন, না তোমরা এর উপর ভরসা করে আমলের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করবে, এ আশংকায় তিনি তা বর্ণনা করাটা পছন্দ করেন নি। আমরা বললাম, আমাদের তা বর্ণনা করুন। তিনি ঈষৎ হেসে উত্তর করলেন, মানুষ তো খুব ত্বরাপ্রিয়। তোমাদের তা বর্ণনা করব বলেই তো এর উল্লেখ করলাম। তারপর তিনি হাদীসটির অবশিষ্ট অংশ এরূপ বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এরপর আমি পুনরায় আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে আসব এবং চতুর্থবারও উক্তরূপ প্রশংসাসূচক বাক্যে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ব। আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা তুলুন, আপনার কথা শোনা হবে ; প্রার্থনা করুন, তা কবূল করা হবে; সুপারিশ করুন আপনার সুপারিশ গৃহীত হবে। আমি বলব : হে প্রতিপালক! আমাকে সেসব মানুষের জন্য অনুমতি দিন, যারা "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই" একথা স্বীকার করেছে। আল্লাহ্ বলবেন : না, এটা আপনার দায়িত্বে নয়; বরং আমার ইযযত, প্রতিপত্তি, মহত্ত্ব ও পরাক্রমশীলতার কসম! আমি নিজেই তাদের মুক্তি দেব, যারা একথার স্বীকৃতি দিয়েছে যে, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন

ইলাহ নাই"। হাদীসটি শেষ করে বর্ণনাকারী বলেন, আমি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হাসান আমাদেরকে হাদীসটি আনাস (রা) থেকে শুনেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য আমার বিশ্বাস তিনি বলেছেন যে, বিশ বছর পূর্বে যখন তিনি পূর্ণ সুস্থ-সবল ছিলেন।

٣٧٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاتَّفَقَا فِىْ سِيَاقِ الْحَدِيْثِ إِلاَّ مَا يَزِيْدُ اَحَدُهُمَا مِنَ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحَرْفِ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ عَنْ أَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُوْنَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْأَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِىْ وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَ تَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَالاَ يُطِيْقُوْنَ وَمَالاَ يَحْتَمِلُوْنَ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ اَلاتَرَوْنَ مَا اَنْتُمْ فِيْهِ اَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ اَلاَ تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلٰى رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ بَعْضَ النَّاسِ لِبَعْضٍ ائْتُوْا ادَمَ فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اٰدَمُ اَنْتَ اَبُوْ الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهٖ وَاَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرى مَا نَحْنُ فِيْهِ اَلاَ تَرَى إِلٰى مَاقَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ اٰدَمُ إِنَّ رَبِّىْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِىْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِىْ نَفْسِىْ إِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِىْ إِذْهَبُوْا إِلٰى نُوْحٍ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ يَانُوْحُ اَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ اَلاَ تَرٰى مَاقَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِىْ دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلٰى قَوْمِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ إِذْهَبُوْا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ نَبِىُّ اللّٰهِ وَخَلِيْلُهُ مِنْ اَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى إِلٰى مَانَحْنُ فِيْهِ اَلاَ تَرٰى إِلٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ لَهُمْ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَذَكَرَ كَذَايَاْتِهِ نَفْسِىْ نَفْسِىْ إِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِىْ إِذْهَبُوْا إِلٰى مُوْسٰى فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَقُوْلُوْنَ يَامُوْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَضَّلَكَ اللّٰهُ بِرِسَالاَتِهٖ وَبِتَكْلِيْمِهٖ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ اَلاَ تَرٰى مَاقَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ لَهُمْ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّىْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِىْ نَفْسِىْ إِذْهَبُوْا إِلٰى عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُوْنَ يَاعِيْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِىْ الْمَهْدِ وَكَلِمَةُ مِنْهُ اَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحُ مِنْهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ اَلاتَرى مَانَحْنُ

فِيْهِ اَلاَتَرٰى مَاقَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ لَهُمْ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ اَلْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يذْكُرْلَهُ ذَنْبًا نَفْسِىْ نَفْسِىْ إِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِىْ إِذْهَبُوْا إِلٰى مُحَمَّدٍ فَيَأْتُوْنِىْ فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَغَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ اَلاَ تَرٰى مَاقَدْ بَلَغَنَا فَأَنْطَلِقُ فَاٰتِىْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَاَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّىْ ثُمَّ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِىْ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لأَحَدٍ قَبْلِىْ ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ اَشْفَعْ تُشَفَّعْ فَارْفَعُ رَاْسِىْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَابَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرٰى

৩৭৬. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরে কিছু গোশ্‌ত (হাদিয়া) এল। তাঁর সামনে সামনের রান পেশ করা হলো। (ছাগলের) গোশ্‌ত তাঁর খুব পছন্দ ছিল। তিনি তা থেকে এক কামড় গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন, কিয়ামত দিবসে আমিই হব সকল মানুষের সর্দার। তা কিভাবে তোমরা জান ? কিয়ামত দিবসে যখন আল্লাহ্ তা'আলা শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে একই মাঠে এমনভাবে জমায়েত করবেন যে, একজনের আহ্বান সকলে শুনতে পাবে, একজনের দৃষ্টি সকলকে দেখতে পাবে। সূর্য নিকটবর্তী হবে। মানুষ অসহনীয় ও চরম দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানীতে নিপতিত হবে। নিজেরা পরস্পর বলাবলি করবে কী দুর্দশায় তোমরা আছ, দেখছ না ? কী অবস্থায় তোমরা পৌঁছেছ উপলব্ধি করছ না ? এমন কাউকে দেখ না কেন, যিনি তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবেন ? তারপর একজন আরেকজনকে বলবে, চল, আদম (আ)-এর কাছে যাই। অনন্তর তারা আদম (আ)-এর কাছে আসবে এবং বলবে, হে আদম! আপনি মানবকুলের পিতা, আল্লাহ্ স্বহস্তে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার দেহে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন। আপনাকে সিজ্‌দা করার জন্য ফেরেশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন; তাঁরা আপনাকে সিজ্‌দা করেছে। আপনি দেখছেন না আমরা কি কষ্টে আছি ? আপনি দেখছেন না আমরা কষ্টের কোন্ সীমায় পৌঁছেছি ? আদম (আ) উত্তরে বলবেন : আজ প্রতিপালক এত বেশি ক্রোধান্বিত আছেন যা পূর্বে কখনো হন নাই, আর পরেও কখনও হবেন না। তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, আর আমি সেই নিষেধ লঙ্ঘন করে ফেলেছি, 'নাফ্‌সী, নাফ্‌সী' (আজ নিজের চিন্তায় আমি পেরেশান)। তোমরা অন্য কারো কাছে গিয়ে চেষ্টা কর, তোমরা নূহের কাছে যাও। তখন তারা নূহ (আ)-এর কাছে আসবে, বলবে, হে নূহ! আপনি পৃথিবীর প্রথম রাসূল। আল্লাহ্ আপনাকে "চির কৃতজ্ঞ বান্দা" বলে উপাধি দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি ? আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে ? নূহ (আ) বলবেন : আজ আমার পরওয়ারদিগার এত ক্রোধান্বিত আছেন যে এমন পূর্বেও কখনো হন নাই আর কখনও হবেন না। আমাকে তিনি একটি দু'আ কবূলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর তা আমি আমার জাতির বিরুদ্ধে

প্রয়োগ করে ফেলেছি। 'নাফ্সী, নাফসী', (আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান)। তোমরা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে যাও। তখন তারা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে আসবে। বলবে, হে ইব্রাহীম! আপনি আল্লাহ্র নবী, পৃথিবীবাসীর মধ্যে আপনি আল্লাহ্র খলীল ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে? ইব্রাহীম (আ) তাদেরকে বলবেন : আল্লাহ্ আজ এতই ক্রোধান্বিত আছেন যে, পূর্বে এমন কখনও হন নাই আর পরেও কখনও হবেন না। তিনি তাঁর কিছু বহ্যিক অসত্য কথনের বিষয় উল্লেখ করবেন। বলবেন, 'নাফসী', নাফসী', (আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান)। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। মূসার কাছে যাও। তারা মূসা (আ)-এর কাছে আসবে, বলবে, হে মূসা! আপনি আল্লাহ্র রাসূল, আপনাকে তিনি তাঁর রিসালাত ও কালাম দিয়ে মানুষের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে? মূসা (আ) তাদেরকে বলবেন : আজ আল্লাহ্ এতই ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন যে, পূর্বে এমন কখনো হন নাই আর পরেও কখনো হবেন না। আমি তাঁর হুকুমের পূর্বেই এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম। 'নাফসী, নাফসী' (আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান)। তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তারা ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে এবং বলবে, হে ঈসা! আপনি আল্লাহ্র রসূল, দোলনায় অবস্থানকালেই আপনি মানুষের সাথে বাক্যালাপ করেছেন, আপনি আল্লাহ্র দেওয়া বাণী, যা তিনি মারইয়ামের গর্ভে ঢেলে দিয়েছিলেন, আপনি তাঁর দেওয়া আত্মা। সুতরাং আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন্ অবস্থায় পৌঁছেছে? ঈসা (আ) বলবেন : আজ আল্লাহ্ তা'আলা এতই ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন যে, এরূপ না পূর্বে কখনও হয়েছেন, আর না পরে কখনো হবেন। উল্লেখ্য, তিনি কোন অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন না। তিনি বলবেন, 'নাফসী, নাফসী' (আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান)। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যাও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তখন তারা আমার কাছে আসবে এবং বলবে, হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্র রাসূল, শেষ নবী, আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে? তখন আমি সুপারিশের জন্য যাব এবং আরশের নিচে এসে প্রতিপালকের উদ্দেশে সিজ্দাবনত হব। আল্লাহ্ আমার অন্তরকে সুপ্রশস্ত করে দিবেন এবং সর্বোত্তম প্রশংসা ও হাম্দ জ্ঞাপনের ইলহাম করবেন, যা ইতিপূর্বে কাউকেই দেয়া হয় নাই। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উত্তোলন করুন, প্রার্থনা করুন, আপনার প্রার্থনা কবূল করা হবে। সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। অনন্তর আমি মাথা তুলব। বলব : হে প্রতিপালক! 'উম্মাতী, উম্মাতী', (আমার উম্মত, আমার উম্মত, এদেরকে মুক্তি দান করুন)। আল্লাহ্ বলবেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতের যাদের উপর কোন হিসাব নাই, তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। অবশ্য অন্য তোরণ দিয়েও অন্যান্য লোকের সঙ্গে তারা প্রবেশ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : শপথ সে সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, জান্নাতের দুই চৌকাঠের মধ্যকার দূরত্ব মক্কা ও হাজরের দূরত্বের মত; অথবা বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ও বুসরার দূরত্বের মত।[১]

٣٧٧. حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِىْ

১. হাজার—বাহরায়নের একটি শহর। বুস্‌রা—দামেশকের নিকটবর্তী একটি শহর।

هُرَيْرَةَ قَالَ وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَصْعَةٌ مِنْ ثَرِيْدٍ وَلَحْمٍ فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعَ وَكَانَتْ اَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ فَنَهَسَ نَهْسَةً فَقَالَ اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ نَهَسَ أُخْرٰى وَ قَالَ اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَمَّا رَاٰى اَصْحَابَهُ لاَ يَسْأَلُوْنَهُ قَالَ اَلاَ تَقُوْلُوْنَ كَيْفَهْ قَالُوْا كَيْفَهْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ أَبِىْ حَيَّانَ عَنْ أَبِىْ زُرْعَةَ وَزَادَ فِىْ قِصَّةِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ وَذَكَرَ قَوْلَهُ فِى الْكَوْكَبِ هٰذَا رَبِّىْ وَقَوْلَهُ لاٰلِهَتِهِمْ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا وَقَوْلَهُ إِنِّىْ سَقِيْمٌ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَابَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ إِلٰى عِضَادَتَىِ الْبَابِ لَكَمَابَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ اَوْ هَجَرَ وَمَكَّةَ قَالَ لاَ اَدْرِىْ اَىَّ ذٰلِكَ قَالَ .

৩৭৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্মুখে সারীদ[1] ও গোশতের একটি পেয়ালা পেশ করা হলে তিনি তা থেকে সামনের রান নিয়ে একটি কামড় দিলেন। আর বকরীর গোশতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সামনের রান অধিকতর পছন্দ ছিল। তিনি ইরশাদ করলেন : কিয়ামতের দিন আমি হব সকল মানুষের সর্দার। এরপর আরেকটি কামড় দিলেন। তারপর বললেন, কিয়ামতের দিন আমি হব সকল মানুষের সর্দার। তিনি যখন দেখলেন সাহাবীগণ কোন প্রশ্ন করছেন না, তখন নিজেই বললেন, তোমরা কেন জিজ্ঞেস করছ না যে, তা কেমন করে হবে ? সাহাবীগণ বললেন, বলুন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা কিভাবে হবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্তর করলেন : হাশরের ময়দানে সকল মানুষ আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হবে। অবশিষ্টাংশ আবূ হায়্যান.... আবূ যুর'আ সূত্রে বর্ণিত হাদীসেরই অনুরূপ। তবে এ হাদীসে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) প্রসঙ্গে অতিরিক্ত আছে, তিনি নক্ষত্র সম্পর্কে বলেছিলেন, এটি আমার প্রতিপালক, দেব-দেবীর সম্পর্কে বলেছিলেন, "বরঞ্চ এদের বড়টাই তো তাদের হত্যা করেছে এবং আমি অসুস্থ"। শপথ সে সত্তার, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, জান্নাতের দু'চৌকাঠের মধ্যকার দূরত্ব মক্কা ও হাজরের দূরত্বের মত বা হাজর ও মক্কার দূরত্বের মত, কোনটি বলেছেন আমি জানি না।

٣٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ طَرِيْفِ بْنِ خَلِيْفَةَ الْبَجَلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِىُّ عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبُوْ مَلِكٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى النَّاسَ فَيَقُوْمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ وَهَلْ اَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيْئَةُ اَبِيْكُمْ اٰدَمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اذْهَبُوْا إِلَى ابْنِىْ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَيَقُوْلُ إِبْرَهِيْمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيْلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اعْمِدُوْا إِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ الَّذِىْ كَلَّمَهُ اللّٰهُ تَكْلِيْمًا فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اذْهَبُوْا إِلٰى عِيْسٰى كَلِمَةِ اللّٰهِ وَرُوْحِهِ فَيَقُوْلُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا فَيَقُوْمُ فَيُؤْذَنُ لَهُ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَانِ جَنَبَتَىِ الصِّرَاطِ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَيَمُرُّ اَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ قَالَ قُلْتُ بِاَبِىْ اَنْتَ

১. এক প্রকার খাদ্য, যা গোশ্ত ও রুটি সহযোগে প্রস্তুত করা হয়।

وَأُمِّىْ اَىُّ شَىْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ قَالَ اَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِىْ طَرْفَةِ عَيْنٍ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيْحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِىْ بِهِمْ اَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُوْلُ رَبِّ سَلِّمْ حَتّٰى تَعْجِزَ اَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتّٰى يَجِىْءَ الرَّجُلُ فَلاَ يَسْتَطِيْعُ السَّيْرَ إِلاَّ زَحْفًا قَالَ وَفِىْ حَافَتَىِ الصِّرَاطِ كَلاَلِيْبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُوْرَةٌ يَأْخُذُ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوْشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوْسٌ فِى النَّارِ وَالَّذِىْ نَفْسُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ سَبْعُوْنَ خَرِيْفًا .

৩৭৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন তারীফ ইব্‌ন খলীফা আল-বাজালী ও আবূ মালিক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে একত্র করবেন। মু'মিনগণ দাঁড়িয়ে থাকবে। জান্নাত তাদের নিকটবর্তী করা হবে। অবশেষে সবাই আদমের কাছে এসে বলবে, আমাদের জন্য জান্নাত খুলে দেওয়ার প্রার্থনা করুন। আদম (আ) বলবেন, তোমাদের পিতা আদমের পদস্খলনের কারণেই তো তোমাদেরকে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং আমি এর যোগ্য নই। তোমরা আমার পুত্র ইব্‌রাহীমের কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্‌র বন্ধু। [এরপর সবাই ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাছে এলে] তিনি বলবেন : না, আমিও এর যোগ্য নই, আমি আল্লাহ্‌র বন্ধু ছিলাম বটে, তবে তা ছিল অন্তরাল থেকে।[১] তোমরা মূসার কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহ্‌র সাথে সরাসরি বাক্যালাপ করতেন। সবাই মূসার কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমিও এর যোগ্য নই; বরং তোমরা ঈসার কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্‌র (দেওয়া) কালেমা ও রূহ্। সবাই তাঁর কাছে আসলে তিনি বলবেন : আমিও তার উপযুক্ত নই। তখন সকলে মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে আসবে। তিনি দু'আর নিমিত্ত দাঁড়াবেন এবং তাঁকে অনুমতি প্রদান করা হবে। আর আমানত ও আত্মীয়তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তারা পুলসিরাতের ডানে-বামে এসে দাঁড়াবে। আর তোমাদের প্রথম দলটি এ সিরাত বিদ্যুৎগতিতে পার হয়ে যাবে। সাহাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক। আমাকে বলে দিন 'বিদ্যুৎগতির ন্যায়' কথাটির অর্থ কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আকাশের বিদ্যুৎ চমক কি কখনো দেখনি কিভাবে চক্ষের পলকে এখান থেকে সেখানে চলে যায়, আবার ফিরে আসে ? তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এর পরবর্তী দলগুলি যথাক্রমে বায়ুর বেগে, পাখির গতিতে এবং মানুষের দৌড়ের গতিতে পার হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই তার আমল হিসাবে তা অতিক্রম করবে। আর তোমাদের নবী সে অবস্থায় পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে এ দু'আ করতে থাকবে : আল্লাহ্ এদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দিন, এদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দিন, এদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দিন। এরূপে মানুষের আমল মানুষকে চলতে অক্ষম করে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা এ সিরাত অতিক্রম করতে থাকবে। শেষে এক ব্যক্তিকে দেখা যাবে, সে নিতম্বের উপর ভর করে পথ অতিক্রম করছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো ইরশাদ করেন : সিরাতের উভয় পার্শ্বে ঝুলান থাকবে কাঁটাযুক্ত লৌহ শলাকা। এরা আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে চিহ্নিত পাপীদেরকে পাকড়াও করবে। তন্মধ্যে কাউকে তো ক্ষত-বিক্ষত করেই ছেড়ে দিবে; সে নাজাত পাবে। আর কতক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে জাহান্নামের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হবে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, শপথ সে সত্তার, যাঁর হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ! জেনে রাখ, জাহান্নামের গভীরতা সত্তর খারীফ (অর্থাৎ সত্তর হাজার বছরের পথ তুল্য)।

---

১. অর্থাৎ সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে আমার কথা হয়নি, যেমন মূসার হয়েছিল।

٣٧٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِى الْجَنَّةِ وَاَنَا اَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءَ تَبَعًا .

৩৭৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : আমি প্রথম ব্যক্তি যে জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে শাফায়াত করব। নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারীর সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি।

٣٨٠. وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ .

৩৮০. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্ন আ'লা (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : কিয়ামত দিবসে আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে সর্বাধিক এবং আমিই সবার আগে জান্নাতের কড়া নাড়ব।

٣٨١. وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَنَا اَوَّلُ شَفِيْعٍ فِى الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ .

৩৮১. আবূ বক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : জান্নাত সম্পর্কে আমিই হবো সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং এত অধিক সংখ্যক মানুষ আমার প্রতি ঈমান আনবে, যা অন্য কোন নবীর বেলায় হবে না। নবীদের কেউ কেউ তো এমতাবস্থায়ও আসবেন, যাঁর প্রতি মাত্র এক ব্যক্তিই ঈমান এনেছে।

٣٨٢. وَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰتِىْ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ اَنْتَ فَأَقُوْلُ مُحَمَّدٌ فَيَقُوْلُ بِكَ أُمِرْتُ لاَ اَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ .

৩৮২. আম্‌র আন্‌-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : কিয়ামত দিবসে আমি জান্নাতের দরজায় এসে খুলতে বলব। তখন খাজাঞ্চি বলবেন, আপনি কে ? আমি উত্তর করব, মুহাম্মদ। খাজাঞ্চি বলবেন, "আপনার জন্যই খুলতে আমি নির্দেশিত হয়েছি। আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্য দরজা খুলব না।"

٣٨٣. حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوْهَا فَأُرِيْدُ اَنْ اَخْتَبِىءَ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৮৩. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : প্রত্যেক নবীর জন্যই বিশেষ একটি দু'আ নির্ধারিত আছে, যা তিনি করে থাকেন। আমি আমার বিশেষ দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সংরক্ষিত রাখার সংকল্প নিয়েছি।

٣٨٤. وَ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِى أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ وَأَرَدْتُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ أَنْ أَخْتَبِىءَ دَعْوَتِى شَفَاعَةً لِأُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৮৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : প্রত্যেক নবীর জন্য একটি বিশেষ দু'আ আছে। আমার বিশেষ দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সংরক্ষিত রাখব বলে ইচ্ছা করেছি, ইনশাআল্লাহ্।

٣٨٥. حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ أَبِى سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِىُّ مِثْلَ ذٰلِكَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৩৮৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... আমর ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন আসীদ ইব্‌ন জারিয়া আস-সাকাফী (র) থেকে পূর্ব বর্ণিত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٨٦. حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَبِى سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِكَعْبِ الْأَحْبَارِ إِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوْهَا فَأَنَا أُرِيْدُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ أَنْ أَخْتَبِىءَ دَعْوَتِى شَفَاعَةً لِأُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ كَعْبٌ لِأَبِى هُرَيْرَةَ أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ نَعَمْ .

৩৮৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন কা'ব আল্-আহ্বারকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক নবীর জন্য একটি বিশেষ দু'আ আছে। আমি আমার দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য রেখে দিয়েছি। কা'ব (রা) আবূ হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন ? আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, হ্যাঁ।

٣٨٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَ اللَّفْظُ لِأَبِى كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِىٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِى شَفَاعَةً لِأُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِىَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا .

৩৮৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : প্রত্যেক নবীর জন্য একটি বিশেষ দু'আ আছে। তন্মধ্যে সকলেই তাদের দু'আ পৃথিবীতেই

করে নিয়েছেন। আমি আমার দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের জন্য রেখে দিয়েছি। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি কোন প্রকার শিরক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে ইনশাআল্লাহ্ আমার এ দু'আ পাবে।

٣٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِىِّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُوْ بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَه فَيُؤْتَاهَا وَأَنِّىْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لأُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩৮৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : প্রত্যেক নবীকে একটি বিশেষ দু'আর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে; এর মাধ্যমে তিনি যে দু'আ করবেন, আল্লাহ্ তা অবশ্যই কবূল করবেন। সকল নবী তাঁদের দু'আ করে ফেলেছেন আর আমি আমার দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য রেখে দিয়েছি।

٣٨٩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِىِّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِىْ أُمَّتِهِ فَاسْتُجِيْبَ لَهُ وَإِنِّىْ أُرِيْدُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْ أُؤَخِّرَ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لأُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৩৮৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল্-আন্‌বারী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : প্রত্যেক নবীকে তাঁর উম্মতের ব্যাপারে একটি করে এমন দু'আর অনুমতি দেয়া হয়েছে, যা অবশ্যই কবূল করা হবে। আমি সংকল্প করেছি, আমার দু'আটি পরে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য করব।

٣٩٠. وَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَانَا وَاللَّفْظُ لأَبِىْ غَسَّانَ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنُوْنَ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِىِّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لأُمَّتِهِ وَإِنِّىْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لأُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ حَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِىْ خَلَفٍ قَالاَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنِيْهِ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ جَمِيْعًا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِىْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ قَالَ قَالَ أُعْطِىَ وَفِىْ حَدِيْثِ أَبِىْ أُسَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ.

৩৯০. আবূ গাস্‌সান আল্-মিস্‌মাঈ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : প্রত্যেক নবীর একটি বিশেষ দু'আ আছে, যা প্রত্যেকেই তাঁর উম্মতের জন্য করে ফেলেছেন। আমি আমার দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য রেখে দিয়েছি। যুহায়র ইব্‌ন হারব্, ইব্‌ন আবূ খালাফ, আবূ কুরায়ব, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'দ আল-জাওহারী (র) ও মিসআর (র) এ সূত্রে কাতাদা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٩١. حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ.

৩৯১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ... আনাস (রা) থেকে কাতাদা-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٩٢. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنِ اَحْمَدَ بْنِ أَبِىْ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِىْ اُمَّتِهِ وَخَبَأْتُ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৯২. মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবূ খালাফ (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : প্রত্যেক নবীকে একটি করে কবূল দু'আর অনুমতি দেয়া হয়েছে। সবাই তাদের দু'আ করে ফেলেছেন, তবে আমি আমার দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মাতের শাফায়াতের জন্য রেখে দিয়েছি।

٨١. بَابُ دُعَاءُ النَّبِىِّ ﷺ لأُمَّتِهِ وَبُكَائِهِ شَفْقَةً عَلَيْهِمْ

৮১. পরিচ্ছেদ : উম্মাতের জন্য নবী ﷺ-এর দু'আ ও তাদের প্রতি মমতায় তাঁর ক্রন্দন

٣٩٣. حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَلاَ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِىْ إِبْرَاهِيْمَ رَبِّ إِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَإِنَّهُ مِنِّىْ اَلآيَةَ وَقَالَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللّٰهُمَّ أُمَّتِىْ أُمَّتِىْ وَ بَكَى فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَاجِبْرِيْلُ اذْهَبْ إِلٰى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيْكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ فَسَأَلَهُ فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَا قَالَ وَهُوَ اَعْلَمُ فَقَالَ اللّٰهُ يَاجِبْرِيْلُ إِذْهَبْ إِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِىْ أُمَّتِكَ وَلاَنَسُوْءُكَ .

৩৯৩. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা আস্-সাদাফী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইবন আমর ইব্নুল-আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে ইব্রাহীম (আ)-এর দু'আ বর্ণনা করেন : "হে আমার প্রতিপালক! এ সকল প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে, সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা ইবরাহীম : ৩৬) আর ঈসা (আ) এর দু'আ বর্ণনা করেছেন, "তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তো তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (সূরা মায়িদা : ১১৮)। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা পাঠ করলেন, তারপর তিনি তাঁর উভয় হাত উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! আমার উম্মত, আমার উম্মত! আর কেঁদে ফেললেন। তখন মহান আল্লাহ্ বললেন : হে জিব্রীল! মুহাম্মদের কাছে যাও, তোমার রব তো সবই জানেন--তাঁকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কাঁদছেন কেন ? জিব্রীল (আ) এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছিলেন, তা তাঁকে অবহিত করলেন। আর আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : হে জিব্রীল! তুমি মুহাম্মদের কাছে যাও এবং তাঁকে বল, আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেব, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না।

٨٢. بَابُ بَيَانُ اَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِى النَّارِ ، وَلاَ تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلاَتَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِيْنَ

৮২. পরিচ্ছেদ : কাফির অবস্থায় মত্যুবরণকারী জাহান্নামী; সে কোন শাফায়াত পাবে না এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভকারী বান্দার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও তার উপকারে আসবে না

٣٩٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ اَبِي قَالَ فِى النَّارِ قَالَ فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِى وَأَبَاكَ فِى النَّارِ.

৩৯৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা কোথায় আছেন (জান্নাতে না জাহান্নামে) ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : জাহান্নামে। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল, তখন তিনি ডাকলেন এবং বললেন : আমার পিতা এবং তোমার পিতা জাহান্নামে।[১]

٣٩٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا اُنْزِلَتْ هذه الْاٰيَةُ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِى كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَابَنِى مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَابَنِى عَبْدِ شَمْسٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَابَنِى عَبْدِ مَنَافٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَابَنِى هَاشِمٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَابَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَافَاطِمَةُ اَنْقِذِى نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّى لاَاَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَاَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا .

৩৯৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আয়াত অবতীর্ণ হয় : (অর্থ) "তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও" (সূরা শু'আরা : ২১৪) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরায়শদের ডাকলেন। তারা একত্র হলো। তারপর তিনি তাঁদের সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলকে সম্বোধন করে বললেন : হে কা'ব ইব্ন লুওয়াইর বংশধর! জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর। হে মুররা ইব্ন কা'বের বংশধর! জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর। হে আব্দ মানাফের বংশধর! জাহান্নাম থেকে নিজেদের বাঁচাও। হে হাশিমের বংশধর! জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! জাহান্নাম থেকে নিজেদের বাঁচাও। হে ফাতিমা! জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচাও। কারণ আল্লাহ্র (আযাব) থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নাই। অবশ্য তোমাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আছে। তার রসে আমি তোমাদের সিঞ্চিত করব।[২]

---

১. অন্যান্য হাদীসের মর্মানুসারে ইমাম আবূ হানীফা (র)-সহ অন্যান্য ইমামের মত এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিতামাতা জান্নাতী কি জাহান্নামী, এ সম্পর্কে আমাদের নীরব থাকাই শ্রেয়।

২. অর্থাৎ আত্মীয়তার হক আদায় করব এবং আত্মীয় হিসেবে পার্থিব বিষয়ে তোমাদের যা উপকার করতে পারি তা করব।

٣٩٦. وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَحَدِيْثُ جَرِيْرٍ اَتَمُّ وَاَشْبَعُ.

৩৯৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর আল-কাওয়ারীরী (র) .... আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন; তবে জারীর বর্ণিত হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক।

٣٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَيُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَاصَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَابَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا سَلُوْنِيْ مِنْ مَالِيْ مَا شِئْتُمْ.

৩৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাযিল হয় : (অর্থ) তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও (সূরা শু'আরা : ২১৪); যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফা পর্বতে আরোহণ করেন এবং বললেন : হে ফাতিমা বিন্‌ত মুহাম্মদ! হে সাফিয়্যা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার আমার কোন ক্ষমতা নাই। তোমরা আমার কাছে আমার সম্পদের যা খুশি চাইতে পার।

٣٩٨. حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّٰهِ لَا اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا اُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَاصَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَا اُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَافَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ سَلِيْنِيْ بِمَا شِئْتِ لَا اُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا.

৩৯৮. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন অবতীর্ণ হলো (অর্থ) : "তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও।" (সূরা শু'আরা : ২১৪) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে কুরায়শগণ! আল্লাহ্‌র (আযাব) থেকে তোমরা নিজেদের কিনে নাও (বাঁচাও)। আল্লাহ্‌র (আযাব) থেকে তোমাদের রক্ষা করার কোন ক্ষমতা আমার নাই। ওহে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমাদের আমি রক্ষা করতে পারব না। হে আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব! তোমাকেও আমি রক্ষা করতে পারব না। হে সাফিয়্যা! তোমাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারব না। হে ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ্! তোমার যা ইচ্ছা চাইতে পার। আল্লাহ্‌র (আযাব) থেকে তোমাকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নাই।

٣٩٩. وَ حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو وَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا.

৩৯৯. আমর আন-নাকিদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٠٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا التَّيْمِىُّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالاَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ قَالَ انْطَلَقَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ إِلٰى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ فَعَلاَ أَعْلاَهَا حَجَرًا ثُمَّ نَادَى يَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ إِنِّىْ نَذِيْرٌ إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَاٰى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَاءُ اَهْلَهُ فَخَشِىَ اَنْ يَسْبِقُوْهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ يَاصَبَاحَاهْ .

৪০০. আবূ কামিল আল্-জাহ্দারী (র) .... কাবীসা ইব্ন মুখারিক ও যুহায়র ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, যখন নাযিল হয় (অর্থ) : "তোমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও" (সূরা শু'আরা : ২১৪)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্বতের স্তরে স্তরে সাজান বৃহদাকার পাথরের দিকে গেলেন এবং তার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে আরোহণ করলেন। এরপর তিনি আহ্বান জানালেন, ওহে আবদ মানাফের বংশধর! আমি (তোমাদের) সতর্ককারী। আমার ও তোমাদের উপমা হলো এমন এক ব্যক্তির মত, যে শত্রুকে দেখতে পেয়ে তার লোকদের রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হলো। পরে সে আশঙ্কা করল যে, শত্রু তার আগেই এসে যাবে। তখন সে 'ইয়া সাবাহাহ্' (হায় মন্দ প্রভাত!) বলে চিৎকার শুরু করল।

٤٠١. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ زُهَيْرِبْنِ عَمْرٍو وَقَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

৪০১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলা (র) .... যুহায়র ইব্ন আমর ও কাবীসা ইব্ন মুখারিক (রা) থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٠٢. وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَاصَبَاحَاهُ فَقَالُوْا مَنْ هٰذَا الَّذِىْ يَهْتِفُ قَالُوْا مُحَمَّدٌ فَاجْتَمَعُوْا إِلَيْهِ فَقَالَ يَابَنِىْ فُلاَنٍ يَابَنِىْ فُلاَنٍ يَابَنِىْ فُلاَنٍ يَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ يَابَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاجْتَمَعُوْا إِلَيْهِ فَقَالَ اَرَاَيْتُكُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ بِسَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ اَكُنْتُمْ مُصَدِّقِىَّ قَالُوْا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَإِنِّى نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ قَالَ فَقَالَ أَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ اَمَا جَمَعْتَنَا إِلاَّ لِهٰذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَقَدْتَبَّ كَذَا قَرَاَ الْأَعْمَشُ إِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ .

৪০২.আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হয় (অর্থ) : "তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও, (সূরা শু'আরা : ২১৪)। এবং তাদের মধ্য থেকে তোমার নিষ্ঠাবান সম্প্রদায়কেও।" তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে এলেন এবং সাফা পর্বতে উঠে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন : হায়, মন্দ প্রভাত! সকলে বলাবলি করতে লাগল, কে এই ব্যক্তি যে ডাক দিচ্ছে ? লোকেরা বলল, মুহাম্মদ। তারপর সবাই তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে অমুকের

বংশধর! হে অমুকের বংশধর! হে অমুকের বংশধর! হে আব্দ মানাফের বংশধর! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! এতে সবাই তাঁর কাছে সমবেত হলো। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন : দেখ, যদি আমি তোমাদের এই সংবাদ দেই যে, এই পর্বতের পাদদেশে শত্রু সৈন্য এসে পড়েছে, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে ? তারা উত্তর করল, তোমাকে কখনো মিথ্যা বলতে তো আমরা দেখিনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি তোমাদের সতর্ক করছি সামনের কঠোর আযাব সম্পর্কে। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ লাহাব তখন এই বলে উঠে গেল "ধ্বংস হও, তুমি এ জন্যই কি আমাদের একত্র করেছিলে ?" তখন এই সূরা অবতীর্ণ হয় : ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও .... সূরার শেষ পর্যন্ত। (সূরা লাহাব : ১-৫)। অবশ্য রাবী আমাশ وَقَدْ تَبَّ এর স্থলে تَبَّ পাঠ করেন।

٤٠٣. وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الصَّفَا فَقَالَ يَا صَبَاحَاهْ بِنَحْوِ حَدِيْثِ اَبِىْ أُسَامَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ نُزُوْلَ الْاٰيَةِ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ .

৪০৩. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন সাফা পর্বতে আরোহণ করেন এবং বলেন : হায়, 'মন্দ প্রভাত'! (বাকী অংশ) আবূ উসামা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। অবশ্য তিনি وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الاَقْرَبِيْنَ আয়াতটি অবতরণের কথা উল্লেখ করেন নাই।

٨٣. بَابُ شَفَاعَةُ النَّبِىِّ ﷺ لِاَبِىْ طَالِبٍ وَالتَّخْفِيْفُ عَنْهُ بِسَبَبِهٖ

৮৩. পরিচ্ছেদ : আবূ তালিবের জন্য নবী করীম ﷺ-এর শাফায়াত এবং তাতে তার আযাব কম হওয়া

٤٠٤. وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِىُّ قَالُوْ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَفَعْتَ اَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَاِنَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ فِىْ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلاَ اَنَا لَكَانَ فِى الدَّرْكِ الاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

৪০৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর আল-কাওয়ারিরী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বক্‌র আল-মুকাদ্দামী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক আল-উমাবী (র) .... আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আবূ তালিবের কোন উপকার করতে পারেন ? তিনি তো আপনার হিফাযত করতেন, আপনার পক্ষ হয়ে (অন্যের প্রতি) ক্রোধান্বিত হতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্তরে বললেন : হ্যাঁ, তিনি জাহান্নামের একটি ছোট্ট গর্তে আছেন, যাতে পায়ের টাখনু পর্যন্ত ডোবে, আর যদি আমি না হতাম, তবে জাহান্নামের অতলতলেই তাকে অবস্থান করতে হতো।

٤٠٥. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُوْلُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا طَالِبٍ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَنْصُرُكَ فَهَلْ نَفَعَهُ

ذٰلِكَ قَالَ نَعَمْ وَجَدْتُهُ فِيْ غَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَاَخْرَجْتُهُ اِلٰى ضَحْضَاحٍ وَ حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ اَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِحَدِيْثِ اَبِيْ عَوَانَةَ .

৪০৫. ইব্ন আবূ উমর (র) .... আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ তালিব তো আপনার হিফাযত করতেন, আপনাকে সাহায্য করতেন এবং আপনার পক্ষ হয়ে (অন্যের প্রতি) রাগ করতেন। তার এই কর্ম তার কি কোন উপকারে এসেছে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্তরে বললেন : হ্যাঁ। আমি তাকে জাহান্নামের গভীরে পেয়েছিলাম এবং সেখান থেকে (তার পায়ের) গ্রন্থি পর্যন্ত ডোবে এমন এক গর্তে বের করে নিয়ে এসেছি।

মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) .... আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে এবং আবূ বক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... সুফিয়ান (র) থেকে ঐ সনদে পূর্ব বর্ণিত আবূ আওয়ানার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٠٦. وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ اَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِيْ مِنْهُ دِمَاغُهُ .

৪০৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তাঁর চাচা আবূ তালিবের কথা আলোচিত হলে তিনি বলেন : কিয়ামত দিবসে তাঁর ব্যাপারে আমার সুপারিশ কাজে আসবে বলে আশা রয়েছে। তাঁকে জাহান্নামের একটা ছোট গর্তে রাখা হবে যে, আগুন তার পায়ের গিরা পর্যন্ত পৌঁছবে; এতেই তার মগজ উথ্‌লাতে থাকবে।

٨٤. بَابُ اَهْوَنُ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا

৮৪. পরিচ্ছেদ : সর্বাপেক্ষা লঘু শাস্তিপ্রাপ্ত জাহান্নামী

٤٠٧. حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ اَبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَدْنَى اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَغْلِيْ دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ .

৪০৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামের সবচেয়ে কম আযাব সে ব্যক্তির হবে, যাকে আগুনের দু'টি জুতা পরান হবে। সে দু'টির তাপে তার মগজ উথলাতে থাকবে।

٤٠٨. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَهْوَنُ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا اَبُوْ طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ .

৪০৮. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (চির) জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হাল্‌কা শাস্তি হবে আবূ তালিবের। তাকে দু'টি (আগুনের) জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, ফলে এ দু'টির কারণে তার মগজ পর্যন্ত উথলাতে থাকবে।

٤٠٩ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلٍ تُوْضَعُ فِىْ اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ .

৪০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত দিবসে জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হাল্‌কা শাস্তি হবে ঐ ব্যক্তির, যার দু'পায়ের তলায় দু'টি (জ্বলন্ত) অঙ্গার রাখা হবে, যার কারণে তার মগজ উথলাতে থাকবে।

٤١٠ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ مَايَرٰى اَنَّ اَحَدًا اَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَاِنَّهُ لاَهْوَنُهُمْ عَذَابًا .

৪১০. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হাল্‌কা আযাব ঐ ব্যক্তির হবে, যাকে এমন দু'টি পাদুকা পরিয়ে দেয়া হবে, যার তলা এবং ফিতা হবে আগুনের। ফলে এর দহনে (চুলার উপরে রাখা) পাতিলের মত মগজ উথলাতে থাকবে। আর সে মনে করবে যে, সে-ই বুঝি সর্বাপেক্ষা বেশি শাস্তি ভোগ করছে; অথচ এটি হচ্ছে সবচেয়ে হাল্‌কা আযাব।

٨٥. بَابُ اَلدَّلِيْلَ عَلٰى مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لاَيَنْفَعُهُ عَمَلُهُ

৮৫. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মারা যায়, তার কোন আমল তার উপকারে আসবে না

٤١١ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ لاَ يَنْفَعُهُ اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ .

৪১১. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইব্‌ন জুদআন জাহিলী যুগে আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করত এবং দরিদ্রদের আহার্য দিত। আখিরাতে এসব কর্ম তার উপকারে আসবে কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কোন উপকারে আসবে না। সে তো কোন দিন এ কথা বলে নাই যে, হে আমার রব! কিয়ামতের দিন আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিও।

٨٦. بَابُ مُوَالاَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمُقَاطَعَةُ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةُ مِنْهُمْ

৮৬. পরিচ্ছেদ : মু'মিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করা ও অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা

٤١٢ . حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ

خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُوْلُ اَلَا اِنَّ اٰلَ اَبِىْ يَعْنِى فُلَانًا لَيْسُوْا لِىْ بِاَوْلِيَاءَ اِنَّمَا وَلِيِّىَ اللّٰهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ .

৪১২. আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল (র) .... আম্‌র ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে চুপে চুপে নয়, স্পষ্ট করে বলতে শুনেছি যে, জেনে রাখ, অমুক বংশ (আত্মীয়তার কারণে) আমার বন্ধু নয়, বরং আল্লাহ্ এবং নেক্‌কার মু'মিনগণই হলেন আমার বন্ধু।

٨٧. بَابُ الدَّلِيْلُ عَلٰى دُخُوْلِ طَوَائِفٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ

৮৭. পরিচ্ছেদ : হিসাব ও শাস্তি ছাড়াই একদল মুসলিমের জান্নাতে প্রবেশ করার প্রমাণ

٤١٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَّامِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْجُمَحِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ يَعْنِىْ ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ مِنْ اُمَّتِىْ الْجَنَّةَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ .

৪১৩. আবদুর রহমান ইব্‌ন সাল্লাম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ জুমাহী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জনৈক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, তিনি আমাকে যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করলেন, ইয়া আল্লাহ্! ওকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। তারপর আরেকজন সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্যও আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, যেন আমাকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ ব্যাপারে উক্‌কাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।

٤١٤. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الرَّبِيْعِ .

৪১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি .... পরবর্তী অংশ উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ।

٤١٥. وَ حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَدْخُلُ مِنْ اُمَّتِىْ زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا تُضِىءُ وُجُوْهُهُمْ اِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْاَسَدِىُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ .

৪১৫. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার। তারা পূর্ণিমার চাঁদের মত চমকাতে থাকবে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তখন উক্‌কাশা ইব্‌ন মিহ্‌সান আসাদী দাঁড়ালেন। তাঁর গায়ে একটি চাদর ছিল। সেটি উচিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ইয়া আল্লাহ্! একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। এরপর আরেকজন আনসারী দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ ব্যাপারে উক্‌কাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।

٤١٦. وَ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ يُوْنُسَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا زُمْرَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ .

৪১৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্য থেকে সত্তর হাজারের একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের একটি দলের চেহারা হবে চাঁদের মত (উজ্জ্বল)।

٤١٧. حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ سِيْرِيْنَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِمْرَانُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوْا وَمَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَكْتَوُوْنَ وَلاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ فَقَالَ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتَ مِنْهُمْ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ .

৪১৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালাফ বাহিলী (র) .... 'ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা কে ? রাসূল ﷺ বললেন : যারা লোহার দাগ লাগায় না এবং ঝাড়ফুঁক করায় না; বরং তাদের রবের উপর নির্ভরশীল থাকে। তখন উক্‌কাশা (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তাদেরই একজন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এরপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূল ﷺ বললেন : এই সুযোগ লাভে উক্‌কাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।

٤١٨. حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاجِبُ ابْنُ عُمَرَ اَبُوْ خُشَيْنَةَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْاَعْرَجِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوْا مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لاَيَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَلاَ يَكْتَوُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ .

৪১৮. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা কারা ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যারা ঝাড়ফুঁক করায় না, শুভাগমনের লক্ষণ মেনে চলে না, অগ্নি দাগ গ্রহণ করে না, বরং সর্বদাই আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে (তারাই)।

٤١٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى بْنَ اَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُوْنَ اَلْفًا اَوْ سَبْعُمِائَةَ اَلْفٍ لاَيَدْرِى أَبُوْ حَازِمٍ اَيَّهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُوْنَ اٰخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لاَيَدْخُلُ اَوَّلُهُمْ حَتّٰى يَدْخُلَ اٰخِرُهُمْ وُجُوْهُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ .

৪১৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার বা সাত লক্ষ (এখানে রাবী আবূ হাযিম কোন সংখ্যাই নিশ্চিত করে বলতে পারেন নাই) লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একে অন্যের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রথম ব্যক্তি শেষ ব্যক্তির প্রবেশের আগে প্রবেশ করবে না, বরং সবাই একত্রে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত চমকাবে।

٤٢٠. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ اَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِىْ انْقَضَّ الْبَارِحَةَ قُلْتُ اَنَا ثُمَّ قُلْتُ اَمَا انِّى لَمْ اَكُنْ فِىْ صَلاَةٍ وَلٰكِنِّى لُدِغْتُ قَالَ فَمَاذَا صَنَعْتَ قُلْتُ اَسْتَرْقَيْتُ قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلٰى ذٰلِكَ قُلْتُ حَدِيْثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِىُّ فَقَالَ وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِىُّ قُلْتُ حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ الْاَسْلَمِىِّ اَنَّهُ قَالَ لاَرُقْيَةَ الاَّ مِنْ عَيْنٍ اَوْ حُمَةٍ فَقَالَ قَدْ اَحْسَنَ مَنِ انْتَهٰى اِلٰى مَا سَمِعَ وَلٰكِنْ حَدَّثَنَا بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْاُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِىَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِىَّ لَيْسَ مَعَهُ اَحَدٌ اِذْ رُفِعَ لِىْ سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَظَنَنْتُ اَنَّهُمْ اُمَّتِىْ فَقِيْلَ لِىْ هٰذَا مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَقَوْمُهُ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْاُفُقِ فَنَظَرْتُ فَاِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَقِيْلَ لِىْ اُنْظُرْ اِلَى الْاُفُقِ الْاٰخَرِ فَاِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَقِيْلَ لِىْ هٰذِهِ اُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِىْ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ صَحِبُوْا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ وُلِدُوْا فِى الْاِسْلاَمِ وَلَمْ يُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ وَذَكَرُوْا اَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَاالَّذِىْ

تَخُوْضُوْنَ فِيْهِ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لاَيَرْقُوْنَ وَلاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَقَالَ اَنْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ .

৪২০. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) .... হুসায়ন ইব্‌ন আবদুর রাহ্‌মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমানের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, গত রাতে যে তারকাটি বিচ্যুত হয়েছিল তা তোমরা কেউ দেখেছ কি ? আমি বললাম, আমি দেখেছি। অবশ্য আমি রাতের নামাযে রত ছিলাম না; আমাকে বিচ্ছু দংশন করেছিল। সাঈদ বললেন, দংশন করার পরে তুমি কি করেছিলে ? আমি বললাম, ঝাড়-ফুঁক করিয়েছি। তিনি বললেন, তোমাকে এই ঝাড়-ফুঁক গ্রহণে কিসে উদ্বুদ্ধ করল ? আমি বললাম, সেই হাদীস যা আমি শা'বী থেকে শুনেছি। তিনি বললেন, শা'বী কী হাদীস বর্ণনা করেছেন ? আমি বললাম, শা'বী বুরায়দা ইব্‌ন হুসায়ন আল-আসলামী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কুদৃষ্টি বা বিচ্ছু দংশন ব্যতীত অন্য বিষয়ে ঝাড়-ফুঁক নেই।

তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার শ্রুত বিষয়ের অনুসরণ করে চলে, সে ভালই করে। তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, স্বপ্নে আমার সামনে সকল উম্মাতকে উপস্থিত করা হয়, তখন কোন কোন নবীকে দেখলাম যে, তাঁর সঙ্গে ছোট্ট একটি দল রয়েছে; আর কাউকে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে একজন কিংবা দু'জন লোক; আবার কেউ এমনও ছিলেন যে, তাঁর সাথে কেউ নাই। হঠাৎ আমার সামনে এক বিরাট দল দেখা গেল। মনে হলো, এরা আমার উম্মাত। তখন আমাকে বলা হলো, এরা হযরত মূসা (আ) ও তাঁর উম্মাত; তবে আপনি ওই দিগন্তে তাকিয়ে দেখুন। আমি ওদিকে তাকালাম, দেখি বিরাট এক দল। আবার বলা হলো, আপনি অপর দিগন্তে তাকিয়ে দেখুন, (আমি ওদিকে তাকালাম) দেখি এক বিরাট দল। বলা হলো, এরা আপনার উম্মাত। এদের মধ্যে সত্তর হাজার এমন লোক আছে যারা শাস্তি ব্যতীত হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে চলে গেলেন। আর উপস্থিত সাহাবীগণ তখন এই হিসাব ও আযাববিহীন জান্নাতে প্রবেশকারী কারা হবেন, এই নিয়ে বিতর্ক শুরু করলেন। কেউ বললেন, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী। কেউ বললেন, তাঁরা সেসব লোক যাঁরা ইসলামের উপর জন্মলাভ করেছে এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন প্রকার শির্‌ক করে নাই। এসব বিতর্ক শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, তোমরা কি নিয়ে বিতর্ক করছ ? সবাই বিষয়টি খুলে বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এরা সেই সব লোক, যাঁরা ঝাড়-ফুঁক করে না বা তা গ্রহণও করে না, অশুভ লক্ষণ মানে না, বরং সর্বদাই আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে। তখন উক্‌কাশা ইব্‌ন মিহসান (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ্ যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তাদেরই একজন থাকবে। তারপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমার জন্যও দু'আ করুন, আল্লাহ্ যেন আমাকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্তর করলেন : এই সুযোগ লাভে উক্‌কাশা তোমার চাইতে অগ্রগামী হয়ে গেছে।

٤٢١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَى الْاُمَمُ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِىَ الْحَدِيْثِ نَحْوَحَدِيْثِ هُشَيْمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ اَوَّلَ حَدِيْثِهِ .

৪২১. আবূ বক্‌র ইব্‌ন শায়বা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : স্বপ্নে আমার সামনে সকল উম্মতকে পেশ করা হয় .... এভাবে বর্ণনাকারী হুসায়ন বর্ণিত হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেন। কিন্তু হাদীসটির প্রথমাংশ উল্লেখ করেন নাই।

৮৮. بَابُ بَيَانُ كَوْنِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ نِصْفُ اَهْلِ الْجَنَّةِ

৮৮. পরিচ্ছেদ : জান্নাতীদের অর্ধেক হবে এই উম্মাত

٤٢٢. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ إِنِّى لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَاُخْبِرُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ مَا الْمُسْلِمُوْنَ فِى الْكُفَّارِ إِلاَّ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِىْ ثَوْرٍ اَسْوَدَ اَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِىْ ثَوْرٍ اَبْيَضَ .

৪২২. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরাই জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ হবে। (আবদুল্লাহ্ বলেন) এ শুনে আমরা (খুশিতে) 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিলাম। রাসূল ﷺ বললেন : তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরাই জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে ? সাহাবী বলেন, আমরা আবার 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তবে আমি আশা করি তোমরাই জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে। আর এ সম্পর্কে তোমাদের আরও বলছি : কাফিরদের মধ্যে মুসলিমদের তুলনা হল কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশম অথবা একটি শ্বেত ষাঁড়ের গায়ে কালো পশম।

٤٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِاِبْنِ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ اَرْبَعِيْنَ رَجُلاً فَقَالَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ إِنِّى لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَاكَ اَنَّ الْجَنَّةَ لَايَدْخُلُهَا إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا اَنْتُمْ فِىْ اَهْلِ الشِّرْكِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِىْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ اَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَحْمَرِ .

৪২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রায় চল্লিশজনের মত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে একটি গম্বুজের নিচে অবস্থান করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কসম তাঁর, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি আশা করি যে, অবশ্যই তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। কেননা কেবল মুসলিমই সেখানে প্রবেশের অনুমতি লাভ করবে। আর

মুশরিকদের মধ্যে তোমাদের তুলনা হল কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশম অথবা লাল ষাঁড়ের গায়ে একটি কাল পশম।

٤٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلٰى قُبَّةِ اَدَمٍ فَقَالَ اَلاَ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ اَتُحِبُّوْنَ اَنَّكُمْ رُبُعُ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَقُلْنَا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَتُحِبُّوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ مَا اَنْتُمْ فِىْ سِوَاكُمْ مِنَ الْاُمَمِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِى الثَّوْرِ الْاَبْيَضِ اَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِى الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ.

৪২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) .... আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি চর্ম নির্মিত গম্বুজে হেলান দিয়ে বসে আমাদের সম্বোধন করে বললেন : জেনে রাখ, মুসলিম ব্যতীত কেউ-ই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এরপর বললেন : আল্লাহ্! আমি পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক। তারপর বললেন : তোমরা কি পছন্দ কর যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরপর তিনি বললেন : তোমরা কি পছন্দ কর যে. তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তবে আমি আশা করি যে, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। তোমরা অন্যান্য উম্মতের তুলনায় সাদা ষাঁড়ের গায়ে একটি কাল পশমের মত অথবা কাল ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশমের মত।

٤٢٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا اٰدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ قَالَ يَقُوْلُ اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ قَالَ فَذَاكَ حِيْنَ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ قَالَ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّنَا ذَالِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ اَبْشِرُوْا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ اَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ إِنِّىْ لَاَطْمَعُ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَحَمِدْنَا اللّٰهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ إِنِّىْ لَاَطْمَعُ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَحَمِدْنَا اللّٰهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ إِنِّىْ لَاَطْمَعُ اَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِىْ الْاُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِىْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ اَوْ كَالرَّقْمَةِ فِىْ ذِرَاعِ الْحِمَارِ.

৪২৫. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা-'আবসী (র) ... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহামহিম আল্লাহ্ (কিয়ামত দিবসে) আহ্বান করবেন, হে আদম! তিনি উত্তরে বলবেন, আমি আপনার সামনে

হাযির, আপনার কাছে শুভ কামনা করি এবং সকল মঙ্গল আপনারই হাতে। মহান আল্লাহ্ বলবেন : জাহান্নামী দলকে বের কর। আদম (আ) জিজ্ঞেস করবেন : জাহান্নামী দল কতজনের ? মহান আল্লাহ্ বলবেন : প্রতি হাজার থেকে নয়শ নিরানব্বই। রাসূলুল্লাহ্ বলেন : এই-ই সেই মুহূর্ত, যখন বালক হয়ে যাবে বৃদ্ধ, সকল গর্ভবতী তাদের গর্ভপাত করে ফেলবে আর মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়, বস্তুত আল্লাহ্র আযাব বড়ই কঠিন। রাবী বলেন, কথাগুলো সাহাবীগণের কঠিন মনে হলো। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কে সেই ব্যক্তি ? বললেন : আনন্দিত হও। ইয়াজুজ ও মাজুজের সংখ্যা এক হাজার হলে তোমাদের সংখ্যা হবে একজন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ বললেন : কসম সে সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে। সাহাবী বলেন, আমরা আল্লাহ্র প্রশংসা করলাম এবং 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিলাম। তারপর আবার তিনি বললেন, শপথ সে সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি আশা রাখি, জান্নাতীদের মধ্যে তোমরা তাদের এক-তৃতীয়াংশ হবে। সাহাবী বলেন, আমরা বললাম, 'আলহামদু লিল্লাহ্' এবং 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিলাম। তারপর আবার রাসূলুল্লাহ্ বললেন : কসম সে সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে এবং তোমরা অন্যান্য উম্মতের মধ্যে কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশমের মত অথবা গাধার পায়ের চিহ্নের মত।

٤٢٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُمَا قَالاَ مَا اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِى النَّاسِ الاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِى الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ اَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِى الثَّوْرِ الْاَبْيَضِ وَلَمْ يَذْكُرَا اَوْ كَالرَّقْمَةِ فِىْ ذِرَاعِ الْحِمَارِ .

৪২৬. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেন, "তোমরা সকল মানুষের মধ্যে কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশমের মত হবে অথবা সাদা ষাঁড়ের গায়ে কালো পশমের মত হবে।" তাঁরা "গাধার পায়ের চিহ্নের মত" কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

كِتَابُ الطَّهَارَاتِ

অধ্যায় : তাহারাত—পবিত্রতা

١- بَابُ فَضْلِ الْوُضُوْءِ

১. পরিচ্ছেদ : উযূর ফযীলত

٤٢٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى اَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَلاَّمٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأَنِ اَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلٰوةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا.

৪২৭. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)......আবূ মালিক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অংশ। 'আলহামদু লিল্লাহ্' (শব্দটি) পাল্লাকে ভরে দেয়। 'সুবহানাল্লাহ্' ও 'আল-হামদু লিল্লাহ্' (পাল্লাকে) ভরে দেয়, কিংবা [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন] আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান ভরে দেয়। সালাত হল আলো, সাদকা, প্রমাণিকা ও ধৈর্য জ্যোতি। কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যহ আপন সত্তাকে বিক্রি করে, তখন কেউ নিজ সত্তার উদ্ধারকারী হয় আর কেউ হয় তার ধ্বংসকারী।

٢- بَابُ وُجُوْبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلٰوةِ

২. পরিচ্ছেদ : সালাত আদায়ের জন্য তাহারাতের (পবিত্রতার) আবশ্যিকতা

٤٢٨- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَلَىٰ ابْنِ عَامِرٍ يَعُوْدُهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَقَالَ اَلاَ تَدْعُو اللّٰهَ لِىْ يَا ابْنَ عُمَرَ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ.

৪২৮. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ কামিল জাহদারী (র)......মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) অসুস্থ ইব্‌ন আমিরকে দেখতে গিয়েছিলেন। তখন ইব্‌ন আমির তাঁকে বললেন, হে ইব্‌ন উমর! আপনি কি আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করেন না? ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তাহারাত ব্যতিরেকে সালাত কবূল হয় না। খিয়ানতের সম্পদ থেকে সাদকা কবূল হয় না। আর তুমি তো ছিলে বাসরার শাসনকর্তা (ফলে তোমার দ্বারা খিয়ানত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আর খিয়ানতকারীর পক্ষে দু'আ কবূল হয় না)।

٤٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَوَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৪২৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... শু'বা (র) থেকে, অন্যসূত্রে আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইসরাঈল (র) থেকে, সকলে সিমাক ইব্‌ন হারব-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَخِىْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ.

৪৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (রা)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সূত্রে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তন্মধ্যে একটিতে তিনি বলেন), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারুর উযূ ভেঙ্গে গেলে তার সালাত কবূল হবে না-উযূ না করা পর্যন্ত।

٣- بَابُ صِفَةِ الْوُضُوْءِ وَكَمَالِهِ

৩. পরিচ্ছেদ : উযূ করার নিয়ম ও উযূর পূর্ণতা

٤٣١- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى التَّجِيْبِىُّ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيْدَ اللَّيْثِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاءُنَا يَقُوْلُوْنَ هٰذَا الْوُضُوْءُ اَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ اَحَدٌ لِلصَّلاَةِ.

৪৩১. আবুত্ তাহির আহ্‌মাদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তুজীবী (র)....... উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান থেকে বর্ণিত যে, হযরত উসমান (রা) উযূর পানির চাইলেন। তারপর তিনি উযূ করতে আরম্ভ করলেন। তিনি তিনবার তাঁর হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুইলেন এরপর কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন। এরপর তিনবার তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন। অতঃপর বাম হাত অনুরূপভাবে ধুইলেন। অতঃপর তিনি মাথা মাসেহ্ করলেন। এরপর তাঁর ডান পা টাখ্‌নু পর্যন্ত ধুইলেন, এরপর বাম পা অনুরূপভাবে ধুইলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমার এ উযূ করার ন্যায় উযূ করতে দেখেছি এবং উযূর শেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করবে এবং দাঁড়িয়ে এরূপে দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে যে, সে সময়ে মনে মনে অন্য কোন কিছু কল্পনা করবে না, সে ব্যক্তির পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ইব্‌ন শিহাব বলেন, আমাদের আলিমগণ বলতেন যে, সালাতের জন্য কারো এ নিয়মের উযূই হল পরিপূর্ণ উযূ।

٤٣٢- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ اِنَّهٗ رَاٰى عُثْمَانَ دَعَا بِاِنَاءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَيُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৪৩২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......হুমরান মাওলা উস্‌মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত উসমান (রা)-কে দেখেছেন যে, তিনি পানির পাত্র আনতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর দু'কবজার উপর তিনবার পানি ঢাললেন এবং উভয়টি ধুয়ে নিলেন। তারপর তাঁর ডান হাত পাত্রের ভিতর প্রবেশ করিয়ে তিনি কুলি করলেন এবং নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন তিনবার। দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন তিনবার। তারপর মাথা মাসহ্ করলেন। এরপর উভয় পা ধুইলেন তিনবার। এরপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ উযূ করার ন্যায় উযূ করবে এবং এর পরে এরূপে দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে যাতে সে মনে মনে ভিন্ন কোন কল্পনা করেনি, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

٤- بَابُ فَضْلِ الْوُضُوْءِ وَالصَّلٰوةِ عَقِبَهُ

৪. পরিচ্ছেদ : উযূ এবং তারপর সালাত আদায়ের ফযীলত

٤٣٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حُمْرَانَ

مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهُ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا لَوْلاَ اٰيَةٌ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ فَيُصَلِّىْ صَلاَةً اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِىْ تَلِيْهَا.

৪৩৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হানযালী (র)...... হুমরান মাওলা উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) মসজিদের চত্বরে ছিলেন এমন সময়ে আসরের সালাতের জন্য মু'আয্যিন আসলেন। তখন আমি শুনলাম তিনি উযূর পানি আনতে নির্দেশ দিলেন, অতঃপর উযূ করলেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস শুনাব–যদি আল্লাহ্র কিতাবে একটি আয়াত না থাকত, তাহলে কখনোই আমি তোমাদেরকে তা শুনাতাম না। আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যেই মুসলিম ব্যক্তি উযূ করবে এবং উযূকে সুন্দরভাবে আদায় করবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে, সেই ব্যক্তির এই সালাত ও তার পূর্ববর্তী সালাতের মধ্যবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

٤٣٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يُصَلِّىْ الْمَكْتُوْبَةَ.

৪৩৪. আবূ কুরায়ব, আবূ উসামা থেকে, অন্য সূত্রে যুহায়র ইব্ন হারব ও আবূ কুরায়ব উভয়ে ওয়াকী' (র) থেকে- অন্য সূত্রে ইব্ন আবূ উমর সুফিয়ান থেকে, আবার সকলে হিশামের মাধ্যমে উপরোক্ত সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে আবূ উসামার সূত্রে অতিরিক্ত বলা হয়েছে যে, অতঃপর সে তার উযূকে সুন্দররূপে করে, তারপর ফরয সালাত আদায় করে।

٤٣٥- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلٰكِنْ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ اَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ وَاللّٰهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا وَاللّٰهُ لَوْلاَ اٰيَةٌ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوْهُ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يُصَلِّىْ الصَّلاَةَ اِلاَّ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِىْ تَلِيْهَا قَالَ عُرْوَةُ الاٰيَةُ:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى اِلٰى قَوْلِهِ اللاَّعِنُوْنَ.

৪৩৫. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... হুমরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উসমান (রা) উযূর কাজ সেরে বললেন, আল্লাহ্র কসম আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস শুনাব। আল্লাহ্র কসম! যদি আল্লাহ্র কিতাবের মধ্যে একটি আয়াত না থাকত, তাহলে আমি তোমাদেরকে কখনোই হাদীসটি শুনাতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে কোন ব্যক্তি যখন উযূ করে এবং উযূকে উত্তমরূপে আদায় করে তারপর সালাত

আদায় করে, তখন তার সালাত ও পূর্ববর্তী সালাতের মধ্যবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। উরওয়া (র) বলেন, আয়াতটি হল : "আমি যে সকল স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্যে কিতাবে, তা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়ার পরেও যারা তা গোপন রাখে, আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।" (সূরা বাকারা : ১৫৯)

٤٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِى الْوَلِيْدِ قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنِى اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُوْرٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا اِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَالَمْ يُؤْتَ كَبِيْرَةً وَذَالِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

৪৩৬. আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র)...... আমর ইব্ন সাঈদ ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তিনি পানি আনার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলিম ব্যক্তির যখন কোন ফরয সালাতের ওয়াক্ত হয় আর সে সালাতের উযূকে উত্তমরূপে আদায় করে, সালাতের বিনয় ও রুকূকে উত্তমরূপে আদায় করে, তা হলে যতক্ষণ না সে কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে, তার এই সালাত তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আর এ অবস্থা সর্বযুগেই বিদ্যমান।

٤٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ اَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوُضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَادِيْثَ لاَ اَدْرِىْ مَاهِىَ اِلاَّ اَنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوْئِى هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هٰكَذَا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ اَتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّأَ.

৪৩৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আহমদ ইব্ন আবদা আয্-যাব্বী (র)....হুমরান মাওলা উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর নিকট উযূর পানি আনলাম। অতঃপর তিনি উযূ করলেন, তারপর তিনি বললেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনেক হাদীস বর্ণনা করে থাকে। আমি ওসব জানি না, তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি তিনি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করেছেন। তারপর বলেছেন, যে ব্যক্তি এভাবে উযূ করবে, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর তার সালাত আদায় ও মসজিদের দিকে গমনের সাওয়াব থাকবে অতিরিক্ত। ইব্ন আবদা-এর সনদে بِوُضُوْءٍ কথাটি বাদ দিয়ে কেবল اَتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّأَ (আমি উসমান রা-এর কাছে আসলাম। তারপর তিনি উযূ করলেন) বলা হয়েছে।

٤٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَاَبِىْ بَكْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ اَنَسٍ اَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ اَلاَ اُرِيْكُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَزَادَ قُتَيْبَةُ فِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ اَبُو النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ اَنَسٍ قَالَ وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৪৩৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)....... আবূ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উসমান (রা) মাকাইদে[১] উযূ করতে বসে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উযূ করা দেখাব? তারপর তিনি তিন-তিনবার ধুয়ে উযূ করলেন। কুতায়বা আনাস (রা) সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা)....... বলেছেন, তখন উসমান (রা)-এর পাশে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

٤٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ اَبِىْ صَخْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ اَبَانٍ قَالَ كُنْتُ اَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُوْرَهُ فَمَا اَتٰى عَلَيْهِ يَوْمٌ اِلاَّ وَهُوَ يُفِيْضُ عَلَيْهِ نُطْفَةً وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلاَتِنَا هٰذِهِ قَالَ مِسْعَرٌ اُرَاهَا الْعَصْرَ فَقَالَ مَا اَدْرِىْ اُحَدِّثُكُمْ بِشَىْءٍ اَوْ اَسْكُتُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذَالِكَ فَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ فَيُتِمُّ الطُّهُوْرَ الَّذِىْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّىْ هٰذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ اِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا.

৪৩৯. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল ‘আলা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... হুমরান ইব্‌ন আবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উসমান (রা)-এর জন্য উযূর পানি রাখতাম। আর তিনি প্রত্যহ গোসল করতেন। হযরত উসমান (রা) বলেছেন, আমাদের এ সালাত আদায়ের পর, মিস‘আর বলেন, আমার মনে হয় সালাতটি ছিল আসরের- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে কিছু বলতে মনস্থ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি ঠিক করতে পারছি না যে, তোমাদেরকে একটি বিষয়ে কিছু বলব না নীরব থাকবো। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি তা কল্যাণকর হয় তাহলে আমাদেরকে বলুন, আর অন্য কিছু হলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কোন মুসলমান যখন পবিত্রতা অর্জন করে এবং আল্লাহ্ তার উপর যে পবিত্রতা অপরিহার্য করেছেন তা পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জন করে এবং তারপর এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, তাহলে এ সকল সালাত তাদের মধ্যবর্তী সময়ের সকল গুনাহের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়।

٤٤٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَقَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ اَبَانَ

---

১. মাকাইদ (مقاعد) : কেউ বলেন, হযরত উসমান (রা)-এর বাড়ির কাছে কতগুলো দোকান ছিল, তাকে মাকাইদ বলা হত। কেউ বলেন, এটা মসজিদের নিকটস্থ একটি স্থান, যেখানে তিনি মানুষের প্রয়োজনীয় কথা শোনা ও উযূ ইত্যাদির জন্য বসতেন।

يُحَدِّثُ اَبَا بُرْدَةَ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ فِىْ اِمَارَةِ بِشْرٍ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَتَمَّ الْوُضُوْءَ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوْبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ هٰذَا حَدِيْثُ ابْنِ مُعَاذٍ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ غُنْدَرٍ فِىْ اِمَارَةِ بِشْرٍ وَلاَ ذِكْرُ الْمَكْتُوْبَاتِ.

৪৪০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয তাঁর পিতার সূত্রে, অন্য সনদে মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... জামি' ইব্‌ন শাদ্দাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিশ্‌রের শাসনকালে এই মসজিদে হুমরান ইব্‌ন আবানকে আবূ বুরদাকে লক্ষ্য করে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ যেভাবে আদেশ করেছেন সেভাবে উযূকে পূর্ণভাবে করে, তার জন্য পাঁচ ওয়াক্তের ফরয সালাত তাদের মধ্যবর্তী সময়ে (গুনাহের) কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। ইব্‌ন মু'আযের হাদীসে এভাবেই বলা হয়েছে। কিন্তু গুনদার বর্ণিত হাদীসে বিশ্‌রের শাসনকাল ও ফরয সালাতের কথা উল্লেখ নেই।

٤٤١– حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ قَالَ تَوَضَّأَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمًا وَضُوْءًا حَسَنًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هٰكَذَا ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يَنْهَزُهُ اِلاَّ الصَّلاَةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلاَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৪৪১. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আইলী (র) .... হুমরান মাওলা উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উস্‌মান (রা) খুব উত্তমরূপে উযূ করলেন, তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি উযূ করেছেন এবং উত্তমরূপে উযূ করেছেন। তারপর বলেছেন, যে ব্যক্তি এ নিয়মে উযূ করে এবং তারপর কেবল সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে বেরিয়ে যায়, তার বিগত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

٤٤٢– وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ الْحُكَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْقُرَشِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ مُعَاذَبْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ اَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ اَوْ فِى الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ.

৪৪২. আবুত্ তাহির ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা (র) .... উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সালাতের জন্য উযূ করে এবং পরিপূর্ণভাবে উযূ করে, অতঃপর ফরয সালাতের উদ্দেশ্যে হেঁটে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে সালাত আদায় করে, কিংবা তিনি বলেন,

জামা'আতের সঙ্গে সালাত আদায় করে, কিংবা তিনি বলেন, মসজিদে সালাত আদায় করে, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিবেন।

٥- بَابُ اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ-

৫. পরিচ্ছেদ : পাঁচ সালাত, এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহ পরিহার করা হয়

٤٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصَّلاَةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَالَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرَ.

৪৪৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজ্‌র (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, পাঁচ সালাত এবং এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহ করা না হয়।

٤٤٤- حَدَّثَنِيْ نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ.

৪৪৪. নাস্‌র ইব্ন আলী আল-জাহযামী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, পাঁচ সালাত এবং এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ।

٤٤٥- حَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ عَنْ اَبِيْ صَخْرٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ اِسْحٰقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

৪৪৫. আবুত তাহির ও হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : পাঁচ সালাত, এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে, যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে।

٦- بَابُ الذِّكْرُ الْمُسْتَحَبُّ عَقِبَ الْوُضُوْءِ

৬. পরিচ্ছেদ : উযূর শেষে মুস্তাহাব দু'আ

٤٤٦- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ يَعْنِى ابْنَ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الاِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِىْ فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِىٍّ فَاَدْرَكْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَاَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ اِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَقُلْتُ مَا اَجْوَدَ هذِهِ فَاِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَىَّ يَقُوْلُ الَّتِىْ قَبْلَهَا اَجْوَدُ فَنَظَرْتُ فَاِذَا عُمَرُ قَالَ اِنِّىْ قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ اٰنِفًا قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ .

৪৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মূন (র) .... উক্‌বা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের নিজেদের উপরে উট চরানোর দায়িত্ব ছিল। একবার আমার পালা এলে আমি উট চরিয়ে বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে পেলাম, তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। তখন আমি তাঁর এ কথা শুনতে পেলাম, "যে মুসলমান সুন্দররূপে উযূ করে, তারপর দাঁড়িয়ে দেহ ও মনকে পুরোপুরি তার প্রতি নিবদ্ধ রেখে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" 'উক্‌বা বলেন, কথাটি শুনে আমি বলে উঠলাম ওহ, কথাটি কত উত্তম! তখন আমার সামনের একজন বলতে লাগলেন, আগের কথাটি আরো উত্তম। আমি সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি উমর (রা)। তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে দেখেছি এইমাত্র এসেছ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আগে বলেছেন, তোমাদের যে ব্যক্তি উযূ করে এবং উযূকে পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পন্ন করে, তারপর এই দু'আ পাঠ করে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল" তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যায়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

٤٤٧- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ وَاَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

৪৪৭. আবু বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা (র)....... উক্‌বা ইব্ন আমির জুহানী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় বলেছেন : যে ব্যক্তি উযূ করে পাঠ করবে- "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি

যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

٧- بَابٌ فِيْ وُضُوْءِ النَّبِيِّ ﷺ

৭. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর উযূর পদ্ধতি

٤٤٨- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قِيْلَ لَهُ تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا بِاِنَاءٍ فَاَكْفَأَ مِنْهَا عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَالِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَاَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৪৪৮. মুহাম্মদ ইবনুস সাব্বাহ্ (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম আনসারী (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। রাবী বলেন, তাঁকে বলা হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উযূর মত উযূ করে আমাদের দেখিয়ে দিন। তখন তিনি পানির পাত্র আনালেন। তারপর তা থেকে দুই হাতের উপর পানি ঢেলে উভয় হাত তিনবার ধুইলেন, তারপর পাত্রে হাত ঢুকিয়ে পানি নিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন একই আঁজলা দিয়ে। এরূপ তিনবার করলেন। আবার পানিতে হাত ঢুকিয়ে পানি নিয়ে আবার মুখমণ্ডল ধুইলেন। দুই হাত কনুই পর্যন্ত দুইবার করে ধুইলেন। তারপর হাত ঢুকিয়ে বের করে মাথা মাস্হ্ করলেন- দুই হাত সামনের দিকে আনলেন ও পিছন দিকে নিলেন। তারপর উভয় পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধুইলেন, এরপর বললেন : এইরূপ ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উযূ।

٤٤٩- وَحَدَّثَنِيْ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ.

৪৪৯. কাসিম ইব্ন যাকারিয়্যা, খালিদ ইব্ন মাখ্লাদ, সুলায়মান ইব্ন বিলাল আম্র ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে ঐ সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'পায়ের গ্রন্থি' পর্যন্ত শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

٤٥٠- وَحَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا وَلَمْ يَقُلْ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ

فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

৪৫০. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র)...... মালিক ইব্‌ন আনাস (রা) থেকে আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে বলেছেন, "কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন তিনবার" আর আঁজলার কথা বলেননি। অবশ্য 'সম্মুখের দিকে আনলেন ও পিছনের দিকে নিলেন' কথার পর বৃদ্ধি করেছেন, "মাথার সম্মুখ থেকে পেছন পর্যন্ত মাসহ্ করেছেন এভাবে যে, মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে মাসহ্ আরম্ভ করলেন, এরপর উভয় হাত ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, পুনরায় উভয় হাত ফিরিয়ে আনলেন, যে স্থান থেকে আরম্ভ করেছিলেন সে স্থান পর্যন্ত", তারপর উভয় পা ধুইলেন।

٤٥١-حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ وبْنُ يَحْيٰى بِمِثْلِ اِسْنَادِهِمْ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلاَثِ غَرَفَاتٍ وَقَالَ اَيْضًا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاَقْبَلَ بِهِ وَاَدْبَرَ مَرَّةً وَّاحِدَةً قَالَ بَهْزٌ اَمْلٰى عَلَىَّ وُهَيْبٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَقَالَ وُهَيْبٌ اَمْلٰى عَلَىَّ عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ مَرَّتَيْنِ.

৪৫১. আবদুর রহমান ইব্‌ন বিশ্‌র আবদী (র)....... আম্‌র ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) থেকে পূর্ব বর্ণিত সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসের রাবী বলেন : অতঃপর তিনি তিনবার তিন অঞ্জলী দিয়ে কুলি করেন, নাকে পানি দেন ও নাক ঝেড়ে নেন। তিনি আরো বলেন : এরপর সম্মুখ থেকে পেছনে এবং পিছন থেকে সম্মুখে (হাত নিয়ে) একবার মাথা মাসহ্ করেন। রাবী বাহয্ বলেন : উহায়ব আমাকে হাদীসটি লিখিয়েছেন, উহায়ব বলেন : আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) আমাকে এই হাদীসটি দুইবার লিখিয়েছেন।

٤٥٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَحَدَّثَنِىْ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَاَبُو الطَّاهِرِ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِىَّ ثُمَّ الْاَنْصَارِىَّ يَذْكُرُ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَهُ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا وَالْاُخْرٰى ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا قَالَ اَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِ وبْنِ الْحَارِثِ.

৪৫২. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ, হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী এবং আবুত্ তাহির (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসিম মাযিনী আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে উযূ করতে দেখেছেন। তিনি প্রথমে কুলি করলেন, নাক ঝাড়লেন। তারপর তিনবার মুখ ধুইলেন এবং তিনবার ডান হাত ও তিনবার বাম হাত। আর এমন পানি দিয়ে মাথা মাসহ্ করলেন, যা হাতের অবশিষ্ট পানি নয়। তারপর উভয় পা পরিষ্কার করে ধুইলেন। আবুত তাহির (র) বলেন, ইব্‌ন ওহাব হাদীসটি আম্‌র ইবনুল হারিসের সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন।

٨- بَابُ الْاِيْتَارِ فِى الْاِسْتِنْثَارِ وَالْاِسْتِجْمَارِ

৮. পরিচ্ছেদ : নাক ঝাড়া ও ঢেলা ব্যবহারে বেজোড় সংখ্যা

٤٥٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اذَا اسْتَجْمَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا وَاذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِىْ اَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ.

৪৫৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আমরুন নাকিদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নুমায়র (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন ঢেলা ব্যবহার করবে, তখন বেজোড় সংখ্যার ঢেলা নিবে। আবার যখন উযূ করবে, তখন নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে নিবে।

٤٥٤- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنَ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ.

৪৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) .... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এগুলি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেন। তারমধ্যে এও ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন উযূ করবে তখন দুই নাসারন্ধ্রে পানি টেনে নিবে, এরপর ঝেড়ে ফেলবে।

٤٥٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ.

৪৫৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেন : যে উযূ করবে, সে যেন নাক ঝাড়ে, আর যে ইস্‌তিনজা করবে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢেলা ব্যবহার করে।

٤٥٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ يَقُوْلَانِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৪৫৬. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর এবং হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা ও আবু সাঈদ আল খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন : বাকী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٤٥٧- حَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيَاشِيْمِهِ.

৪৫৭. বিশ্‌র ইবনুল হাকাম আবদী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠবে, সে যেন প্রথমত (পানি দিয়ে) তিনবার নাক ঝেড়ে নেয়। কারণ শয়তান নাসারন্ধ্রে রাত্রি যাপন করে।

٤٥٨- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَجْمَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُوْتِرْ.

৪৫৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ (র).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন ঢেলা ব্যবহার করবে, তখন বেজোড় সংখ্যক নিবে।

٩- بَابُ وُجُوْبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا

৯. পরিচ্ছেদ : উভয় পা পুরোপুরি ধোয়ার আবশ্যিকতা

٤٥٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَاَبُوْ الطَّاهِرِ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالُوْا اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَالِمٍ مَوْلٰى شَدَّادٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ تُوُفِّىَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ فَتَوَضَّاَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

৪৫৯. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী, আবুত তাহির ও আহ্‌মদ ইব্‌ন ঈসা (র)...... সালিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সা‘দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসের ইন্তিকালের দিন নবী সহধর্মিণী আয়েশার কাছে উপস্থিত হই। সে সময়ে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকরও এলেন এবং তাঁরা সেখানে উযূ করতে লাগলেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন : হে আবদুর রহমান! পূর্ণভাবে উযূ করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, গোড়ালীগুলোর জন্য দুর্ভোগ জাহান্নামের।

٤٦٠- وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى حَيْوَةُ اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৪৬০. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলেন। এরপর তিনি আয়েশা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٦١- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاَبُوْ مَعْنِ الرُّقَاشِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَوْ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ اَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ فِيْ جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ فَمَرَرْنَا عَلٰى بَابِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৫৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও আবূ মা'ন রুকাশী (র)...... সালিম মাওলা মাহ্‌রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাসের জানাযার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরের দরজার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٦٢- حَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ قَالَ حَدَّثَنِيْ نُعَيْمُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادِبْنِ الْهَادِ قَالَ كُنْتُ اَنَا مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৪৬২. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)...... সালিম মাওলা শাদ্দাদ ইব্‌ন হাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে ছিলাম। তখন তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٦٣- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِيْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيْقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّئُوْا وَهُمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِمْ وَاَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِلاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوْا الْوُضُوْءَ.

৪৬৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব এবং ইসহাক (র)...... আবূ ইয়াহ্‌ইয়া (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা মক্কা থেকে মদীনার দিকে ফিরছিলাম। রাস্তায় এক যায়গায় পানি ছিল। তখন কিছু লোক জলদী আসরের সময় এগিয়ে গেল এবং তাড়াহুড়া করে উযূ করল। অতঃপর আমরা যখন তাদের নিকট গিয়ে পৌছলাম, দেখলাম তাদের পায়ের গোড়ালি এমনভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, তাতে পানি পৌছেনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ঐ গোড়ালিগুলোর জন্য দুর্ভোগ জাহান্নামের। অতএব পূর্ণভাবে উযূ সম্পাদন কর।

٤٦٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ اَسْبِغُوْا الْوُضُوْءَ وَفِيْ حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِيْ يَحْيَى الاَعْرَجِ.

৪৬৪. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) সুফিয়ান সূত্রে এবং ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার শু'বা (র) সূত্রে উভয়ে উক্ত সনদে মান্সূর থেকে বর্ণনা করেন, তবে শু'বা বর্ণিত হাদীসে "পূর্ণভাবে উযূ সম্পাদন করবে" কথাটি নাই। এই হাদীসের সনদে 'আবূ ইয়াহ্ইয়া' নামের সাথে 'আল আ'রাজ' পদবী যুক্ত আছে।

٤٦٥- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ قَالَ اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِىُّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَاَدْرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلٰى اَرْجُلِنَا فَنَادٰى وَيْلٌ لِلاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

৪৬৫. শায়বান ইব্ন ফাররূখ ও আবূ কামিল জাহদারী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন এক সফরে নবী ﷺ আমাদের পিছনে পড়ে যান। অবশেষে তিনি আমাদের পেলেন যখন আসরের সময় উপস্থিত। আর আমরা উযূ করতে গিয়ে পা মাস্হ করছি, তখন তিনি ঘোষণা দিলেন : গোড়ালিগুলোর জন্য দুর্ভোগ জাহান্নামের।

٤٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ يَعْنِىْ ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ فَقَالَ وَيْلٌ لِلاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

৪৬৬. আবদুর রহমান ইব্ন সাল্লাম জুমাহী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার গোড়ালি ধোয়নি। তখন তিনি বললেন : ঐ গোড়ালোগুলোর জন্য দুর্ভোগ জাহান্নামের।

٤٦٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ رَاٰى قَوْمًا يَتَوَضَّئُوْنَ مِنَ الْمُطْهَرَةِ فَقَالَ اَسْبِغُوْا الْوُضُوْءَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلْعَوَاقِيْبِ مِنَ النَّارِ

৪৬৭. কুতায়বা, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কয়েকজন লোককে দেখলেন, তারা পাত্র থেকে পানি নিয়ে উযূ করছে। তখন তিনি বললেন : পূর্ণরূপে উযূ কর। কারণ, আমি আবুল কাসিম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : গোড়ালিগুলোর জন্য দুর্ভোগ জাহান্নামের।

٤٦٨- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِلاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

৪৬৮. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গোড়ালিগুলোর জন্য দুর্ভোগ জাহান্নামের।

١٠- بَابُ وُجُوْبِ اسْتِيْعَابِ جَمِيْعِ اَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ

১০. পরিচ্ছেদ : তাহারাতের সকল অঙ্গ পূর্ণভাবে ধোয়ার আবশ্যিকতা

٤٦٩- حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلاً تَوَضَّاَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلٰى قَدَمِهِ فَاَبْصَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَاَحْسِنْ وَضُوْئَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلّٰى.

৪৬৯. সালামা ইব্ন শাবীব (র)...... উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি উযূ করল কিন্তু সে তার পায়ের নখ পরিমাণ জায়গা ছেড়ে দেয়। তা দেখে নবী ﷺ বললেন : যাও, আবার ভালভাবে উযূ করে আস। লোকটি ফিরে গেল। তারপর (পুনরায়) উযূ করে সালাত আদায় করল।

١١- بَابُ خُرُوْجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوَضُوْءِ.

১১. পরিচ্ছেদ : উযূর পানির সঙ্গে গুনাহ ঝরে যাওয়া

٤٧٠- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّاَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلَّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ.

৪৭০. সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ এবং আবুত্ তাহির (র) শব্দগুলো আবুত্ তাহির থেকে গৃহীত...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমান কিংবা বলেছেন, কোন মু'মিন বান্দা যখন যখন উযূ করে তখন মুখ ধোয়ার সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যার দিকে তার দু' চোখের দৃষ্টি পড়েছিল; এবং যখন দুই হাত ধোয়, তখন পানির সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়। যেগুলো তার দু' হাতে ধরেছিল; এবং যখন দুই পা ধোয়, তখন পানির সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যেগুলোর দিকে তার দু'পা অগ্রসর হয়েছিল; ফলে (উযূর শেষে) লোকটি তার সমুদয় গুনাহ থেকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে উঠে।

٤٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ مَعْمَرِبْنِ رِبْعِىٍّ الْقَيْسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الْمَخْزُوْمِىُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَابْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ

بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ.

৪৭১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার রিবঈ আল-কায়সী (র)...... উস্‌মান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি উযূ করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমুদয় গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের ভিতর থেকেও (গুনাহ) বের হয়ে যায়।

١٢- بَابُ اِسْتِحْبَابِ اِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيْلِ فِى الْوُضُوْءِ.

১২. পরিচ্ছেদ : উযূতে মুখমণ্ডলের শুভ্রতা এবং হাত-পায়ের দীপ্তি বাড়িয়ে নেয়া মুসতাহাব

٤٧٢- حَدَّثَنِى اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلاَءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ دِيْنَارٍ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَاسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى حَتّٰى اَشْرَعَ فِىْ الْعَضُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرٰى حَتّٰى اَشْرَعَ فِى الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَاسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى حَتّٰى اَشْرَعَ فِى السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى حَتّٰى اَشْرَعَ فِى السَّاقِ ثَمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُم فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيْلَهُ.

৪৭২. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র), কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন দীনার (র) ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... নু'আয়ম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-মুজমির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আবূ হুরায়রা (রা)-কে উযূ করতে দেখলাম। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং পরিপূর্ণ ও উত্তমরূপেই তা ধুইলেন। এরপর তিনি ডান হাত ধুইলেন এমনকি বাহুর কিছু অংশও ধুইলেন। তারপর বাম হাতও বাহুর কিছু অংশসহ ধুইলেন। এরপর মাথা মাসহ্ করলেন। তারপর তিনি ডান পা ধুলেন এমনকি গোছারও কিছু অংশ ধুইলেন। তারপর বাম পা গোছার কিছু অংশসহ ধুইলেন। তারপর বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এভাবেই উযূ করতে দেখেছি"। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "উযূ পরিপূর্ণ ও উত্তমরূপে করার কারণে কিয়ামাতের দিন তোমরা শুভ্র মুখমণ্ডল এবং উজ্জ্বল হাত-পাবিশিষ্ট হবে। অতএব, তোমাদের যার ইচ্ছা সে যেন তার মুখমণ্ডলের শুভ্রতা এবং হাত-পায়ের দীপ্তি বাড়িয়ে নেয়।

٤٧٣- وَحَدَّثَنِىْ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِبْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ رَاَىْ اَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتّٰى كَادَ يَبْلُغَ الْمَنْكِبَيْنَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتّٰى رَفَعَ اِلَى السَّاقَيْنِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

يَقُوْلُ اِنَّ اُمَّتِيْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم اَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

৪৭৩. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র)...... নু'আয়ম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার আবূ হুরায়রা (রা)-কে উযূ করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি (আবূ হুরায়রা রা) তাঁর মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত ধুইলেন। এমনকি ধুইতে উভয় কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যাবার উপক্রম হলো। তারপর উভয় পা ধুইলেন এবং গোছা ধুয়ে নিলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাত কিয়ামতের দিন উযূর বদৌলতে মুখমণ্ডল শুভ্র এবং হাত-পা উজ্জ্বল অবস্থায় আসবে। তাই তোমাদের মধ্যে যে তার মুখমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে চায়, সে যেন তা করে।

٤٧٤- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ سَعْدِبْنِ طَارِقٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ حَوْضِيْ اَبْعَدُ مِنْ اَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ لَهُوَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلَاٰنِيَتُهُ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُوْمِ وَاِنِّيْ لَاَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ اِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيْمَا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ مِنَ الْاُمَمِ تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ.

৪৭৪. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন আবূ উমার (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমার হাউয হবে আদন থেকে আয়লার যত দূরত্ব, তার থেকেও বেশি দীর্ঘ। আর তা হবে বরফের থেকেও সাদা এবং দুধ মধু থেকেও মিষ্টি। আর তার পাত্রের সংখ্যা হবে তারকারাজির চেয়েও অধিক। আমি কিছু সংখ্যক লোককে তা থেকে ফিরিয়ে দিতে থাকব যেমনিভাবে লোকে তার হাউয থেকে অন্যের উট ফিরিয়ে দেয়। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন : "ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সেদিন কি আপনি আমাদেরকে চিনতে পারবেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ তোমাদের এমন চিহ্ন হবে যা অন্য কোন উম্মতের হবে না। উযূর বদৌলতে তোমাদের মুখমণ্ডল শুভ্র ও হাত-পা দীপ্তিমান অবস্থায় তোমরা আমার কাছে আসবে।"

٤٧٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَاللَّفْظُ لِوَصِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرِدُ عَلَيَّ اُمَّتِي الْحَوْضَ وَاَنَا اَذُوْدُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُوْدُ الرَّجُلُ اِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ اِبِلِهِ قَالُوْا يَانَبِيَّ اللّٰهِ أَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيْمَا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّيْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلاَ يَصِلُوْنَ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ هٰؤُلاَءِ مِنْ اَصْحَابِيْ فَيُجِيْبُنِيْ مَلَكٌ فَيَقُوْلُ وَهَلْ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ.

৪৭৫. আবূ কুরায়ব ও ওয়াসিল ইব্‌ন আতা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমার উম্মাত হাউযের পাড়ে আমার কাছে আসবে আর আমি তখন (অন্যান্য উম্মাতের) লোকজনকে সে হাউয থেকে ফিরিয়ে দিতে থাকব যেমনিভাবে লোকে অন্যের উটকে নিজের উট থেকে ফিরিয়ে রাখে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া নাবীয়াল্লাহ্! আপনি কি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন : "হ্যাঁ, তোমাদের এমন এক চিহ্ন থাকবে যা তোমাদের ছাড়া অন্য কারো থাকবে না। (আর তা হল) তোমরা আমার কাছে আসবে মুখমণ্ডল শুভ্র এবং হাত-পা দীপ্তিমান অবস্থায়। এটা হবে উযূর কারণে। আর তোমাদের মধ্য থেকেই একটি দলকে আমার কাছে আসতে বাঁধা দেয়া হবে, তাই তারা আমার কাছে আসতে পারবে না। তখন আমি বলব, প্রভু! এরা তো আমার লোকজন! তখন এর জবাবে একজন ফেরেশ্‌তা আমাকে বলবে : "আপনি কি জানেন, এরা আপনার পরে কী অঘটন ঘটিয়েছিল?"

٤٧٦- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِبْنِ طَارِقٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ حَوْضِىْ لاَبْعَدُ مِنْ اَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ لاَذُوْدُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُوْدُ الرَّجُلُ الْاِبِلَ الْغَرِيْبَةَ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ تَرِدُوْنَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ لَيْسَتْ لاَحَدٍ غَيْرِكُمْ.

৪৭৬. উস্‌মান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **বলেছেন :** আমার হাউয আদন থেকে আয়লা-র যত দূরত্ব, তার চেয়েও বড় হবে। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি সে হাউয থেকে (অন্যান্য) লোকজনকে দূর করে করে দেব—যেমনিভাবে লোকে অপরিচিত উটকে তার হাউয থেকে দূর করে দেয়। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন কি আপনি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তোমরা আমার কাছে এ অবস্থায় আসবে যে, উযূর কারণে তোমাদের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে এবং তোমাদের হাত-পা ঝলমল করতে থাকবে। তোমাদের ছাড়া আর কারো এরকম হবে না।

٤٧٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ وَدِدْتُ اَنَّا قَدْ رَأَيْنَا اِخْوَانَنَا قَالُوْا أَوَلَسْنَا اِخْوَانَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنْتُمْ اَصْحَابِىْ وَاِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَاتُوْا بَعْدُ فَقَالُوْا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَاتِ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ اَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوْا بَلَى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِنَّهُمْ يَاْتُوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَاَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ اَلاَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِىْ كَمَا يُذَادُ الْبَعِيْرُ الضَّالُّ اُنَادِيْهِمْ اَلاَهَلُمَّ فَيُقَالُ اِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا.

৪৭৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, সুরায়জ ইব্ন ইউনুস, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজ্র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি কবরস্থানে এসে বললেন : তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটা মু'মিনদের বাড়ি। ইনশা আল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলব। আমার বড় ইচ্ছা হয় আমাদের ভাইদেরকে দেখি। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা তো আমার সাহাবী। আর যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি, তারা আমাদের ভাই। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উম্মাতের মধ্যে যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি, তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন : "কেন, যদি কোন ব্যক্তির কপাল ও হাত-পা সাদাযুক্ত ঘোড়া ঘোর কালো ঘোড়ার মধ্যে মিশে যায়, তবে সে কি তার ঘোড়াকে চিনে নিতে পারে না"? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : তারা (আমার উম্মাত) সেদিন এমন অবস্থায় আসবে যে, উযূর ফলে তাদের মুখমণ্ডল হবে শুভ্র এবং হাত-পা দীপ্তিময়। আর হাউযের পাড়ে আমি হব তাদের অগ্রবর্তী। জেনে রাখ, কিছু সংখ্যক লোককে সেদিন আমার হাউয থেকে হটিয়ে দেয়া হবে—যেমনিভাবে পথহারা উটকে হটিয়ে দেয়া হয়। আমি তাদেরকে ডাকব, এসো এসো। তখন বলা হবে : "এরা আপনার পরে (আপনার দীনকে) পরিবর্তন করে দিয়েছিল।" তখন আমি বলব : "দূর হ', দূর হ'।"

٤٧٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ ح وَحَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ جَمِيْعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُم دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ مَالِكٍ فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِىْ.

৪৭৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) এবং ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরস্থানে গেলেন ও বললেন : "তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটা মু'মিনদের বাড়ি। আর আমরা ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে এসে শামিল হবো।" অতঃপর ইসমাঈল ইব্ন জাফর-এর বর্ণিত (পূর্বের) হাদীসের অনুরূপ। তবে মালিক-এর হাদীসে اَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضٍ স্থলে فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِىْ (অবশ্যই কিছু লোককে আমার হাউয থেকে হটিয়ে দেয়া হবে) রয়েছে।

١٣- بَابٌ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ.

১৩. পরিচ্ছেদ : যে পর্যন্ত উযূর পানি পৌঁছবে সে পর্যন্ত অলঙ্কার পরানো হবে

٤٧٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِى ابْنَ خَلِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتّٰى تَبْلُغَ اِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ مَاهٰذَا الْوُضُوْءُ فَقَالَ يَابَنِىْ فَرُّوْخَ اَنْتُمْ هٰهُنَا لَوْ عَلِمْتُ اَنَّكُمْ هٰهُنَا مَاتَوَضَّأْتُ هٰذَا الْوُضُوْءَ سَمِعْتُ خَلِيْلِىَ ﷺ يَقُوْلُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ.

৪৭৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি সালাতের জন্য উযূ করছিলেন। অতঃপর তিনি হাত (ধোয়ার সময়) লম্বা করে দিলেন এমনকি (ধুইতে ধুইতে) বগল পর্যন্ত পৌঁছলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ হুরায়রা! এটা কেমন উযূ! তিনি বললেন, হে ফাররূখের বংশধর! তোমরা এখানে আছ নাকি? আমি যদি জানতাম যে, তোমরা এখানে আছ, তাহলে আমি এরকম উযূ করতাম না। (এ জন্য এরকম করেছি যে), আমি আমার দোস্ত মুহাম্মদ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মু'মিনের উযূর পানি যে পর্যন্ত পৌঁছবে, কিয়ামতের দিন তার অলংকারও সে পর্যন্ত পৌঁছবে।

١٤- بَابُ فَضْلِ اِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ.

১৪. পরিচ্ছেদ : কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে উযূ করার ফযীলত

٤٨٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَايَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ.

৪৮০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজর (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন (কাজের) কথা বলব না, যদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা পাপরাশি দূর করে দেবেন এবং মর্যাদা উঁচু করে দেবন? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তিনি বললেন: তা হল, অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে উযূ করা, মসজিদে আসার জন্য বেশি পদচারণা এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। জেনে রাখ, এটাই হল রিবাত (তথা নিজেকে আটকে রাখা ও শয়তানের মুকাবিলায় নিজেকে প্রস্তুত রাখা)।

٤٨١- حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيْعًا عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الرِّبَاطِ وَفِىْ حَدِيْثِ مَالِكٍ ثِنْتَيْنِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ.

৪৮১. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আল-আনসারী (র)....... আলা ইব্‌ন আবদুর রাহমান (র) থেকে এই সনদে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে। কিন্তু শু'বার বর্ণিত হাদীসটিতে 'رِبَاط' শব্দটির উল্লেখ নেই। আর মালিকের বর্ণিত হাদীসে 'فَذَالِكُمْ رِبَاط' শব্দটি দু'বার উল্লিখিত হয়েছে।

١٥- بَابُ السِّوَاكِ.

১৫. পরিচ্ছেদ : মিস্ওয়াকের বিবরণ

٤٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَفِىْ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

৪৮২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আম্‌র আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : মু'মিনদের ওপর (যুহায়র-এর হাদীসে আছে, আমার উম্মাতের উপর) যদি কষ্টসাধ্য হবে বলে মনে না করতাম তবে আমি তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

٤٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَاُ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ.

৪৮৩. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)...... মিকদামের পিতা শুরায়হ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে ঢুকে সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতেন? তিনি বললেন, সর্বপ্রথম মিস্ওয়াক করতেন।

٤٨٤- وَحَدَّثَنِى اَبُوْ بَكْرِبْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَاَ بِالسِّوَاكِ.

৪৮৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন নাফি আল-আবদী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন প্রথমেই মিস্ওয়াক করতেন।

٤٨٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ وَهُوَ ابْنُ جَرِيْرٍ الْمَعْوَلِىُّ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلٰى لِسَانِهِ.

৪৮৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল-হারিসী (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন মিস্ওয়াকের একপ্রান্ত তাঁর জিহ্বার উপর ছিল।

٤٨٦- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَ قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

৪৮৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন মিস্ওয়াক দিয়ে মুখ মার্জনা করতেন।

٤٨٧- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ كِلَاهُمَا عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُوْلُوْا لِيَتَهَجَّدَ.

৪৮৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রাতে উঠতেন, এরপর অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। এ হাদীসে তাহাজ্জুদের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

٤٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَحُصَيْنٌ وَالْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَاقَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

৪৮৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রাতে উঠতেন তখন মিস্ওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।

٤٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُتَوَكِّلِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَه اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اٰخِرِاللَّيْلِ فَخَرَجَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَاهٰذِهِ الْاٰيَةَ فِىْ اٰلِ عِمْرَانَ "**اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ** حَتّٰى بَلَغَ **فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ**" ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ اضْطَجَعَ ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَتَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى.

৪৮৯. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে রাত যাপন করেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শেষরাতে উঠলেন। বেরিয়ে এসে তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। এরপর আলে-ইমরানের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ থেকে فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ পর্যন্ত। এরপর ঘরে ফিরে এসে মিসওয়াক করলেন এবং উযূ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। তারপর আবার উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর ফিরে এসে মিস্ওয়াক করলেন, উযূ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন।

١٦- بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ.

১৬. পরিচ্ছেদ : মানবীয় ফিতরাতের (অভ্যাসের) বিবরণ

٤٩٠- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُ وَالنَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

قَالَ اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَوْخَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ اَلْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيْمُ الاَظْفَارِ وَنَتْفُ الاِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.

৪৯০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আম্‌র আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : ফিতরাত (তথা সুন্নাত) পাঁচটি অথবা তিনি বলেছেন, পাঁচটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত : খাতনা করা, নাভির নিচের পশম কাটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা এবং গোফ ছাঁটা।

٤٩١- حَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الاِخْتِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الاَظْفَارِ وَنَتْفُ الاِبْطِ.

৪৯১. আবুত্ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ফিতরাত পাঁচটি : খাতনা করা, নাভির নিচের পশম কাটা, গোফ ছাঁটা, নখ কাটা এবং বগলের পশম উপড়ে ফেলা।

٤٩٠- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا جَعْفَرُبْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ وَقِّتَ لَنَا فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الاَظْفَارِ وَنَتْفِ الاِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ اَنْ لاَ نَتْرُكَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

৪৯২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের জন্য গোফ ছাঁটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা এবং নাভির নিচের পশম কাটার সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে, চল্লিশ দিনের অধিক যেন না রাখি।

٤٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوا اللِّحٰى.

৪৯৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা গোঁফ ছেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর।

٤٩٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِبْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ اَمَرَ بِاِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَاِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ.

৪৯৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোঁফ ছাঁটতে এবং দাড়ি লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

٤٩٥- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَبْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ اَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاَوْفُوا اللِّحٰى.

৪৯৫. সাহল ইব্‌ন উসমান (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর- গোঁফ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর।

٤٩٦- وَحَدَّثَنِى اَبُوْبَكْرِبْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاَرْخُوا اللُّحٰى خَالِفُوا الْمَجُوْسَ.

৪৯৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন ইসহাক (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমরা গোঁফ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর–(এভাবেই) তোমরা অগ্নি পূজকদের বিরুদ্ধাচরণ কর।

٤٩٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُو بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيْعٌ اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الْاِسْتِنْجَاءَ.

৪৯৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত : গোঁফ খাটো করা, দাড়ি লম্বা করা, মিস্‌ওয়াক করা, নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা এবং আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের পশম কাটা এবং পানিদ্বারা ইস্‌তিনজা করা। হাদীসের রাবী মুস'আব বলেন, দশম কাজটির কথা আমি ভুলে গিয়েছি। সম্ভবত সেটি হবে কুলি করা। এ হাদীসের বর্ণনায় কুতায়বা আরো একটি বাক্য বাড়ান যে, ওয়াকী বলেন, اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ অর্থ ইস্‌তিনজা করা।

٤٩٨- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ اَبُوْهُ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ.

৪৯৮. এই হাদীসটিই আবূ কুরায়ব-এর সূত্রে মুস'আব ইব্‌ন শায়বা (র) থেকে একই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। অবশ্য তিনি বলেন যে, তার পিতা বলেন, আমি দশম কাজটির কথা ভুলে গিয়েছি।

١٧- بَابُ الْاِسْتِطَابَةِ

১৭. পরিচ্ছেদ : ইস্‌তিনজার বিবরণ

٤٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيْلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ اَجَلْ لَقَدْ نَهٰنَا اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ اَوْبَوْلٍ اَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ اَوْبِعَظْمٍ.

৪৯৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তাঁকে বলা হল, তোমাদের নবী ﷺ তোমাদেরকে সব কাজই শিক্ষা দেন, এমনকি পেশাব-পায়খানার পদ্ধতিও! তিনি বললেন, নিশ্চয়ই, তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন পায়খানা বা পেশাবের সময় কিব্‌লামুখী হয়ে বসতে, ডান হাত দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে, তিনটির কম ঢিলা দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে এবং গোবর বা হাড় দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে।

٥٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُوْنَ اِنِّيْ اَرَاى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتّٰى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ فَقَالَ اَجَلْ اِنَّهُ نَهَانَا اَنْ يَسْتَنْجِيَ اَحَدُنَا بِيَمِيْنِهِ اَوْيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَنَهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ لَايَسْتَنْجِيَّ اَحَدُكُمْ بِدُوْنِ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ.

৫০০. মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুসান্না (র)....... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা একবার আমাকে বলল, আমরা দেখছি তোমাদের সঙ্গী (রাসূল ﷺ) তোমাদেরকে সব কাজই শিক্ষা দেন এমনকি পেশাব-পায়খানার নিয়ম নীতিও তোমাদেরকে শিক্ষা দেন! (জবাবে) তিনি বললেন, নিশ্চয়ই, তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন ডান হাতে ইস্‌তিনজা করতে, (ইস্‌তিনজার সময়) কিব্‌লামুখী হয়ে বসতে এবং তিনি আমাদেরকে আরো নিষেধ করেছেন গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে। তিনি বলেছেন : "তোমাদের কেউ যেন তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইস্‌তিনজা না করে"।

٥٠١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ اَوْبِبَعْرٍ.

৫০১. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাড় অথবা গোবর দিয়ে মুছতে (ইস্‌তিনজা করতে) নিষেধ করেছেন।

٥٠٢- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ سَمِعْتَ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِبْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا قَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ قَالَ نَعَمْ.

৫০২. যুহায়র ইব্ন হারব, ইব্ন নুমায়র ও ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)......আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যখন তোমরা পায়খানায় যাও, তখন কিব্লার দিকে মুখ করে বসো না এবং পিছন করে বসো না- পেশাব করতেও না, পায়খানা করতেও না; বরং পূর্বদিকে অথবা পশ্চিমদিকে ফিরে বস।[১] আবূ আইউব (রা) বলেন, অতঃপর আমরা শাম (সিরিয়া) গেলাম। সেখানে আমরা দেখলাম যে, শৌচাগারগুলো কিবলার দিকে মুখ করে নির্মাণ করা হয়েছে। তখন আমরা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসতাম এবং আল্লাহ্র কাজে মাগফিরাত চাইতাম। রাবী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আমি সুফিয়ানকে বললাম, আপনি কি যুহরীকে আতা ইব্ন ইয়াযীদ লায়সী থেকে আবূ আইউব (রা)-এর সূত্রে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٥٠٣- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى حَاجَتِهِ فَلاَيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَيَسْتَدْبِرُهَا.

৫০৩ আহ্মাদ ইব্নুল হাসান ইব্ন খিরাশ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা করতে বসলে যেন সে কিব্লার দিকে মুখ করে এবং সেদিকে পিছন দিয়েও না বসে।

٥٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ يَحْيٰى عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدُ ظَهْرَهُ اِلَى الْقِبْلَةِ فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاَتِىْ انْصَرَفْتُ اِلَيْهِ مِنْ شِقِّىْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَاسٌ اِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُوْنُ لَكَ فَلاَتَقْعُدْمُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلاَبَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَلَقَدْ رَقِيْتُ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا عَلٰى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

৫০৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসালামা ইব্ন কা'নাব (র)...... ওয়াসি ইব্ন হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে সালাত আদায় করছিলাম। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তখন কিব্লার দিকে পিছন করে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। অতঃপর আমি সালাত শেষ করে তাঁর দিকে ঘুরে বসলাম। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, কিছু লোকে বলে, "তুমি যখন ইস্তিনজা করতে বসবে, তখন কিব্লার দিকে মুখ করে বসো না এবং

---

১. মদীনা তায়্যিবা মক্কা মুকাররমা হতে উত্তরে অবস্থিত। এ হুকুম মদীনাবাসী ও দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য। পূর্ব-পশ্চিমে অবস্থানরতদের জন্য উত্তর-দক্ষিণমুখী বসার নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে না।" অথচ একবার আমি একটি ঘরের ছাদের ওপর উঠে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দু'টি ইটের ওপর বসা অবস্থায় দেখলাম। তিনি তখন ইস্তিন্জার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসেছিলেন।

٥٠٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَقِيْتُ عَلٰى بَيْتِ أُخْتِى حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ.

৫০৫. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)........ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আমার বোন হাফসা (রা)-এর ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ইসতিনজায় বসা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তিনি শাম (সিরিয়া)-এর দিকে মুখ করে এবং কিব্লার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন।[১]

١٨- بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ.

১৮. পরিচ্ছেদ ঃ ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করা নিষেধ

٥٠٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَهُوَ يَبُوْلُ وَلاَيَمَسَّحُ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِيْنِهِ وَلاَيَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ.

৫০৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা)......আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যেন পেশাব করার সময় তার পুরুষাঙ্গ ডান হাত দিয়ে না ধরে এবং পায়খানার পর ডান হাত দিয়ে যেন ইস্তিনজা (শৌচকর্ম) না করে এবং (পানি পান করার সময়) পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে।

٥٠٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلاَيَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ.

৫০৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় (শৌচাগারে) যায়, তখন সে যেন ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে।

٥٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِىُّ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيْبَ بِيَمِيْنِهِ.

৫০৮. ইব্ন আবূ উমর (র)......আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে, ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করতে এবং ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন।

---

১. এর বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো : সাড়া পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সতর্ক হবার জন্য হয়ত ঘুরে বসতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ইব্ন উমর (রা)-এর দৃষ্টি আকস্মিকভাবে নিপতিত হয় এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেন।

١٩- بَابُ التَّيَمُّنِ فِى الطُّهُوْرِ وَغَيْرِهِ

১৯. পরিচ্ছেদ : পবিত্রতা অর্জন ও অন্যান্য কাজ ডানদিক থেকে শুরু করা

٥٠٩- وُحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوالْاَحْوَصِ بْنُ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِىْ طُهُوْرِهِ اِذَا تَطَهَّرَ وَفِىْ تَرَجُّلِهِ اِذَا تَرَجَّلَ وَفِى انْتِعَالِهِ اِذَا انْتَعَلَ.

৫০৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পবিত্রতার্জন, চুল আঁচড়ানো এবং জুতা পরার বেলায় ডানদিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন।

٥١٠- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِىْ شَأْنِهِ كُلِّهِ فِىْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ.

৫১০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সব কাজেই—জুতা পারায়, চুল আঁচড়ানোতে এবং পবিত্রতা অর্জনে ডানদিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন।

٢٠- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّىْ فِى الطُّرُقِ وَالظِّلَالِ

২০. পরিচ্ছেদ : রাস্তায় বা (গাছের) ছায়ায় পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ

٥١١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ قَالُوْا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلَّىْ فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْفِىْ ظِلِّهِمْ.

৫১১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমরা লা'নতের দু'টি কাজ থেকে দূরে থাক। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, সে কাজ দু'টি কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তিনি বললেন : মানুষের (যাতায়াতের) রাস্তায় অথবা তাদের (বিশ্রাম নেয়ার) ছায়ায় পেশাব-পায়খানা করা।

٢١- بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنْ التَّبَرُّزِ

২১. পরিচ্ছেদ : পানি দিয়ে ইসতিনজা করা

٥١٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِيْضَأَةٌ هُوَ اَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِاسْتَنْجٰى بِالْمَاءِ.

৫১২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি বাগানে ঢুকলেন। একটি পানির পাত্রসহ একজন বালক তাঁর পেছনে গেল। সে ছিল আমাদের সকলের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ। সে বদনাটি একটি কুলগাছের কাছে রেখে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর প্রয়োজন শেষ করে আমাদের কাছে এলেন। তিনি পানি দিয়ে ইস্তিনজা করেছিলেন।

٥١٣- وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَاَحْمِلُ اَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِى اِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِى بِالْمَاءِ.

৫১৩. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন শৌচাগারে ঢুকতেন তখন আমি এবং আমার মতই একটি বালক পানির লোটা ও একখানা লাঠি বয়ে নিয়ে যেতাম। অতঃপর তিনি পানিদ্বারা ইস্তিনজা করতেন।

٥١٤- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ فَاٰتِيْهِ بِمَاءٍ فَيَتَغَسَّلُ بِهِ.

৫১৪. যুহায়র ইব্ন হারব ও আবূ কুরায়ব (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধার জন্য যেতেন, তখন আমি তাঁর কাছে পানি নিয়ে যেতাম। তিনি তা দ্বারা শৌচকর্ম করতেন।

٢٢- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

২২. পরিচ্ছেদ : মোজার ওপর মাসেহ্ করা

٥١٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَرِيْرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقِيْلَ تَفْعَلُ هٰذَا فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ قَالَ الْاَعْمَشُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثُ لِاَنَّ اِسْلَامَ جَرِيْرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ.

৫১৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, আবূ কুরায়ব ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়রা (র)....... হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর (রা) একবার পেশাব করলেন। তারপর উযূ করলেন এবং তার উভয় মোজার ওপর মাসেহ্ করলেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কি এরকম করে থাকেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি তিনি পেশাব করেছেন, তারপর উযূ করেছেন এবং তাঁর উভয়

মোজার ওপর মাসেহ্ করেছেন। আ'মাশ বলেন, ইব্রাহীম বলেছেন যে, এ হাদীসটি (হাদীস বিশারদ) লোকেরা আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছেন। কারণ জারীর (রা) সূরা মায়িদা নাযিলের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। সূরা মায়িদা আয়াতে পা ধোয়ার হুকুম আছে। এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল সে আয়াত দ্বারা (মাথার ওপর মাসেহের বিধান রহিত হয়নি)।

٥١٦- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُبْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ عِيْسٰى وَسُفْيَانَ قَالَ فَكَانَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللّٰهِ يُعْجِبُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثُ لاَنَّ اِسْلاَمَ جَرِيْرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ.

৫১৬. এ হাদীসটিই ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আলী ইবন খাশরাম (র) অপর বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবন আবূ উমার (র)...... আমাশ থেকে এই সনদেই আবূ মু'আবিয়ার হাদীসের অর্থের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে ঈসা ও সুফ্য়ানের হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্র সঙ্গীসাথীদের কাছে এ হাদীসটি আনন্দদায়ক বলে মনে হত। কারণ জারীর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সূরা মায়িদা নাযিলের পরে।

٥١٧- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَانْتَهٰى اِلٰى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ اُدْنُهْ فَدَنَوْتُ حَتّٰى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ.

৫১৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (এক সফরে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলেম। তিনি কোন কাওমের ময়লা-আবর্জনা ফেলার জায়গায় এসে পৌঁছলেন। অতঃপর সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। আমি তখন দূরে সরে গেলাম। তিনি বললেন, কাছে এস। আমি তাঁর নিকটে গেলাম, এমনকি একেবারে তাঁর গোড়ালির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পেশাব শেষে তিনি উযূ করলেন। তাতে তাঁর উভয় মোজার ওপর মাসেহ করলেন।

٥١٨- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ مُوْسٰى يُشَدِّدُ فِى الْبَوْلِ وَيَبُوْلُ فِىْ قَارُوْرَةٍ وَيَقُوْلُ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَ اِذَااَصَابَ جِلْدَ اَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيْضِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَوَدِدْتُ اَنَّ صَاحِبَكُمْ لاَيُشَدِّدُ هٰذَا التَّشْدِيْدَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِىْ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَتَمَاشٰى فَاَتٰى سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُوْمُ اَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَاَشَارَ اِلَىَّ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتّٰى فَرَغَ.

৫১৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ ওয়ায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মূসা (রা) পেশাবের ব্যাপারে খুবই কঠোরতা অবলম্বন করতেন। তিনি একটি বোতলে পেশাব করতেন এবং বলতেন, বনী

ইসরাঈলদের কারো চামড়ায় (অর্থাৎ চামড়ার পোশাকে) যদি পেশাব লাগত, কাঁচি দিয়ে সে স্থান কেটে ফেলত। অতঃপর হুযায়ফা (রা) (একথা শুনে) বললেন, আমি চাই যে, তোমাদের সঙ্গী (আবূ মূসা) এ ব্যাপারে এত কঠোরতা না করলেই ভাল হত। (কারণ) একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে পথ চলছিলাম। তিনি একটি দেয়ালের পিছনে কোন এক কাওমের আবর্জনা ফেলার জায়গায় পৌঁছলেন। অতঃপর তোমরা যেমনভাবে দাঁড়াও, তেমনি দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। আমি তাঁর থেকে দূরে সরে ছিলাম। তিনি আমার দিকে ইশারা করলেন। অতঃপর আমি এলাম এবং একেবারে তাঁর গোড়ালির কাছে এসে দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর প্রয়োজন শেষ করলেন।

٥١٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعْدِبْنِ اِبْرٰهِيْمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيْرَةُ بِاِدَاوَةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَفِيْ رِوَايَةِ اِبْنِ رُمْحٍ مَكَانَ حِيْنَ حَتّٰى.

৫১৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ ইবনুল-মুহাজির (র)...... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধার জন্য বের হলেন। তারপর মুগীরা (রা) একটি পানিভর্তি বদনা নিয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রয়োজন শেষ করলে তিনি তাঁকে পানি ঢেলে দিলেন। এরপর তিনি উযূ করলেন এবং উভয় মোজার উপর মাসেহ্ করলেন। ইব্ন রুমহ্-এর বর্ণনায় حِيْنَ শব্দের স্থলে حَتّٰى শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

٥٢٠- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

৫২০. এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধুইলেন এবং মাথা মাসেহ্ করলেন। তারপর উভয় মোজার উপর মাসেহ্ করলেন।

٥٢١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْاَسْوَدِبْنِ هِلَالٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ بَيْنَا اَنَامَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ اِذْ نَزَلَ فَقَضٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ اِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِيْ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ.

৫২১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী (র)......মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি এক স্থানে থেমে প্রয়োজন সমাধা করলেন। এরপর ফিরে এলেন এবং আমার কাছে রাখা একটি পাত্র থেকে আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি উযূ করলেন এরপর তাঁর উভয় মোজার ওপর মাসেহ্ করলেন।

٥٢٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيْرَةُ خُذْ

الْاِدَاوَةَ فَاَخَذْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تَوَارٰى عَنِّى فَقَضٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَاَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ اَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلّٰى.

৫২২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)......মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, মুগীরা! পানির পাত্র (সঙ্গে) নাও। আমি তা (সঙ্গে) নিলাম। তারপর তাঁর সাথে বেরিয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাঁটতে হাঁটতে আমার থেকে আড়ালে চলে গেলেন। তারপর তিনি তাঁর প্রয়োজন সমাধা করলেন ও ফিরে এলেন। তখন তাঁর গায়ে ছিল একটি শামী জোব্বা যার আস্তিন ছিল চাপা (অপ্রশস্ত)। তিনি আস্তিন থেকে তাঁর হাত বের করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু (অপ্রশস্ত হওয়ার কারণে) তা আটকে গেল। অতঃপর তিনি জোব্বার নিচ থেকে তাঁর হাত বের করলেন। আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি সালাতের জন্য যেমন উযূ করা হয়, তেমনি উযূ করলেন। তারপর তাঁর উভয় মোজার ওপর মাসেহ্ করলেন। তারপর সালাত আদায় করলেন।

٥٢٣- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيْعًا عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَقْضِىَ حَاجَتَهُ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْاِدَاوَةِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلّٰى بِنَا.

৫২৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র)......মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রয়োজন সমাধার জন্য বের হলেন। (হাজত শেষে) তিনি যখন ফিরে এলেন তখন পানির পাত্র নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি তাঁর উভয় হাত ধুইলেন। তারপর মুখমণ্ডল ধুইলেন। তারপর উভয় বাহু ধোয়ার ইচ্ছা করলেন; কিন্তু জোব্বায় (অপ্রশস্ততার কারণে) তা আটকে গেল। তিনি জোব্বার নিচে দিয়ে বের করে উভয় বাহু ধুইয়ে ফেললেন এবং মাথা মাসেহ্ করলেন ও উভয় মোজার ওপর মাসেহ্ করলেন। তারপর আমাদের সাথে সালাত আদায় করলেন।

٥٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِىْ مَسِيْرٍ فَقَالَ لِىْ أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشٰى حَتّٰى تَوَارٰى فِىْ سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَاَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْاِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوْفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتّٰى اَخْرَجَهُمَا مِنْ اَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ اَهْوَيْتُ لِاَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَاِنِّىْ اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

৫২৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নুমায়র (র)......মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কোন এক সফরে এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তোমার সাথে কি পানি আছে"? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তাঁর সাওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। তখন আমি বদনা থেকে তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন। তখন তাঁর গায়ে ছিল একটি পশমের জোব্বা। তিনি তা থেকে হাত বের করতে না পেরে জোব্বার নিচ দিয়ে বের করলেন। তারপর তাঁর উভয় বাহু ধুইলেন এবং মাথা মাসেহ্ করলেন। আমি তাঁর উভয় মোজা খুলে দিতে চাইলাম কিন্তু (বাধা দিয়ে) তিনি বললেন, ওভাবেই থাকতে দাও। কারণ আমি ও দু'টি পবিত্র অবস্থায় পায়ে দিয়েছি। (এই বলে) তিনি তার উভয় মোজার ওপর মাসেহ্ করলেন।

٥٢٥- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ اَبِى زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ وَضَّاَ النَّبِىَّ ﷺ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ اِنِّى اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ.

৫২৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে উযূ করালেন। তিনি উযূ করলেন এবং উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করলেন। মুগীরা (রা) এ ব্যাপারে তাঁকে কিছু বললে, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : আমি এ দু'টিকে পবিত্রাবস্থায় পরেছি।

٢٣- بَابُ الْمَسْحُ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ

২৩. পরিচ্ছেদ : পাগড়ির উপর মাসেহ্ করা

٥٢٦- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىُّ عَنْ عُرْوَةَبْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضٰى حَاجَتَهُ قَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ فَاَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَاَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَاَلْقَى الْجُبَّةَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوْا فِى الصَّلَاةِ يُصَلِّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا اَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَاَخَّرُ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ فَصَلّٰى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِى سَبَقَتْنَا.

৫২৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী (র)......মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক সফরে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিছনে রয়ে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে পেছনে পড়লাম। তিনি প্রয়োজন সমাধা করে বললেন, তোমার সাথে কি পানি আছে? আমি একটি পানির পাত্র নিয়ে এলাম। তিনি উভয় হাতের কব্জা পর্যন্ত এবং মুখমণ্ডল ধুইলেন। তারপর উভয় বাহু বের করতে চাইলেন; কিন্তু জোব্বার আস্তিনে আটকে গেল। তিনি জোব্বার নিচ থেকে হাত বের করলেন এবং জোব্বাটি কাঁধের ওপর রেখে দিলেন। তারপর উভয় হাত ধুইলেন, মাথার সম্মুখভাগ

এবং পাগড়ি ও উভয় মোজার ওপর মাসেহ্ করলেন। তারপর তিনি সওয়ার হলেন এবং আমিও সওয়ার হলাম। আমরা যখন আমাদের কাওমের কাছে পৌঁছলাম, তখন তারা সালাত আদায় করছিল। আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) তাদের সালাতে ইমামতি করছিলেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত পড়ে ফেলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আগমন টের পেয়ে তিনি পিছিয়ে আসছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে (সেখানে থাকতে) ইশারা করলেন। এতে তিনি (আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ) তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি যখন সালাম ফিরালেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর আমাদের থেকে যে রাক'আত ছুটে গিয়েছিল, তা আদায় করলাম।

৫২৭- حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ وَمُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ.

৫২৭. উমায়্যা ইব্‌ন বিসতাম ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) ...... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় মোজার ওপর এবং মাথার সম্মুখ ভাগ ও পাগড়ির ওপর মাসেহ্ করেন।

৫২৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৫২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র)....... মুগীরা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৫২৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.

৫২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)......বাকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) হাসান (র) থেকে, তিনি মুগীরা (র)-এর পুত্র হতে এবং তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। বাকর বলেন, আমি মুগীরা (রা)-র পুত্র থেকে সরাসরিও শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা উযূ করলেন। এতে তিনি মাথার সম্মুখ ভাগ এবং পাগড়ি ও উভয় মোজার ওপর মাসেহ্ করলেন।

٥٣٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كِلاَهُمَا عَنِ الاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلاَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ وَفِيْ حَدِيْثِ عِيْسَى حَدَّثَنِيْ الْحَكَمُ قَالَ حَدَّثَنِيْ بِلاَلٌ.

৫৩০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)....... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় মোজা ও পাগড়ির ওপর মাসেহ্ করেছেন।

٥٣١- وَحَدَّثَنِيْهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِى ابْنَ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ .

৫৩১. এ হাদীসটিই সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... একই সনদে আমাশ (র) থেকে বর্ননা করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসে এরূপ রয়েছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি......।

٢٤- بَابُ التَّوْقِيْتِ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

২৪. পরিচ্ছেদ : মোজার ওপর মাসেহ্ করার সময়সীমা

٥٣٢- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمَلاَئِىِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىٍّ قَالَ اَتَيْتُ عَائِشَةَ اَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَاسْئَلْهُ فَاِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ قَالَ وَكَانَ سُفْيَانُ اِذَا ذَكَرَ عَمْرًا اَثْنٰى عَلَيْهِ.

৫৩২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হানযালী (র)......শুরায়হ্ ইব্‌ন হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে এলাম মোজার ওপর মাসেহ্ করার মাস'আলা জিজ্ঞেস করতে। তিনি বললেন, আবূ তালিবের পুত্র (আলী রা)-এর কাছে গিয়ে এ মাস'আলা জিজ্ঞেস কর। কারণ সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সফর করত। অতঃপর আমরা তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং মুকীমের জন্য একদিন এক রাত। এ হাদীসের রাবী সুফ্‌য়ান সাওরী (র) যখন তাঁর উস্তাদ আম্‌র-এর উল্লেখ করতেন, তখন তাঁর প্রশংসা করতেন।

٥٣٣- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ

৫৩৩. ইসহাক (র)......হাকাম (র) থেকে একই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٣٤- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىٍّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ ائْتِ عَلِيًّا فَاِنَّهُ اَعْلَمُ بِذَالِكَ مِنِّىْ فَاَتَيْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৫৩৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)........ শুরায়হ্ ইব্‌ন হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে মোজার ওপর মাসেহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আলীর কাছে যাও। কারণ এ ব্যাপারে সে

আমার চেয়ে বেশি জানে। আমি আলী (রা)-এর কাছে এলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ উল্লেখ করলেন।

٢٥- بَابُ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ

২৫. পরিচ্ছেদ : এক উযূতে সব সালাত আদায় করা জায়েয হবার বিবরণ

٥٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَاعُمَرُ.

৫৩৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন এক উযূ দিয়ে কয়েক (পাঁচ) ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন এবং মোজার ওপর মাসেহ্ করেন। উমার (রা) তাঁকে বললেন, আপনি আজ এমন কাজ করেছেন যা ইতিপূর্বে আর করেননি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : "উমার! আমি ইচ্ছে করেই এমনটি করেছি।"

٢٦- بَابُ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّئْ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمُشْكُوْكَ فِىْ نَجَاسَتِهَا فِى الْاِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلاَثًا

২৬. পরিচ্ছেদ : যার হাতে নাপাকীর সন্দেহ রয়েছে, তার জন্য তিনবার হাত ধোয়ার পূর্বে পাত্রের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দেয়া মাকরূহ

٥٣٦- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَاِنَّهُ لاَيَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

৫৩৬. নাসর ইব্‌ন আলী আল-জাহযামী ও হামিদ ইব্‌ন উমার আল-বাকরাবী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে, তখন সে যেন তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত পাত্রে না ঢোকায়। কারণ সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল।

٥٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ وَاَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ قَالَ يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ.

৫৩৭. আবূ কুরায়ব ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٣٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৫৩৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আম্‌র আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٣٩- وَحَدَّثَنِىْ سَلَمَةَ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلٰى يَدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِىْ اِنَائِهِ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ فِيْمَ بَاتَتْ يَدُهُ.

৫৩৯. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যখন তোমাদের কেউ জাগ্রত হবে, তখন সে তার হাত পাত্রে ঢুকাবার পূর্বে যেন তিনবার ধুয়ে নেয়। কারণ সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল।

٥٤٠- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِى الْحِزَامِىَّ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِىْ ابْنَ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِىُّ وَابْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ جَمِيْعًا اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ زِيَادٌ اَنَّ ثَابِتًا مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ فِىْ رِوَايَتِهِمْ جَمِيْعًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ كُلُّهُمْ يَقُوْلُ حَتّٰى يَغْسِلَهَا وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثَلاَثًا اِلاَّ مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ وَاَبِىْ صَالِحٍ وَاَبِىْ رَزِيْنٍ فَاِنَّ فِىْ حَدِيْثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلاَثِ..

৫৪০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র), নাসর ইব্‌ন আলী (র), আবূ কুরায়ব (র), মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি (র), মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) ও আল-হুলওয়ানী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণিত আছে, প্রত্যেকের বর্ণনাতেই حَتّٰى يَغْسِلَهَا (হাত না ধোয়া পর্যন্ত) রয়েছে। তাদের কেউ তিনবারের কথা উল্লেখ করেন নি। কেবলমাত্র জাবির (র), ইবনুল মুসায়্যিব (র), আবূ সালামা (র), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক (র), আবূ সালিহ্ (র) ও আবূ রাযীন (র)-এর বর্ণনায় 'তিন বার'-এর উল্লেখ রয়েছে।

٢٧- بَابُ حُكْمِ وَلُوْغِ الْكَلْبِ

২৭. পরিচ্ছেদ : কুকুরের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে বিধান

٥٤١- وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ رَزِيْنٍ وَاَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ.

৫৪১. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস-সা'দী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয়, তখন সে যেন তা ঢেলে ফেলে। তারপর পাত্রটি সাতবার ধুয়ে ফেলে।

٥٤٢- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ فَلْيُرِقْهُ.

৫৪২. মুহাম্মাদ ইবনুস সাববাহ্ (র)......আ'মাশ (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে; কিন্তু তিনি فَلْيُرِقْهُ (সে যেন তা ঢেলে ফেলে)-এর উল্লেখ করেননি।

٥٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِيْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

৫৪৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কারো পাত্র থেকে যখন কুকুর পান করবে, তখন সে যেন তা সাতবার ধুয়ে ফেলে।

٥٤٤- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

৫৪৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর মুখ লাগিয়ে পান করবে, তখন সে পাত্র পবিত্র করার পদ্ধতি হল সাতবার তা ধুয়ে ফেলা। প্রথমবার মাটি দিয়ে (ঘষা)।

٥٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْهِ اَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ **اُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ**.

৫৪৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর মুখ লাগিয়ে পান করবে, তখন সে পাত্র পবিত্র করার পদ্ধতি হলো, সাতবার ধুয়ে ফেলা। প্রথমবার মাটি দ্বারা।

٥٤٦- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِىْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ فِى التُّرَابِ.

৫৪৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র) ...... ইবনুল মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে বললেন, তাদের কী হয়েছে যে, তারা কুকুরের পিছনে পড়লো? তারপর শিকারী কুকুর এবং বকরীর (পাহারা দেয়ার) কুকুর রাখার অনুমতি দেন এবং বলেন, কুকুর যখন পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান করবে, তখন তা সাতবার ধুয়ে ফেলবে এবং অষ্টমবার মাটি দিয়ে ঘষে ফেলবে।

٥٤٧- وَحَدَّثَنِيْهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ مِنَ الزِّيَادَةِ وَرَخَّصَ فِىْ كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِى الرِّوَايَةِ غَيْرُ يَحْيَى.

৫৪৭. এ হাদীসটিই ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল-হারিসী (র), মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) ও মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ (র)......শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ-এর বর্ণনায় একটু অতিরিক্ত আছে। তা হল, তিনি বক্‌রী পাহারা দেয়ার, শিকার করার এবং ফসল পাহারা দেয়ার কুকুর রাখার অনুমতি দিয়েছেন। ইয়াহ্‌ইয়া ছাড়া আর কারো বর্ণনায় ফসলের কথা উল্লেখ নেই।

٢٨- بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْبَوْلِ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ

২৮. পরিচ্ছেদ : স্থির পানিতে পেশাব করা নিষেধ

٥٤٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يُّبَالَ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

৫৪৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র), মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ (র) ও কুতায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

٥٤٩- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.

৫৪৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে পেশাব করে পরে তা দিয়ে যেন গোসল না করে।

٥٥٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَبُلْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِىْ لاَيَجْرِىْ ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ.

৫৫০. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তুমি এমনটি করো না যে, প্রবাহিত নয় এমন স্থির পানিতে পেশাব করবে তারপর আবার তা থেকে গোসল করবে।

٢٩- بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْاِغْتِسَالِ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ

২৯. পরিচ্ছেদ : (নাপাক অবস্থায়) স্থির[১] পানিতে গোসল করা নিষেধ

٥٥١- وَحَدَّثَنِى هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَاَبُوْ الطَّاهِرِ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ هٰرُوْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ اَنَّ اَبَا السَّائِبِ مَوْلٰى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِىْ الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً.

৫৫১. হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র), আবূ তাহির (র) ও আহ্মাদ ইব্ন ঈসা (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন নাপাক অবস্থায় স্থির পানিতে গোসল না করে। রাবী বলল, হে আবূ হুরায়রা! তখন সে কিভাবে (গোসল) করবে? তিনি বললেন, পানি তুলে নিয়ে করবে।

٣٠- بَابُ وُجُوْبِ غَسْلَ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ اِذَا حَصَلَتْ فِىْ الْمَسْجِدِ وَاَنَّ الْاَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اِلٰى حُفْرِهَا-

৩০. পরিচ্ছেদ : মসজিদে পেশাব এবং অন্যান্য নাপাকী পড়লে তা ধুয়ে ফেলা জরুরী; আর পানিদ্বারাই মাটি পবিত্র হয়, খুঁড়ে ফেলার প্রয়োজন পড়ে না

٥٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَامَ اِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ وَلاَ تُزْرِمُوْهُ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

৫৫২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে দিল। তখন কিছু লোক তার কাছে উঠে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ওকে ছেড়ে দাও এবং পেশাব করতে বাধা দিও না। রাবী বলেন, সে যখন পেশাব করল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বালতি পানি চাইলেন। অতঃপর তা সেখানে ঢেলে দিলেন।

১. স্থির পানি বলতে 'কম পরিমাণ পানি' অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

٥٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنِ الدَّرَاوَرْدِىِّ قَالَ يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ اَنَّ اَعْرَابِيًّا قَامَ اِلٰى نَاحِيَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيْهَا فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ فَلَمَّا فَرَغَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذَنُوْبٍ فَصُبَّ عَلٰى بَوْلِهِ.

৫৫৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, একবার এক বেদুঈন মসজিদের মধ্যে এক কোণে দাঁড়িয়ে সেখানেই পেশাব করে দিল। অতঃপর লোকজন এতে হৈ চৈ শুরু করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। তার পেশাব শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বালতি পানি আনার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তার পেশাবের ওপর তা ঢেলে দেওয়া হল।

٥٥٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ يُوْنُسَ الْحَنَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ عَمُّ اِسْحٰقَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَامَ يَبُوْلُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَهْ مَهْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُزْرِمُوْهُ دَعُوْهُ فَتَرَكُوْهُ حَتّٰى بَالَ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَىْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ اِنَّمَا هِىَ لِذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَمَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.

৫৫৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র)......ইসহাকের চাচা আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা মসজিদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে এক বেদুঈন এল। সে দাঁড়িয়ে মসজিদেই পেশাব করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ বলতে লাগলেন, 'থাম, থাম'। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন 'তোমরা ওকে বাধা দিও না, ছেড়ে দাও ওকে'। অতঃপর তাঁরা তাকে ছেড়ে দিলে সে পেশাব করা শেষ করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডেকে বললেন, "দেখ এই যে মসজিদগুলো, এতে পেশাব করা বা এতে কোন রকম ময়লা ফেলা উচিত নয়। এ সব তো কেবল আল্লাহ্র যিকির করা, সালাত আদায় করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য"। অথবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই ধরনের কিছু বলেছিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপস্থিত লোকদের কোন একজনকে নির্দেশ দিলেন, সে এক বালতি পানি নিয়ে এল। তিনি তা তার ওপর ঢেলে দিলেন।

٣١- بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرَّضِيْعِ وَكَيْفِيَةِ غَسْلِهِ

৩১. পরিচ্ছেদ : দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবের হুকুম এবং তা ধোয়ার পদ্ধতি

٥٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ فَاُتِىَ بِصَبِىٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

৫৫৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও আবূ কুরায়ব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে শিশুদেরকে নিয়ে আসা হত। তিনি তাদের জন্য বরকতের দু'আ করতেন এবং কিছু চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন। একবার একটি শিশুকে তাঁর কাছে আনা হল। অতঃপর শিশুটি তাঁর শরীরে পেশাব করে দিল। অতঃপর তিনি পানি আনিয়ে পেশাবের জায়গায় ঢেলে দিলেন। আর (ভালো করে) তা ধুলেন না।

٥٥٦- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَبِىٍّ يَرْضَعُ فَبَالَ فِىْ حَجْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

৫৫৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একবার একটি শিশুকে আনা হল। শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। অতঃপর তিনি পানি আনিয়ে তার ওপর ঢেলে দিলেন।

٥٥٧- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .

৫৫৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)........ হিশাম (র) থেকে এই সনদে ইব্‌ন নুমায়রের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِىْ حِجْرِهِ فَبَالَ قَالَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى اَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ .

৫৫৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুম্‌হ্ ইবনুল মুহাজির (র)......কায়স বিনতে মিহ্‌সান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার এক শিশু পুত্রকে যে তখনো খাবার খেতে পারত না—নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোলে দিলেন। শিশুটি পেশাব করে দিল। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) শুধু পানি ছিঁটিয়ে দেয়ার বেশি কিছু করলেন না।

٥٥٩- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُوْ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

৫৫৯. এ হাদীসটিই ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র), আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র), আম্র আন-নাকিদ (র) ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) সকলেই ইব্ন উয়ায়না (র)-এর মাধ্যমে যুহরী (র) থেকে এই সনদে বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন, অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) পানি আনিয়ে তা ছিঁটিয়ে দিলেন।

٥٦٠- وَحَدَّثَنِيْهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ اُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْاُوْلٰى اللاَّتِىْ بَايَعْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ اُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ اَحَدُ بَنِىْ اَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ اَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَتْنِىْ اَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِىْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلٰى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلاً .

৫৬০. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসঊদ (র) থেকে বর্ণিত, উম্মু কায়স বিনত মিহসান (রা) যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বায়'আত গ্রহণকারিণী, প্রথম মুহাজির মহিলাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন বনূ আসাদ ইব্ন খুযায়মা গোত্রের উক্কাশা ইব্ন মিহ্সান (রা)-এর বোন। রাবী বলেন, তিনি (উম্মু কায়স) আমাকে জানান যে, তিনি একবার তার এক পুত্রকে—যে তখনো খাবার গ্রহণের বয়সে পৌছেনি, নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলেন। উবায়দুল্লাহ্ বলেন, তিনি আমাকে জানান যে, তাঁর সে পুত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোলে পেশাব করে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি আনিয়ে তাঁর কাপড়ের ওপর ছিঁটিয়ে দিলেন এবং তা ভাল করে ধুলেন না।

٣٢- بَابُ حُكْمِ الْمَنِىِّ

৩২. পরিচ্ছেদ : বীর্যের হুকুম

٥٦١ وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ اَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَاَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ اِنْ رَأَيْتَهُ اَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَاِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِىْ اَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرْكًا فَيُصَلِّىْ فِيْهِ.

৫৬১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ....আলকামা (র) ও আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি আয়েশা (রা)-এর মেহমান হল। অতঃপর সকালে সে তার কাপড় ধুতে লাগল। তখন আয়েশা (রা) বললেন, তুমি যদি (কাপড়ে) তা (বীর্য) দেখতে পাও, তবে তোমার জন্য শুধু সে জায়গাটা ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট হবে। আর যদি তা না দেখ, তবে তার আশেপাশে পানি ছিঁটিয়ে দিবে। আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় থেকে তা নখ দিয়ে ভাল করে খুটে ফেলতাম। অতঃপর তিনি তা পরে সালাত আদায় করতেন।

٥٦٢- وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ فِيْ الْمَنِيِّ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৫৬২. উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র).........আয়েশা (রা) থেকে বীর্য সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তা (বীর্য) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় থেকে নখ দিয়ে খুটে ফেলতাম।

٥٦٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِيْ ابْنَ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ جَمِيْعًا عَنْ أَبِيْ مَعْشَرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ ح وَحَدَّثَنِيْ ابْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَمُغِيْرَةَ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ فِيْ حَتِّ الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْ مَعْشَرٍ.

৫৬৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র), ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র), আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ও মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) .....আয়েশা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় থেকে বীর্য দূর করা সম্পর্কে আবূ মা'শার থেকে খালিদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٦٤- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ.

৫৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)-এর সূত্রেও আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٥٦٥- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَيَغْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ الثَّوْبَ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِيْ ذَالِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيْهِ.

৫৬৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আম্‌র ইব্‌ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসারকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন লোকের কাপড়ে বীর্য লেগে গেলে সে শুধু সেই বীর্য ধুয়ে ফেলবে, না কাপড়টাই ধুয়ে ফেলবে? তিনি বললেন, আয়েশা (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বীর্য ধুয়ে ফেলতেন। তারপর সেই কাপড়েই সালাতের জন্য বেরিয়ে যেতেন, আর আমি (পেছন থেকে) সে কাপড়ে ধোয়ার চিহ্ন দেখতে পেতাম।

٥٦٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِيْ ابْنَ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ اَمَّا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ فَحَدِيْثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ وَاَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِيْ حَدِيْثِهِمَا قَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৫৬৬. আবূ কামিল আল-জাহ্‌দারী (র), আবূ কুরায়ব (র) ও ইব্‌ন আবূ যায়িদা (র)-এরা সকলেই আমর ইব্‌ন মায়মূন (র) থেকে এ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন যায়দার হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বীর্য ধুতেন। আর ইবনুল মুবারক (র) ও আবদুল ওয়াহিদ (র)-এর হাদীসে রয়েছে যে, আয়েশা (রা) বলেন, আমি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় থেকে ধুয়ে ফেলতাম।

٥٦٧- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلاَنِيِّ قَالَ كُنْتُ نَازِلاً عَلٰى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِيْ ثَوْبَيَّ فَغَمَسْتُهُمَا فِى الْمَاءِ فَرَأَتْنِيْ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ فَاَخْبَرَتْهَا فَبَعَثَتْ اِلَيَّ عَائِشَةُ فَقَالَتْ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ قَالَ قُلْتُ رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِى مَنَامِهِ قَالَتْ هَلْ رَأَيْتَ فِيْهِمَا شَيْئًا قُلْتُ لاَ قَالَتْ فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَاِنِّيْ لاَ حُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَابِسًا بِظُفُرِيْ.

৫৬৭. আহ্‌মাদ ইব্‌ন জাওয়াস আল-হানাফী আবূ আসিম (র)........ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিহাব আল-খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আয়েশা (রা)-এর মেহমান ছিলাম। (রাতে) আমার কাপড়ে স্বপ্নদোষ হল। আমি সে কাপড় দু'টি পানিতে ডুবিয়ে ধুচ্ছিলাম। আয়েশা (রা)-এর এক দাসী আমাকে এরূপ করতে দেখে তাঁকে গিয়ে জানাল। আয়েশা (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন। তারপর বললেন, তুমি তোমার কাপড় দু'টিকে এরূপ করছ কেন? তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিহাব) বলেন, আমি বললাম, ঘুমন্ত ব্যক্তি তার স্বপ্নে যা দেখে, আমি তাই দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি কি কাপড় দু'টিতে কিছু দেখতে পেয়েছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি যদি কিছু দেখতে, তবে তা ধুয়ে ফেলতে। আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য নখ দিয়ে আঁচড়ে ফেলতাম।

٣٣- بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيْفِيَةِ غَسْلِهِ

৩৩. পরিচ্ছেদ : রক্ত অপবিত্র এবং তা ধোয়ার পদ্ধতি

٥٦٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ فَاطِمَةُ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ اِحْدَانَا يُصِيْبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّىْ فِيْهِ.

৫৬৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও অন্য সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র)......আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে সে কি করবে? তিনি বললেন, (প্রথমে) তা নখ দিয়ে আঁচড়ে ফেলবে। এরপর পানি দিয়ে রগড়িয়ে ফেলবে, তারপর ধুয়ে ফেলবে, তারপর তাতে সালাত আদায় করবে।

٥٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ.

৫৬৯. আবূ কুরায়ব (র) ও আবূ তাহির (র)-প্রত্যেকেই হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) থেকে এ সনদে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদের (উপরোক্ত) হাদীস-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٤- بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى نَجَاسهِ الْبَوْلِ وَوُجُوْبِ الْاِسْتِبْرَاءِ مِنْهُ

৩৪. পরিচ্ছেদ : পেশাব অপবিত্র হবার দলীল এবং তা থেকে বেঁচে থাকা অবশ্য জরুরী

٥٧٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلَاءِ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اَمَا اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ فَدَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلٰى هٰذَا وَاحِدًا وَعَلٰى هٰذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا .

৫৭০. আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র), আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন, জেনে রাখ, এ কবরবাসীদ্বয়কে আযাব দেয়া হচ্ছে। তবে কোন কঠিন কাজের দরুন তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন চোগলখুরী করত। আর অপরজন তার পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। তিনি [ইব্ন আব্বাস (রা)] বলেন, অতঃপর তিনি খেজুরের একটি কাঁচা ডাল আনিয়ে দু'টুকরা করলেন। তারপর এ কবরের উপর একটি এবং অন্য কবরের উপর একটি পুঁতে দিলেন। এরপর বললেন, হয়ত বা এদের আযাব কিছুটা লাঘব করা হবে যতদিন পর্যন্ত এ দু'টি শুকিয়ে না যাবে।

٥٧١- حَدَّثَنِيْهِ اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ سُلَيْمَانَ الاَعْمَشِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَكَانَ الْاٰخَرُ لاَ يَسْتَنْزِهُ عَنِ الْبَوْلِ اَوْ مِنَ الْبَوْلِ.

৫৭১. এ হাদীসটিই আহ্মাদ ইব্ন ইউসুফ আল-আযদী (র)......সুলায়মান আল-আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে বর্ণিত আছে। তবে তিনি বলেন, 'আর অপরজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না'।

كِتَابُ الْحَيْضِ

অধ্যায় : হায়েয

١- بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ

১. পরিচ্ছেদ : ইযারের উপরে ঋতুমতী মহিলার সাথে মেলামেশা করা

٥٧٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

৫৭২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র), যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ যখন ঋতুমতী হয়ে পড়ত, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশে সে নিম্নাঙ্গে ভাল করে বস্ত্র বেঁধে নিত। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাথে মেলামেশা করতেন।

٥٧٣- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ ح وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ فِىْ فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

৫৭৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র সা'দী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ যখন ঋতুমতী হয়ে পড়ত, তখন তার পূর্ণ হায়েযের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইযার বেঁধে নেয়ার হুকুম দিতেন। তারপর তার সাথে মেলামেশা করতেন। তিনি [আয়েশা (রা)] বলেন, তোমাদের মধ্যে কে তার কামভাব সেরূপ আয়ত্তে রাখতে সক্ষম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেরূপ তাঁর কামভাব আয়ত্তে রাখতে সক্ষম ছিলেন?

٥٧٤- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ.

৫৭৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের সাথে ইযারের উপরে মেলামেশা করতেন—যখন তাঁরা ঋতুমতী হতেন।

٢- بَابُ الْاِضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِيْ لِحَافٍ وَاحِدٍ

২. পরিচ্ছেদ : ঋতুমতী মহিলার সাথে একই চাদরের নিচে শয়ন করা

٥٧٥- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْطَجِعُ مَعِيْ وَاَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِيْ وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ.

৫৭৫. আবূ তাহির (র), হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) এবং আহমাদ ইব্‌ন ঈসা (র) .....নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার সাথে শুতেন আর আমি তখন ঋতুমতী থাকতাম এবং আমার ও তাঁর মধ্যে কেবল একটি কাপড় থাকত।

٥٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَمِيْلَةِ اِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَاَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِيْ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِيْ فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَةِ قَالَتْ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلاَنِ فِى الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৫৭৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)....... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি রেখাযুক্ত চাদরের নিচে শুয়েছিলাম। ইতিমধ্যেই আমার হায়েয এল। আমি চাদরের নিচ থেকে বের হয়ে গিয়ে আমার হায়েয-এর কাপড় পরে নিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, তোমার কি হায়েয এসেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে (কাছে) ডাকলেন। অতঃপর আমি তাঁর সাথে চাদরটির নিচে শুলাম। রাবী বলেন, তিনি (উম্মু সালামা) ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে (পানি নিয়ে) জানাবাত-এর গোসল করতেন।

٣- بَابُ جَوَازِ غُسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيْلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالْاِتِّكَاءِ فِيْ حَجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فِيْهِ

৩. পরিচ্ছেদ : ঋতুমতী মহিলার জন্য তার স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া; তার চুল আঁচড়িয়ে দেয়া জায়েয; তার উচ্ছিষ্ট পবিত্র; তার কোলে মাথা রেখে শয়ন করে সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয

٥٧٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِيْ اِلَيَّ رَأْسَهُ فَاُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلاَّ لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ.

৫৭৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ই'তিকাফ করতেন তখন আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন। আমি তা আঁচড়ে দিতাম। (ই'তিকাফকালে) তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন না মানবিক প্রয়োজন (যেমন পেশাব-পায়খানা) ছাড়া।

٥٧٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ اِنْ كُنْتُ لاَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيْضُ فِيْهِ فَمَا اَسْأَلُ عَنْهُ اِلاَّ وَاَنَا مَارَّةٌ وَاِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَاُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَيَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلاَّ لِحَاجَةٍ اِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ اِذَا كَانُوْا مُعْتَكِفِيْنَ.

৫৭৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ (র)...... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (ই'তিকাফে থাকাকালীন) প্রয়োজনের জন্য ঘরে যেতাম। সেখানে রোগী থাকত। আমি চলতে চলতেই তার খবরাদি জিজ্ঞেস করতাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে থাকা অবস্থায় প্রয়োজন ছাড়া ঘরে যেতেন না। ইব্‌ন রুমহ্ বলেন, "যখন তাঁরা ই'তিকাফে থাকতেন।"

٥٧٩- وَحَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخْرِجُ اِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ.

৫৭৯. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র)......নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (অনেক সময়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় মসজিদ থেকে তাঁর মাথা আমার দিকে বের করে দিতেন। আমি তা ধুয়ে দিতাম। আর তখন আমি ঋতুমতী থাকতাম।

٥٨٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْنِيْ اِلَيَّ رَأْسَهُ وَاَنَا فِيْ حُجْرَتِيْ فَاُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَاَنَا حَائِضٌ.

৫৮০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুজরায় থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার দিকে তাঁর মাথা এগিয়ে দিতেন। আর আমি ঋতুমতী অবস্থায় তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতাম।

٥٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ.

৫৮১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুমতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাথা ধুয়ে দিতাম।

٥٨٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاوِلِيْنِىْ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ اِنِّىْ حَائِضٌ فَقَالَ اِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِىْ يَدِكِ.

৫৮২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আমাকে বললেন, "মসজিদ থেকে আমার জায়নামাযটি (হাত বাড়িয়ে) নিয়ে এস" তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি তো ঋতুমতী। তিনি বলেন, "তোমার হায়েয তো তোমার হাতে নয়।"

٥٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ وَابْنِ اَبِىْ غَنِيَّةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ اِنِّىْ حَائِضٌ فَقَالَ تُنَاوِلِيْهَا فَاِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِىْ يَدِكِ.

৫৮৩. আবূ কুরায়ব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদ থেকে জায়নামায (হাতে বাড়িয়ে) তুলে নিয়ে আসতে আমাকে নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আমি তো ঋতুমতী। তিনি বললেন, তুমি তা আমার কাছে নিয়ে এস। কারণ হায়েয তোমার হাতে (লেগে) নেই।

٥٨٤- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيْدَبْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ نَاوِلِيْنِىْ الثَّوْبَ فَقَالَتْ اِنِّىْ حَائِضٌ فَقَالَ اِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِىْ يَدِكِ فَنَاوَلَتْهُ.

৫৮৪. যুহায়র ইব্ন হারব, আবূ কামিল ও মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে থাকাবস্থায় বললেন, হে আয়েশা! আমাকে কাপড় এনে দাও। তিনি [আয়েশা (রা)] বললেন, আমি তো ঋতুমতী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার হায়েয তোমার হাতে নয়। অতঃপর তিনি তা এনে দিলেন।

٥٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَشْرَبُ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اُنَاوِلُهُ النَّبِىَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِىَّ فَيَشْرَبُ وَاَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اُنَاوِلُهُ النَّبِىَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِىَّ وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ فَيَشْرَبُ.

৫৮৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় পানি পান করে সে পাত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দিতাম। আমার মুখ লাগানো স্থানে তিনি তাঁর মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আমি হায়েয অবস্থায় হাড় থেকে গোশত কামড়ে খেতাম। তারপর তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দিতাম। তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ লাগাতেন। যুহায়র পান করার কথা উল্লেখ করেননি।

٥٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَكِّيُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِىْ حِجْرِىْ وَاَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ.

৫৮৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (অনেক সময়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হায়েয অবস্থায় আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

٥٨٧- وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْرُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا اِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيْهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ فَسَأَلَ اَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ **وَجَلَّ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِىْ الْمَحِيْضِ** اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِصْنَعُوْا كُلَّ شَىْءٍ اِلاَّ النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَالِكَ الْيَهُوْدَ فَقَالُوْا مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ اَنْ يَدَعَ مِنْ اَمْرِنَا شَيْئًا اِلاَّ خَالَفَنَا فِيْهِ فَجَاءَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالاَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا اَفَلاَ نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَرْسَلَ فِىْ اٰثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا اَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

৫৮৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহূদীরা তাদের মহিলাদের হায়েয হলে তার সঙ্গে এক সাথে আহার করত না এবং এক ঘরে বাস করত না। সাহাবায়ে কিরাম এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءِ فِى الْمَحِيْضِ "তারা তোমার কাছে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও যে, তা হলো নাপাক। সুতরাং হায়েয অবস্থায় তোমরা মহিলাদের থেকে পৃথক থাক"....। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা (সে সময় তাদের সাথে) শুধু সহবাস ছাড়া অন্যান্য সব কাজ কর। এ খবর ইয়াহূদীদের কাছে পৌছলে তারা বলল, এ লোকটি সব কাজেই আমাদের বিরোধিতা করতে চায়। অতঃপর উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) ও আব্বাদ ইব্‌ন বিশ্‌র (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইয়াহূদীরা এ রকম এ রকম বলছে। আমরা কি তাদের সাথে (হায়েয অবস্থায়) সহবাস করব না? রাসূলাল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে গেল। এতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তাদের ওপর রাগান্বিত হয়েছেন। তারা (উভয়ে) বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে দুধ হাদিয়া এল। তিনি তাদেরকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। (তারা এলে) তিনি তাদেরকে দুধ পান করালেন। তখন তারা বুঝল যে, তিনি তাদের ওপর রাগ করেন নি।

٤- بَابُ الْمَذِيّ

৪. পরিচ্ছেদ : মযীর [১] বিবরণ

٥٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَهُشَيْمٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِبْنِ يَعْلَى وَيُكْنَى اَبَا يَعْلَى عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكُنْتُ اَسْتَحِي اَنْ اَسْاَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ فَسَاَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.

৫৮৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমার বেশি বেশি মযী বের হত। আমি এ সম্পর্কে নবী ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতাম। কারণ তাঁর কন্যা ছিল আমার বিবাহাধীন। তাই আমি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদকে (এ সম্পর্কে জানতে) বললাম, তিনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, সে তার পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে এবং উযূ করে নেবে।

٥٨٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِيْ ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسْاَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذِيِ مِنْ اَجْلِ فَاطِمَةَ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَاَلَهُ فَقَالَ مِنْهُ الْوُضُوْءُ.

৫৮৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল-হারিসী (র)......আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছিলাম ফাতিমার কারণে। তাই আমি মিকদাদকে বললাম, তখন তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তাতে (মযী বের হলে) শুধু উযূ করতে হয়।

٥٩٠- وَحَدَّثَنِيْ هُرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ اَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَبْنَ الْاَسْوَدِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنِ الْمَذِيِ يَخْرُجُ مِنَ الْاِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ.

৫৯০. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন ঈসা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেন, আমি একবার মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠালাম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন যে, কোন লোকের মযী বের হলে সে তখন কি করবে? তিনি বললেন, উযূ করবে এবং পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে।

٥- بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ اِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ

৫. পরিচ্ছেদ : ঘুম থেকে উঠলে মুখ এবং উভয় হাত ধুয়ে নেবে

٥٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ.

---

১. কামভাবকালে যৌনাঙ্গ থেকে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়।

৫৯১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একবার রাতে (ঘুম থেকে) উঠলেন, প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করলেন, তারপর তাঁর মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত ধুইলেন। এরপর ঘুমিয়ে গেলেন।

٦- بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوْءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْكُلَ اَوْ يَشْرَبَ اَوْ يَنَامَ اَوْ يُجَامِعَ

৬. পরিচ্ছেদ : নাপাক অবস্থায় ঘুমানো জায়েয, তবে পানাহার করতে, ঘুমাতে অথবা সহবাস করতে চাইলে তার জন্য উযূ করা এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নেয়া মুস্তাহাব

٥٩٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ اَنْ يَنَامَ.

৫৯২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাপাক থাকা অবস্থায় যখন ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন ঘুমাবার পূর্বে সালাতের জন্য যেরূপ উযূ করতে হয়, সেরূপ উযূ করতেন।

٥٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَوَكِيْعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ جُنُبًا فَاَرَادَ اَنْ يَأْكُلَ اَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ.

৫৯৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নাপাক থাকতেন তখন কিছু খাওয়া অথবা ঘুমাবার ইচ্ছা করলে উযূ করে নিতেন।

٥٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى فِىْ حَدِيْثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ.

৫৯৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র)...... শু'বা (র) সূত্রে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٥٩٥- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَرْقُدُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّأَ.

৫৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র আল-মুকাদ্দামী ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কেউ নাপাক অবস্থায় কি ঘুমাতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন সে উযূ করে নেবে।

٥٩٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ هَلْ يَنَامُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْسِلَ اِذَا شَاءَ.

৫৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)......ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) একবার নবী ﷺ-এর কাছে ফাত্‌ওয়া জিজ্ঞেস করলেন যে, আমাদের কেউ কি নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে যেন উযূ করে তারপর ঘুমায়। এরপর যখন ইচ্ছা গোসল করে নেয়।

٥٩٧- وَحَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ.

৫৯৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র)......ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন, তিনি রাতে অপবিত্র হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি (তখন) উযূ করবে এবং তোমার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে, তারপর ঘুমাবে।

٥٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِى الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ اَنْ يَنَامَ اَمْ يَنَامُ قَبْلَ اَنْ يَغْتَسِلَ قَالَتْ كُلُّ ذَالِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً.

৫৯৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি (সে সম্পর্কে) হাদীস বর্ণনা করলেন। (তারপর) আমি বললাম, তিনি নাপাকের সময় কি করতেন, তিনি কি ঘুমাবার আগে গোসল করতেন, না গোসল করার আগে ঘুমাতেন? তিনি (আয়েশা রা) বললেন, সবই করতেন। কখনো গোসল করে ঘুমাতেন, আর কখনো উযূ করে ঘুমাতেন। আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি সবকাজেই অবকাশ রেখেছেন।

٥٩٩- وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ح وَحَدَّثَنِيْهِ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ جَمِيْعًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৫৯৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র)...... মু'আবিয়া ইব্‌ন সালিহ্ (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٦٠٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ زَادَ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ بَيْنَهُمَا وُضُوْءً وَقَالَ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُعَاوِدَ.

৬০০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, আমর আন-নাকিদ ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে মিলবে, তারপর আবার মিলতে ইচ্ছা করবে, সে যেন উযূ করে নেয়। আবূ বাক্‌র তার হাদীস "উভয় মিলনের মধ্যে উযূ করবে" (যদি সে আবার মিলনের ইচ্ছা করে) বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

٦٠١- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنُ يَعْنِىْ ابْنَ بُكَيْرٍ الْحَذَّاءَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

৬০১. হাসান ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ শু'আয়ব আল-হাররানী (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সকল স্ত্রীর কাছে যেতেন, একই গোসলে।

٧- بَابُ وُجُوْبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوْجِ الْمَنِىِّ مِنْهَا

৭. পরিচ্ছেদ : মহিলার মণী (বীর্য) বের হলে তার ওপর গোসল করা ওয়াজিব

٦٠٢- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْحَنَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ اِسْحٰقُ بْنُ اَبِىْ طَلْحَةَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ وَهِىَ جَدَّةُ اِسْحٰقَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِى الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَايَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ (قَوْلُهَا تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ خَيْرٌ) فَقَالَ لِعَائِشَةَ بَلْ اَنْتِ فَتَرِبَتْ يَمِيْنُكِ نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ يَاأُمَّ سُلَيْمٍ اِذَا رَاَتْ ذَاكِ.

৬০২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আনাস ইব্‌ন ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সুলায়ম (রা) যিনি ছিলেন (এ হাদীসের রাবী) ইসহাকের দাদী। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আয়েশা (রা) তখন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রী লোক যদি ঘুমে পুরুষে যা দেখে তাই দেখে, তবে পুরুষে যা করে তারও কি তাই করতে হবে বলে আপনি মনে করেন? তখন আয়েশা (রা) বললেন, উম্মু সুলায়ম! তুমি নারী জাতিকে অপমানিত করেছ। তোমার ডান হাতে মাটি লাগুক। (হাতে মাটি লাগুক; তাঁর এ কথা ছিল ভাল

উদ্দেশ্যে)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়েশা (রা)-কে বললেন, বরং তোমার ডান হাতে মাটি লাগুক। (এরপর উম্মু সুলায়ম এর জবাবে বললেন) হ্যাঁ, উম্মু সুলায়ম! সে গোসল করবে যখন ঐরূপ দেখবে।"

٦٠٣- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ اَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِيْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَتْ ذَالِكِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَالِكَ قَالَتْ وَهَلْ يَكُوْنُ هٰذَا فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَمِنْ اَيْنَ يَكُوْنُ الشَّبَهُ اِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيْظٌ اَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيْقٌ اَصْفَرُ فَمِنْ اَيِّهِمَا عَلاَ اَوْ سَبَقَ يَكُوْنُ مِنْهُ الشَّبَهُ.

৬০৩. আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মু সুলায়ম (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সেই মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে ঘুমে পুরুষ যা দেখে তাই দেখতে পায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, স্ত্রীলোক যখন ঐরূপ দেখবে, তখন সে গোসল করবে। উম্মু সালামা (রা) বলেন, এ কথায় আমি লজ্জাবোধ করলাম। তিনি বললেন, এ রকমও কি হয়? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তা না হলে ছেলেমেয়ে তার সদৃশ কোত্থেকে হয়? পুরুষের বীর্য গাঢ়, সাদা আর স্ত্রীলোকের বীর্য পাতলা, হলুদ। উভয়ের মধ্য থেকে যার বীর্য ওপরে উঠে যায় অথবা আগে চলে যায়, (সন্তান) তারই সদৃশ হয়।

٦٠٤- وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَالِكِ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِيْ مَنَامِهَا مَايَرَى الرَّجُلُ فِيْ مَنَامِهِ فَقَالَ اِذَا كَانَ مِنْهَ مَا يَكُوْنُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ.

৬০৪. দাউদ ইব্‌ন রুশায়দ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সেই স্ত্রীলোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যে পুরুষ ঘুমের মধ্যে যা দেখতে পায়, তাই দেখে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, পুরুষের যা হয় (স্বপ্নদোষ) স্ত্রীলোকেরও তাই হলে সে গোসল করবে।

٦٠٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِذَا رَأَتِ الْمَاءَ قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا.

৬০৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আত্‌-তামীমী (র)...... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সুলায়ম একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ তা'আলা হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। স্ত্রীলোকের যখন স্বপ্নদোষ হয়, তখন কি তার ওপর গোসল করা জরুরী? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন,

হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখবে। (একথা শুনে) উম্মু সালামা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! স্ত্রীলোকেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? তিনি বললেন, তোমার উভয় হাত ধূলিময় হোক! তাহ্লে তার সন্তান কিসের দ্বারা তার সদৃশ হয়?

٦٠٦- وحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ وَزَادَ قَالَتْ قُلْتُ فَضَحْتِ النِّسَاءَ.

৬০৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র), যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)......উরওয়া (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অর্থের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, তিনি (উম্মু সালামা রা) বললেন, তুমি নারী জাতিকে লজ্জিত করেছ।

٦٠٧- وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَالِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِى عَنْ جَدِّهِ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ اُمَّ بَنِى اَبِى طَلْحَةَ دَخَلَتْ عَلى رَسُوْلِ اللّٰهِ # بِمَعْنىْ حَدِيْثِ هِشَامٍ غَيْرَ اَنَّ فِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا اُفٍّ لَكِ أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَالِكِ.

৬০৭. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইবনুল লায়স (র) ......উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জানান যে, আবূ তালহার সন্তানদের মা উম্মু সুলায়ম (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলো। তারপর রাবী হিশামের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসটিতে ব্যতিক্রম যা রয়েছে তা হল, আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, তোমার অমঙ্গল হোক! উহ! স্ত্রীলোক কি ঐরূপ দেখে?

٦٠٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لاَبِى كُرَيْبٍ قَالَ سَهْلٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ اِذَا احْتَلَمَتْ وَاَبْصَرَتِ الْمَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَرِبَتْ يَدَاكِ وَاُلَّتْ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعِيْهَا وَهَلْ يَكُوْنُ الشَّبَهُ اِلاَّ مِنْ قِبَلِ ذَالِكَ اِذَا عَلاَمَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ اَشْبَهَ الْوَلَدُ اَخْوَالَهُ وَاِذَا عَلاَمَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا اَشْبَهَ اَعْمَامَهُ.

৬০৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা আর-রাযী, সাহল ইব্‌ন উসমান ও আবূ কুরায়ব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলল, স্ত্রীলোকের যখন স্বপ্নদোষ হবে এবং সে বীর্য দেখতে পাবে, তখন কি সে গোসল করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এরপর আয়েশা (রা) মহিলাটিকে বললেন, তোমার উভয় হাত ধূলিময় হোক এবং তাতে অস্ত্রের খোঁচা লাগুক! তিনি (আয়েশা রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ছেড়ে দাও ওকে (ভর্ৎসনা করো না), সন্তানের মধ্যে মা-বাবার সাদৃশ্য এ কারণেই হয়ে থাকে যে, যখন স্ত্রীলোকের বীর্য পুরুষের বীর্যের ওপর প্রাধান্য লাভ করে, তখন সন্তানের আকৃতি তার মাতৃকুলের অনুরূপ হয়। আর যখন পুরুষের বীর্য স্ত্রীলোকের বীর্যের ওপর প্রাধান্য লাভ করে, তখন তার আকৃতি পিতৃকুলের অনুরূপ হয়।

٨- بَابُ بَيَانِ صِفَةِ مَنِيِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَاَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوْقٌ مِنْ مَائِهِمَا.

৮. পরিচ্ছেদ : পুরুষ ও মহিলার বীর্যের বিবরণ এবং সন্তান যে উভয়ের বীর্য থেকে পয়দা হয় তার বিবরণ

٦٠٩- حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِيْ اَخَاهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ اَنَّ ثُوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ حِبْرٌ مِنْ اَحْبَارِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ لِمَ تَدْفَعُنِيْ فَقُلْتُ اَلاَ تَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ اِنَّمَا نَدْعُوْهُ بِاسْمِهِ الَّذِيْ سَمَّاهُ بِهِ اَهْلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اِسْمِيْ مُحَمَّدُ الَّذِيْ سَمَّانِيْ بِهِ اَهْلِيْ فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ جِئْتُ اَسْأَلُكَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ اِنْ حَدَّثْتُكَ قَالَ اَسْمَعُ بِاُذُنَيَّ فَنَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعُوْدٍ مَعَهُ فَقَالَ سَلْ فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ اَيْنَ يَكُوْنُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُوْنَ الْجِسْرِ قَالَ فَمَنْ اَوَّلُ النَّاسِ اِجَازَةً قَالَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَ الْيَهُوْدِيُّ فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَالَ زِيَادَةُ كَبِدِ النُّوْنِ قَالَ فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلٰى اِثْرِهَا قَالَ يُنْحَرُلَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِيْ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ اَطْرَافِهَا قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ مِنْ عَيْنٍ فِيْهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيْلاً قَالَ صَدَقْتَ قَالَ وَجِئْتُ اَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لاَيَعْلَمُهُ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ اِلاَّ نَبِيٌّ اَوْرَجُلٌ اَوْ رَجُلاَنِ قَالَ يَنْفَعُكَ اِنْ حَدَّثْتُكَ قَالَ اَسْمَعُ بِاُذُنَيَّ قَالَ جِئْتُ اَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ قَالَ مَاءُ الرَّجُلِ اَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ اَصْفَرُ فَاِذَا اجْتَمَعَا فَعَلاَ مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ اَذْكَرَا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاِذَا عَلاَ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ اَنَثَا بِاِذْنِ اللّٰهِ قَالَ الْيَهُوْدِيُّ لَقَدْ صَدَقْتَ وَاِنَّكَ لَنَبِيٌّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ سَأَلَنِيْ هٰذَا عَنِ الَّذِيْ سَأَلَنِيْ عَنْهُ وَمَالِيْ عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتّٰى اَتَانِيَ اللّٰهُ بِهِ.

৬০৯. আল-হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী (র)...... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। ইতিমধ্যেই ইয়াহূদীদের এক পণ্ডিত ব্যক্তি এসে বলল, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ! তখন আমি তাকে এমন এক ধাক্কা মারলাম যে, সে প্রায় পড়েই গিয়েছিল আর কি। সে বলল, তুমি আমাকে ধাক্কা মারলে কেন? আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্' বলতে পার না? ইয়াহূদী বলল, আমরা তাঁকে তাঁর পরিবার-পরিজন যে নাম রেখেছে, সে নামেই ডাকি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার নাম মুহাম্মদ। আমার পরিবারের লোকই আমার এ নাম রেখেছে। এরপর ইয়াহূদী বলল,

আমি আপনাকে (কয়েকটি কথা) জিজ্ঞেস করতে এসেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমার কি লাভ হবে, যদি আমি তোমাকে কিছু বলি? সে বলল, আমি আমার কান পেতে শুনব। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে যে লাঠিটি ছিল তা দিয়ে মাটিতে আঁকাঝোকা করলেন। তারপর বললেন, জিজ্ঞেস করো। ইয়াহূদী বলল, যেদিন এক যমীন ও আসমান পাল্টে গিয়ে অন্য যমীন ও আসমানে পরিণত হবে (অর্থাৎ কিয়ামত হবে), সেদিন লোকজন কোথায় থাকবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তারা সেদিন পুলসিরাতের কাছে অন্ধকারে থাকবে। সে বলল, কে সর্ব প্রথম (তা পার হবার) অনুমতি লাভ করবে? তিনি বললেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ। ইয়াহূদী বলল, জান্নাতে যখন তারা প্রবেশ করবে তখন তাদের তোহফা কি হবে? তিনি বললেন, মাছের কলিজার টুক্‌রা। সে বলল, এরপর তাদের সকালের নাস্তা কি হবে ? তিনি বললেন, তাদের জন্য জান্নাতের ষাঁড় যবেহ্ করা হবে যা জান্নাতের আশেপাশে চরে বেড়াত। সে বলল, এরপরে তাদের পানীয় কি হবে ? তিনি বললেন, সেখানকার একটি ঝর্ণার পানি, যার নাম 'সালসাবীল'। সে বলল, আপনি ঠিক বলেছেন। সে আরো বলল যে, আমি আপনার কাছে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছি যা নবী ছাড়া পৃথিবীর কোন অধিবাসী জানে না অথবা একজন কি দুইজন লোক ছাড়া। তিনি বললেন, আমি যদি তোমাকে তা বলে দিই, তবে তোমার কি কোন উপকার হবে? সে বলল, আমি আমার কান পেতে শুনব। সে বলল, আমি আপনাকে সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। তিনি বললেন, পুরুষের বীর্য সাদা এবং স্ত্রীলোকের বীর্য হলুদ। যখন উভয়টি একত্র হয়ে যায় এবং পুরুষের বীর্য স্ত্রীলোকের বীর্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন আল্লাহ্ হুকুমে পুত্র সন্তান হয়। আর যখন স্ত্রীলোকের বীর্য পুরুষের বীর্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে কন্যা সন্তান হয়। ইয়াহূদী বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন এবং নিশ্চয়ই আপনি নবী। এরপর সে চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ লোক আমার কাছে যা জিজ্ঞেস করেছে, ইতিপূর্বে আমার সে সম্পর্কে কোন জ্ঞানই ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা এক্ষণে আমাকে তা জানিয়ে দিলেন।

٦١٠- وَحَدَّثَنِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ زَائِدَةُ كَبِدِ النُّوْنِ وَقَالَ اَذْكَرَ وَاَنَثَ وَلَمْ يَقُلْ اَذْكَرَا وْاَنَثَا.

৬১০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান আদ-দারিমী (র)...... মু'আবিয়া ইব্‌ন সাল্লাম (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। রাবী যায়িদা আরো বলেছেন, মাছের কলিজার টুক্‌রা এবং তিনি اَذْكَرَ ও اَنَثَ। শব্দ দু'টোকে দ্বিবচন ব্যবহার না করে একবচন ব্যবহার করেছেন।

٩- بَابُ صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.

৯. পরিচ্ছেদ : জানাবাত থেকে গোসলের বিবরণ

٦١١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِيُّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ

عَلٰى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ اَصَابِعَهُ فِى اُصُوْلِ الشَّعْرِ حَتّٰى اِذَا رَاٰى اَنْ قَدِ اسْتَبْرَاَ حَفَنَ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ اَفَاضَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

৬১১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাবাত[১] থেকে গোসল করতেন, তখন প্রথমে উভয় হাত ধুইতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুইতেন। তারপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন। তারপর পানি নিয়ে তাঁর আঙ্গুলগুলো চুলের গোড়ায় ঢুকাতেন। এমনিভাবে যখন মনে করতেন যে, চুল ভিজে গেছে, তখন মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢালতেন। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিতেন। তারপর তাঁর উভয় পা ধুয়ে ফেলতেন।

٦١٢- حَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُم عَنْ هِشَامٍ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِمْ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ.

৬১২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, যুহায়র ইব্ন হারব, আলী ইব্ন হুজ্‌র ও আবূ কুরায়ব...... হিশাম (র) থেকে অনুরূপ সনদে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে তাদের হাদীসে পা ধোয়ার কথা উল্লেখ নেই।

٦١٣- وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ.

৬১৩. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাবাত থেকে গোসলকালে প্রথমে তাঁর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুইতেন। এরপর আবূ মু'আবিয়ার (এই অনুচ্ছেদের প্রথম) হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন কিন্তু তিনি উভয় পা ধোয়ার কথা উল্লেখ করেননি।

٦١٤- وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوْئِهِ لِلصَّلاَةِ.

৬১৪. আমার আন-নাকিদ (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাবাত থেকে গোসল করতেন তখন পাত্রে হাত ঢোকানোর পূর্বে প্রথমেই তাঁর উভয় হাত ধুতেন, তারপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন।

٦١٥- وَحَدَّثَنِىْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةُ قَالَتْ اَدْنَيْتُ لِرَسُوْلِ

১. সহবাসজনিত অপবিত্রতা।

اللّٰهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ ثُمَّ اَفْرَغَ بِهِ عَلٰى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْاَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيْدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اَفْرَغَ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحّٰى عَنْ مَقَامِهِ ذٰلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيْلِ فَرَدَّهُ.

৬১৫. আলী ইব্ন হুজ্র আস-সা'দী (র)...... আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার খালা মায়মূনা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জানাবাত থেকে গোসলের জন্য পানি এগিয়ে দিলাম। তিনি উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত দুইবার অথবা তিনবার ধুইলেন। তারপর উভয় হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। তারপর লজ্জাস্থানে পানি ঢেলে দিলেন এবং বাম হাত দিয়ে তা ধুয়ে ফেললেন। তারপর তাঁর বাম হাত মাটিতে ভালকরে ঘষলেন। তারপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করলেন। তারপর আঁজলাভরে তিন আঁজলা পানি মাথার ওপর ঢেলে দিলেন। তারপর একটু সরে গিয়ে তাঁর উভয় পা ধুলেন। তারপর আমি তাকে রুমাল দিলাম; কিন্তু তিনি তা ফেরত দিলেন।

٦١٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَالْاَشَجُّ وَاِسْحٰقُ كُلُّهُمْ عَنْ وَكِيْعٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِمَا اِفْرَاغُ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ وَفِىْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ وَصْفُ الْوُضُوْءِ كُلِّهِ فَذَكَرَ الْمَضْمَضَةَ وَالْاِسْتِنْشَاقَ فِيْهِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ ذِكْرُ الْمِنْدِيْلِ.

৬১৬. মুহাম্মদ ইবনুস সাব্বাহ, আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, আশাজ্জ ও ইসহাক প্রত্যেকেই ওয়াকী (র) থেকে এবং ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ কুরায়ব আবূ মু'আবিয়া থেকে উভয়ে আমাশ থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তাদের উভয়ের হাদীসে তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢেলে দেয়ার কথা নেই। আর ওয়াকী-এর হাদীসে উযূর পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার কথা তার হাদীসে উল্লেখ করেছেন। আবূ মু'আবিয়ার হাদীসে রুমালের কথা উল্লেখ নেই।

٦١٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِمِنْدِيْلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَجَعَلَ يَقُوْلُ بِالْمَاءِ هٰكَذَا يَعْنِىْ يَنْفُضُهُ.

৬১৭. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ...... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রুমাল দেয়া হল, কিন্তু তিনি তা স্পর্শ করলেন না। তিনি পানি নিয়ে এরূপ করছিলেন অর্থাৎ পানি ঝেড়ে ফেলছিলেন।

٦١٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى الْعَنَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَىْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَاَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ الْاَيْسَرِ ثُمَّ اَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهِ.

৬১৮. মুহাম্মাদ ইব্নুল মুসান্না আল-আনাযী (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাবাত থেকে গোসল করতেন তখন হিলাব (দুধ দোহন করার পাত্র)-এর ন্যায় একটি পানির পাত্র চেয়ে নিতেন। অতঃপর তা হাত দিয়ে ধরে প্রথমে মাথার ডানদিকে ঢালতেন, তারপর বামদিকে, তারপর উভয় হাত দিয়ে পানি নিয়ে মাথায় ঢেলে দিতেন।

١٠- بَابٌ الْقَدْرُ الْمُسْتَحَبُّ مِنَ الْمَاءِ فِىْ غَسْلِ الْجَنَابَةِ وَغَسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِىْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ فِىْ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَسْلُ اَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الْاٰخَرِ-

১০. পরিচ্ছেদ : জানাবাতের গোসলে কতটুকু পরিমাণ পানি ব্যবহার করা মুস্তাহাব, পুরুষ এব স্ত্রীলোকের একই অবস্থায় একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করা এবং তাদের উভয়ের মধ্যে একজনের অবশিষ্ট পানি দিয়ে অপরজনের গোসল করার বিবরণ

٦١٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৬১৯. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ফারাক পরিমাণ পাত্রের পানি দিয়ে জানাবাতের গোসল করতেন।

٦٢٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِى الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَهُوَ فِى الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ وَفِىْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ سُفْيَانُ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ اَصُعٍ.

৬২০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, ইব্ন রুমহ্, আবূ বাকর আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ফারাক পরিমাণ পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন। আর আমি এবং তিনি একই পাত্রে গোসল করতাম। সুফিয়ানের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে একই পাত্র থেকে। কুতায়বা বলেন, সুফিয়ান বলেছেন, ফারাক হল তিন সা'[১] পরিমাণ।

٦٢١- وَحَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ اَنَا وَاَخُوْهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَاَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِاِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَاَفْرَغَتْ عَلٰى رَاْسِهَا ثَلَاثًا قَالَ وَكَانَ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ يَاْخُذْنَ مِنْ رُؤُسِهِنَّ حَتّٰى تَكُوْنَ كَالْوَفْرَةِ.

---

১. এক সা' প্রায় সাড়ে তিন সেরের সমান।

৬২১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আল-আমবারী (র)...... আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আয়েশা (রা)-এর রিযাঈ (দুধ) ভাই একবার তাঁর কাছে গেলাম। অতঃপর তাঁর রিযাঈ ভাই তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি একটি পাত্র আনালেন যা ছিল সা' পরিমাণ। তারপর তিনি গোসল করলেন। আমাদের এবং তাঁর মধ্যে পর্দা ছিল। তিনি তাঁর মাথায় তিনবার পানি ঢাললেন। আবূ সালামা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রীগণ মাথার চুল কেটে তা ওয়াফরার ন্যায় (ঘাড়ের নিম্নভাগ পর্যন্ত) রাখতেন।

٦٢٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِيْنِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْاَذَى الَّذِىْ بِهِ بِيَمِيْنِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْ ذَالِكَ صَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ.

৬২২. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন গোসল করতেন তখন ডান হাত থেকে শুরু করতেন। তিনি প্রথমেই ডান হাতে পানি ঢেলে তা ধুয়ে ফেলতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে শরীরের যেখানে নাপাক থাকত সেখানে পানি ঢেলে দিতেন এবং বাম হাত দিয়ে তা ধুয়ে ফেলতেন। এটা শেষ করে তিনি মাথায় পানি ঢালতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয়েই জানাবাত অবস্থায় একই পাত্র থেকে (পানি দিয়ে) গোসল করতাম।

٦٢٣- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِىَ وَالنَّبِىُّ ﷺ فِىْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ اَمْدَادٍ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَالِكَ.

৬২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতেন যাতে তিন মুদ্দ বা তার সামান্য কম পানি ধরত।

٦٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ اَيْدِيْنَا فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৬২৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম। আমাদের উভয়ের হাত তাতে ওঠানামা করত। এ গোসল ছিল জানাবাত থেকে।

٦٢٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِىْ حَتّٰى اَقُوْلَ دَعْ لِىْ دَعْ لِىْ قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ.

৬২৫. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম যা আমার এবং তাঁর মাঝখানে থাকত। তিনি আমার থেকে আগে তাড়াতাড়ি করে ফেলতেন। তখন আমি বলতাম, আমার জন্য একটু রেখে দিন, আমার জন্য একটু রেখে দিন। তিনি (আয়েশা (রা) বলেন, তাঁরা উভয়েই জানাবাত অবস্থায় ছিলেন।

٦٢٦- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ مَيْمُوْنَةُ اَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِىَ وَالنَّبِىُّ ﷺ فِىْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ.

৬২৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (রা)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়মূনা (রা) আমাকে জানান যে. তিনি ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্রে গোসল করতেন।

٦٢٧- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَكْبَرُ عِلْمِىْ وَالَّذِىْ يَخْطُرُ عَلٰى بَالِىْ اَنَّ اَبَا الشَّعْثَاءِ اَخْبَرَنِىْ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُوْنَةَ.

৬২৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মায়মূনা (র)-এর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে গোসল করেন।

٦٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كَانَتْ هِىَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ فِى الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৬২৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)....উম্মু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্রে জানাবাতের গোসল করতেন।

٦٢٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِىْ ابْنَ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا

يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيْكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوْكٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ وَقَالَ ابْنُ مُعَاذٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ جَبْرٍ.

৬২৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র) ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আনাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ মাককূক পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং এক মাককূক পানি দিয়ে উযূ করতেন। (মাককূক শব্দদ্বারা এখানে হয়ত মুদ্দ বুঝানো হয়েছে)। ইবনুল মুসান্না بِخَمْسِ مَكَاكِيْكَ এর স্থানের بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ বলেছেন। ইব্ন মু'আয عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ বলেছেন। কিন্তু এর সাথে اِبْنُ جَبْرٍ কথাটি উল্লেখ করেননি।

٦٣٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ ابْنِ جَبْرٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ اِلَى خَمْسَةِ اَمْدَادٍ.

৬৩০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মুদ্দ পানি দিয়ে উযূ করতেন এবং এক সা' থেকে পাঁচ মুদ্দ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন।

٦٣١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُوَضِّؤُهُ الْمُدُّ.

৬৩১. আবূ কামিল আল-জাহদারী (র) ও আম্র ইব্ন আলী (র)...... সাফীনা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সা' পানিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জানাবাতের গোসল সম্পন্ন হয়ে যেত এবং এক মুদ্দ পানিতে উযূ হয়ে যেত।

٦٣٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَبِيْ رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ وَفِيْ حَدِيْثِ ابْنِ حُجْرٍ اَوْ قَالَ وَيُطَهِّرُهُ الْمُدُّ وَقَالَ وَقَدْ كَانَ كَبِرَ وَمَا كُنْتُ اَثِقُ بِحَدِيْثِهِ.

৬৩২. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ও আলী ইব্ন হুজর (র)...... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী সাফীনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সা' পানি দিয়ে গোসল এবং এক মুদ্দ পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন (উযূ) করতেন। বর্ণনাকারী আবূ রায়হানা বলেন, সাফীনা (রা) বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর হাদীসের উপর আমি আস্থা রাখতে পারছি না।

١١- بَابُ اِسْتِحْبَابِ اِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلاَثًا

১১. পরিচ্ছেদ : মাথা এবং অন্যান্য অঙ্গে তিনবার করে পানি ঢেলে দেয়া মুস্তাহাব

٦٣١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ

تَمَارَوْا فِى الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اَمَّا اَنَا فَانِّىْ اَغْسِلُ رَأْسِىْ بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَنَا فَانِّىْ اُفِيْضُ عَلٰى رَأْسِىْ ثَلَاثَ اَكُفٍّ.

৬৩৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র), কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ও আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (র)...... জুবায়র ইব্ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে লোকেরা গোসল নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে লাগল। কেউ কেউ বলল, আমি তো মাথা এরকম এরকমভাবে ধুই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি তো আমার মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢেলে দেই।

٦٣٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاُفْرِغُ عَلٰى رَأْسِىْ ثَلَاثًا-

৬৩৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... জুবায়র ইবন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একবার জানাবাত থেকে গোসলের আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, আমি তো আমার মাথায় তিনবার পানি ঢেলে দিই।

٦٣٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَا اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ وَفْدَ ثَقِيْفٍ سَاَلُوْا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّ اَرْضَنَا اَرْضٌ بَارِدَةٌ فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاُفْرِغُ عَلٰى رَأْسِىْ ثَلَاثًا قَالَ ابْنُ سَالِمٍ فِىْ رِوَايَتِهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ وَقَالَ اِنَّ وَفْدَ ثَقِيْفٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ.

৬৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ও ইসমাঈল ইব্ন সালিম (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাকীফ-এর প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করল, আমাদের দেশ হল শীতপ্রধান দেশ। সুতরাং কিভাবে গোসল করতে হবে? তিনি বললেন, আমি তো আমার মাথায় তিনবার পানি ঢেলে দেই। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া এবং ইব্ন সালিমের বর্ণনার মাঝে শব্দগত কিছু পার্থক্য আছে, কিন্তু অর্থের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই।

٦٣٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى الثَّقَفِىَّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ اِنَّ شَعْرِىْ كَثِيْرٌ قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ اَخِىْ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرُ مِنْ شَعْرِكَ وَاَطْيَبُ.

৬৩৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাবাত থেকে গোসল করতেন, তখন তাঁর মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢেলে দিতেন। (এ হাদীস শুনে)

হাসান ইব্ন মুহাম্মদ তাকে [জাবির (রা)] বললেন, আমার চুল খুব বেশি। জাবির (রা) বলেন, অতঃপর আমি তাকে বললাম, ভ্রাতষ্পুত্র! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চুল তোমার চুলের চেয়ে অনেক বেশি এবং অনেক সুন্দর ছিল।

١٢- بَابُ حُكْمُ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ

১২. পরিচ্ছেদ : গোসলকারিণীর বেণীর হুকুম

٦٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ امْرَأَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِىْ فَاَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لاَ اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِىْ عَلٰى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ.

৬৩৭. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা, আম্‌র আন-নাকিদ, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন আবূ উমর (র)...... উম্মু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাথার বেণী শক্ত করে বেঁধে থাকি। আমি কি জানাবাতের গোসলের জন্য তা খুলে ফেলব? তিনি বললেন, না, তোমার মাথায় কেবল তিন আঁজলা পানি ঢেলে দিলেই চলবে। এরপর তোমার সর্বাঙ্গে পানি ঢেলে দেবে। এভাবেই তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে।

٦٣٨- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ اَخْبَرَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَاَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

৬৩৮. আমর আন-নাকিদ ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)-এর সূত্রে এ সনদে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে। আবদুর রাযযাকের হাদীসে রয়েছে যে, আমি কি তা হায়েয ও জানাবাতের গোসলের জন্য খুলব? তিনি বললেন, না। এরপর ইব্ন উয়ায়নার (উপরোক্ত) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٣٩- وَحَدَّثَنِيْهِ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِىْ ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ اَفَاَحُلُّهُ فَاَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَيْضَةَ.

৬৩৯. আহ্মদ ইব্ন সাঈদ আদ–দারিমী (র)-এর সূত্রে আইউব ইব্ন মূসা থেকে এ সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। সেখানে উল্লেখ আছে যে, "আমি কি তা খুলে তারপর জানাবাত থেকে গোসল করব?" সেখানে তিনি হায়েযের কথা উল্লেখ করেন নি।

٦٤٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ اِذَا اغْتَسَلْنَ اَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لِاِبْنِ عَمْرٍو هٰذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ اِذَا اغْتَسَلْنَ اَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُسَهُنَّ أَفَلَا يَأْمُرُ هُنَّ اَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا اَزِيْدُ عَلٰى اَنْ اُفْرِغَ عَلٰى رَأْسِيْ ثَلَاثَ اِفْرَاغَاتٍ.

৬৪০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্ন হুজ্র (র)...... উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (র)-এর কাছে সংবাদ পৌছল যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (র) মহিলাদেরকে গোসলের সময় মাথার চুল (বেণী) খুলে ফেলতে আদেশ দেন। তিনি (আয়েশা রা) বললেন, ইব্ন আমরের পক্ষে এ বড়ই আশ্চর্য যে, সে মহিলাদেরকে গোসলের সময় তাদের চুল খুলে ফেলার আদেশ দেয়। সে তাদেরকে একেবারে মাথা মুড়ে ফেলতে আদেশ দেয় না কেন? আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমি আমার মাথায় তিনবার পানি ঢেলে দেয়ার বেশি কিছু করতাম না।

١٢- بَابُ اِسْتِحْبَابُ اِسْتِعْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فِيْ مَوْضِعِ الدَّمِ

১৩. পরিচ্ছেদ : হায়েয থেকে গোসলকারিণীর জন্য রক্তের স্থানে (লজ্জাস্থানে) সুগন্ধিযুক্ত কাপড় বা তুলা ব্যবহার করা মুস্তাহাব

٦٤١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَتْ اِمْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَالَ فَذَكَرَتْ اَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَّرُ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ تَطَهَّرِيْ بِهَا سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَاسْتَتَرَ وَاَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلٰى وَجْهِهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاجْتَذَبْتُهَا اِلَيَّ وَعَرَفْتُ مَا اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ تَتَبَّعِيْ بِهَا اَثَرَ الدَّمِ وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ فِيْ رِوَايَتِهِ فَقُلْتُ تَتَبَّعِيْ بِهَا اٰثَارَ الدَّمِ.

৬৪১. আম্র ইব্ন মুহাম্মদ আন-নাকিদ ও ইব্ন আবূ উমর (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল যে, কিভাবে সে তার হায়েয থেকে গোসল করবে ? হাদীসের রাবী, বলেন, আয়েশা (র) উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে মহিলাকে কিভাবে গোসল করবে, তারপর সুগন্ধিযুক্ত কাপড় বা তুলা ব্যবহার করে তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে, এসবই শিক্ষা দিলেন। মহিলাটি বলল, তা (সুগন্ধিযুক্ত কাপড়) দ্বারা আমি কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? তিনি বললেন, তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে, সুবহানাল্লাহ্! (এত সোজা কথাও বোঝ না)। এরপর তিনি (মুখ) আড়াল করলেন। (রাবী বলেন) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না তার মুখের ওপর হাত দিয়ে আমাদেরকে ইশারা করে দেখালেন। আয়েশা (র) বলেন, আমি তাকে আমার দিকে টেনে আনলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি বুঝাতে চাচ্ছেন তা আমি বুঝে ফেললাম। অতঃপর আমি (মহিলাটিকে)

বললাম, তুমি তা (সুগন্ধিযুক্ত কাপড় বা তুলা) রক্তের স্থানে (লজ্জাস্থানে) বুলিয়ে নিবে। ইব্‌ন আবূ উমর তার বর্ণনায় – آثَارَ الدَّمِ এর স্থানে أَثَرَ الدَّمِ বলেছেন।

٦٤٢– وَحَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ فَقَالَ خُذِيْ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِيْ بِهَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ سُفْيَانَ.

৬৪২. আহ্‌মদ ইব্‌ন সাঈদ আদ-দারিমী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, সে তুহর (হায়েয থেকে পবিত্র)-এর সময় কিভাবে গোসল করবে? তিনি বললেন, একখণ্ড সুগন্ধিযুক্ত কাপড় বা তুলা নিয়ে তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। এরপর সুফিয়ানের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٦٤٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيْضِ فَقَالَ تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيْدًا حَتّٰى تَبْلُغَ شُؤُوْنَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِيْنَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِيْ ذَالِكَ تَتَبَّعِيْنَ أَثَرَ الدَّمِ وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتّٰى تَبْلُغَ شُؤُوْنَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيْضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّيْنِ.

৬৪৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আস্‌মা (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ পানি এবং বরই-এর পাতা নিয়ে সুন্দরভাবে পবিত্র হবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভালভাবে রগড়ে ফেলবে যাতে সমস্ত চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। তারপর তার ওপর পানি ঢেলে দেবে। তারপর সুগন্ধিযুক্ত কাপড় নিয়ে তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে! আসমা বললেন, তা দিয়ে সে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্! তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর আয়েশা (রা) তাঁকে যেন চুপিচুপি বলে দিলেন, রক্ত বের হবার জায়গায় তা বুলিয়ে দিবে। তিনি জানাবাতের গোসল সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, পানিদ্বারা সুন্দরভাবে পবিত্র হবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভাল করে রগড়ে ফেলবে যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর সর্বাঙ্গে পানি বইয়ে দেবে। আয়েশা (র) বললেন, আনসারদের মহিলারা কত ভাল! লজ্জা তাদেরকে দীন-এর জ্ঞান থেকে ফিরিয়ে রাখে না।

٦٤٤– وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِيْ هٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِيْ بِهَا وَاسْتَتَرَ.

৬৪৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র)...... শু'বা থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সুবহানাল্লাহ্। তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে এবং তিনি মুখ ঢাকলেন।

٦٤٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ اَحْدَانَا اِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.

৬৪৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা বিনতে শাকল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কেউ যখন হায়েয থেকে পবিত্র হবে, তখন সে কিভাবে গোসল করবে? এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসটির মধ্যে জানাবাতের গোসলের কথা উল্লেখ করেননি।

١٤- بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلٰوتِهَا.

১৪. পরিচ্ছেদ : মুস্তাহাযা মহিলা এবং তার গোসল ও সালাতের বিবরণ

٦٤٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِيْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ أَفَادَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ لاَاِنَّمَا ذَالِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ فَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ.

৬৪৬. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ইসতিহাযা হয়েছে (সব সময়ই রক্ত ঝরে), কখনো আমি পবিত্র হই না। আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? তিনি বললেন, না, ওটা শিরার (ধমণী) রক্ত, হায়েয নয়; যখন হায়েয আসবে, তখন সালাত ছেড়ে দেবে আর যখন তা চলে যাবে, তখন তোমার শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলবে এবং সালাত আদায় করবে।

٦٤٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِبْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ وَاِسْنَادِهِ وَفِيْ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ عَنْ جَرِيْرٍ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِيْ حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَسَدٍ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَّا قَالَ وَفِيْ حَدِيْثِ حَمَّادِبْنِ زَيْدٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ.

৬৪৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ, ইব্ন নুমায়র ও খালাফ ইব্ন হিশাম (র)...... জারীর (র) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন আসাদ যিনি আমাদের বংশের একজন মহিলা ছিলেন —রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলেন...... ।

٦٤٨– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتِ اسْتَفْتَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ اُسْتَحَاضُ فَقَالَ اِنَّمَا ذَالِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِىْ ثُمَّ صَلِّىْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلٰكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِىَ وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِىْ رِوَايَتِهِ ابْنَةُ جَحْشٍ وَلَمْ يَذْكُرْ اُمَّ حَبِيْبَةَ.

৬৪৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্ন রুম্হ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্শ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে মাসআলা জানতে চেয়ে বলল, আমার ইসতিহাযা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ওটা হল একটা শিরার (ধমণী) রক্ত। তাই তুমি গোসল করে ফেলবে তারপর সালাত আদায় করবে। এরপর তিনি প্রতি সালাতের সময়ই গোসল করতেন। রাবী লায়স ইবন সা'দ বলেন, ইব্ন শিহাব একথা উল্লেখ করেননি, যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মু হাবীবাকে প্রত্যেক সালাতের সময়ই গোসলের নির্দেশ দিয়েছিলেন; বরং এটা তিনি নিজের থেকেই করতেন। ইব্ন রুম্হ্ তার বর্ণনায় জাহ্শের কন্যার কথা বলেছেন, উম্মু হাবীবার নাম উল্লেখ করেননি।

٦٤٩– وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اُسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ذَالِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنَّ هٰذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِىْ مِرْكَنٍ فِىْ حُجْرَةِ اُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتّٰى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثْتُ بِذَالِكَ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ هِنْدًا لَوْ سَمِعَتْ بِهٰذِهِ الْفُتْيَا وَاللّٰهِ اِنْ كَانَتْ لَتَبْكِىْ لِاَنَّهَا كَانَتْ لَا تُصَلِّىْ.

৬৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা আল-মুরাদী (র)...... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শ্যালিকা এবং আবদুর রহমান ইব্ন আওফের স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্শ সাত বৎসর যাবত ইসতিহাযার রোগী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ ব্যাপারে মাসআলা জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এটা হায়েয নয়; বরং ধমণীর (শিরা) রক্ত। তাই তুমি গোসল করে ফেল এবং সালাত

আদায় কর। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর তিনি তার বোন যায়নাব বিনতে জাহ্শের কক্ষে একটি পাত্রে (থেকে পানি নিয়ে) গোসল করতেন। এমনকি পানি রক্তে লাল হয়ে যেত। ইব্ন শিহাব বলেন, আমি এ হাদীসটি আবূ বাকর ইবন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইব্ন হিশাম-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা হিনদা-এর ওপর রহমত করুন। সে যদি এ ফাতওয়া (মাসআলা) শুনতে পেত! আল্লাহ্র কসম! সে শুধু কাঁদত। কারণ সে সালাত আদায় করত না (এ মাস'আলা তার জানা ছিল না। ফলে নামায পড়তে না পারার কারণে কাঁদত)।

٦٥٠- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ عِمْرَانَ مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرِبْنِ زِيَادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت جَاءَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ اُسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَمْرِوبْنِ الْحَارِثِ اِلٰى قَوْلِهِ تَعْلُوْ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ.

৬৫০. আবূ 'ইমরান মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যিয়াদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা বিনত জাহ্শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এল। তার সাত বছর ধরে তার ইসতিহাযা চলছিল। এরপর রাবী আবূ 'ইমরান আম্র ইবনুল হারিসের হাদীসের অনুরূপ تَعْلُوْ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ পর্যন্ত বর্ণনা করে যান। এর পরবর্তী অংশ তিনি উল্লেখ করেননি।

٦٥١- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِيْنَ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ.

৬৫১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাহ্শের কন্যার সাত বছর যাবত ইসতিহাযা ছিল। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٦٥٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَبْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلاٰنَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمْكُثِىْ قَدْرَمَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ.

৬৫২. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ ও কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। এরপর আয়েশা (র) বলেন, আমি তার পাত্র দেখেছি রক্তে পরিপূর্ণ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমার হায়েয যে কয়দিন চলত, সে কয়দিন পরিমাণ তুমি অপেক্ষা কর। তারপর গোসল করে ফেল এবং সালাত আদায় কর।

٦٥٣- حَدَّثَنِىْ مُوْسٰى بْنُ قُرَيْشٍ التَّمِيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ بَكْرِبْنِ مُضَرَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُبْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ

اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِىْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا امْكُثِىْ قَدْرَمَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

৬৫৩. মূসা ইব্‌ন কুরায়শ আত-তামীমী (র)...... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শ (রা) যিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (র)-এর স্ত্রী ছিলেন—একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে রক্ত সম্পর্কে অভিযোগ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তোমার যে কয়দিন হায়েয চলত, সে কয়দিন পরিমাণ তুমি অপেক্ষা কর। তারপর গোসল কর। এরপর তিনি প্রতি সালাতের সময়ই গোসল করতেন।

١٥- بَابُ وُجُوْبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُوْنَ الصَّلٰوةِ.

১৫. পরিচ্ছেদ : ঋতুমতী মহিলার ওপর সাওম কাযা করা জরুরী, সালাত নয়

٦٥٤- حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَعَنْ مُعَاذَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَتَقْضِى اِحْدَانَا الصَّلاَةَ اَيَّامَ مَحِيْضِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ قَدْ كَانَتْ اِحْدَانَا تَحِيْضُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ لاَتُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.

৬৫৪. আবুর রাবী আয-যাহরানী (র)....... মু'আযা (র) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কেউ কি তার হায়েয-এর দিনগুলির সালাত কাযা করবে? আয়েশা (রা) বললেন, তুমি কি হারূরিয়্যা (খারেজী)? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে আমাদের কারো হায়েয হলে পরে তাকে (সালাত) কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত না।

٦٥٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ اَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلاَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحِضْنَ أَفَامَرَهُنَّ اَن يَجْزِيْنَ قَالَ مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ تَعْنِىْ يَقْضِيْنَ.

৬৫৫. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... মু'আযা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ঋতুমতী মহিলা কি সালাত কাযা করবে ? আয়শা (রা) বললেন, তুমি কি হারূরিয়্যা ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্নীগণের হায়েয হত, তিনি কি তাদেরকে (সালাত) কাযা করার হুকুম দিয়েছেন ?

٦٥٦- وَحَدَّثَنَا عَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَابَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَتَقْضِى الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُوْرِيَّةٍ وَلٰكِنِّىْ اَسْاَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيْبُنَا ذَالِكَ فَنُؤْمَرُبِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

৬৫৬. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... মু'আযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুমতীর ব্যাপারটা কি যে, সে সাওম কাযা করে অথচ সালাত কাযা করে না? তিনি বললেন, তুমি কি হারূরিয়্যা? আমি বললাম, আমি হারূরিয়্যা নই; বরং আমি (জানার জন্যই কেবল) জিজ্ঞেস করছি। তিনি (আয়েশা রা) বললেন, আমাদের এরূপ হত, তখন আমাদেরকে কেবল সাওম কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত, সালাত কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত না।

١٦- بَابُ تَسَتُّرُ الْمُغْتَسِلُ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ.

১৬. পরিচ্ছেদ : গোসলকারী কাপড় অথবা অনুরূপ কিছু দিয়ে পর্দা করে নিবে

٦٥٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِىءٍ بِنْتِ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِىءٍ بِنْتَ أَبِى طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ.

৬৫৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... উম্মু হানী বিনতে আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন আমি তাঁকে এই অবস্থায় পেলাম যে, তিনি গোসল করছিলেন আর তাঁর কন্যা ফাতিমা একটি কাপড় দিয়ে তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন।

٦٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَبْنِ أَبِى حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ أَبِى هِنْدٍ أَنَّ أَبَامُرَّةَ مَوْلَى عَقِيْلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِىءٍ بِنْتِ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى.

৬৫৮. মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ্ ইব্ন মুহাজির (র)...... উম্মু হানী বিনতে আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতহে মক্কার বছর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন। তিনি তখন মক্কার উঁচু এলাকায় অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোস্ল করতে গেলেন। তখন ফাতিমা তাঁকে আড়াল করে দিল। এরপর তিনি নিজের কাপড় নিয়ে পরিধান কররেন। তারপর আট রাকা'আত চাশ্তের সালাত আদায় করলেন।

٦٥٩- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِبْنِ كَثِيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ وَذَالِكَ ضُحًى.

৬৫৯. আবূ কুরায়ব (র)...... সাঈদ ইব্ন আবূ হিনদ (রা) থেকে এ সনদে বর্ণিত। এবং তিনি বলেন, এরপর তাঁর কন্যা ফাতিমা তাঁর কাপড় দিয়ে তাঁকে আড়াল করে রেখেছিল। গোসল সমাপন করে তিনি ঐ কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে আট রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। আর সেটা ছিল চাশ্তের সময়।

٦٦٠- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا مُوْسٰى الْقَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَاءً وَسَتَرْتُهُ فَاغْتَسَلَ.

৬৬০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র)...... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য পানি রাখলাম এবং তাঁকে আড়াল করলাম। এরপর তিনি গোসল করলেন।

١٧- بَابُ تَحْرِيْمِ النَّظْرِ اِلَى الْعَوْرَاتِ.

১৭. পরিচ্ছেদ : অন্যের সতরের দিকে তাকানো হারাম

٦٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُبْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنِى زَيْدُبْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَالْمَرْأَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَيُفْضِى الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَتُفْضِى الْمَرْأَةُ اِلَى الْمَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

৬৬১. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন পুরুষ অপর পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোন মহিলা অপর মহিলার সতরের দিকে তাকাবে না; কোন পুরুষ অপর পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নিচে শয়ন করবে না এবং কোন মহিলা অপর মহিলার সাথে একই কাপড়ের নিচে শয়ন করবে না।

٦٦٢- وَحَدَّثَنِيْهِ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالاَ مَكَانَ عَوْرَةِ عُرْيَةِ الرِّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ.

৬৬২. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).... যাহ্হাক ইব্ন উসমান (র) সূত্রে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়েই عَوْرَةِ الرَّجُلِ এর স্থলে عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ এর উল্লেখ করেছেন (অর্থ একই)।

١٨- بَابُ جَوَازِ الْاِغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِى الْخَلْوَةِ

১৮. পরিচ্ছেদ : নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয

٦٦٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَامَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ يَغْتَسِلُوْنَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى سَوْأَةِ بَعْضٍ وَكَانَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَايَمْنَعُ مُوْسٰى اَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا اِلاَّ اَنَّهُ ادَرُ قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ

فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلٰى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ قَالَ فَجَمَحَ مُوْسٰى بِاَثْرِهِ يَقُوْلُ ثَوْبِىْ حَجَرُ ثَوْبِىْ حَجَرُ حَتّٰى نَظَرَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ اِلٰى سَوْأَةِ مُوْسٰى قَالُوْا وَاللّٰهِ مَابِمُوْسٰى مِنْ بَأْسٍ فَقَامَ الْحَجَرُ حَتّٰى نُظِرَ اِلَيْهِ قَالَ فَاَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ اِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ اَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوْسٰى بِالْحَجَرِ.

৬৬৩. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ করে বলেন, এগুলি আবূ হুরায়রা (রা) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, বনী ইসরাঈল উলঙ্গ হয়ে গোসল করত এবং একে অপরের সতরের দিকে তাকাত। আর মূসা (আ) গোসল করতেন একাকী। তাই তারা বলাবলি করত, আল্লাহ্‌র কসম! মূসা আমাদের সাথে গোসল করে না, কারণ তার একশিরা রোগ রয়েছে। একবার তিনি গোসল করতে গিয়ে একটি পাথরের ওপর তাঁর কাপড় রাখলেন। এরপর পাথরটি তাঁর কাপড় নিয়ে দৌড়াতে লাগল। রাবী বলেন, মূসা (আ) তার পিছু পিছু ছুটলেন আর বলতে লাগলেন, পাথর! আমার কাপড়, পাথর! আমার কাপড়। এমনিভাবে বনী ইসরাঈল মূসা (আ)-এর সতর দেখে ফেলল এবং তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! মূসার তো কোন খুঁত নেই। এরপর পাথর দাঁড়িয়ে গেল এবং তাঁকে দেখা হয়ে গেল। রাবী বলেন, তিনি তাঁর কাপড় তুলে নিলেন এবং (রাগে) পাথরকে মারতে শুরু করে দিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! পাথরের ওপর হযরত মূসা (আ)-এর আঘাতের ছয়টি কি সাতটি চিহ্ন রয়েছে।

١٩- بَابُ الْاِعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ.

১৯. পরিচ্ছেদ : সতর ঢাকার ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা

٦٦٤- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ وَمُحَمَّدُبْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِبْنِ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُوبْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِىُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِجْعَلْ اِزَارَكَ عَلٰى عَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَفَعَلَ فَخَرَّ اِلَى الاَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ اِزَارِىْ اِزَارِىْ فَشَدَّ عَلَيْهِ اِزَارَهُ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ فِىْ رِوَايَتِهِ عَلٰى رَقَبَتِكَ وَلَمْ يَقُلْ عَلٰى عَاتِقِكَ.

৬৬৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হানযালী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন মায়মূন, ইসহাক ইব্‌ন মানসূর ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কা'বা নির্মাণ করা হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আব্বাস (র) পাথর বহনের জন্য গেলেন। আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন, পাথর বহনের সুবিধার্থে তোমার লুঙ্গি কাঁধের ওপর রেখে নাও। তিনি তাই করলেন। সাথে সাথেই তিনি

(বেহুঁশ হয়ে) মাটিতে পড়ে গেলেন। আর তাঁর উভয় চোখ আকাশের দিকে নিবদ্ধ হল। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, আমার লুঙ্গি! আমার লুঙ্গি! তারপর তিনি লুঙ্গি পরে নিলেন। ইব্‌ন রাফি' তাঁর রিওয়ায়াতে কাঁধের স্থলে ঘাড়ের উল্লেখ করেছেন।

٦٦٥- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ اِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَاابْنَ اَخِيْ لَوْحَلَلْتَ اِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلٰى مَنْكِبِكَ دُوْنَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلٰى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ قَالَ فَمَا رُؤِىَ بَعْدَ ذَالِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا.

৬৬৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের সাথে কা'বা মেরামতের জন্য পাথর বয়ে নিচ্ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গি। তাঁর চাচা আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, ভাতিজা! তোমার লুঙ্গি খুলে যদি কাঁধের ওপর পাথরের নিচে রেখে নিতে (তাহলে ভাল হত)। তিনি লুঙ্গি খুলে তাঁর কাঁধের ওপর রাখলেন। সাথে সাথেই তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। জাবির (রা) বলেন, সেদিনের পর আর কখনো তাঁকে উলঙ্গ দেখা যায়নি।

٦٦٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُبْنُ يَحْيَى الْاُمَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمِ بْنِ عَبَّادِبْنِ حُنَيْفٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ الْمِسْوَرِبْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ اَحْمِلُهُ ثَقِيْلٍ وَعَلَىَّ اِزَارٌ خَفِيْفٌ قَالَ فَانْحَلَّ اِزَارِىْ وَمَعِىَ الْحَجَرُ لَمْ اَسْتَطِعْ اَنْ اَضَعَهُ حَتّٰى بَلَغْتُ بِهِ اِلٰى مَوْضِعِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِرْجِعْ اِلٰى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَاتَمْشُوْا عُرَاةً.

৬৬৬. সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আল-উমাবী (র)...... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি ভারী পাথর বয়ে নিয়ে আসছিলাম। তখন আমার পরণে ছিল একটি পাতলা লুঙ্গি। তিনি বলেন, এরপর আমার লুঙ্গি খুলে গেল। পাথরটি তখন আমার কাছে ছিল। তাই আমি লুঙ্গি তুলে নিতে পারলাম না। এমনিভাবে আমি পাথরটি যথাস্থানে নিয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার কাপড়ের কাছে ফিরে গিয়ে তা নিয়ে এস। আর কখনো উলঙ্গ হয়ে চলো না।

٢٠- بَابُ التَّسَتُّرِعِنْدَ الْبَوْلِ.

২০. পরিচ্ছেদ : পেশাবের সময় পর্দা করা

٦٦٧- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِبْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِىٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَعْقُوْبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اَرْدَفَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَاَسَرَّ اِلَىَّ حَدِيْثًا لَااُحَدِّثُ بِهِ

اَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ اَحَبَّ مَااسْتَتَرَبِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ اَوْحَائِشُ نَخْلٍ قَالَ ابْنُ اَسْمَاءَ فِيْ حَدِيْثِهِ يَعْنِى حَائِطَ نَخْلٍ.

৬৬৭. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আসমা আদ-দুবাঈ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সাওয়ারীর উপরে তাঁর পেছনে বসালেন। অতঃপর তিনি চুপিচুপি আমাকে একটা কথা বললেন, যা আমি কাউকে বলব না। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাজত পূরণের সময় যা দিয়ে আড়াল করতেন তার মধ্যে বেশি পসন্দনীয় ছিল টিলা অথবা খেজুরগাছ।

٢١- بَابُ بَيَانَ اَنَّ الْجِمَاعِ كَانَ فِىْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ لَايُوْجِبُ الْغُسْلَ اِلاَّ اَنْ يُّنْزِلَ الْمَنِىَّ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَاَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ بِالْجِمَاعِ.

২১. পরিচ্ছেদ : ইসলামের প্রাথমিক যুগে সহবাসের দ্বারা বীর্যপাত না হলে গোসল ফরয হত না; কিন্তু পরবর্তীতে এ হুকুম মানসূখ (রহিত) হয়ে যায় এবং শুধু সহবাসের দ্বারাই গোসল ফরয হয়—তার বিবরণ

٦٦٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيْكٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ نَمِيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ اِلٰى قُبَاءٍ حَتّٰى اِذَا كُنَّا فِىْ بَنِىْ سَالِمٍ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَابِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ اِزَارَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْجَلْنَا الرَّجُلَ فَقَالَ عِتْبَانُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَاَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

৬৬৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, ইয়াহ্য়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজর (র)....... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সোমবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে (মসজিদে) কুবা-র দিকে রওয়ানা হলাম। আমরা যখন বানূ সালিম-এর এলাকায় পৌছলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'ইতবান-এর বাড়ির দরজায় গিয়ে থামলেন এবং তাকে জোরে ডাক দিলেন। অতঃপর তিনি তার লুঙ্গি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বেরিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমরা এ ব্যক্তিকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলেছি। 'ইতবান আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী থেকে তাড়াতাড়ি পৃথক হয়ে গেলে এবং বীর্যপাত না হলে তার কি হুকুম (সে গোসল করবে কিনা)? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, পানি (অর্থাৎ গোসল করা) পানির (বীর্যপাতের) ফলেই ফরয হয়।

٦٦٩- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ ابْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّمَا الْمَاءُ بِالْمَاءِ-

৬৬৯. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, পানির (ধাতু নির্গত হলে) দ্বারা পানি (গোসল) ফরয হয়।

٦٧٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَلاَءِبْنُ الشِّخِّيْرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيْثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْاٰنُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

৬৭০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল-আনবারী (র)...... আবুল আলা ইব্‌ন শিখ্‌খীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এক হাদীস অপর হাদীসকে মানসূখ (রহিত) করে দেয়, যেমনিভাবে কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতকে মানসূখ করে।

٦٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ لَعَلَّنَا اَعْجَلْنَاكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا اُعْجِلْتَ اَوْاَقْحَطْتَ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوْءُ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ اِذَا اُعْجِلْتَ اَوْاُقْحِطْتَ.

৬৭১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না এবং ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক আনসারীর (বাড়ির) কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। সে বেরিয়ে এল আর তার মাথা থেকে তখন পানি ঝরছিল। তিনি বললেন, সম্ভবত আমরা তোমাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলেছি। সে বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, যখন (কোন কারণে) তোমাকে তাড়াতাড়ি করতে হয় কিংবা বীর্যপাতের আগেই উঠে পড়তে হয়, তখন তোমার ওপর গোসল করা (ফরয) নয়, বরং তোমার ওপর শুধু উযূ করা জরুরী।[১]

٦٧٢- حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلاَءِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيْبُ مِنَ الْمَرْاَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا اَصَابَهُ مِنَ الْمَرْاَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّىْ.

৬৭২. আবুর-রাবী আয-যাহ্‌রানী ও আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আ'লা (র)...... উবাই ইব্‌ন কা'ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে স্ত্রী সহবাস করে তারপর বীর্য নির্গত করে না। তিনি বললেন, স্ত্রীর (লজ্জাস্থান) থেকে তার (লজ্জাস্থানে) যা লেগেছে, তা ধুয়ে ফেলবে। তারপর উযূ করবে এবং সালাত আদায় করবে।

১. এই হুকুম ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল, পরে তা রদ হয়ে যায়। সঙ্গমে বীর্য স্খলিত না হলেও গোসল ফরয হবে।

٦٧٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِى عَنِ الْمَلِىِّ عَنِ الْمَلِىِّ يَعْنِى بِقَوْلِهِ الْمَلِىِّ عَنِ الْمَلِىِّ اَبُو اَيُّوبَ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِىْ الرَّجُلِ يَأْتِىْ اَهْلَهُ ثُمَّ لاَيُنْزِلُ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.

৬৭৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)....... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি তার স্ত্রী সহবাস করে, তারপর বীর্য নির্গত করে না—তার সম্পর্কে তিনি বলেন, সে তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে এবং উযূ করবে।

٦٧٤- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِى عَنْ جَدِّىْ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ قَالَ قُلْتُ اَرَأَيْتَ اِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৬৭৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব, আবদ ইব্‌ন হুমায়দ ও 'আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন 'আবদুস-সামাদ (র)...... যায়দ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার 'উসমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এবং বীর্য নির্গত না করে, তবে তার হুকুম কি? উসমান (রা) বললেন, সে সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করে নেবে এবং তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে। 'উসমান (রা) বলেন, আমি এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি।

٦٧٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِى عَنْ جَدِّىْ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى وَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا اَيُّوْبَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ذَالِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৬৭৫. আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন আবদুস সামাদ (র)......আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ শুনেছেন।

٢٢- بَابُ نَسْخُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

২২. পরিচ্ছেদ : বীর্যপাত হলেই গোসল ফরয-এ বিধান রহিত হওয়া প্রসঙ্গ

٦٧٦- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِى عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَفِىْ حَدِيْثِ مَطَرٍ وَاِنْ لَمْ يُنْزِلْ قَالَ زُهَيْرٌ مِنْ بَيْنِهِمْ بَيْنَ اَشْعُبِهَا الاَرْبَعِ.

৬৭৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব, আবূ গাস্‌সান আল-মিসমাঈ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যখন কেউ তার স্ত্রীর চার হাত-পায়ের মাঝখানে বসবে এবং তার উপর কসরত করবে, তখন তার ওপর গোসল ফরয হবে। মাতার (র)-এর হাদীসে "যদিও বীর্য নির্গত না করে"-বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে। যুহায়র (র) তাঁর বর্ণনায় بَيْنَ اشْعُبِهَا الاَرْبَعِ বলেছেন (অর্থ একই)।

٦٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِبْنِ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِىْ وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ ثُمَّ اجْتَهَدَ وَلَمْ يَقُلْ وَاِنْ لَّمْ يُنْزِلْ.

৬৭৭. মুহাম্মাদ আম্‌র ইব্‌ন আববাদ ইব্‌ন জাবালা ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্নার সূত্রে কাতাদা থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে শু'বার হাদীসে "তারপর চেষ্টা চালায়" কথাটির উল্লেখ আছে কিন্তু "যদিও বীর্য নির্গত না করে" কথাটির উল্লেখ নেই।

٦٧٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَرِىِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى وَهٰذَا حَدِيْثُهُ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ اخْتَلَفَ فِىْ ذَالِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالاَنْصَارِ فَقَالَ الاَنْصَارِيُّوْنَ لاَيَجِبُ الْغُسْلُ اِلاَّمِنَ الرَّفْقِ اَوْمِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ بَلْ اِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَاَنَا اَشْفِيْكُمْ مِنْ ذَالِكَ فَقُمْتُ فَاَسْتَاْذَنْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَاُذِنَ لِىْ فَقُلْتُ لَهَا يَا اُمَّاهُ اَوْ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اَسْاَلَكِ عَنْ شَىْءٍ وَاِنِّىْ اَسْتَحْيِيْكِ فَقَالَتْ لاَ تَسْتَحْىِ اَنْ تَسْاَلَنِىْ عَمَّا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ اُمَّكَ الَّتِىْ وَلَدَتْكَ فَاِنَّمَا اَنَا اُمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الاَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

৬৭৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)......আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজির ও আনসারদের একটি দল এ ব্যাপারে মতবিরোধ করল। আনসারগণ বলল, সবেগে অথবা স্বাভাবিক গতিতে নির্গত পানি (বীর্য) বের হওয়া ছাড়া গোসল ফরয হয় না। আর মুহাজিরগণ বলল, স্ত্রীর সঙ্গে শুধু মিললেই গোসল ফরয হয় (বীর্য বের হোক বা না হোক)। আবূ মূসা (রা) বললেন, আমি এ ব্যাপারে তোমাদেরকে শান্ত করছি। এরপর আমি উঠে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে (প্রবেশের) অনুমতি চাইলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হল। আমি তাঁকে বললাম, মা! অথবা (তিনি বলেছিলেন) হে মু'মিনদের মা! আমি আপনার কাছে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করছি। তিনি বললেন, তুমি তোমার গর্ভধারিণী মাকে যে ব্যাপারে প্রশ্ন করতে পারতে, সে ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করো না। আমি তো তোমার মা। আমি বললাম, গোসল কিসে ফরয হয়? তিনি বললেন, জানা-শোনা লোকের কাছেই তুমি এসে পড়েছ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন

কোন পুরুষ স্ত্রীর চার হাত-পায়ের মাঝখানে বসবে এবং একের লজ্জাস্থান অপরের লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে, তখন গোসল ফরয হবে।

٦٧٩- حَدَّثَنَا هُرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَهَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الأَيْلِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ اِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ اَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لأَفْعَلُ ذَالِكَ اَنَا وَهٰذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ.

৬৭৯. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ ও হারূন ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আয়লী (র)...... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তারপর বীর্য নির্গত হবার পূর্বেই তার পুরুষাঙ্গ বের করে ফেলে, তাহলে কি তাদের উভয়ের ওপর গোসল ফরয হবে? এ সময়ে আয়েশা (রা) সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি এবং এ [আয়েশা (রা)] ঐরূপ করি, এরপর আমরা গোসল করি।

٢٣- بَابُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

২৩. পরিচ্ছেদ : অগ্নিস্পর্শ দ্রব্যাদি খেলে উযূ করা

٦٨٠- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ الاَنْصَارِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ قَارِظٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ وَجَدَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اِنَّمَا اَتَوَضَّأُ مِنْ اَثْوَارِ اَقِطٍ اَكَلْتُهَا لاَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَوَضَّؤُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَاَنَا اُحَدِّثُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّؤُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

৬৮০. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন লায়স (র)......যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, অগ্নিস্পর্শ খাবার খেয়ে উযূ করা জরুরী। ইব্‌ন শিহাব বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয তাঁকে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন কারিয তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে মসজিদে উযূরত অবস্থায় পেলেন। এরপর তিনি (আবূ হুরায়রা রা) বললেন, আমি পণিরের টুকরো খাবার কারণে উযূ করছি। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা অগ্নিস্পর্শ খাবার খেয়ে উযূ কর। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উসমান-এর নিকট যখন এ

হাদীসটি বর্ণনা করছিলাম, তখন তিনি আমাকে জানান যে, তিনি উরওয়া ইবনুয যুবায়রকে অগ্নিস্পর্শ দ্রব্যাদি সম্পর্কে উযূ করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন উরওয়া বলেছিলেন যে, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা অগ্নিস্পর্শ খাবার খেয়ে উযূ কর।

٢٤- بَابُ نَسْخِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

২৪. পরিচ্ছেদ : অগ্নিস্পর্শ দ্রব্যের ক্ষেত্রে উযূর বিধান রহিত হওয়া প্রসঙ্গে

٦٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

৬৮১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার একটি বক্‌রীর কাঁধের গোশ্‌ত খেলেন, তারপর সালাত আদায় করলেন কিন্তু উযূ করলেন না।

٦٨٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ اَخْبَرَنِىْ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنِىْ الزُّهَيْرِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَكَلَ عَرْقًا اَوْ لَحْمًا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

৬৮২. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী তার পিতা (র) থেকে...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার হাড়ে লাগানো গোশ্‌ত অথবা গোশ্‌ত খেলেন। তারপর সালাত আদায় করলেন কিন্তু উযূ করলেন না বা পানি স্পর্শ করলেন না।

٦٨٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ جَعْفَرِبْنِ عَمْرِوبْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفٍ يَاْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

৬৮৩. মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ্ (র)...... আমর ইব্‌ন উমায়্যা আদ-দামরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি বকরীর কাঁধের গোশ্‌ত কেটে খাচ্ছেন। তারপর তিনি (রাসূল সা) সালাত আদায় করলেন, আর উযূ করলেন না।

٦٨٤- حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَاَكَلَ مِنْهَا فَدُعِىَ اِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّيْنَ وَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذَالِكَ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِىْ بُكَيْرُ بْنُ الاَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا

ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ ابْنِ الاَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ بِذَالِكَ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ اَبِى هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى رَافِعٍ عَنْ اَبِى غَطْفَانَ عَنْ اَبِى رَافِعٍ قَالَ اَشْهَدُ لَكُنْتُ اَشْوِىْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

৬৮৪. আহ্মাদ ইব্ন ঈসা (র)....... আমর ইব্ন উমায়্যা আদ-দামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখলাম তিনি একটি বক্রীর কাঁধের গোশ্ত (ছুরি দিয়ে) কাটছেন। তারপর তিনি তা খেলেন। ইতিমধ্যেই সালাতের জন্য ডাকা হল। তিনি তখন দাঁড়িয়ে গেলেন ও ছুরিটি ফেলে দিলেন এবং সালাত আদায় করলেন; কিন্তু উযূ করলেন না। আমর বলেন, বুকায়র ইবনুল আশাজ্জ কুরায়বের সূত্রে নবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার তাঁর কাছে বসে কাঁধের গোশত খেলেন। তারপর সালাত আদায় করলেন কিন্তু উযূ করলেন না। আমর বলেন, সাঈদ ইব্ন আবূ হিলাল-এর সূত্রে আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য বকরীর পেটের গোশ্ত ভুনা করতাম (তিনি তা খেতেন), তারপর সালাত আদায় করতেন কিন্তু উযূ করতেন না।

٦٨٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا

৬৮৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার দুধ পান করলেন। তারপর পানি আনালেন, এরপর কুলি করলেন এবং বললেন, এতে তৈলাক্ত পদার্থ রয়েছে।

٦٨٦- حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ عَمْرُوٌ ح حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الاَوْزَعِىِّ ح وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ مِثْلَهُ.

৬৮৬. আহ্মাদ ইব্ন ঈসা (র), যুহায়র ইব্ন হারব ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া প্রত্যেকেই ইব্ন শিহাব (র) থেকে উকায়ল-এর সনদে যুহরী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٨٧- حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ فَاُوْتِىَ بِهَدِيَّةٍ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَاَكَلَ ثَلاَثَ لُقَمٍ ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ وَمَا مَسَّ مَاءً.

৬৮৭. আলী ইব্ন হুজ্র (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার কাপড় পরে সালাতের জন্য বের হলেন। ইতিমধ্যেই কিছু রুটি ও গোশ্ত হাদিয়া এল। তিনি (তা থেকে) তিন লোক্মা খেলেন। তারপর লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং পানি স্পর্শও করলেন না।

٦٨٨- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ ابْنِ حَلْحَلَةَ وَفِيْهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذٰلِكَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ صَلّٰى وَلَمْ يَقُلْ بِالنَّاسِ.

৬৮৮. আবূ কুরায়ব (রা)....... মুহাম্মাদ ইব্ন আম্র ইব্ন আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা আব্বাস (রা)-এর সাথে ছিলাম। এরপর তিনি ইব্ন হালহালার হাদীস (উপরোক্ত হাদীস)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেন। সেখানে উল্লেখ আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর এ হাদীসের রাবী শুধু সালাত আদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। 'লোকদেরকে নিয়ে' কথাটির উল্লেখ করেননি।

٢٥- بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ

২৫. পরিচ্ছেদ : উটের গোশ্ত আহারে উযূ

٦٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ: اَاَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَاِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ قَالَ اَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الاِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الاِبِلِ قَالَ اُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اُصَلِّىْ فِىْ مَبَارِكِ الاِبِلِ قَالَ لاَ.

৬৮৯. আবূ কামিল ফুদায়ল ইব্ন হুসায়ন আল-জাহদারী (র)....... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আমি কি বকরীর গোশ্ত খেয়ে উযূ করব? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা উযূ করতে পার আর নাও করতে পার। সে বলল, আমি কি উটের গোশ্ত খেয়ে উযূ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, উটের গোশ্ত খেয়ে তুমি উযূ করবে। সে বলল, আমি কি বকরীর খোঁয়াড়ে সালাত আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, আমি কি উটের খোঁয়াড়ে সালাত আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, না।

٦٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ ح وَحدَّثَنِىْ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَاَشْعَثَ بْنِ اَبِىْ الشَّعْثَاءِ كُلُّهُمْ عَنْ جَعْفَرِبْنِ اَبِىْ ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ كَامِلٍ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ.

৬৯০. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) প্রত্যেকেই নিজ নিজ সনদে জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে আবূ কামিল-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٦- بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ اَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ-

২৬. পরিচ্ছেদ : পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকার পর উযূ ভঙ্গের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিলে সে উযূ দিয়ে সালাত আদায় করা জায়েয হওয়ার দলীল

٦٩١- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ شُكِيَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْصَرِفُ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِيْ رِوَايَتِهِمَا هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ.

৬৯১. আম্র আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব এবং আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... 'আব্বাদ ইব্ন তামীম (র) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলেন, সালাতের মধ্যে যার মনে হয় যেন কিছু (বায়ু) বের হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে (সালাত ছেড়ে) যাবে না, যতক্ষণ না (বায়ু বের হবার) শব্দ শুনবে অথবা (তার) গন্ধ পাবে।[১] আবূ বাকর ও যুহায়র ইব্ন হারব তাদের বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, ঐ ব্যক্তি ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা)।

٦٩٢- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِيْ بَطْنِهِ شَيْئًا فَاَشْكَلَ عَلَيْهِ اَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ اَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

৬৯২. যুহায়র ইব্ন হারব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন তার পেটের মধ্যে কিছু অনুভব করে, তারপর তার সন্দেহ দেখা দেয় যে, পেট থেকে কিছু বের হল কিনা। তখন সে যেন মসজিদ থেকে কিছুতেই বের না হয়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে অথবা গন্ধ পায়।

٢٧- بَابُ طَهَارَةِ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ

২৭. পরিচ্ছেদ : মৃত জন্তুর চামড়া পাকা (দাবাগাত) করাদ্বারা পবিত্র হয়

٦٩٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصُدِّقَ عَلٰى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُوْنَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلَّا اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ اِنَّمَا حَرُمَ اَكْلُهَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ فِيْ حَدِيْثِهِمَا عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا.

৬৯৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, আম্র আন-নাকিদ ও ইব্ন আবূ উমর (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মায়মূনা (রা)-এর দাসীকে কেউ একটি বক্রী সাদকা দিল। পরে

---

১. অর্থাৎ এই বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত।

সে বকরীটি মারা যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মরে পড়ে থাকা বকরীটির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, তোমরা কেন এর চামড়া খুলে নিয়ে তা পাকা করে তা দিয়ে উপকৃত হওনা? সাহাবীগণ বললেন, এটা যে মৃত। তিনি বললেন, (তাতে কি) এটা খাওয়া হারাম (চামড়া ব্যবহার করা তো হারাম নয়)।

٦٩٤- وَحَدَّثَنِي أَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُوْنَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوْا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا-

৬৯৪. আবুত্-তাহির ও হারমালা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি মৃত বকরী দেখলেন, যা মায়মূনা (রা)-এর দাসীকে সাদকা স্বরূপ দেয়া হয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা এর চামড়া দিয়ে উপকৃত হওনা কেন? সাহাবীগণ বললেন, এটা তো মৃত। তিনি বললেন, এটা তো কেবল আহার করাই হারাম করা হয়েছে।

٦٩٥- حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ بِنَحْوِ رِوَايَةِ يُوْنُسَ.

৬৯৫. হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) এই সনদে ইউনুস-এর রিওয়ায়াত-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٩٦- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَعَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوْحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُوْنَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلاَّ أَخَذُوْا إِهَابَهَا فَدَبَغُوْهُ فَانْتَفَعُوْا بِهِ.

৬৯৬. ইব্ন আবূ উমর ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আয-যুহরী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ফেলে দেয়া মরা বকরীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন যা মায়মূনা (রা)-র দাসীকে সাদকা স্বরূপ দেয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তারা এর চামড়া কেন খুলে নিল না? চামড়াটি পাকা করে তা দিয়ে উপকৃত হত!

٦٩٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُنْذُ حِيْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُوْنَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ دَاجِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَاتَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ.

৬৯৭. আহ্মাদ ইব্ন উস্মান আন-নাওফালী (র)......আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মায়মূনা (রা) তাঁকে জানান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন এক স্ত্রীর একটি পালিত বক্রী ছিল, সেটি মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা কেন এর চামড়া খুলে নিয়ে তা দিয়ে উপকৃত হও না?

٦٩٨-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلاَةٍ لِمَيْمُوْنَةَ فَقَالَ اَلاَّ اَنْتَفَعْتُمْ بِاِهَابِهَا.

৬৯৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মায়মুনা (রা)-এর দাসীর একটি মরা বকরীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা এর চামড়া কেন কাজে লাগাও না?

٦٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنَ وَعْلَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا دُبِغَ الْاِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

৬৯৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, চামড়া যখন পাকা (দাবাগাত) করা হয়, তখন তা পবিত্র হয়ে যায়।

٧٠٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِىْ ابْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ يَعْنِىْ حَدِيْثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيٰى.

৭০০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٧٠١- حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ اَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَائِىِّ فَرْوًا فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ مَالَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ اِنَّا نَكُوْنُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوْسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوْهُ وَنَحْنُ لاَ نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ وَيَأْتُوْنَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُوْنَ فِيْهِ الْوَدَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ دِبَاغُهُ طَهُوْرُهُ.

৭০১. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর ও আবূ বাকর ইব্‌ন ইসহাক (র)......আবুল খায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইব্‌ন ওয়ালা আস-সাবাঈকে চামড়ার পোশাক পরিহিত দেখে তা হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম। তিনি বললেন, হাত দিয়ে কি দেখছ? আমি (এ ব্যাপারে) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছি যে, আমরা আল-মাগরিব (আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলে)-এ থাকি। আমাদের সঙ্গে বার্বার ও অগ্নিপূজক সম্প্রদায় বাস করে। তারা বকরী যবেহ্ করে আমাদের কাছে নিয়ে আসে। আমরা তাদের যবেহ্কৃত জন্তু খাই না। তারা আমাদের

কাছে মশ্‌ক নিয়ে আসে যাতে চর্বি জাতীয় পদার্থ থাকে (তখন আমরা কি করব?)। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন যে, পাকা (দাবাগত) করলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে।

٧٠٢- وَحَدَّثَنِي اسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اسْحٰقَ عَنْ عَمْرِ وبْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُوْبَ عَنْ جَعْفَرِبْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَعْلَةَ السَّبَائِىُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ اِنَّا نَكُوْنُ بِالْمَغْرِبِ فَيَأْتِيْنَا الْمَجُوْسُ بِالْاَسْقِيَةِ فِيْهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ اُشْرِبْ فَقُلْتُ اَرَأْىٌ تَرَاهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ دِبَاغُهُ طَهُوْرُهُ.

৭০২. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর ও আবূ বাকর ইব্‌ন ইসহাক (র)...... ইব্‌ন ওয়া'লা আস-সাবাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমরা আল-মাগরিবে থাকি। সেখানে আমাদের কাছে অগ্নিপূজকরা মশক নিয়ে আসে, যাতে পানি এবং চর্বি জাতীয় পদার্থ থাকে (আমরা সেগুলো ব্যবহার করব কি?)। তিনি বললেন, তা পান করে নাও। আমি বললাম, এটা কি আপনার নিজের অভিমত? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, চামড়া পাক (দাবাগাত) করলেই তা পবিত্র হয়ে যায়।

٢٨- بَابُ التَّيَمُّمِ

২৮. পরিচ্ছেদ : তায়াম্মুমের বিবরণ

٧٠٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِىْ فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَاَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَاَتَى النَّاسُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالُوْا أَلاَتَرٰى اِلٰى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ اَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلٰى فَخِذِىْ قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِىْ خَاصِرَتِىْ فَلاَ يَمْنَعُنِىْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى فَخِذِىْ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ عَلٰى غَيْرِ مَاءٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ وَهُوَ اَحَدُ النُّقَبَاءِ مَا هِىَ بِاَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَاالَ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِىْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

৭০৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন এক সফরে আমরা তাঁর সাথে বের হলাম। আমরা যখন বায়দা অথবা যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমার হার খুলে পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা তালাশ করতে সেখানে থেমে গেলেন। আর লোকজনও তাঁর সাথে সাথে থেমে পড়ল। তাদের কাছাকাছি কোথাও পানি ছিল না এবং তাদের নিজেদের কাছেও পানি ছিল না।

অতঃপর লোকজন আবূ বকর (রা)-এর কাছে এসে বলতে লাগল, আপনি দেখছেন না আয়েশা (রা) কি করল? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আটকে দিয়েছে এবং সেই সাথে সমস্ত লোককে আটকে রেখেছে। অথচ তাদের কাছাকাছি কোথাও পানি নেই আর না তাদের নিজেদের কাছে পানি আছে। অতঃপর আবূ বকর (রা) আমার কাছে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার উরুর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। তিনি এসে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং সমস্ত লোকজনকে আটকে রেখেছ। অথচ না তারা পানির কাছাকাছি রয়েছে, আর না তাদের নিজেদের কাছে পানি আছে। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর আবূ বকর (রা) আমাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং যতদূর বলার বললেন। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার পাঁজরে আঘাত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার উরুর ওপর থাকার কারণে আমি নড়তেও পারলাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমিয়েই রইলেন। এমনি করে পানিবিহীনভাবে সকাল হল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। তখন উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) যিনি ছিলেন নাকীবদের[১] অন্যতম, বললেন, "হে আবূ বকর তনয়া! এটাই আপনার প্রথম বরকত নয়।"

আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর আমি যে উটের ওপর ছিলাম, সেটিকে চলার জন্য উঠালাম। তখন উক্ত হারটি তার নিচে পাওয়া গেল।

٧٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِهِ فِىْ طَلَبِهَا فَاَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلُّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ فَلَمَّا اَتَوُ النَّبِىَّ ﷺ شَكَوْا ذٰلِكَ اِلَيْهِ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَانَزَلَ بِكِ اَمْرٌ قَطُّ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةً.

৭০৪. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা এবং আবূ কুরায়ব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আস্মা (রা) থেকে একটি হার ধার নিয়েছিলেন। অতঃপর তা হারিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কিছু লোককে তা খুঁজতে পাঠালেন। (পথে) তাদের সালাতের সময় হয়ে গেল। তখন তারা উযূ ছাড়াই সালাত আদায় করলেন। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে এ ঘটনা জানালেন। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হল। এ সময় উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে উত্তম বদলা দান করুন। আল্লাহ্র কসম! আপনার ওপর যখনই কোন সমস্যা এসেছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য এর সমাধানের পথ করে দিয়েছেন এবং মুসলমানদের জন্য তাতে বরকত রেখেছেন।

٧٠٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًامَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِىْ مُوْسٰى فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى يَااَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً اَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَيَتَيَمَّمُ وَاِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَكَيْفَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ فِىْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ **فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا** فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ

১. নাকীব-হিজরতের আগে যে সকল আনসার 'আকাবায় নবী ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন, তাদেরকে 'নাকীব' বলে।

لَاوْشَكَ اِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ اَنْ يَّتَيَمَّمُوْا بِالصَّعِيْدِ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى لِعَبْدِ اللّٰهِ أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَاجَةٍ فَاَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِى الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هٰكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْاَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِيْنِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ أَوَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ .

৭০৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)......শাকীক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি একবার আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ) ও আবূ মূসা (রা)-র কাছে বসেছিলাম। তখন আবূ মূসা (রা) বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান! কোন ব্যক্তি যদি জানাবতওয়ালা হয় (যার ফলে তার গোসল ফরয হয়) এবং সে এক মাস যাবত পানি না পায়, তাহলে সে কিভাবে সালাত আদায় করবে? আবদুল্লাহ্ বললেন, সে তায়াম্মুম করবে না যদিও একমাস পানি না পায়। আবূ মূসা বললেন, তাহলে সূরা মায়িদার এ আয়াত فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا) "যদি তোমরা পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর") এর কি হবে? আবদুল্লাহ্ বললেন, এ আয়াতের দ্বারা তাদেরকে যদি তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয় তাহলে (ধীরে ধীরে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছবে যে) পানি ঠাণ্ডাবোধ হলে তারা মাটি দিয়ে তায়াম্মুম শুরু করবে। আবূ মূসা (রা) তখন আবদুল্লাহ্‌কে বললেন, আপনি কি আম্মারের বর্ণনা শোনেননি (তিনি বলেন) যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কোন এক প্রয়োজনে পাঠালেন। (পথিমধ্যে) আমি অপবিত্র হয়ে গেলাম এবং পানি পেলাম না। তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম চতুষ্পদ জন্তু যেভাবে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে এ ঘটনা বললাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, তোমার জন্য দুই হাত দিয়ে এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল—এই বলে তিনি তাঁর দুই হাত একবার মাটিতে মারলেন। তারপর বামহাত দিয়ে ডান হাত মাসেহ্ করলেন এবং উভয় হাতের কব্জির উপরিভাগ ও মুখমণ্ডল মাসাহ্ করলেন। আবদুল্লাহ্ বললেন, তুমি কি দেখনি যে, উমর (রা) আম্মার (রা)-এর কথা যথেষ্ট মনে করেন নি?

٧٠٦– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى لِعَبْدِ اللّٰهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَقُوْلَ هٰكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

৭০৬. আবূ কামিল আল-জাহ্‌দারী (র)......শাকীক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবূ মুসা আব্দুল্লাহ্ (রা)-কে বললেন, এরপর আবূ মু'আবিয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল—এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত মাটিতে মারলেন। অতঃপর ঝেড়ে মুখমণ্ডল এবং উভয় হাতের কব্জি মাসেহ্ করলেন।

٧٠٧– حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِىْ ابْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتٰى عُمَرَ فَقَالَ اِنِّىْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدْ مَاءً فَقَالَ لَاتُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ اَنَا وَاَنْتَ فِىْ

سَرِيَّةٍ فَاَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ اَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْاَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ فَقَالَ عُمَرُ اتَّقِ اللّٰهَ يَاعَمَّارُ قَالَ اِنْ شِئْتَ لَمْ اُحَدِّثْ بِهِ قَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ ذَرٍّ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ الَّذِىْ ذَكَرَ الْحَكَمُ فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مَاتَوَلَّيْتَ.

৭০৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাশিম আল-আবদী (র)......আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি উমর (রা)-এর কাছে এসে বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি, কিন্তু পানি পাইনি (তখন কি করব?)। তিনি বললেন, তুমি সালাত আদায় করো না। তখন আম্মার (রা) বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমি ও আপনি কোন এক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। অতঃপর আমরা উভয়েই অপবিত্র হয়ে পড়লাম। আর একটুও পানি পেলাম না। তখন আপনি সালাত আদায় করলেন না, কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং সালাত আদায় করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ ঘটনা জানালে (তিনি) বললেন, "তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, তোমার উভয় হাত মাটিতে মারতে তারপর তা ঝেড়ে ফেলে তা দিয়ে তোমার মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি মাসেহ্ করতে।" উমর (রা) বললেন, "আম্মার! আল্লাহ্‌কে ভয় কর।" তিনি (আম্মার রা) বললেন, "আপনি চাইলে আমি এটা আর বর্ণনা করব না।"

হাকাম বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযার পুত্র তাঁর পিতা আবদুর রহমান থেকে আমার কাছে যার্‌র-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, অতঃপর উমর (রা) বললেন, তোমার বর্ণনার দায়-দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পণ করলাম।

٧٠٨- وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى قَالَ قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَجُلًا اَتٰى عُمَرَ فَقَالَ اِنِّىْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدْ مَاءً وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَزَادَ فِيْهِ قَالَ عَمَّارٌ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنْ حَقِّكَ لَااُحَدِّثُ بِهِ اَحَدًا وَلَمْ يَذْكُرْ حَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ اَقْبَلْتُ اَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلٰى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى اَبِى الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِىِّ فَقَالَ اَبُو الْجَهْمِ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

৭০৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)......আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি উমর (র)-এর কাছে এসে বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি এবং পানি পাইনি (তখন কি করব)-এরপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে অতিরিক্ত আছে যে, আম্মার (র) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'আলা আমার ওপর আপনার যে হক রেখেছেন (অর্থাৎ আপনাকে খলীফা বানিয়েছেন) তার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলছি : আপনি চাইলে আমি আর কারো কাছে এটা বর্ণনা করব না।

contents

মুসলিম বলেন, লায়স ইব্ন সা'দ-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (র)-এর আযাদকৃত দাস উমায়র থেকে বর্ণিত। তিনি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি এবং উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা)-এর আযাদকৃত দাস আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াসার একবার আবুল জাহম ইবনুল হারিস সিম্মা আল-আনসারীর কাছে গেলাম। তখন আবুল জাহম (র) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার বি'র-ই জামাল (মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থান)-এর দিক থেকে আসছিলেন, অতঃপর পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে সালাম দিল কিন্তু তিনি তার উত্তর দিলেন না, বরং একটি দেয়ালের কাছে গিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত মাসেহ করলেন। তারপর সালামের জবাব দিলেন।

٧٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

৭০৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)......ইব্ন উমর (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি পথ দিয়ে যাচ্ছিল আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন পেশাব করছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাম করল কিন্তু তিনি তার জবাব দিলেন না।

٢٩- بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ الْمُسْلِمَ لاَيَنْجَسُ.

২৯. পরিচ্ছেদ : মুসলমান অপবিত্র হয় না, এর প্রমাণ

٧١٠- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِىْ ابْنَ سَعِيْدٍ قَالَ حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ طَرِيْقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقِيْتَنِىْ وَاَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَكَ حَتّٰى اَغْتَسِلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُبْحٰنَ اللّٰهِ اَنَّ الْمُؤْمِنَ لاَيَنْجَسُ.

৭১০. যুহায়র ইব্ন হারব ও আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার মদীনার কোন এক রাস্তায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি (আবূ হুরায়রা) তখন (জানাবাত) অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন। এই কারণে তিনি আস্তে করে পাশ কেটে চলে গেলেন এবং গোসল করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে তালাশ করলেন। পরে তিনি আসলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "আবূ হুরায়রা। তুমি কোথায় ছিলে?" তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাত হয় তখন আমি অপবিত্রাবস্থায় ছিলাম। তাই আমি গোসল না করে আপনার মজলিসে বসা ভাল মনে করিনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সুবহানাল্লাহ্! মু'মিন তো অপবিত্র হয় না।[১]

٧١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ كُنْتُ جُنُبًا قَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ لاَيَنْجَسُ.

---

১. গোসল ফরয হওয়ার কারণে একজন এমন অপবিত্র হয় না যদ্দরুন তাকে স্পর্শ করা বা তার সঙ্গে উঠাবসা করা যায় না।

৭১১ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)......হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা অপবিত্র থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে তার সাক্ষাত হয়। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে পাশ কেটে চলে গেলেন এবং গোসল করে পরে এলেন এবং বললেন, আমি জানাবাত (গোসল ফরয হওয়ার কারণে নাপাক) অবস্থায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, মুসলিম তো নাপাক হয় না।

٣٠- بَابُ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا

৩০. পরিচ্ছেদ : জানাবত বা অন্য কারণে অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার যিকর করা

٧١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلاَءِ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَالِدِبْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْبَهِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِه.

৭১২. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সব সময়ই আল্লাহ্‌র যিকর করতেন।

٣١- بَابُ جَوَازِ اَكْلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ وَاَنَّهُ لاَكَرَاهَةَ فِىْ ذٰلِكَ وَاَنَّ الْوُضُوْءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ.

৩১. পরিচ্ছেদ : উযূ না থাকা অবস্থায় খানা খাওয়া জায়েয; এতে কোন দোষ নেই। কারণ উযূ ভঙ্গের সাথে সাথেই তা করা জরুরী নয়

٧١٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِىُّ وَاَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا حَمَادُبْنُ زَيْدٍ وَقَالَ اَبُوْ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَاُتِىَ بِطَعَامٍ فَذَكَرُوْا لَهُ الْوُضُوْءَ فَقَالَ اُرِيْدُ اَنْ اُصَلِّى فَاَتَوَضَا؟

৭১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী ও আবুর-রাবী আয-যাহ্‌রানী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শৌচাগার থেকে বের হলেন। ইতিমধ্যেই খানা হাযির করা হল। লোকজন তাঁকে উযূর কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তিনি বললেন, আমি কি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করছি যে উযূ করব?

٧١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْحُوَيْرِثِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَاُتِىَ بِطَعَامٍ فَقِيْلَ لَهُ أَلاَ تَوَضَّأُ فَقَالَ لَمْ أُصَلِّى فَاَتَوَضَا.

৭১৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তিনি পায়খানা থেকে এলেন। খানা হাযির করা হল। তাঁকে বলা হল, আপনি কি উযূ করবেন না? তিনি বললেন : কেন আমি কি সালাত আদায় করছি যে উযূ করব।

٧١٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنَ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِىُّ عَنْ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْحُوَيْرِثِ مَوْلٰى اٰلِ السَّائِبِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا جَاءَ قُدِّمَ لَهُ طَعَامٌ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَلاَتَوَضَّأُ قَالَ لِمَ أَلِلصَّلاَةِ.

৭১৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার পায়খানায় গেলেন। পরে তিনি যখন (পায়খানা সেরে ফিরে) এলেন তখন তাঁর সামনে খানা পেশ করা হল। অতঃপর তাঁকে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি উযূ করবেন না? তিনি বললেন, কেন, সালাতের জন্য?

٧١٦- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُبْنُ عَمْرِوبْنِ عَبَّادِبْنِ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْعَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُبْنُ حُوَيْرِثٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ طَعَامٌ فَاَكَلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً قَالَ وَزَادَنِي عَمْرُوْبْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيْلَ لَه اِنَّكَ لَمْ تَوَضَّأْ قَالَ مَا اَرَدْتُ صَلاَةً فَاَتَوَضَّأَ وَزَعَمَ عَمْرٌوْاَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيْدِبْنِ الْحُوَيْرِثِ.

৭১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন জাবালা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শৌচাগার থেকে প্রয়োজন সেরে এলেন। তাঁর সামনে খানা পেশ করা হল। তিনি পানি স্পর্শ না করে (উযূ না করে) তা আহার করলেন।
আম্‌র ইব্‌ন দীনার-এর বর্ণনায় আরো অতিরিক্ত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলা হল, আপনি যে উযূ করলেন না? তিনি বললেন, আমি তো আর এখন সালাত আদায়ের ইচ্ছা করিনি যে, উযূ করব। আম্‌র ইব্‌ন দীনার বলেন, এ হাদীসটি তিনি সাঈদ ইবনুল হুওয়ায়রিস (র) থেকে শুনেছেন।

٣٢- بَابُ مَايَقُوْلُ اِذَا اَرَادَ دُخُوْلَ الْخَلاَءِ.

৩২. পরিচ্ছেদ : শৌচাগারে প্রবেশের দু'আ

٧١٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ وَقَالَ يَحْيَى اَيْضًا اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِبْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ فِيْ حَدِيْثِ حَمَّادٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَفِيْ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْكَنِيْفَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

৭১৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শৌচাগারে প্রবেশ করার সময় বলতেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ (হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে দুষ্ট পুরুষ জিন্ন ও নারী জিন্ন থেকে পানাহ চাচ্ছি)।

٧١٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

৭১৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আবদুল আযীয (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই বর্ণনায় اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ এর উল্লেখ রয়েছে।

٣٣- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى اَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لاَيَنْقُضُ الْوُضُوْءَ.

৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ বসা অবস্থায় ঘুমালে উযূ ভঙ্গ হয় না

٧١٩- حَدَّثَنِي زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَجِيٌّ لِرَجُلٍ وَفِيْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ يُنَاجِي الرَّجُلَ فَمَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ حَتّٰى نَامَ الْقَوْمُ.

৭১৯. যুহায়র ইব্ন হারব ও শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, (একবার) সালাত শুরু হয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির সাথে নিভৃতে আলাপ করছিলেন। অতঃপর তিনি এত দেরী করে এসে সালাত শুরু করলেন যে, লোকজন তখন (বসে বসে) ঘুমাচ্ছিলেন।

٧٢٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِيْ رَجُلاً فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيْهِ حَتّٰى نَامَ اَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلّٰى بِهِمْ.

৭২০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আল-আনবারী (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, (একবার) সালাত শুরু হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির সাথে একান্তে আলাপ করছিলেন। তিনি এভাবে এতক্ষণ পর্যন্ত আলাপ করতে থাকলেন যে, তাঁর সাহাবীগণ (বসে বসে) ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর তিনি এসে তাঁদের সহ সালাত আদায় করলেন।

٧٢١- وَحَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنَامُوْنَ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّأُوْنَ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ اَنَسٍ قَالَ اَيْ وَاللّٰهِ.

৭২১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব আল হারিসী (র)......কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণ ঘুমিয়ে যেতেন, তারপর সালাত আদায় করতেন কিন্তু উযূ করতেন না।
বর্ণনাকারী শু'বা বলেন, আমি কাতাদাকে বললাম "আপনি কি নিজে হযরত আনাস (রা)-এর কাছ থেকে শুনেছেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম!"

٧٢٢- حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ اُقِيْمَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ لِيْ حَاجَةٌ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِيْهِ حَتّٰى نَامَ الْقَوْمُ اَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّوْا.

৭২২. আহ্মাদ ইব্ন সঈদ ইব্ন সাখর আদ দারিমী (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, (একবার) এশার জামা'আত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তখন এক ব্যক্তি বলল, আমার কিছু প্রয়োজন আছে। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে তার সাথে আলাপ করতে লাগলেন। তিনি এতক্ষণ পর্যন্ত আলাপ করলেন যে, উপস্থিত সকলেই অথবা কিছু লোক ঘুমিয়ে পড়ল (বসে বসে)। তারপর তারা সালাত আদায় করলেন।

contents

كِتَابُ الصَّلاَةِ

অধ্যায় : সালাত

١. بَابُ بَدْءِ الْاَذَانِ

১. পরিচ্ছেদ : আযান-এর সূচনা

٧٢٣- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ مَوْلٰى ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِىْ بِهَا اَحَدٌ فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ اَوَلاَتَبْعَثُوْنَ رَجُلاً يُنَادِى بِالصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَابِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ.

৭২৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হানযালী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মুসলমানগণ যখন মদীনায় এলেন তখন তারা একত্র হতেন এবং সালাতের সময়ের অপেক্ষা করতেন। সালাতের জন্য ডাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না। একদিন তারা এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করলেন। কেউ কেউ বললেন খ্রিস্টানদের মত নাকূস (শঙ্খ) বাজানোর নিয়ম গ্রহণ করা হোক। কেউ কেউ বললেন ইয়াহূদীদের মত শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার নিয়ম গ্রহণ করা হোক। উমর (রা) বললেন, তোমরা সালাতে ডাকার জন্য একজন লোক প্রেরণের ব্যবস্থা কেন করছ না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বিলাল! তুমি উঠ এবং সালাতের জন্য ডাক দাও (আযান দাও)।

٢.- بَابُ الْاَمْرِ بِشَفْعِ الْاَذَانِ وَاِيْتَارِ الْاِقَامَةِ اِلاَّ كَلِمَةَ الْاِقَامَةِ فَاِنَّهَا مَثْنٰى.

২. পরিচ্ছেদ : আযানের শব্দ গুলো দুই-দুইবার এবং ইকামাতের শব্দগুলো قَد قَامَتِ الصَّلٰوةُ ছাড়া একবার করে বলা

٧٢٤- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ جَمِيْعًا عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُمِرَ بِلاَلٌ

اَنْ يَشْفَعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاِقَامَةَ زَادَ يَحْيٰى فِىْ حَدِيْثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثْتُ بِهِ اَيُّوْبَ فَقَالَ اِلاَّ الاِقَامَةَ.

৭২৪. খালাফ ইব্ন হিশাম ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, হযরত বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল আযানের শব্দগুলো দু'বার করে বলতে এবং ইকামাতের শব্দগুলো একবার করে বলতে।

ইয়াহ্ইয়া তার হাদীসে ইব্ন উলায়্যার মাধ্যমে এতটুকু যোগ করেন যে, আমি আইউব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, قدقامت الصلواة শব্দটি ছাড়া (এটি দু'বার বলবে) বাকী শব্দগুলো একবার করে বলবে।

٧٢٥- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرُوْا اَنْ يُعْلِمُوْا وَقْتَ الصَّلاَةِ بِشَىْءٍ يَعْرِفُوْنَهُ فَذَكَرُوْا اَنْ يُنَوِّرُوْا نَارًا اَوْ يَضْرِبُوْا نَاقُوْسًا فَاُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَشْفَعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاِقَامَةَ.

৭২৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, (একদা) সাহাবায়ে কিরাম কোন পরিচিত জিনিসের মাধ্যমে সালাতের ওয়াক্ত জানিয়ে দেয়া সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করলেন। এ ব্যাপারে তারা আগুন জ্বালানো অথবা নাকূস (শঙ্খ) বাজানোর কথা উল্লেখ করলেন। শেষে হযরত বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেয়া হল, আযানের শব্দগুলোকে দু'বার করে বলতে এবং ইকামাতের শব্দগুলোকে একবার করে বলতে।

٧٢٦- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ اَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوْا اَنْ يُعْلِمُوْا بِمِثْلِ حَدِيْثِ الثَّقَفِىِّ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَنْ يُوْرُوْا نَارًا.

৭২৬. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র)......খালিদ আল-হায্যা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত আছে যে, যখন লোকজন বেশি হয়ে গেল, তখন তারা সালাতের ওয়াক্ত জানিয়ে দেয়ার আলোচনা করল। এরপর তিনি সাকাফীর হাদীস-এর অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে اَنْ يُنَوِّرُوْا نَارًا এর স্থলে اَنْ يُوْرُوْا نَارًا উল্লেখ রয়েছে।

٧٢٧- وَحَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنِ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَشْفَعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاِقَامَةَ.

৭২৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর আল-কাওয়ারীরী (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আযানের শব্দগুলো দু'বার করে বলতে এবং ইকামাতের শব্দগুলো একবার করে বলতে।[১]

১. হানাফী মতে ইকামতের শব্দও দু'বার করে বলা উত্তম। এই বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সহীহ্ রিওয়ায়াত আছে।

٣- بَابُ صِفَةِ الاَذَانِ.

৩. পরিচ্ছেদ : আযানের পদ্ধতি

٧٢٨- حَدَّثَنِي اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَامِرٍ الاَحْوَلِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَهُ هٰذَا الاَذَانَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، ثُمَّ يَعُوْدُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ زَادَ اِسْحٰقَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

৭২৮. আবূ গাস্সান আল মিসমাঈ, মালিক ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)......আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে এই আযান শিখিয়েছিলেন اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ্ মহান); اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই); اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল); এরপর আবার বলবে اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ দুইবার اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ দুইবার। حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (সালাতের জন্য এস) দুইবার; حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (কল্যাণের দিকে এস) দুইবার। ইসহাক তার বর্ণনায় اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ এবং لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বাক্য দু'টি বর্ণনা করেছেন।

٤- بَابُ اِسْتِحْبَابِ اِتِّخَاذِ مُؤَذِّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ.

৪. পরিচ্ছেদ : এক মসজিদের জন্য দুইজন মু'আয্যিন নির্ধারণ করা মুস্তাহাব

٧٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلاَلٌ وَابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ الاَعْمٰى.

৭২৯. ইব্ন নুমায়র (র)......ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দুইজন মু'আযযিন ছিল। বিলাল এবং অন্ধ সাহাবী ইব্ন উম্মু মাকতূম।

٧٣٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.

৭৩০. ইব্ন নুমায়র (র)...... আয়েশা (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥- بَابُ جَوَازِ أَذَانِ الْأَعْمٰى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيْرٌ

৫. পরিচ্ছেদ : যদি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন কেউ সাথে থাকে তবে অন্ধ ব্যক্তির আযান দেওয়া জায়েয

٧٣١- حَدَّثَنِيْ أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِيْ ابْنَ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ أَعْمٰى.

৭৩১. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা আল-হামদানী (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ইব্ন উম্মু মাকতূম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনুমতিক্রমে আযান দিতেন। আর তিনি ছিলেন দৃষ্টিহীন।

٧٣٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৭৩২. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা আল-মুরাদী (র)...... হিশাম (র)-এর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٦- بَابُ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْإِغَارَةِ عَلٰى قَوْمٍ فِيْ دَارِ الْكُفْرِ إِذَا سُمِعَ فِيْهِمُ الْأَذَانُ

৬. পরিচ্ছেদ : দারুল কুফর বা অমুসলিম দেশে কোন গোত্রে আযানের ধ্বনি শোনা গেলে সেই গোত্রের উপর হামলা করা থেকে বিরত থাকা

٧٣٣- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِيْ ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُغِيْرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ فَنَظَرُوْا فَإِذَا هُوَ رَاعِيْ مِعْزًى.

৭৩৩. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভোরে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতেন। তিনি আযান শোনার অপেক্ষা করতেন। আযান শুনতে পেলে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতেন। আযান শুনতে না পেলে আক্রমণ করতেন। একবার তিনি কোন এক ব্যক্তিকে اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলতে শুনলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি ফিতরাত (দীন ইসলাম)-এর উপর রয়েছ। এরপর সে ব্যক্তি أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ + أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে এলে। সাহাবায়ে কিরাম লোকটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখতে পেলেন যে, সে ছিল একজন ভেড়ার রাখাল।

٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِىْ ﷺ ثُمَّ يَسْأَلُ لَهُ الْوَسِيْلَةَ

৭. পরিচ্ছেদ : আযানের জবাবে মু'আয্‌যিনের অনুরূপ বলা মুস্তাহাব। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করা এবং তাঁর জন্য ওসীলার দু'আ করা

٧٣٤- حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ.

৭৩৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মু'আয্‌যিন যা বলে তাই বলবে।

٧٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ وَسَعِيْدِ ابْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ وَغَيْرِهِمَا عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِىْ اِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

৭৩৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা আল-মুরাদী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তোমরা যখন মু'আয্‌যিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন সে যা বলে তাই বলবে। তারপর আমার ওপর দরূদ পাঠ করবে। কারণ যে আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার বিনিময়ে তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করেন। পরে আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্য ওসীলার দু'আ করবে। ওসীলা হল জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান যা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কোন এক বান্দাকে দেয়া হবে। আমি আশা করি যে, আমিই হব সেই বান্দা। যে আমার জন্য ওসীলার দু'আ করবে, তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

٧٣٦- حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ الثَّقَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسَافٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৭৩৬. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)......উমর উবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, মু'আয্‌যিন যখন اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে, তখন তোমাদের কেউ যদি اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে। তারপর মু'আয্‌যিন যখন اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলে, তখন সে-ও اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলে। অতঃপর মু'আয্‌যিন যখন اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ বলে, তখন সেও اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ বলে। পরে মু'আয্‌যিন যখন حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ وَحَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ বলে, তখন সে لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ বলে। এরপর মু'আয্‌যিন যখন اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে, তখন সেও اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে। তারপর মু'আয্‌যিন যখন لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলে তখন সেও لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলল-এ সবই যদি সে বিশুদ্ধ অন্তরে বলে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٧٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْقُرَشِيِّ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِبْنِ اَبِىْ ح وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِبْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا غُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِىْ رِوَايَتِهِ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَاَنَا اَشْهَدُ وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ وَاَنَا.

৭৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মু'আয্‌যিনের আযান শুনে নিম্নের দু'আটি পাঠ করে, তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় :

اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি সন্তুষ্ট আল্লাহ্‌কে রব হিসেবে পেয়ে, মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে পেয়ে এবং ইসলামকে দীন হিসেবে পেয়ে।"

٨- بَابُ فَضْلِ الْاَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ

৮. পরিচ্ছেদ : আযানের ফযীলত এবং তা শুনে শয়তানের পলায়ন

٧٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوْهُ اِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৭৩৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)...... তালহা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়ার চাচা থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি (একবার) মু'আবিয়া (রা) ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের কাছে ছিলাম। মু'আয্‌যিন এসে তাঁকে সালাতের জন্য ডাকল। মু'আবিয়া (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মু'আয্‌যিনদের ঘাড় সকলের চেয়ে লম্বা হবে।[১]

٧٣٩- وَحَدَّثَنِيْهِ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ عِيْسٰى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৭৩৯. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... মু'আবিয়া (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٧٤٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتّٰى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ سُلَيْمَانُ فَسَاَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ فَقَالَ هِىَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُوْنَ مِيْلًا.

৭৪০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, শয়তান যখন সালাতের আযান শোনে, তখন (মদীনা থেকে) রাওহা পর্যন্ত চলে যায়। সুলায়মান (আ'মাশ) বলেন, আমি রাবী আবূ সুফিয়ানকে 'রাওহা' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ জায়গাটি মদীনা থেকে ছত্রিশ (৩৬) মাইল দূরে অবস্থিত।

٧٤١- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

৭৪১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়বের সূত্রে আ'মাশ (র) থেকেও হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٧٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ اَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَاِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ فَاِذَا سَمِعَ الْاِقَامَةَ ذَهَبَ حَتّٰى لَايَسْمَعَ صَوْتَهُ فَاِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ.

৭৪২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শয়তান যখন সালাতের আযান শোনে, তখন বায়ু ছাড়তে ছাড়তে দৌড়ে পালায় যাতে সে আযানের শব্দ শুনতে না পায়। অতঃপর আযান যখন থেমে যায়, তখন ফিরে এসে ওয়াসওয়াসা

১. বেশি মর্যাদা হবে।

(ধোঁকা) দেয়। তারপর যখন ইকামাত শোনে, তখন আবার চলে যায় যাতে তার শব্দ সে শুনতে না পায়। অতঃপর যখন তা (ইকামাত) শেষ হয়, তখন ফিরে এসে ওয়াসওয়াসা (ধোঁকা) দেয়।

٧٤٣- حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِىْ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ حُصَاصٌ.

৭৪৩. আবদুল হামীদ ইব্‌ন বায়ান আল-ওয়াসিতী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, মু'আয্‌যিন যখন আযান দেয়, শয়তান তখন পেছন ফিরে বায়ূ ছাড়তে ছাড়তে পলায়ন করে।

٧٤٤- حَدَّثَنِىْ اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ اَرْسَلَنِىْ اَبِىْ اِلَى بَنِىْ حَارِثَةَ قَالَ وَمَعِىَ غُلاَمٌ لَنَا اَوْصَاحِبٌ لَنَا فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ قَالَ وَاَشْرَفَ الَّذِىْ مَعِىَ عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لاَبِىْ فَقَالَ لَوْ شَعَرْتُ اَنَّكَ تَلْقَى هٰذَا لَمْ اُرْسِلْكَ وَلٰكِنْ اِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلاَةِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا نُوْدِىَ بِالصَّلاَةِ وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ.

৭৪৪. উমায়্যা ইব্‌ন বিসতাম (র)...... সুহায়ল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বনূ হারিসা নামক গোত্রের কাছে পাঠালেন। আমার সাথে তখন আমাদেরই একটি গোলাম ছিল বর্ণনান্তরে (তিনি বলেন) আমার একজন সঙ্গী ছিল। অতঃপর একটি বাগানের প্রাচীর থেকে কেউ তার নাম ধরে ডাক দিল। তিনি বলেন, আমার সঙ্গী তখন প্রাচীরের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। পরে এ ঘটনা আমি আমার পিতার কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আমি যদি জানতাম যে, তুমি এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হবে, তাহলে তোমাকে আমি পাঠাতাম না। তুমি (ভবিষ্যতে) যখন এরূপ আওয়ায শুনবে, তখন সালাতের আযান দিবে। কারণ আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন, যখন সালাতের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান বায়ূ ছাড়তে ছাড়তে পলায়ন করে।

٧٤٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِىْ الْحِزَامِىَّ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلاَةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لاَ يَسْمَعَ التَّاذِيْنَ فَاِذَا قُضِىَ التَّاذِيْنُ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ لَهُ اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى.

৭৪৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, যখন সালাতের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান বায়ূ ছাড়তে ছাড়তে পেছন ফিরে দৌড় দেয় যাতে সে আযানের ধ্বনি শুনতে না পায়। আযান শেষ হলে আবার ফিরে আসে। আর যখন ইকামাতের তাক্‌বীর বলা হয়, তখন আবার

পেছন ফিরে দৌড় দেয়। ইকামাত শেষ হলে ফিরে আসে এবং মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা (ধোঁকা) দেয়। সে তাকে বলে, এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর। এভাবে সে এমন সব জিনিসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা ইতিপূর্বে সে মনে করেনি। ফলে সে কত রাক'আত সালাত আদায় করল তা ঠিক মনে করতে পারে না।

٧٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ اِنْ يَدْرِيْ كَيْفَ صَلَّى.

৭৪৬. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তাতে আছে যে, ফলে সে কিভাবে সালাত আদায় করল তা খেয়াল করতে পারে না।

٩- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيْرَةِ الاِحْرَامِ وَالرُّكُوْعِ وَفِى الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ وَاَنَّهُ لاَ يَفْعَلُهُ اِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُوْدِ

৯. পরিচ্ছেদ : তাকবীরে তাহ্‌রীমা, রুকূ এবং রুকূ থেকে উঠার পর উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠানো মুস্তাহাব; সিজ্‌দা থেকে উঠার পর এরূপ করতে হবে না

٧٤٧- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُوْ بَكْرِ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَقَبْلَ اَنْ يَرْكَعَ وَاِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

৭৪৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইবন ইয়াহ্‌ইয়া আত-তামীমী, সাঈদ ইব্‌ন মানসূর, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আম্‌র আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইবন নুমায়র (র)...... সালিম-এর পিতা ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন উভয় হাত উঠাতেন। এমনকি তা একেবারে তার উভয় কাঁধ বরাবর হয়ে যেত। আর রুকূ' করার পূর্বে এবং যখন রুকূ' থেকে উঠতেন (তখনো অনুরূপভাবে হাত উঠাতেন)। কিন্তু উভয় সিজ্‌দার মাঝখানে তিনি হাত উঠাতেন না।

٧٤٨- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ لِلصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ وَاِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ وَلاَ يَفْعَلُهُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ

৭৪৮. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত উঠাতেন। এমনকি তা তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর হয়ে যেত। তারপর তাক্‌বীর বলতেন। পরে যখন রুকূ' করার ইরাদা করতেন তখনও অনুরূপ করতেন। আবার রুকূ' থেকে যখন উঠতেন তখন অনুরূপ করতেন। কিন্তু সিজ্‌দা থেকে যখন মাথা তুলতেন তখন এরূপ করতেন না।

٧٤٩- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ لِلصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ.

৭৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুহযায (র)...... যুহরী (র) সূত্রে উক্ত সনদে ইব্‌ন জুরায়জ (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন, তারপর তাক্‌বীর বলতেন।

٧٥٠- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ اَنَّهُ رَاٰى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ اِذَا صَلّٰى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ هٰكَذَا.

৭৫০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিস (র)-কে দেখলেন, যখন সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন, তখন তাক্‌বীর বলে উভয় হাত উঠালেন। আর যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করলেন তখন উভয় হাত উঠালেন। আর রুকূ' থেকে যখন মাথা উঠালেন তখন আবার হাত উঠালেন এবং (পরে) বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।

٧٥١- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا اُذُنَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا اُذُنَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ.

৭৫১. আবূ কামিল আল-জাহদারী (র)....... মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিস (র) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্‌বীর (তাকবীরে তাহ্‌রীমা) বলে উভয় হাত কান বরাবর উঠাতেন। আর যখন রুকূ করতেন তখনও কান বরাবর উভয় হাত উঠাতেন। আবার যখন রুকূ' থেকে মাথা তুলে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন তখনো অনুরূপ করতেন।

٧٥٢- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّهُ رَاٰى نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ.

৭৫২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্‌ন হুওয়ায়রিস (র) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কান বরাবর হাত তুলতে দেখেছেন।

١٠- بَابُ اِثْبَاتِ التَّكْبِيْرِ فِىْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فِى الصَّلاَةِ اِلاَّ رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَيَقُوْلُ فِيْهِ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

১০. পরিচ্ছেদ : সালাতের মধ্যে প্রত্যেক নিচু এবং উঁচু হবার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা, তবে রুকূ' থেকে উঠার সময় বলবে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

٧٥٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّىْ لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৭৫৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত, আবূ হুরায়রা (রা) (একবার) তাদের সালাতে ইমামতি করলেন। তিনি সব কয়বার নিচু হওয়ার এবং উঠার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বললেন। তিনি সালাত সমাপ্ত করার পর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আল্লাহ্র কসম! সালাতের দিক দিয়ে তোমাদের অপেক্ষা আমিই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।

٧٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِىْ سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَالِكَ فِى الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتّٰى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الْمُثْنٰى بَعْدَ الْجُلُوْسِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنِّىْ لاَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৭৫৪. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন দাঁড়িয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলতেন। তারপর রুকূ' করার সময় তাক্বীর বলতেন। তারপর যখন রুকূ থেকে পিঠ তুলতেন তখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন। তারপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ তারপর সিজ্দায় ঝুঁকবার সময় তাক্বীর বলতেন। তারপর যখন সিজ্দা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন তাক্বীর বলতেন। তারপর সিজ্দা করার সময় (আবার) তাক্বীর বলতেন। তারপর মাথা তুলবার সময় তাক্বীর বলতেন। তারপর সালাত শেষ করা পর্যন্ত পূর্ণ সালাতেই এরূপ করতেন। তারপর দুই রাক্'আতের বৈঠকের পর উঠে দাঁড়াবার সময় তাক্বীর বলতেন। তারপর আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, তোমাদের সকলের চাইতে আমার সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

٧٥٥- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّيْ أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৭৫৫. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন দাঁড়াবার সময় তাক্বীর বলতেন। অতঃপর ইব্ন জুরায়জ-এর হাদীসের অনুরূপ। অতঃপর কিন্তু তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর উক্তি 'তোমাদের সকলের চেয়ে আমি সালাতের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ'-এর উল্লেখ করেন নি।

٧٥٦- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ حِيْنَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِيْنَةِ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَفِيْ حَدِيْثِهِ فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلٰى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৭৫৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আবূ হুরায়রা (রা)-কে মারওয়ান যখন মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করেন তখন তিনি ফরয সালাতের জন্য দাঁড়ালে তাক্বীর বলতেন। এরপর ইব্ন জুরায়জ-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তার হাদীসে (আরো) রয়েছে যে, অতঃপর তিনি যখন সালাত শেষ করতেন এবং সালাম ফিরাতেন, তখন মসজিদে উপস্থিত লোকদের দিকে মুখ করে বলতেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের সকলের চেয়ে আমার সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।

٧٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ فَقُلْنَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هٰذَا التَّكْبِيْرُ قَالَ إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৭৫৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মিহরান আর রাযী (র)...... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত, আবূ হুরায়রা (রা) সালাতে প্রত্যেকবার উঁচু এবং নিচু হবার সময় তাক্বীর বলতেন। আমরা বললাম, হে আবূ হুরায়রা! এ কেমন তাকবীর? তিনি বললেন, এটাই তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত।

٧٥٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

৭৫৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ-এর সূত্রে সুহায়ল-এর পিতা থেকে বর্ণিত যে, হযরত হুরায়রা (রা) প্রত্যেকবার নিচু এবং উঁচু হবার সময় তাক্‌বীর বলতেন এবং বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন।

٧٥٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَاِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ اَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِيْ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ صَلّٰى بِنَا هٰذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ اَوْ قَالَ قَدْ ذَكَّرَنِيْ هٰذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

৭৫৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও খালাফ ইব্ন হিশাম (র)...... মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি যখন সিজ্‌দায় গেলেন তখন তাক্‌বীর বললেন। আর যখন (সিজ্‌দা থেকে) মাথা তুললেন তখন তাক্‌বীর বললেন। আর যখন দুই রাক'আতের পর দাঁড়ালেন তখন তাক্‌বীর বললেন। অতঃপর আমরা যখন সালাত শেষ করলাম তখন ইমরান (রা) আমার হাত ধরে বললেন, "ইনি আমাদেরকে নিয়ে ঠিক মুহাম্মাদ ﷺ-এর সালাতের মত সালাত আদায় করেছেন। অথবা তিনি বলেন, ইনি আমাকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

١١- بَابُ وُجُوْبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَاِنَّهُ اِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلاَ اَمْكَنَهُ تَعَلُّمُهَا قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا-

১১. পরিচ্ছেদ : প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী, যে ফাতিহা ভাল করে জানে না এবং তা শিক্ষা করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, সে তার জন্য যা সহজ হয় তাই পাঠ করবে

٧٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌ وَالنَّاقِدُ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

৭৬০. আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও ইসহাক ইব্ন ইব্‌রাহীম (র)...... উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করবে না, তার (পরিপূর্ণ) সালাত হবে না।[১]

٧٦١- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ.

১. সালাতে ফতিহা পাঠ করা 'ওয়াজিব'; কুরআন ও হাদীসে এর বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

৭৬১. আবুত তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... 'উবাদা ইব্‌নুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, যে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করল না, তার সালাত হবে না।

٧٦٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ مُحْمُوْدَ بْنَ الرَّبِيْعِ الَّذِيْ مَجَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ وَجْهِهِ مِنْ بِئْرِهِمْ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ.

৭৬২. আল-হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী (র)......'উবাদা ইব্‌নুস্ সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : যে উম্মুল কুরআন পাঠ করবে না, তার সালাত হবে না।

٧٦٣- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فَصَاعِدًا.

৭৬৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও 'আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। সেখানে فَصَاعِدًا (অর্থাৎ আরেকটু বেশি) শব্দটি অতিরিক্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

٧٦٤- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيْلَ لاَبِيْ هُرَيْرَةَ اِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْاِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْبِهَا فِيْ نَفْسِكَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ وَاِذَا قَالَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِيْ وَاِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ اِلَيَّ عَبْدِيْ فَاِذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هٰذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَاِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَاسَأَلَ قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ بِهِ الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيْضٌ فِيْ بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ اَنَا عَنْهُ.

৭৬৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হানযালী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল (অথচ) তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করল না, সে সালাত হবে অসম্পূর্ণ। তিনি তিনবার এটা বললেন। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা তো ইমামের পেছনে থাকি (তখনো কি ফাতিহা পড়ব?) তিনি বললেন, তখন মনে মনে তা পাঠ কর। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (সমস্ত প্রশংসা

জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য) আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন সে বলে, اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু), আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, আমার বান্দা আমার গুণাবলী বর্ণনা করেছে। অতঃপর যখন সে বলে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (কর্মফল দিবসের মালিক), তিনি বলেন আমার বান্দা আমার মহিমা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। আর কখনো বলেছেন, আমার বান্দা (তার সব কাজ) আমার ওপর সোপর্দ করেছে। যখন সে বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি), তিনি বলেন, এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যের ব্যাপার। আর আমার বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে। যখন সে বলে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ (আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর, তাদের পথে, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ; যারা ক্রোধ নিঃপতিত নয়, পথ ভ্রষ্টও নয়), তখন তিনি বলেন, এটা কেবল আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে।

সুফিয়ান বলেন, এ হাদীসটি আলা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াকূব (র) আমার কাছে তখন বর্ণনা করেন যখন তিনি বাড়িতে অসুস্থ ছিলেন। আমি (শুশ্রূষার জন্য) তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। অতঃপর এ সম্পর্কে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

٧٦٥ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا السَّائِبِ مَوْلٰى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ اَنَّ اَبَا السَّائِبِ مَوْلٰى بَنِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلاَةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَفِىْ حَدِيْثِهِمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِىْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِىْ.

৭৬৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ইব্‌ন রূমহের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোন সালাত আদায় করল, যাতে সে উম্মুল-কুরআন পড়েনি। অতঃপর সুফ্য়ান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাদের হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি সালাতকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। এর অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য।

٧٦٦– حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُوَيْسٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ اَبِىْ وَمِنْ اَبِى السَّائِبِ وَكَانَا جَلِيْسَىْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِىَ خِدَاجٌ يَقُوْلُهَا ثَلاَثًا بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ.

৭৬৬. আহ্‌মাদ ইব্‌ন জা'ফর আল-মা'কারী (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল (অথচ) তাতে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করল না, সে সালাত অসম্পূর্ণ। তিনি তিনবার এ বাক্যটি বললেন, উপরের বর্ণনাকারীদের হাদীসের অনুরূপ।

٧٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ صَلاَةَ اِلاَّ بِقِرَاءَةٍ قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ فَمَا اَعْلَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْلَنَّاهُ لَكُمْ وَمَا اَخْفَاهُ اَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ

৭৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, সালাত হবে না কিরা'আত ছাড়া। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সালাত উচ্চস্বরে আদায় করেছেন তোমাদের জন্য আমরাও তা উচ্চস্বরে আদায় করি, আর যা নিম্নস্বরে আদায় করেছেন আমরাও তা নিম্নস্বরে আদায় করি।

٧٦٨- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فِيْ كُلِّ الصَّلاَةِ يَقْرَأُ فَمَا اَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا اَخْفٰى مِنَّا اَخْفَيْنَا مِنْكُمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اِنْ لَمْ اَزِدْ عَلٰى اُمِّ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ اِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ وَاِنِ انْتَهَيْتَ اِلَيْهَا اَجْزَأَ عَنْكَ.

৭৬৮. আম্‌র আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব্ (র)......আতা (র) থেকে বর্ণিত। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, প্রত্যেক সালাতেই কিরা'আত পাঠ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সব সালাতে আমাদেরকে শুনিয়ে কিরা'আত পাঠ করেছেন, সে সব সালাতে আমরাও তোমাদেরকে শুনিয়ে পাঠ করি। আর যেসব সালাতে কিরা'আত নীরবে পাঠ করেছেন সে সব সালাতে আমরাও নীরবে পাঠ করি। অতঃপর তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, আমি যদি উম্মুল কুরআন-এর চেয়ে আর বেশি না পড়ি? তিনি বললেন, তুমি যদি উম্মুল কুরআনের পর আরো বেশি পড় তাহলে তা হবে উত্তম। আর যদি শুধু উম্মুল কুরআনই পড়, তাহলে তা হবে তোমার জন্য যথেষ্ট।

٧٦٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ يَعْنِىْ ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فِيْ كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا اَسْمَعَنَا النَّبِيُّ ﷺ اَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا اَخْفٰى مِنَّا اَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ وَمَنْ قَرَأَ بِاُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ اَجْزَأَتْ عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ اَفْضَلُ.

৭৬৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......আতা (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, প্রত্যেক সালাতেই কিরা'আত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে যে সালাতে (কিরা'আত) শুনিয়েছেন, আমরাও সে সালাতে তোমাদেরকে শোনাই। আর যে সালাতে তিনি নীরবে পাঠ করেছেন, আমরাও সে সালাতে নীরবে পাঠ করি। যে ব্যক্তি উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) পাঠ করবে, তার জন্য তা যথেষ্ট হবে।[১] আর যে আরো বেশি পাঠ করবে, তা হবে উত্তম।

---

১. সূরা ফাতিহা পাঠ করা কিরা'আতের ফরয আদায় হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব এবং ফাতিহার পর সূরা মিলানও ওয়াজিব।

٧٧٠- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّلاَمَ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتّٰى فَعَلَ ذَالِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا عَلِّمْنِيْ قَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَالِكَ فِيْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا.

৭৭০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন একটি লোক প্রবেশ করল। সে সালাত আদায় করল। তারপর এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাম করল। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, ফিরে গিয়ে সালাত আদায় কর। কারণ তোমার সালাত হয়নি। লোকটি ফিরে গিয়ে পূর্বের মত সালাত আদায় করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ফিরে গিয়ে সালাত আদায় কর। কারণ তোমার সালাত হয়নি। এইরূপ তিনবার করলেন। অতঃপর লোকটি বলল, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন সেই সত্তার কসম! সালাত আদায়ের এর চেয়ে ভাল কোন পন্থা থাকলে আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন তাক্‌বীর বলবে। তারপর তুমি কুরআনের যতুটুকু জান তা থেকে যা সহজ হয় তাই পাঠ করবে। তারপর রুকূ করবে। এমনকি নিবিষ্টভাবে (কিছুক্ষণ) রুকূরত থাকবে। তারপর (রুকূ' থেকে) উঠবে, সোজাভাবে (কিছুক্ষণ) দণ্ডায়মান থাকবে। তারপর সিজ্‌দা করবে। (কিছুক্ষণ) নিবিষ্টভাবে সিজ্‌দারত থাকবে। তারপর উঠে বসবে এবং (কিছুক্ষণ) সোজাভাবে বসা থাকবে। তোমার গোটা সালাতেই এরূপ করবে।

٧٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نَاحِيَةٍ وَسَاقَا الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ هٰذِهِ الْقِصَّةِ وَزَادَا فِيْهِ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ.

৭৭১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন একপাশে ছিলেন। এরপর রাবী উপরোক্ত ঘটনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ রিওয়ায়াতটিতে রাবীদ্বয় আরেকটু যোগ করেছেন যে, "যখন তুমি সালাতের ইচ্ছা করবে তখন সুন্দর করে উযূ করবে তারপর কিব্‌লামুখী হয়ে তাক্‌বীর বলবে।"

١٢- بَابُ نَهْيِ الْمَأْمُوْمِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ اِمَامِهِ

১২. পরিচ্ছেদ : ইমামের পেছনে মুক্তাদীর জোরে কিরা'আত পাঠ নিষেধ

٧٧٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ قَالَ سَعِيْدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ فَقَالَ اَيُّكُمْ قَرَاَ خَلْفِىْ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا وَلَمْ اُرِدْ بِهَا اِلاَّ الْخَيْرَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا.

৭৭২. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) আমাদেরকে নিয়ে যোহর অথবা আসরের সালাত আদায় করলেন। (সালাত শেষে) তিনি বললেন, তোমাদের কে আমার পেছনে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى সূরাটি পড়ছিলে? এক ব্যক্তি বলল, আমি। আর এরদ্বারা কল্যাণ লাভ ছাড়া আমার ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি বললেন, আমার মনে হল, তোমরা কেউ আমার পাঠে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছ।

٧٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ اَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَاُ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَيُّكُمْ قَرَاَ اَوْ اَيُّكُمُ الْقَارِئُ فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا فَقَالَ قَدْ ظَنَنْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا.

৭৭৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)......ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) যোহরের সালাত আদায় করলেন। এক লোক তাঁর পেছনে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى সূরাটি পড়ল। তিনি সালাত শেষ করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে পাঠ করেছ? অথবা বললেন, তোমাদের মধ্যে কিরা'আত পাঠকারী কে? এক ব্যক্তি বলল, আমি। তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছিল তোমাদের কেউ আমার পাঠে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছ।

٧٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ اَنْ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا

৭৭৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যোহরের সালাত আদায় করে বললেন, আমি মনে করলাম তোমাদের কেউ আমার পাঠে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছ।

١٣- بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لاَ يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ

১৩. পরিচ্ছেদ : বিস্‌মিল্লাহ্‌ সরবে পাঠ না করা

٧٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ كِلاَهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.**

৭৭৫. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ, আবূ বাক্‌র, উমর ও উসমান (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি; কিন্তু তাঁদের কাউকে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সরবে পড়তে শুনিনি।

٧٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِيْ هٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ نَعَمْ نَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ.

৭৭৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)......শু'বা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি (নিজে) কি এটা আনাস (রা) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমরা এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম।

٧٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ يَذْكُرُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِيْ أَوَّلِ قِرَأءَةٍ وَلاَ فِيْ اٰخِرِهَا.

৭৭৭. মুহাম্মাদ ইবনুল মিহরান আর রাযী (র)......আবদা থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এই বাক্যগুলি সরবে পাঠ করতেন : سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ

কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাকে লিখিতভাবে হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে জানান যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ, আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তাঁরা সবাই সালাত আরম্ভ করতেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ পাঠ দিয়ে। তাঁরা কিরা'আতের শুরুতেও بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ উল্লেখ করতেন না, শেষেও না।

٧٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ إِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ ذَالِكَ.

৭৭৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মিহরান (র)......ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ তালহা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন।

١٤- بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ اَلْبَسْمَلَةُ اٰيَةٌ مِنْ اَوَّلِ كُلِّ سُوْرَةٍ سِوٰى بَرَاءَةٍ

১৪. পরিচ্ছেদ : যারা বলেন, বিসমিল্লাহ সূরা বারা'আত (তাওবা) ছাড়া সকল সূরার শুরুর আয়াত, তাদের দলীল

٧٧٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ اَظْهُرِنَا اِذْ اَغْفٰى اِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا اَضْحَكَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ اٰنِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَأَ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ «اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ»** ثُمَّ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ فَقُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيْهِ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ اُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اٰنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُوْمِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَاَقُوْلُ رَبِّ اِنَّهُ مِنْ اُمَّتِىْ فَيَقُوْلُ مَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثَتْ بَعْدَكَ زَادَ ابْنُ حُجْرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فِى الْمَسْجِدِ وَقَالَ مَا اَحْدَثَ بَعْدَكَ.

৭৭৯. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস-সা'দী ও আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কিছুটা তন্দ্রার ভাব হল, এরপর তিনি মুচকি হেসে মাথা উঠালেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিসে আপনার হাসি এল? তিনি বললেন, এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। এই বলে তিনি পড়লেন, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ এরপর বললেন, তোমরা কি জান কাওসার (কাওসার) কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলেন, সেটা হল একটি নহর। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যার ওয়াদা করেছেন। সেখানে বহু কল্যাণ রয়েছে। সেটা একটা জলাশয়। কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাত (পানি পানের জন্য) সেখানে আসবে। তার পানপাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমান। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে একজন বান্দাকে সেখান থেকে ধাক্কিয়ে সরিয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, পরোয়ারদিগার! সেতো আমার উম্মাত। বলা হবে, আপনার জানা নেই যে, আপনার পরে এরা কি নতুন রীতি (বিদ্'আত) উদ্ভাবন করেছিল। ইব্‌ন হুজ্‌র আরো একটু যোগ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মধ্যে মসজিদে বসা ছিলেন। শেষে আছে, আল্লাহ্ বলবেন, এ ব্যক্তি আপনার পর কী বিদ্'আত সৃষ্টি করেছিল (তা আপনি জানেন না)।

٧٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اَغْفٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِغْفَاءَةً بِنَحْوِ حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ نَهْرٌ وَعَدَنِيْهِ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ فِى الْجَنَّةِ عَلَيْهِ حَوْضٌ وَلَمْ يَذْكُرْ اٰنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُوْمِ.

৭৮০. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আ'লা (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্ন মুসহির বর্ণিত (উপরিউক্ত) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কিছুটা তন্দ্রার ভাব দেখা দিল.....। এ রিওয়ায়াতে 'হাউযের গ্লাসের সংখ্যা তারকার সমপরিমাণ' কথাটির উল্লেখ নেই। শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, তা (কাওসার) হল জান্নাতের একটি নহর যা আমার রব আমাকে দেয়ার ওয়াদা করেছেন।

١٥- بَابُ وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْاِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَوَضْعُهُمَا فِى السُّجُوْدِ عَلَى الْاَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

১৫. পরিচ্ছেদ : তাক্বীরে তাহরিমার পর বুকের নিচে নাভীর উপরে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা এবং সিজ্‌দায় উভয় হাত মাটিতে কান বরাবর রাখা

٧٨١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَائِلٍ وَمَوْلًى لَهُمْ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِيْهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ رَأَى النَّبِىُّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِى الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ اُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ اَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ.

৭৮১. যুহায়র ইব্ন হারব (র)......ওয়ায়ল ইব্ন হুজ্র (রা) বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছেন যে, তিনি যখন সালাত শুরু করলেন তখন উভয় হাত উঠিয়ে তাক্বীর বললেন। রাবী হাম্মাম বলেন, তিনি উভয় হাত কান বরাবর উঠালেন। তারপর কাপড়ে (গায়ের চাদরে) ঢেকে নিলেন। তারপর তাঁর ডানহাত বামহাতের উপর রাখলেন। তারপর রুকূ' করার সময় তাঁর উভয় হাত কাপড় থেকে বের করলেন। পরে উভয় হাত উঠালেন এবং তাক্বীর বলে রুকূতে গেলেন। যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললেন, তখন উভয় হাত তুললেন। পরে উভয় হাতের মাঝখানে সিজ্‌দা করলেন।

١٦- بَابُ التَّشَهُّدِ فِى الصَّلَاةِ

১৬. পরিচ্ছেদ : সালাতে তাশাহ্হুদ পাঠ

٧٨٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ فِى الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ فَاِذَا قَعَدَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِذَا قَالَهَا

اَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلّٰهِ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَاشَاءَ.

৭৮২. যুহায়র ইব্‌ন হারব, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে সালাতে আমরা বলতাম, اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلٰى فُلاَنٍ (আল্লাহ্‌র ওপর সালাম; অমুকের ওপর সালাম)। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বললেন, আল্লাহ্‌র নামই সালাম। তোমাদের কেউ যখন সালাতে (তাশাহ্হুদের এর জন্য) বসবে তখন সে যেন বলে :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ.

"যাবতীয় মহত্ত্ব ও সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য; সালাত ও প্রার্থনা তাঁর জন্যই, সব পবিত্রতাও তাঁরই। হে নবী : সালাম আপনার উপর। আল্লাহ্‌র রহমত এবং বরকত আপনার উপর, আমাদের এবং আল্লাহ্‌র সকল নেক বান্দাদের উপরও সালাম।" এটুকু বললে আসমান ও যমীনে যত নেক বান্দা আছে, সবার উপর গিয়েই (সালাম) পৌঁছবে। (পরে বলবে) اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।" এরপর তার যা মনে চায় দু'আ করবে।

٧٨٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَاشَاءَ.

৭৮৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (রা)......মানসূর (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি "তারপর যা মনে চায় দু'আ করবে"-কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٧٨٤– حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِهِمَا وَذَكَرَ فِى الْحَدِيْثِ ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَاشَاءَ اَوْ مَا اَحَبَّ.

৭৮৪. 'আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দের সূত্রে মানসূর (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি তাঁর রিওয়ায়াতে উল্লেখ করেন যে, "তারপর যে দু'আ তার ইচ্ছা বা পসন্দনীয়, তা করবে।"

٧٨٥– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا اِذَا جَلَسْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الصَّلاَةِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ وَقَالَ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الدُّعَاءِ.

৭৮৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যখন সালাতে (তাশাহহুদের জন্য) বসতাম, এরপর মানসূর-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। শেষে তিনি বলেন, "এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তারপর যে কোন দু'আ করবে।"

٧٨٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَخْبَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّشَهُّدَ كَفِّىْ بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِىْ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَاقْتَصَّ التَّشَهُّدَ بِمِثْلِ مَا اقْتَصُّوْا.

৭৮৬. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়েছেন, আমার হাত তাঁর হাতের মধ্যে রেখে, যেমনিভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। এবং তিনি অন্যান্য রাবীর তাশাহ্‌হুদের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

٧٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَكَانَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْاٰنَ.

৭৮৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেমনিভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, তেমনিভাবে আমাদেরকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন,

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

ইব্‌ন রুমহ্ এর বর্ণনায় রয়েছে, "যেভাবে আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন।"

٧٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

৭৮৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন, যেমনিভাবে শিক্ষা দিতেন আমাদেরকে কুরআনের সূরা।

٧٨٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ وَمُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاُمَوِىُّ وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ كَامِلٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِىِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَبِىْ مُوسٰى الْاَشْعَرِىِّ صَلَاةً فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ

الْقَوْمِ أُقِرَّتِ الصَّلاَةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ قَالَ فَلَمَّا قَضٰى اَبُوْ مُوْسٰى الصَّلاَةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ اَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَاَرَمَّ الْقَوْمُ ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا فَاَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ لَعَلَّكَ يَاحِطَّانُ قُلْتَهَا قَالَ مَاقُلْتُهَا وَلَقَدْ رَهِبْتُ اَنْ تَبْكَعَنِيْ بِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَنَا قُلْتُهَا وَلَمْ اُرِدْ بِهَا اِلاَّ الْخَيْرَ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى اَمَا تَعْلَمُوْنَ كَيْفَ تَقُوْلُوْنَ فِيْ صَلاَتِكُمْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ يُجِبْكُمُ اللّٰهُ فَاِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوْا فَاِنَّ الْاِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللّٰهُ لَكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ ﷺ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَاِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوْا وَاسْجُدُوْا فَاِنَّ الْاِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَاِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ اَوَّلِ قَوْلِ اَحَدِكُمْ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

৭৮৯. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ কামিল আল-জাহদারী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল মালিক আল-উমাবী (র)......হিত্তান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আর রুকাশী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন (একবার) আমি আবূ মূসা (রা)-এর সাথে এক সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন তাশাহহুদের বৈঠকে ছিলেন তখন মুসল্লীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠল, أُقِرَّتِ الصَّلاَةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ (সালাত নেকী ও যাকাতের সাথে ফরয করা হয়েছে)। হিত্তান বলেন, আবূ মূসা (রা) যখন সালাত শেষ করলেন এবং সালাম ফিরালেন, তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে এই ধরনের কথা কে বলেছ? সবাই চুপ করে রইল। তিনি আবার বললেন, এরকম কথা তোমাদের কে বলেছে? সবাই চুপ রইল। তিনি বললেন, "হিত্তান! তুমিই হয়ত এরকম বলেছ।" হিত্তান বললেন, আমি এটা বলিনি। আমি ভয় করছিলাম যে, আপনি এ কারণে আমাকে তিরস্কার করবেন। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, "আমি এটা বলেছি। আর আমি এটা কেবলমাত্র সাওয়াব হাসিলের জন্যই বলেছি।"

আবূ মূসা (রা) বললেন, তোমরা তোমাদের সালাতে কি বলবে তা জান না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন আমাদেরকে খুত্‌বা দিলেন। তিনি আমাদের করণীয় কাজসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করলেন এবং আমাদেরকে সালাত শিক্ষা দিয়ে বললেন, যখন তোমরা সালাতের ইচ্ছা করবে তখন তোমাদের কাতার সোজা করবে। তারপর তোমাদের একজন ইমামাত করবে। ইমাম যখন তাক্‌বীর বলবে তখন তোমরা সবাই তাক্‌বীর বলবে আর যখন وَلاَ الضَّالِّيْنَ বলবে তখন তোমরা اٰمِيْنَ বলবে। এতে আল্লাহ্ তোমাদের দু'আ কবূল করবেন। অতঃপর ইমাম যখন তাক্‌বীর বলবে এবং রুকূ করবে, তখন তোমরাও তাক্‌বীর বলবে এবং রুকূ করবে। কারণ ইমামকে তোমাদের আগে রুকূতে যেতে হয় এবং তোমাদের আগে উঠতে হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ফলে

এটা তোমাদের এই দেরী করাটা ওটা (ইমাম কর্তৃক আগে করা)-এর বদলা হয়ে যাবে। আর যখন ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে, তখন তোমরা বলবে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দু'আ শোনেন। কারণ তিনি তাঁর নবীর যবানীতে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, আল্লাহ্ তা শোনেন। আর যখন ইমাম তাক্‌বীর বলবে এবং সিজ্‌দা করবে, তখন তোমরাও তাক্‌বীর বলবে এবং সিজ্‌দা করবে। কারণ ইমাম তোমাদের আগে সিজদা করে এবং তোমাদের আগে উঠে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ফলে এটা তোমাদের এই দেরী করা ওটা (ইমাম কর্তৃক আগে করা)-এর বদলা হয়ে যাবে। ইমাম যখন তাশাহহুদে বসবে তখন সর্বপ্রথমে তোমরা বলবে :

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

٧٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبْنُ عَرُوْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيَّ حَدَّثَنَا مُعَاذُبْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَفِىْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ قَتَادَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَاِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ اَحَدٍ مِنْهُم فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اِلاَّ فِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ كَامِلٍ وَحْدَهُ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ * قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بْنُ اُخْتِ اَبِى النَّضْرِ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ مُسْلِمٌ تُرِيْدُ اَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَحَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ هُوَ صَحِيْحٌ يَعْنِىْ وَاِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا فَقَالَ هُوَ عِنْدِىْ صَحِيْحٌ فَقَالَ لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هٰهُنَا قَالَ لَيْسَ كُلُّ شَئٍ عِنْدِىْ صَحِيْحٍ وَضَعْتُهُ هٰهُنَا اِنَّمَا وَضَعْتُ هٰهُنَ مَا اَجْمَعُوْا عَلَيْهِ.

৭৯০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ গাস্‌সান আল-মিস্‌মাঈ ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......কাতাদা (র) আরো একটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, "ইমাম যখন কিরা'আত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে।" আবূ কামিল (র) আবূ আওয়ানা (র) থেকে যে রিওয়ায়াত করেছেন, সেটিতে ছাড়া আর কারো বর্ণনায় এ বাক্যটি নেই যে, "কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-এর যবানীতে বলেছেন, 'যে তার প্রশংসা করে তিনি তা শোনেন।"

ইসহাক (ইমাম মুসলিমের ছাত্র) বলেন, আবুন নযর-এর ভাগিনেয় আবূ বাকর (র) এ রিওয়ায়াত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ইমাম মুসলিম (র) বললেন, তুমি কি কাউকে সুলায়মান থেকে বেশি স্মরণশক্তিসম্পন্ন বলে মনে কর? আবূ বকর (র) বললেন, তাহলে আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস? অর্থাৎ "ইমাম যখন কিরা'আত পড়ে তখন তোমরা চুপ থাক" (এটার কি হবে?) তিনি বললেন, এটা আমার কাছে সহীহ্। আবূ বকর বললেন, তাহলে সেটা আপনি এখানে কেন আনলেন না? তিনি জবাব দিলেন, আমি সব সহীহ্ হাদীসই এখানে আনছি না, বরং এখানে কেবল সেগুলোই আনছি যার উপর মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

٧٩١- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَضٰى عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ*

৭৯১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)....... কাতাদা (র) থেকে এ হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি তাঁর রিওয়ায়াতে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর যবানীতে বলেছেন, 'যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা শোনেন।'

١٧- بَابُ الصَّلاَةِ عَلٰى النَّبِىِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

১৭. পরিচ্ছেদ : তাশাহহুদ-এর পর নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ

٧٩٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ اَنَّ مُحَمَّدَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ الْاَنْصَارِىَّ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ هُوَ الَّذِىْ كَانَ اُرِىَ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ اَخْبَرَهٗ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِىْ مَجْلِسِ سَعْدِبْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهٗ بَشِيْرُبْنُ سَعْدٍ اَمَرَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ نُصَلِّىَ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّهٗ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ.

৭৯২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী (র)...... আবূ মাসঊদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা একবার সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর মজলিসে বসা ছিলাম। ইতোমধ্যেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। অতঃপর বশীর ইব্‌ন সা'দ (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে আপনার উপর সালাত পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন। আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাত পাঠ করব ? আবূ মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ রইলেন। এমনকি আমরা আক্ষেপ করতে লাগলাম যে, তাঁকে যদি এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা না হত (তা হলে খুবই ভাল হত)।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন , তোমরা বলবে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

আর সালাম তো তোমাদের জানাই আছে।

٧٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ اَلاَ اُهْدِىْ

لَكَ هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

৭৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ইব্‌ন আবূ লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একবার কা'ব ইব্‌ন উজ্‌রা (রা) আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দেব না? একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। আমার বললাম, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) আপনাকে কিভাবে সালাম দিতে হয় তাতো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর সালাত আমরা কিভাবে পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

٧٩٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَمِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ مِسْعَرٍ اَلاَ اُهْدِىْ لَكَ هَدِيَّةً.

৭৯৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ কুরায়ব-এর সূত্রে হাকাম (র) থেকেও উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি "আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দেব না" বাক্যটি উল্লেখ করেন নি।

٧٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الْاَعْمَشِ وَعَنْ مِسْعَرٍ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَلَمْ يَقُلْ اَللّٰهُمَّ.

৭৯৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাক্‌কার-এর সূত্রে হাকাম (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি তার রিওয়ায়াতে শুধু وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ এর উল্লেখ করেছেন; اَللّٰهُمَّ শব্দটির উল্লেখ করেন নি।

٧٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىُّ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

৭৯৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আবূ হুমায়দ আস-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাত পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

٧٩٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

৭৯৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।

١٨- بَابُ التَّسْمِيْعِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّأْمِيْنِ.

১৮. পরিচ্ছেদ : সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হামদ্ এবং আমীন বলা

٧٩٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৭৯৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইমাম যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তোমরা তখন اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। কেননা, যার বাক্য ফেরেশ্‌তাদের বাক্যের সাথে যুগপৎ হবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যাবে।

٧٩٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ سُمَىٍّ.

৭৯৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨٠٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيِّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ.

৮০০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম আমীন বলবেন, তোমরাও তখন আমীন বলবে। কেননা, যে ব্যক্তি ফেরেশ্‌তাদের আমীন

বলার সাথে একই সময় আমীন বলবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যাবে। রাবী ইব্ন শিহাব বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমীন বলতেন।

٨٠١- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ.

৮০১. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, এই বলে মালিকের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইব্ন শিহাবের কথা উল্লেখ করেন নি।

٨٠٢- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو اَنَّ اَبَا يُوْنُسَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ اٰمِيْنَ وَالْمَلاَئِكَةُ فِى السَّمَاءِ اٰمِيْنَ فَوَافَقَ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৮০২. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতের মধ্যে আমীন বলবে ও ফেরেশ্তারা আকাশের উপর আমীন বলবে এবং উভয়টি একই সময় হবে, যখন তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

٨٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ اٰمِيْنَ وَالْمَلاَئِكَةُ فِى السَّمَاءِ اٰمِيْنَ فَوَافَقَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৮০৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা আল-কা'নাবী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আমীন বলবে এবং ফেরেশ্তারা আকাশের ওপর আমীন বলবেন, আর উভয়টি একই সময় উচ্চারিত হবে, তখন তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

٨٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৮০৪. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْقَارِئُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ اٰمِيْنَ فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ اَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৮০৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কুরআন পাঠকারী (ইমাম) যখন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ বলবেন এবং তাঁর পিছনের ব্যক্তি (মুক্তাদী) اٰمِيْنَ বলবে এবং তার বাক্য আকাশবাসীর (ফেরেশতার) বাক্যের অনুরূপ একই সময় উচ্চারিত হবে, তখন তার পূর্ববর্তী সমুদয় পাপ মোচন হয়ে যাবে।

١٩- بَابُ اِئْتِمَامِ الْمَأْمُوْمِ بِالْاِمَامِ.

১৯. পরিচ্ছেদ : মুক্‌তাদী কর্তৃক ইমামের অনুসরণ

٨٠٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَقَطَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعُوْنَ.

৮০৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার দরুণ নবী ﷺ-এর শরীরের ডান পাশ ছিলে যায়। আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। ইতিমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত হলো। তিনি আমাদের নিয়ে বসে বসে সালাত আদায় করলেন। আমরাও বসে বসে তাঁর পেছনে সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষ হওয়ার পর তিনি বললেন, অনুসরণ করার জন্য ইমাম মনোনীত হন। তিনি যখন তাক্‌বীর বলেন, তোমরাও তাক্‌বীর বলবে, তিনি যখন সিজ্‌দা করেন, তোমরাও সিজ্‌দা করবে, তিনি যখন উঠেন, তোমরাও উঠবে। তিনি যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবেন, তোমরা তখন رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বল। আর তিনি যখন বসে সালাত আদায় করেন, তোমরাও তখন বসেই সালাত আদায় কর।[১]

٨٠٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

৮০৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অশ্বপৃষ্ঠ হতে পড়ে গিয়ে তাঁর ডান পাঁজরে আঁচড়ে গেল। অতঃপর বসে বসে আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ তিনি উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেন।

---

১. বসে সালাত আদায় করার অর্থে সালাতের মাঝে যে সময় বসার (যেমন তাশাহ্‌হুদ পড়ার) নিয়ম আছে, সে সময়ের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

٨٠٨- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا وَزَادَ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا.

৮০৮. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়া হতে পড়ে গেলেন। তাঁর ডান পাশ আঁচড়ে গেল। তারপর তিনি হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য তিনি একটি কথা বেশি বলেছেন, তা হলো, ইমাম যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবেন, তোমরাও তখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে।

٨٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَفِيهِ إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا.

৮০৯. ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়ায় সাওয়ার হলেন। তারপর পড়ে গিয়ে তাঁর ডান পার্শ্বদেশ আঁচড়ে গেল। এরপর তিনি উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। এতেও বলা হয়েছে যে, "ইমাম যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর।"

٨١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ يُونُسَ وَمَالِكٍ.

৮১০. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বদেশ আঁচড়ে গেল। তারপর তিনি পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু এতে ইউনুস ও মালিকের বর্ণিত অতিরিক্ত কথাটি নেই।

٨١١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَكَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

৮১১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসুস্থ হলে তাঁর শুশ্রূষার জন্য সাহাবায়ে কিরাম আগমন করলেন। তিনি তাঁদেরকে নিয়ে বসে বসে সালাত আদায় করলেন। কিছু লোক দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করলে তিনি তাদেরকে বসে সালাত আদায় করতে ইশারা করলেন।

তাই তারা বসে পড়লেন। সালাত সমাপনান্তে তিনি বললেন, ইমাম নিয়োগ করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার জন্য। তিনি রুকূ' করলে তোমরাও রুকূ' করবে। তিনি মাথা তুললে তোমরাও মাথা তুলবে। আর তিনি বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

٨١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৮১২. আবুর রাবী আয-যাহরানী, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইব্ন নুমায়র (র)...... হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) থেকে উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٨١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا فَرَاٰنَا قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُوْدًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اِنْ كِدْتُمْ اٰنِفًا لَتَفْعَلُوْنَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ يَقُوْمُوْنَ عَلٰى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ فَلَا تَفْعَلُوْا ائْتَمُّوْا بِاَئِمَّتِكُمْ اِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا.

৮১৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রুগ্নবস্থায় আমরা তাঁর পেছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি বসে সালাত আদায় করলেন এবং আবূ বকর (রা) (মুকাব্বির হিসাবে) লোকদেরকে তাঁর তাক্বীর শোনাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দিকে ফিরে দেখলেন যে, আমরা দাঁড়িয়ে। তিনি আমাদের প্রতি ইঙ্গিত করলে আমরা বসলাম এবং আমরা তাঁর পেছনে বসে সালাত আদায় করলাম। অতঃপর সালামান্তে তিনি বললেন, এই মুহূর্তে যে কাজটি করেছ, তা পারস্য ও রোমবাসীদের অনুরূপ। তারা তাদের সম্রাটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সম্রাট থাকেন বসে। তোমরা এরূপ কখনো করবে না; বরং সর্বদা স্বীয় ইমামের অনুসরণ করবে। তিনি দাঁড়িয়ে সালাত পড়ালে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। তিনি বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও বসে আদায় করবে।[১]

٨١٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّؤَاسِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ خَلْفَهُ فَاِذَا كَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبَّرَ اَبُوْ بَكْرٍ لِيُسْمِعَنَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ.

৮১৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং আবূ বাকর (রা) তাঁর পিছনে ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্বীর বলতেন আবূ বকরও আমাদেরকে শোনাবার জন্য তাক্বীর বলতেন। তারপর লায়স কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

---

১. এ বিধান পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসের দ্বারা রহিত হয়েছে বলে উলামায়ে কিরাম মত ব্যক্ত করেছেন।

٨١٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَتَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ.

৮১৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অনুসরণের জন্যই ইমাম মনোনীত হন। তোমরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। তিনি তাক্‌বীর বললে তোমরাও তাক্‌বীর বলবে। তিনি রুকূ' করলে তোমরাও রুকূ' করবে। তিনি سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললে তোমরা اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। তিনি সিজ্‌দা করলে তোমরাও সিজ্‌দা করবে। আর তিনি বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও সকলে বসে সালাত আদায় করবে।

٨١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৮১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٠- بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْاِمَامِ بِالتَّكْبِيْرِ وَغَيْرِهِ

২০. পরিচ্ছেদ : তাকবীর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইমামের অগ্রগামী হওয়া নিষেধ

٨١٧- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا يَقُوْلُ لاَتُبَادِرُوا الْاِمَامَ اِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَالَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

৮১৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের তা'লীম দিতেন এবং বলতেন যে, তোমরা ইমামের থেকে আগে বেড়ে যেও না। তিনি তাক্‌বীর বললে তোমরা তাক্‌বীর বলবে। তিনি وَلاَ الضَّالِّيْنَ বললে তোমরা اٰمِيْنَ বলবে। তিনি রুকূ' করলে তোমরা রুকূ' করবে। তিনি سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললে, তোমরা اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে।

٨١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ اِلاَّ قَوْلَهُ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ وَزَادَ وَلاَتَرْفَعُوْا قَبْلَهُ.

৮১৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ হতে উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেন। এই সনদের বর্ণনায় وَلاَ الضَّالِّيْنَ এরপর اٰمِيْنَ বলার কথাটি নেই। তবে "তোমরা ইমামের আগে (মাথা) উঠাবে না" এই কথাটি বেশি আছে।

৮১৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلٰى وهُوَ ابْنُ عَطَاءٍ سَمِعَ اَبَا عَلْقَمَةَ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الاِمَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَن حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِذَا وَافَقَ قَوْلُ اَهْلِ الْاَرْضِ قَوْلِ اَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৮১৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইমাম হলেন ঢালস্বরূপ। তিনি বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে। তিনি سَمِعَ اللّٰهُ لِمَن حَمِدَهُ বললে তোমরা اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। পৃথিবীবাসীর (মুসল্লির) কথা যখন আকাশবাসীর (ফেরেশতার) কথার সাথে যুগপৎ হয়, তখন তার বিগত সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

৮২০- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ اَنَّ اَبَا يُوْنُسَ مَوْلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعُوْنَ.

৮২০. আবূ তাহির (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইমাম নিযুক্ত করা হয় অনুসরণের উদ্দেশ্যে। তিনি তাক্বীর বললে তোমরাও তাক্বীর বলবে। তিনি রুকূ' করলে তোমরাও রুকূ' করবে। তিনি سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললে তোমরা اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। তিনি বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

২১- بَابُ اِسْتِخْلاَفِ الْاِمَامِ اِذَا عُرِضَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ وَسَفَرٍ وَغَيْرِ هِمَا مَنْ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ وَاَنَّ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ اِمَامٍ جَالِسٍ لِعِجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ اِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَنَسْخِ الْقُعُوْدِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِىْ حَقِّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ.

২১. পরিচ্ছেদ : ইমাম কর্তৃক রোগ, সফর ইত্যাদি ওযরের কারণে সালাত আদায়ে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্তকরণ; ইমাম যদি কোন ওযরে বসে সালাত আদায় করেন এবং মুক্তাদী দাঁড়াতে সক্ষম হয়, তবে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে; কেননা দণ্ডায়মানক্ষম মুক্তাদীর বসে সালাত আদায় করার হুকুম রহিত হয়ে গেছে

৮২১- حَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا اَلاَتُحَدِّثِيْنِىْ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَوَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ضَعُوْا لِىْ مَاءً فِى الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَوَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ ضَعُوْا لِىْ مَاءً فِى الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَوَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَتْ وَالنَّاسُ عُكُوْفٌ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ قَالَتْ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى اَبِىْ بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَاَتَاهُ الرَّسُوْلُ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُكَ اَنْ تُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيْقًا يَاعُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اَنْتَ اَحَقُّ بِذَالِكَ قَالَتْ فَصَلَّى بِهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ تِلْكَ الْاَيَّامَ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَاَخَّرَ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ لاَ يَتَاَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا اَجْلِسَانِىْ اِلَى جَنْبِهِ فَاَجْلَسَاهُ اِلَى جَنْبِ اَبِىْ بَكْرٍ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلاَةِ النَّبِىِّ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَالنَّبِىُّ ﷺ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ اَلاَ اَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ حَدِيْثَهَا عَلَيْهِ فَمَا اَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِىْ كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِىٌّ.

৮২১. আহমাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস (র)...... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অসুখের বৃত্তান্ত জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ রোগাক্রান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, লোকজন কি সালাত আদায় করেছে? আমি বললাম, জী না। তারা আপনার প্রতীক্ষায় আছে। তিনি বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি রাখ। আমরা পানি দিলাম। তিনি গোসল করলেন। অতঃপর গমনোদ্যত হলে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। চেতনা ফিরে পেয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে? আমরা বললাম জী, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা আপনার অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, গামলায় পানি দাও। আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। অতঃপর গমনোদ্যত হলে পুনরায় সংজ্ঞা হারালেন। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে? আমি বললাম, জী, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা আপনার অপেক্ষায় রয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, লোকেরা 'ইশার সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আগমন অপেক্ষায় মসজিদে বসে ছিল। অবশেষে তিনি লোক মারফত আবূ

বকর (রা)-কে সালাত আদায় করতে বলে পাঠালেন। লোকটি আবূ বকর (রা)–এর নিকট এসে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে লোকদের সালাতে ইমামত করার আদেশ করেছেন। আবূ বকর (রা) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তাই তিনি উমর (রা)-কে বললেন, হে উমর! তুমি সালাত পড়িয়ে দাও। উমর (রা) বললেন, জী না, আপনিই এ কাজের অধিক যোগ্য ব্যক্তি। আয়েশা (রা) বলেন, সুতরাং আবূ বকর (রা) ঐ কয়েক দিন সালাতে ইমামত করেন। ইত্যবসরে একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করলেন। এবং দুইজন মানুষের কাঁধে ভর করে যোহরের সালাত আদায় করতে মসজিদে গেলেন। ঐ দু'জনের একজন ছিলেন আব্বাস (রা)। রাসূলুল্লাহ মসজিদে পৌঁছে দেখেন যে, আবূ বকর (রা) ইমাম হিসাবে সালাত আদায় করছেন। তিনি তাঁকে দেখে পিছে হটতে চাইলেন। কিন্তু নবী ﷺ ইঙ্গিতে তাঁকে পিছে হটতে বারণ করলেন। এবং স্বীয় সঙ্গী দু'জনকে বললেন যে, আমাকে আবূ বকর (রা)-এর পাশে বসিয়ে দাও। তারা তাঁকে আবূ বকর (রা)-এর পাশে বসিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে বসে সালাত আদায় করতে লাগলেন এবং আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সালাতের অনুসরণ করতে লাগলেন। লোকজন সালাত আদায়ে আবূ বকর (রা)-এর অনুসরণ করছিল। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আমি কি আপনাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রোগকালীন সালাতের আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি শুনাবো? তিনি বললেন বর্ণনা কর। আমি তাঁকে হাদীসটি শোনালাম, তিনি পুরা হাদীসের কোথাও আপত্তি করলেন না বটে, কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আব্বাস (রা)-এর সাথে অপর ব্যক্তিটির নাম কি তোমার কাছে আয়েশা (রা) উল্লেখ করেছেন? আমি বললাম, জী না! তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি ছিলেন আলী (রা)।

٨٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَوَّلَ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِهَا فَأَذِنَّ لَهُ قَالَتْ فَخَرَجَ وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَدٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ وَهُوَ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي الأَرْضِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ هُوَ عَلِيٌّ.

৮২২. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বপ্রথম মায়মূনা (রা)-এর গৃহে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি তাঁর সকল সহধর্মিণীর নিকট আয়েশা (রা) এর গৃহে পরিচর্যা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। তাঁরা সকলেই অনুমতি দিলেন। একদিন তিনি মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হলেন। তাঁর একখানা হাত ফযল ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাঁধের উপর এবং অপর হাতখানা অন্য এক ব্যক্তির কাঁধের উপর ছিল। দুর্বলতার জন্য তিনি মাটিতে পা হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে চলছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন, আমি এই হাদীসটি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে শোনালে তিনি বললেন, আয়েশা (রা) অন্য যে ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেন নি, তাঁর নাম কি তুমি জান? তিনি ছিলেন আলী (রা)।

٨٢٣- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ فَاَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِى الْاَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ اُخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَاَخْبَرْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بِالَّذِيْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْرِيْ مَنِ الرَّجُلُ الْاٰخَرُ الَّذِيْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ عَلِيٌّ.

৮২৩. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌নুল লায়স (র)...... নবী ﷺ-এর পত্নী আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পীড়িত হয়ে পড়লেন এবং ক্রমেই পীড়া বৃদ্ধি পেয়ে চলল, তখন তিনি আমার ঘরে পরিচর্যা লাভের জন্য তাঁর স্ত্রীগণের নিকট অনুমতি চাইলেন। তাঁরা সকলেই তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। (ঐ সময়ে একদিন) তিনি দুই ব্যক্তির সহায়তায় মাটিতে দুই পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বের হলেন। একজন আব্বাস ইব্‌ন আবাদুল মুত্তালিব (রা) এবং আরেকজন অন্য ব্যক্তি। উবায়দুল্লাহ্ বলেন, আয়েশা (রা)–এর এই বর্ণনাটি আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে অবহিত করলে তিনি বললেন, আয়েশা (রা) যে ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেন নি, তাঁর নাম কি তুমি জান? আমি বললাম, না! তিনি বললেন, তিনি আলী (রা) ।

٨٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذَالِكَ وَمَا حَمَلَنِيْ عَلٰى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِيْ قَلْبِيْ اَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ اَبَدًا وَاِلَّا اَنِّيْ كُنْتُ اَرٰى اَنَّهُ لَنْ يَقُوْمَ مَقَامَهُ اَحَدٌ اِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ فَاَرَدْتُ اَنْ يَعْدِلَ ذَالِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ.

৮২৪. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইবনুল লায়স (র) ...... নবী ﷺ পত্নী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমার পিতা আবূ বকর (রা)-কে সালাত পড়াবার আদেশ দিলেন তখন আমি এই নির্দেশ প্রত্যাহারের ব্যাপারে তাঁকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলাম। আমার এই পুনঃপুনঃ অনুরোধের কারণ ছিল-আমার মনে এই ধারণার উদ্রেক হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্থানে যে দাঁড়াবে (ইমামত করবে) লোকেরা তাকে সর্বদা ভালবাসবে, বরং আমার ধারণা হলো যে, তাঁর পর যে ব্যক্তি তাঁর স্থানে দাঁড়িয়ে ইমামত করবে লোকেরা তাকে অপয়া বলবে, তাই আমি চেয়েছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই নির্দেশ আবূ বকর (রা) হতে অন্যত্র সরে যাক।

٨٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَاَخْبَرَنِيْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتِيْ قَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اَبَابَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ اِذَا قَرَأَ الْقُرْاٰنَ لَايَمْلِكُ دَمْعَهُ فَلَوْ اَمَرْتَ غَيْرَ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَابِيْ اِلاَّ كَرَاهِيَةُ اَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِاَوَّلِ مَنْ يَقُوْمُ فِيْ مَقَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ اَبُوْبَكْرٍ فَاِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ.

৮২৫. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) ও 'আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (পীড়িত অবস্থায়) আমার গৃহে প্রবেশ করে পরে বললেন, আবূ বকরকে আদেশ (শুনিয়ে) দাও, সে যেন লোকদের সালাতের ইমামত করে। আমি আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ বকর (রা) অত্যন্ত কোমল হৃদয় ব্যক্তি। তিনি যখন কুরআন পাঠ করেন, তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারেন না। আপনি যদি আবূ বকর (রা)-কে ব্যতীত অন্য কাউকে আদেশ করতেন (তবে উত্তম হতো)। আল্লাহ্র কসম! আমার একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, যেন লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্থানে সর্বপ্রথম দাঁড়ানোর কারণে তাঁর সম্পর্কে অপয়া হবার ধারণা করতে না পারে। তাই আমি এ ব্যাপারে তাঁর সাথে দু-তিনবার অনুরোধের পীড়াপীড়ি করেছি। এরপরেও তিনি বললেন, আবূ বকর যেন লোকের সালাতে ইমামতি করে। (এবং বললেন) তোমরা হচ্ছো ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গিণীদের অনুরূপ।

٨٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوْا اَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَابَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ وَاِنَّهُ مَتٰى يَقُمْ مَقَامَكَ لَايُسْمِعِ النَّاسَ فَلَوْ اَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِيْ لَهُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ وَاِنَّهُ مَتٰى يَقُمْ مَقَامَكَ لَايُسْمِعِ النَّاسَ فَلَوْ اَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَتْ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُنَّ لَاَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَاَمَرُوْا اَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْاَرْضِ قَالَتْ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ يَتَاَخَّرُ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُمْ مَكَانَكَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ جَالِسًا وَاَبُوْ بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِيْ اَبُوْ بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ اَبِيْ بَكْرٍ.

৮২৬. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অসুস্থাবস্থায় বিলাল (রা) তাঁকে সালাতের ইমামতের জন্য ডাকতে আসলেন। তিনি বললেন, যাও, আবূ বকরকে ইমামতি করতে বল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি নিতান্ত নরম মানুষ। তিনি আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে পারবেন না। আপনি উমরকে আদেশ করলে উত্তম হবে। কিন্তু তিনি তবুও বললেন, যাও, আবূ বকরকে ইমামত করতে বল। এরপর আমি হাফসাকে বললাম, তুমি তাঁকে বল যে, আবূ বকর অতি নরম লোক। তিনি আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে মানুষকে কুরআন শুনাতে পারবেন না। আপনি উমরকে আদেশ করলে ভাল হবে। হাফ্সা তাঁকে তা-ই বললেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন যে, তোমরা অবশ্যই ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গিণীদের ন্যায়। যাও, আবূ বকরকে ইমামত করতে বল। শেষ পর্যন্ত লোকেরা আবূ বকর (রা)-কে নির্দেশ শুনালেন এবং তিনি লোকদের ইমামত করলেন। তিনি সালাত আরম্ভ করার এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করলেন। তিনি দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চললেন। যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন, তাঁর আগমন শব্দ পেয়ে আবূ বকর (রা) পিছনে সরে আসার উপক্রম করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইঙ্গিতে তাঁকে তাঁর স্বস্থানে দণ্ডয়মান থাকতে বললেন এবং নিজে এসে আবূ বকর (রা)-এর বামপাশে বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে বসে সালাতের ইমামত করছিলেন এবং আবূ বকর (রা) দণ্ডায়মান অবস্থায় নবী ﷺ-এর অনুসরণ করছিলেন। আর অন্য মুসল্লীগণ আবূ বকর (রা)-এর সালাতের অনুসরণ করছিল।

٨٢٧- حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِىْ حَدِيْثِهِمَا لَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ وَفِىْ حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ فَاُتِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اُجْلِسَ اِلٰى جَنْبِهِ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى بِالنَّاسِ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيْرَ وَفِىْ حَدِيْثِ عِيْسٰى فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بِالنَّاسِ وَاَبُوْ بَكْرٍ اِلٰى جَنْبِهِ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ.

৮২৭. মিনজাব ইবনুল হারিস আত-তামীমী (র) ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... আ'মাশ (র) থেকে উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। এদের বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মৃত্যু রোগে যখন আক্রান্ত হলেন। ইব্ন মুসহিরের হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নিয়ে এসে তাঁর [আবূ বকর (রা)-এর] পাশে বসিয়ে দেওয়া হলো। নবী ﷺ লোকদের ইমামতি করছিলেন এবং আবূ বকর (রা) তাদেরকে তাক্বীর শুনাচ্ছিলেন। ঈসার হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে বসে লোকদের সালাত পড়াচ্ছিলেন এবং আবূ বকর (রা) তাঁর পাশে থেকে লোকদেরকে শুনাচ্ছিলেন।

٨٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فِىْ مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّىْ بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ وَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ اَیْ کَمَا اَنْتَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَذَاءَ اَبِیْ بَکْرٍ اِلٰی جَنْبِهِ فَکَانَ اَبُوْ بَکْرٍ یُصَلِّی بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ یُصَلُّوْنَ بِصَلَاةِ اَبِیْ بَکْرٍ.

৮২৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব এবং ইব্‌ন নুমায়র (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পীড়িত অবস্থায় আবূ বকর (রা)-কে ইমামতি করার নির্দেশ দান করেন। সেমতে তিনি ইমামতি করতে থাকেন। রাবী উরওয়া (র) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করলে মসজিদে গমন করেন। তখন আবূ বকর (রা) লোকদের ইমামতি করছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে আবূ বকর (রা) পশ্চাতে সরে আসতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইশারায় তাঁর স্থানে থাকতে বললেন এবং নিজে তাঁর বরাবর পাশে বসে পড়লেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইমামতিতে আবূ বকর (রা) সালাত আদায় করলেন এবং অন্যান্য মুসল্লীগণ আবূ বকরের ইমামতিতে সালাত আদায় করলেন।

٨٢٩- حَدَّثَنِیْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِیُّ وَعَبْدُبْنُ حُمَیْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنِیْ وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا یَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِیْمَ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِیْ اَبِیْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِیْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ اَبَابَکْرٍ کَانَ یُصَلِّی لَهُمْ فِیْ وَجَعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِیْ تُوُفِّیَ فِیْهِ حَتّٰی اِذَا کَانَ یَوْمُ الْاِثْنَیْنِ وَهُمْ صُفُوْفٌ فِی الصَّلَاةِ کَشَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِتْرَ الْحُجْرَةِ فَنَظَرَ اِلَیْنَا وَهُوَ قَائِمٌ کَاَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَاحِکًا قَالَ فَبُهِتْنَا وَنَحْنُ فِی الصَّلَاةِ مِنْ فَرَحٍ بِخُرُوْجِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَکَصَ اَبُوْ بَکْرٍ عَلٰی عَقِبَیْهِ لِیَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَارِجٌ لِلصَّلَاةِ فَاَشَارَ اِلَیْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِیَدِهِ اَنْ اَتِمُّوْا صَلَاتَکُمْ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَرْخَی السِّتْرَ قَالَ فَتُوُفِّیَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ یَوْمِهِ ذَالِكَ * وَحَدَّثَنِیْهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اٰخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ کَشَفَ السِّتَارَةَ یَوْمَ الْاِثْنَیْنِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ وَحَدِیْثُ صَالِحٍ اَتَمُّ وَاَشْبَعُ.

৮২৯. আম্‌র আন-নাকিদ, হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত্যুরোগ শয্যায় শায়িতাবস্থায় আবূ বকর (রা) তাদের সালাতে ইমামতি করতে থাকেন। এভাবে যখন সোমবার দিন সকলে সারিবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় কক্ষের পর্দা উত্তোলন করে দাঁড়ানো অবস্থায় আমাদের দিকে তাকালেন। (উজ্জ্বলতায়) তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল যেন কুরআনের পৃষ্ঠা। তিনি ঈষৎ হাসলেন। এদিকে আমরাও সালাতের মধ্যেই তাঁর আগমনের খুশিতে অভিভূত হয়ে উঠলাম। আবূ বকর (রা) মনে করলেন যে, তিনি সালাতের জন্য বের হচ্ছেন। তাই পিছনে সরে আসতে উদ্যত হলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশারা করে বললেন যে, তোমরা তোমাদের সালাত সম্পন্ন কর। অতঃপর তিনি তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে দরজার পর্দা ফেলে দিলেন এবং ঐ দিনই তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

আম্‌র আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে শেষবারের মত দেখেছিলাম যখন তিনি সোমবার দিন হুজরার পর্দা উত্তোলন করেছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে রাবী সালিহ্ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি অধিক পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ।

٨٣٠- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمَا.

৮৩০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র) ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সোমবার হলো, তারপর উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجْ اِلَيْنَا نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثًا فَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَذَهَبَ اَبُوْ بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجْهُ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ مَانَظَرْنَا مَنْظَرًا قَطُّ كَانَ اَعْجَبَ اِلَيْنَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ وَضَحَ لَنَا قَالَ فَاَوْمَا نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ اَنْ يَتَقَدَّمَ وَاَرْخٰى نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ الْحِجَابَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتّٰى مَاتَ.

৮৩১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আমাদের নিকট তিন দিন যাবত বের হননি। (তিন দিনের পরের ঘটনা,) এক সালাতে ইকামত দেয়া হল। আবূ বকর (রা) সামনে অগ্রসর হবেন ইত্যবসরে আল্লাহ্‌র নবী ﷺ পর্দা উত্তোলন করলেন। আমরা তাঁর চেহারা মুবারক অবলোকন করলাম। তাঁকে এমন দেখাচ্ছিল যে, সেরূপ অপূর্ব দৃশ্য আর আমরা ইতিপূর্বে কখনো দেখি নি। তিনি হাতের ইশারায় আবূ বকর (রা)-কে সামনে অগ্রসর হয়ে সালাত আদায় করতে বললেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন। এরপর আর তিনি ওফাত পর্যন্ত বের হতে পারেননি।

٨٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ مَرِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّ اَبَابَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ مَتٰى يَقُمْ مَقَامَكَ لاَيَسْتَطِعِ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرِيْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَاِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ قَالَ فَصَلّٰى بِهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ حَيَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৮৩২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পীড়িত হয়ে পড়লেন। ক্রমেই তাঁর পীড়া বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি বললেন, আবূ বকরকে নির্দেশ দাও, যেন সে লোকদের সালাতে ইমামত করে। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ বকর (রা) নরম দিল মানুষ। তিনি আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে সালাত পড়াতে পারবেন না। তবু তিনি বললেন, যাও, আবূ বকরকেই ইমামত করতে বল। তোমরা হচ্ছো ইউসুফের সঙ্গিণীদের অনুরূপ। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবদ্দশায় আবূ বকর (রা)-ই লোকদের সালাতে ইমামতি করেন।

٢٢- بَابُ تَقْدِيْمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّيْ بِهِمْ اِذَا تَأَخَّرَ الْاِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوْا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيْمِ

২২. পরিচ্ছেদ : ইমামের আসতে দেরী হলে এবং ফিতনা -ফাসাদের আশংকা না থাকলে উপস্থিত লোকজন কর্তৃক অন্য কাউকে ইমাম বানানো

٨٣٣- حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ اِلٰى بَنِيْ عَمْرِوبْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فَاُقِيْمُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَصَلّٰى اَبُوْ بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتّٰى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لَايَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ الْتَفَتَ فَرَأٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى مَااَمَرَهُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذَالِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اسْتَوٰى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلّٰى ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَااَبَا بَكْرٍ مَامَنَعَكَ اَنْ تَثْبُتَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَاكَانَ لِاَبْنِ اَبِيْ قُحَافَةَ اَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَالِيْ رَأَيْتُكُمْ اَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيْقَ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَاِنَّهُ اِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ اِلَيْهِ وَاِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

৮৩৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... সাহল ইব্ন সা'দ আস-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আম্র ইব্ন আওফ গোত্রে তাদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসার কাজে গমন করলেন। ইত্যবসরে সালাতের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে মুআয্যিন (আযান দিয়ে) আবূ বকর (রা)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আপনি কি ইমামত করবেন? আমি ইকামত বলছি। আবূ বকর (রা) বললেন, হ্যাঁ। আবূ বকর (রা) সালাত পড়াচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিছনদিক হতে আগমন করেন এবং মানুষের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সালাতের কাতারে শরীক হলেন। মুক্তাদীগণ তালি বাজাতে লাগলেন কিন্তু আবূ বকর (রা) সালাতের মধ্যে অন্য কোনদিকে মনোযোগ দিতেন না। মুক্তাদীগণ অধিক তালি বাজাতে থাকলে তিনি ফিরে তাকালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখতে পেয়ে পিছনে হটতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশারা করে বললেন, তুমি তোমার জায়গায় অবস্থান কর। আবূ বকর (রা) দুই হাত উপরে তুলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক তাঁকে এই ইমামতির মর্যাদা প্রদানে আল্লাহ্র প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন এবং পশ্চাতে হটে এসে মুক্তাদীর কাতারে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাতের পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ বকর! তুমি তোমার জায়গায় দণ্ডায়মান থাকলে না কেন, যখন আমি তোমাকে থাকতেই আদেশ করেছিলাম? আবূ বকর (রা) বললেন, আবূ কুহাফার পুত্রের এমন দুঃসাহস নেই যে, আল্লাহ্র রাসূলের সামনে ইমামত করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মুক্তাদীদের প্রতি তাকিয়ে) বললেন, কী ব্যাপার! তোমরা এত তালি বাজালে কেন? তোমাদের কারো সালাতের মধ্যে যখন কোন সমস্যা দেখা দেয়, তখন তোমরা 'সুবহানাল্লাহ্' বলবে, তোমরা 'সুবহানাল্লাহ্' বললেই ইমাম তোমাদের প্রতি মনোযোগ দিবেন। তালি বাজানোর বিধান তো নারীদের জন্য।

٨٣٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىُّ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَفِىْ حَدِيْثِهِمَا فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرِىَ وَرَاءَهُ حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ.

৮৩৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... সুহায়ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে মালিক (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এদের উভয়ের বর্ণনায় আছে, আবূ বাকর (রা) তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং পিছনে সরে এসে সারিতে দণ্ডায়মান হলেন।

٨٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ ذَهَبَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِى عَمْرِوبْنِ عَوْفٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ وَزَادَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَقَ الصُّفُوْفَ حَتّٰى قَامَ عِنْدَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَفِيْهِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى.

৮৩৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী' (র)......সাহল ইবন সা'দ আস-সাঈদী (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেন : নবী ﷺ আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রে একটি আপস-মীমাংসার কাজে গমন করেন। সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি পিছনের কাতারসমূহ ভেদ করে সামনের কাতারে এসে দাঁড়ালেন এবং হযরত আবূ বকর (রা) পশ্চাৎ দিকে হটে আসলেন।

٨٣٦- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ وَحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيْثِ عَبَّادِبْنِ زِيَادٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ غَزَامَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَبُوْكَ قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَتَبَرَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ اِدَاوَةً قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَىَّ اَخَذْتُ اُهْرِيْقُ عَلٰى يَدَيْهِ مِنَ الْاِدَاوَةِ وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَاَدْخَلَ يَدَيْهِ فِى الْجُبَّةِ حَتّٰى اَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ اَسْفَلِ الْجُبَّةِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَاَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتّٰى نَجِدُ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوْا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلّٰى لَهُمْ فَاَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلّٰى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْاٰخِرَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُتِمُّ صَلاَتَهُ فَاَفْزَعَ ذَالِكَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاَكْثَرُوا التَّسْبِيْحَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ ﷺ صَلاَتَهُ اَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ اَحْسَنْتُمْ اَوْ قَالَ قَدْ اَصَبْتُمْ يَغْبِطُهُمْ اَنْ صَلَّوُا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا.

৮৩৬. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ও হাসান ইব্ন আলী আল-হুলওয়ানী (র)......মুগীরা ইব্ন শু'বা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুগীরা (রা) বলেন, একদিন ফজরের সালাতের পূর্বে (উক্ত তাবূক নামক স্থানে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (প্রাতঃকৃত) সমাধার্থে নিম্নভূমির দিকে রওয়ানা হলে আমি পানির পাত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে গেলাম। যখন তিনি আমার নিকট ফিরে আসলেন আমি তাঁর হাতে পানি ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি প্রথমে তিনবার হাত ধৌত করলেন, অতঃপর মুখমণ্ডল। তারপর তাঁর জুব্বার আস্তিন হাতের উপর দিকে উঠাতে চাইলেন। কিন্তু আস্তিন সংকীর্ণ ছিল বিধায় তিনি জুব্বার নিচের দিক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দুই হাত জুব্বার নিচ দিয়ে বের করলেন। তারপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুইলেন। তারপর উভয় মোজার উপর মাসহ্ করলেন। তারপর রওয়ানা হলেন এবং আমিও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। ফিরে এসে দেখতে পেলাম, লোকজন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-কে আগে বাড়িয়ে দিয়েছে, তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রাক'আত পেলেন এবং লোকজনের সাথে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করলেন। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) যখন সালাম ফিরালেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সালাত পূর্ণ করার নিমিত্ত দাঁড়ালেন। মুসলমানগণ এই দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে গেলেন এবং বেশি করে তাসবীহ্ পড়তে লাগলেন। নবী ﷺ সালাত শেষ করে তাঁদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা উত্তম কাজ করেছ। সঠিক ওয়াক্তেই সালাত আদায় করার জন্য তিনি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন।

٨٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَالْحُلْوَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِبْنِ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ نَحْوَ حَدِيْثِ عَبَّادٍ قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَاَرَدْتُ تَأْخِيْرَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُ.

৮৩৭. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) ও আল-হুলয়ানী (র)......হামযা ইবনুল মুগীরা (রা) থেকে আব্বাদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেছেন। মুগীরা (রা) বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-কে পিছনে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নবী ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও।

٢٣- بَابُ تَسْبِيْحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيْقِ الْمَرْأَةِ اِذَا نَابَهُمَا شَىْءٌ فِى الصَّلاَةِ

২৩. পরিচ্ছেদ : সালাতে ভুল-ত্রুটি হলে পুরুষ 'সুবহানাল্লাহ্' বলবে এবং নারী করতালি দেবে

٨٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ زَادَ حَرْمَلَةُ فِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالاً مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُوْنَ وَيُشِيْرُوْنَ.

৮৩৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আম্‌র আন-নাকিদ, হারূন ইব্‌ন মা'রূফ ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পুরুষের জন্য 'সুবহানাল্লাহ্' এবং নারীদের জন্য হলো হাততালি। হারমালা তাঁর বর্ণনায় আরও বলেন যে, ইব্‌ন শিহাব (র) বলেছেন, আমি কতিপয় আলেমকে সালাতের মধ্যে 'সুবহানাল্লাহ্' বলতে এবং ইশারা করতে দেখেছি।

٨٣٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৮৩৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَزَادَ فِى الصَّلَاةِ.

৮৪০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনায় 'সালাতের মধ্যে' কথাটি অতিরিক্ত আছে।

٢٤- بَابُ الْاَمْرِ بِتَحْسِيْنِ الصَّلَاةِ وَاِتْمَامِهَا وَالْخُشُوْعِ فِيْهَا.

২৪. পরিচ্ছেদ : পূর্ণভাবে, উত্তমরূপে ও বিনীতভাবে সালাত আদায় করার নির্দেশ

٨٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ يَعْنِى ابْنَ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَافُلَانُ اَلَاتُحْسِنُ صَلَاتَكَ اَلَايَنْظُرُ الْمُصَلِّى اِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّىْ فَاِنَّمَا يُصَلِّىْ لِنَفْسِهِ اِنِّىْ وَاللّٰهِ لَاُبْصِرُ مِنْ وَرَائِىْ كَمَا اُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ.

৮৪১. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা আল-হামদানী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন সালাত আদায়শেষে বললেন, হে অমুক! তুমি তোমার সালাত উত্তমরূপে আদায় করবে না কি? মুসল্লী যখন সালাত আদায় করে তখন সে কীরূপে সালাত আদায় করে তা কি সে লক্ষ্য করে না? অথচ সালাত আদায়কারী তার নিজের কল্যাণের জন্যই সালাত আদায় করে। আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমি যেমন সামনের দিকে দেখি, তেমনি পিছনের দিকেও দেখি।১

٨٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِىْ هٰهُنَا فَوَ اللّٰهِ مَايَخْفٰى عَلَىَّ رُكُوْعُكُمْ وَلَاسُجُوْدُكُمْ اِنِّىْ لَاَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِىْ.

---

১. এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মু'জিযা ছিল, এর সাথে ইলমে গায়বের কোন সম্পর্ক নেই।

৮৪২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কি দেখছ-আমার মুখ এইদিকে? অথচ আল্লাহর শপথ! আমার নিকট তোমাদের রুকূ এবং সিজ্দা কোনটাই গোপন নয়। আমি তোমাদেরকে পিছন হতেও দেখছি।

٨٤٣- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَقِيْمُوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَوَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِيْ وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِيْ اِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ.

৮৪৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের রুকূ এবং সিজদা যথাযথভাবে আদায় করবে। আল্লাহ্র শপথ! তোমরা যখন রুকূ-সিজ্দা কর, তখন তা আমি পিছনদিক হতে (রাবী কখনও বলেছেন) আমি পৃষ্ঠদেশের দিক হতে দেখে থাকি।

٨٤٤- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِى ابْنَ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتِمُّوْا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَوَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِظَهْرِيْ اِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَاِذَامَا سَجَدْتُمْ وَفِيْ حَدِيْثِ سَعِيْدٍ اِذَا رَكَعْتُمْ وَاِذَا سَجَدْتُمْ.

৮৪৪. আবূ গাস্সান আল-মিস্মাঈ ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের রুকূ-সিজ্দাগুলো পূর্ণরূপে আদায় করবে। আল্লাহ্র কসম! তোমরা যখন রুকূ-সিজ্দা কর, তা আমি পিছনদিক হতে অবলোকন করি।

٢٥- بَابُ تَحْرِيْمِ سَبْقِ الاِمَامِ بِرُكُوْعٍ اَوْ سُجُوْدٍ وَنَحْوِهِمَا.

২৫. পরিচ্ছেদ : ইমামের পূর্বে রুকূ-সিজ্দা করা নিষেধ

٨٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لاَبِيْ بَكْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضٰى الصَّلاَةَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ اِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ فَاِنِّيْ اَرَاكُمْ اَمَامِيْ وَمِنْ خَلْفِيْ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْرَاَيْتُمْ مَارَاَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا قَالُوْا وَمَا رَاَيْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَاَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ.

৮৪৫. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ও আলী ইব্ন হুজ্র (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন সালাত আদায়ের পর আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে লোক সকল! আমি

তোমাদের ইমাম। সুতরাং রুকূ, সিজ্‌দা, কিয়াম ও সালামে আমার আগে চলে যেও না। কারণ আমি সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে তোমাদেরকে দেখতে পাই। অতঃপর বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ, আমি যা দেখছি, তোমরা তা দেখতে পেলে হাসতে কম, কাঁদতে বেশি। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কী দেখেছেন? তিনি বললেন, আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি।

٨٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ جَمِيْعًا عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ.

৮৪৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, ইব্‌ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......আনাস (রা) থেকে উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু জারীর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে 'সালাম ফেরানোর' কথাটি নেই।

٨٤٧- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَاَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ اَمَا يَخْشَى الَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الاِمَامِ اَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ.

৮৪৭. খালাফ ইব্‌ন হিশাম, আবূ রাবী আয-যাহরানী ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, ইমামের পূর্বে সিজ্‌দা হতে যে ব্যক্তি মাথা তুলবে, তার ভয় করা উচিত যে, আল্লাহ্ তার মাথাকে গাধার মাথার মত করে দিবেন।

٨٤٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَأْمَنُ الَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِيْ صَلاَتِهِ قَبْلَ الاِمَامِ اَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ صُوْرَتَهُ فِيْ صُوْرَةِ حِمَارٍ.

৮৪৮. আম্‌র আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে সিজ্‌দা হতে তার শির উত্তোলন করবে, সে কি এ বিষয়ে নিশঙ্ক হয়ে গেল যে, আল্লাহ্ তার চেহারাকে গাধার চেহারায় রূপান্তরিত করে দিবেন।

٨٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيْعًا عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ مُسْلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا غَيْرَ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِ الرَّبِيْعِ بْنِ مُسْلِمٍ اَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ.

৮৪৯. আবদুর-রাহমান ইব্‌ন সাল্লাম আল-জুমাহী, আবদুর-রাহমান ইবনুর রাবী' ইব্‌ন মুসলিম, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয ও আবূ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

তবে আর-রাবী‘ ইব্‌ন মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডলকে গাধার চেহারায় রূপান্তরিত করে দিবেন।

٢٦- بَابُ النَّهْىِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ اِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلاَةِ.

২৬. পরিচ্ছেদ : সালাতের মধ্যে আকাশের দিকে তাকান নিষেধ

٨٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلاَةِ اَوْ لاَتَرْجِعُ اِلَيْهِمْ.

৮৫০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)......জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যারা সালাতের মধ্যে আকাশের দিকে তাকায়, অবশ্যই তাদের তা হতে বিরত হওয়া উচিত। অন্যথায় তাদের দৃষ্টি আর ফিরে না আসতে পারে।

٨٥١- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِبْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ اَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِى الصَّلاَةِ اِلَى السَّمَاءِ اَوْلَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ.

৮৫১. আবূ তাহির ও আমর ইব্‌ন সাওয়াদ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ যেন সালাতের মধ্যে দু‘আর সময় আকাশের দিকে না তাকায়। অন্যথায় তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হবে।

٢٧- بَابُ الاَمْرِ بِالسُّكُوْنِ فِى الصَّلاَةِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْاِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلاَمِ وَاِتْمَامِ الصُّفُوْفِ الْاَوَّلِ وَالتَّرَاصُّ فِيْهَا وَالاَمْرِ بِالْاِجْتِمَاعِ

২৭. পরিচ্ছেদ : সালাতে নড়াচড়া করা, সালামের সময় হাতের ইশারা করা ও হাত উঠান নিষেধ এবং সামনের কাতার পূর্ণ করা ও পরস্পর মিলিত হয়ে এবং একত্র হয়ে দাঁড়াবার নির্দেশ

٨٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَالِى اَرَاكُمْ رَافِعِىْ اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اسْكُنُوْا فِى الصَّلاَةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَاَنَا حِلَقًا فَقَالَ مَالِى اَرَاكُمْ عِزِيْنَ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ اَلاَتَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الاَوَّلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ.

৮৫২. আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করে বললেন, তোমরা চঞ্চল ঘোড়ার লেজের মত হাত উঠাচ্ছ কেন? সালাতের মধ্যে স্থির থাকবে। একবার তিনি আমাদেরকে দলে দলে বিভক্ত দেখে বললেন, তোমরা পৃথক পৃথক রয়েছে কেন? আরেকবার আমাদের সামনে এসে তিনি বললেন, তোমরা এমনভাবে কাতার বাঁধবে, যেমনিভাবে ফেরেশ্‌তাগণ তাঁদের রবের সামনে কাতারবন্দী হয়ে থাকেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ফেরেশ্‌তাগণ তাঁদের রবের সামনে কীভাবে কাতারবন্দী হন? তিনি বললেন, ফেরেশ্‌তাগণ সামনের কাতারগুলি আগে পূর্ণ করেন এবং গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়ান।

٨٥٣– وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدِ ن الْاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৮৫৩. আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)....... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٨٥٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَاَشَارَ بِيَدِهِ اِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَامَ تُوْمِئُوْنَ بِاَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اِنَّمَا يَكْفِىْ اَحَدَكُمْ اَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلٰى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى اَخِيْهِ مَنْ عَلٰى يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ.

৮৫৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও আবূ কুরায়ব (র)...... জাবির ইব্‌ন সামুরা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম, তখন সালাতশেষে ডান-বামদিকে হাত ইশারা করে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বলতাম। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা চঞ্চল ঘোড়ার লেজ নাড়ার মত হাত ইশারা করছ কেন? (সালাতের বৈঠকে) উরুর ওপর হাত রেখে ডানে-বামে অবস্থিত তোমাদের ভাইকে (মুখ ফিরিয়ে) আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বলাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

٨٥٥– وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ فُرَاتٍ يَعْنِى الْقَزَّازَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكُنَّا اِذَا سَلَّمْنَا بِاَيْدِيْنَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظَرَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَاشَاْنُكُمْ تُشِيْرُوْنَ بِاَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اِذَاسَلَّمَ اَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ اِلٰى صَاحِبِهِ وَلَايُوْمِئْ بِيَدِهِ.

৮৫৫. আল-কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়্যা (র)...... জাবির ইব্‌ন সামুরা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায়ের শেষে আস্‌সালামু আলাইকুম, আস্‌সালামু আলাইকুম বলার সময় হাত

দিয়েও ইশারা করতাম। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা এমনভাবে হাত দ্বারা ইশারা করছ, যেন তা চঞ্চল ঘোড়ার লেজ ? তোমরা সালাতশেষে যখন সালাম করবে, তখন ভাইয়ের দিকে মুখ করবে, হাতদ্বারা ইশারা করবে না।

٢٨- بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ وَاِقَامَتِهَا وَفَضْلِ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلِ مِنْهَا وَالْاِزْدِحَامِ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ وَالْمُسَابَقَةِ اِلَيْهَا وَتَقْدِيْمِ اُوْلِى الْفَضْلِ وَتَقْرِيْبِهِمْ مِنَ الْاِمَامِ

২৮. পরিচ্ছেদ : কাতার সোজা করা ও মিশে দাঁড়ানো, ক্রমানুসারে প্রথম কাতারের ফযীলত, প্রথম কাতারে দাঁড়াবার জন্য প্রতিযোগিতা করা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের পক্ষে ইমামের নিকট ও সামনের কাতারে দাঁড়াবার বিধান

٨٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ وَاَبُوْمُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ التَّمِيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلاَةِ وَيَقُوْلُ اسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ اُوْلُو الْاَحْلاَمِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَاَنْتُمُ الْيَوْمَ اَشَدُّ اخْتِلاَفًا.

৮৫৬. আবূ বাক্র ইবন আবূ শায়বা (র)....... আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের শুরুতে আমাদের কাঁধের উপর হাত রেখে বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং আগে পিছে হয়ো না। অন্যথায় তোমাদের অন্তরেও বিভেদ সৃষ্টি হবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা অধিক সমঝদার ও জ্ঞানী, তারা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী, তারা তাদের পর, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী, তারা তাদের পর দাঁড়াবে। আবূ মাসঊদ (রা) বলেন, অথচ আজ তোমাদের মধ্যে চরম বিভেদ বিরাজ করছে।

٨٥٧- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى يَعْنِى ابْنَ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

৮৫৭. ইসহাক, ইব্‌ন খাশ্‌রাম ও ইবন আবূ উমর (র)...... ইব্‌ন উয়ায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨٥٨- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ اُوْلُو الْاَحْلاَمِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثَلاَثًا وَاِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْاَسْوَاقِ.

৮৫৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল-হারিসী ও সালিহ্ ইবন হাতিম ইবন ওয়ারদান (র)........ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা অধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান, তারা আমার নিকটে দাঁড়াবে। অতঃপর যারা তাদের কাছাকাছি তারা, অতঃপর যারা তাদের কাছাকাছি তারা, অতঃপর যারা তাদের কাছাকাছি তারা দাঁড়াবে। আর তোমরা বাজারী হট্টগোল হতে দূরে থাকবে।

٨٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ.

৮৫৯. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্‌শার (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা রাখবে। কেননা কাতার সোজা করা সালাতের পূর্ণতার অংশ।

٨٦٠- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتِمُّوا الصُّفُوْفَ فَاِنِّىْ اَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِىْ.

৮৬০. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কাতার পুরা কর। কেননা আমি তোমাদেরকে পিছন হতে দেখে থাকি।

٨٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَاحَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ اَقِيْمُوْا الصَّفَّ فِى الصَّلاَةِ فَاِنَّ اِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ.

৮৬১. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) কতিপয় হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে আমাদের নিকট বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা সালাতের মধ্যে কাতার সোজা রাখবে। কেননা, কাতার সোজা করা সালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।

٨٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ اَبِى الْجَعْدِ الْغَطَفَانِىَّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

৮৬২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা রাখবে। নতুবা আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।

٨٦٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّى صُفُوْفَنَا حَتّٰى كَاَنَّمَا يُسَوِّى بِهَا الْقِدَاحَ حَتّٰى رَاٰى اَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتّٰى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَاٰى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْلَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

৮৬৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাতারগুলোকে এমনভাবে সোজা করে দিতেন যেন তিনি তীরের দণ্ড সোজা করছেন। যতক্ষণ না তিনি বুঝলেন, আমরা বিষয়টি তাঁর নিকট হতে যথাযথভাবে বুঝে নিয়েছি। অতঃপর একদিন (হুজ্‌রা হতে) বের হয়ে এসে স্বীয় স্থানে দাঁড়িয়ে তাক্‌বীর বলবেন এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তির বক্ষদেশ কাতার হতে আগে বেড়ে আছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা তোমাদের কাতার অবশ্যই সোজা কর। নতুবা আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।

٨٦٤- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৮৬২. হাসান ইব্নুর-রাবী, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ 'আওয়ানাহ (র) থেকে উক্ত সনদে উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨٦٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْيَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

৮৬৫. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মানুষ যদি আযান ও প্রথম কাতারের সাওয়াবের কথা জানত এবং লটারী ছাড়া তা লাভের কোন উপায় না থাকত, তবে তারা এর জন্য অবশ্য লটারী করত এবং যদি (যোহরের সালাতে) আউয়াল ওয়াক্তে গমনের ফযীলত তারা জানত, তবে তারা এর জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতা করত। আর ইশা ও ফজরের মাহাত্ম্য যদি জানত, তবে তারা ঐ দুটির জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আগমন করত।

٨٦٦- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَشْهَبِ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ الْعَبْدِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى فِىْ اَصْحَابِهِ تَاَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوْا فَائْتَمُّوْا بِىْ وَلْيَاْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لاَيَزَالُ قَوْمٌ يَتَاَخَّرُوْنَ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ.

৮৬৬. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)......আবূ সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে পিছনে দেখে বললেন, সামনে এসো এবং আমার অনুসরণ কর, অতঃপর দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করবে। এমন কিছু লোক সব সময় থাকবে যারা সালাতে পিছনে থাকবে। আল্লাহ্ তাদেরকে (নিজ রহমত হতেও) পিছনে রাখবেন।

٨٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَوْمًا فِيْ مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

৮৬৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর-রহমান আদ-দারিমী (র)...... আবূ সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদল লোককে দেখলেন, তারা মসজিদের পেছনের দিকে আছেন। তারপর উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٨٦٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ الْهَيْثَمِ اَبُوْ قَطَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْتَعْلَمُوْنَ اَوْيَعْلَمُوْنَ مَافِى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً وَقَالَ ابْنُ حَرْبٍ الصَّفُّ الْاَوَّلِ مَاكَانَتْ اِلاَّ قُرْعَةً.

৮৬৮. ইব্‌রাহীম ইবন দীনার ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারব আল-ওয়াসিতী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা (অথবা বলেছেন তারা) যদি সামনের কাতারের মাহাত্ম্য অবগত হতো, তবে লটারী করতে হতো। ইব্‌ন হারব (র) বর্ণনা করেছেন, প্রথম কাতারের। তবে অবশ্যই লটারী করা হত।

٨٦٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اُخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا.

৮৬৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পুরুষদের কাতারের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হলো প্রথম কাতার এবং সর্বনিকৃষ্ট হচ্ছে শেষ কাতার। আর স্ত্রীলোকদের কাতারের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে শেষ কাতার (যা পুরুষের কাতার হতে দূরে থাকে) এবং সর্বনিকৃষ্ট হলো প্রথম কাতার (যা পুরুষদের কাতারের নিকটবর্তী হয়)।

٨٧٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

৮৭০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... সুহায়ল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٩- بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لاَيَرْفَعْنَ رُؤُسَهُنَّ مِنَ السُّجُوْدِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ

২৯. পরিচ্ছেদ : পুরুষের পিছনে সালাত আদায়কারিণী নারীদের প্রতি নির্দেশ, তারা যেন পুরুষদের মাথা উঠানোর পূর্বে নিজেদের মাথা না উঠায়

٨٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضَيْقِ الْأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ قَائِلٌ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ لاَتَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ.

৮৭১. আবূ বাক্র ইবন আবূ শায়বা (র)...... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি লোকদেরকে তাদের লুঙ্গি খাটো হবার দরুন বালকদের মত তা তাদের গলায় বেঁধে নবী ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, হে নারী সমাজ! পুরুষরা তাদের মাথা না তোলা পর্যন্ত তোমরা সিজ্দা হতে মাথা তুলবে না।

٣٠- بَابُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ اِذَا لَمْ يُتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَاِنَّهَا لاَتَخْرُجُ مُطَيَّبَةً

৩০. পরিচ্ছেদ : ফিত্নার আশংকা না থাকলে নারীগণ মসজিদে যেতে পারবে কিন্তু খোশবু লাগিয়ে (বাইরে) বের হবে না

٨٧٢- حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ اِذَا اسْتَأْذَنَتْ اَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا.

৮৭২. আম্র আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... সালিমের পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যেতে চাইলে তাকে নিষেধ করবে না।

٨٧٣- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ اِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ اِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَاسَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ اُخْبِرُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَنَمْنَعُهُنَّ.

৮৭৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের স্ত্রীলোকগণ মসজিদে যেতে চাইলে তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিবে

না। বিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদেরকে অবশ্যই বাধা প্রদান করব। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) এমন রূঢ় ভাষায় তাঁকে তিরস্কার করলেন যে, ইতিপূর্বে আমি কখনও তাঁকে এভাবে তিরস্কার করতে শুনিনি। তিনি বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস শোনাচ্ছি আর তুমি বলছ, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদেরকে নিষেধ করব?

٨٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَابْنُ اِدْرِيْسَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ.

৮৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র বান্দীদেরকে আল্লাহ্ মসজিদে যেতে নিষেধ করবে না।

٨٧٥- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ اِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوْا لَهُنَّ.

৮৭৫. ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের স্ত্রীগণ মসজিদে যেতে অনুমতি চাইলে তাদেরকে মসজিদে যেতে অনুমতি দিবে।

٨٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ابْنُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ لاَنَدَعُ هُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً قَالَ فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ اَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُ لاَنَدَعُهُنَّ.

৮৭৬. আবূ কুরায়ব (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা রাত্রিকালে স্ত্রীলোকদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করবে না, তখন তাঁর পুত্র বলল, আমরা তাদেরকে নিষেধ করব, যাতে তারা ছলনা করতে না পারে। তখন তিনি তাঁর পুত্রকে তিরস্কার করার পর বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশ শোনাচ্ছি, আর তুমি তার বিরোধিতা করে বলছ যে, আমরা তাদের ছেড়ে দিব না।

٨٧٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ خَشْرَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৮৭৭. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র)...... আল-আ'মাশ (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٨٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِئْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ اِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ اِذَنْ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً قَالَ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِهِ وَقَالَ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُ لاَ.

৮৭৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম ও ইবন রাফি' (র)...... ইব্‌ন উমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীলোকদের রাতে মসজিদে যেতে অনুমতি দিবে। তখন ওয়াকিদ নামক তাঁর এক পুত্র বলল যে, তারা সেখানে গিয়ে প্রতারণা করবে। একথা শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর বুকে হাত মেরে বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি বলছ তাদেরকে যেতে দিবে না।

٨٧٩- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوْظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِذَا اسْتَأْذَنُوْكُمْ فَقَالَ بِلَالٌ وَاللّٰهِ لَنَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُ اَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ.

৮৭৯. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীলোকগণকে রাতে মসজিদে পুণ্যলাভের জন্য যেতে নিষেধ করো না যখন তারা তার অনুমতি চাইবে। তখন বিলাল বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাদেরকে নিষেধ করব। একথা শুনে আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, আমি বলছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আর তুমি বলছ, আমরা তাদেরকে নিষেধ করব।

٨٨٠- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.

৮৮০. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র)...... যায়নাব আস-সাকাফিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কোন স্ত্রীলোক যখন ইশার সালাত আদায় করতে (মসজিদে) আসে, তখন সে যেন ঐ রাতে খোশবু না লাগায়।

٨٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ بُكَيْرُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ قَالَ لَنَارَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا.

৮৮১. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে নারী মসজিদে আসবে, সে যেন খোশবু স্পর্শও না করে।

٨٨٢- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ يَزِيْدَبْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَأَةٍ اَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلَاتَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ.

৮৮২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে নারী কোন সুগন্ধির ধুনি নিবে, সে যেন ইশার সালাতে আমাদের সাথে শরীক না হয়।

٨٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ تَقُوْلُ لَوْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأٰى مَااَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِىْ اِسْرَايْلَ قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَنِسَاءُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ قَالَتْ نَعَمْ.

৮৮৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র)...... আম্‌রা বিনতে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যদি এ যুগের নারীরা কী করছে তা দেখতেন, তবে তাদেরকে বনী ইসরাঈলী নারীদের ন্যায় মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন। রাবী ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমি আমরাকে জিজ্ঞেস করলাম, বনী ইসরাঈলী নারীদেরকে কি মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٨٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى الثَّقَفِىَّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُوٌ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৮৮৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, আম্‌র আন-নাকিদ, আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্‌রাহীম (র)...... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি অনুরূপ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣١-بَابُ التَّوَسُّطِ فِى الْقِرَاءَةِ فِى الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْاِسْرَارِ اِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ مُفْسَدَةً.

৩১. পরিচ্ছেদ : যখন বিপদের আশংকা থাকে, জাহ্‌রী সালাতেও মধ্যম আওয়াযে কিরা'আত পড়া যায়

٨٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرُوٌ النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ "**وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا**" قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ اِذَا صَلّٰى بِاَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ فَاِذَا سَمِعَ ذَالِكَ الْمُشْرِكُوْنَ سَبُّوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَبِهِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّهِ ﷺ "**وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ**" فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُوْنَ قِرَاءَتَكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا عَنْ اَصْحَابِكَ اَسْمِعْهُمُ الْقُرْاٰنَ وَلَاتَجْهَرْ ذَالِكَ الْجَهْرَ "وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلاً" يَقُوْلُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ.

৮৮৫. আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ্ ও আম্‌র আন-নাকিদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী وَلاَتَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَتُخَافِتْ بِهَا সম্পর্কে বলেন, (মধ্যম আওয়াযে সালাত আদায় করার নির্দেশ সম্বলিত) এই আয়াত এমন সময় অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় আত্মগোপন করে অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করার সময় উচ্চস্বরে কিরা'আত পাঠ করতেন। মুশরিকরা তা শ্রবণ করে কুরআন, তা অবতীর্ণকারী এবং যাঁর প্রতি তা অবতীর্ণ হয়েছে তাঁকে গালি-গালাজ করত। তখন আল্লাহ্ তাঁর নবী ﷺ-কে বললেন........... وَلاَتَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ আপনি সালাতে এত উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করবেন না যে, মুশরিকগণ তা শুনতে পায় এবং এত নিম্নস্বরেও পাঠ করবেন না যে, আপনার সাহাবীগণ তা শুনতে না পাবে; বরং মধ্যম আওয়াযে কুরআন পাঠ করুন।

٨٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فِىْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ "وَلاَتَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَتُخَافِتْ بِهَا" قَالَتْ اُنْزِلَ هٰذَا فِى الدُّعَاءِ.

৮৮৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ وَلاَتَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَتُخَافِتْ بِهَا দু'আ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ অধিক উচ্চস্বরেও দু'আ করবে না, আর অধিক নিম্নস্বরেও না)।

٨٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَوَكِيْعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৮৮৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)..... হিশাম (র) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢- بَابُ الْاِسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ.

৩২. পরিচ্ছেদ : মনযোগ সহকারে কিরা'আত শ্রবণ

٨٨٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقَ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ "**لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ**" قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ بِالْوَحْىِ كَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَكَانَ ذٰلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى « **لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ** "اَخَذَهُ **اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَقُرْاٰنَهُ**" اَنْ عَلَيْنَا اَنَّ نَجْمَعَهُ فِىْ صَدْرِكَ وَقُرْاٰنَهُ

فَتَقْرَأُهُ "فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ" قَالَ أَنْزَلْنَهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ «إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيْلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللّٰهُ–

৮৮৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্‌র বাণী : لاَتُحَرِّكْ بِهِ সম্পর্কে বলেন, জিব্‌রাঈল (আ) যখন ওহী নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসতেন তখন তিনি তার জিহ্বা ও ওষ্ঠ সঞ্চালন করতেন; এতে তাঁর ভীষণ কষ্ট হতো এবং এটা তাঁর চেহারা দেখে চেনা যেত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ -অর্থাৎ তড়িঘড়ি তা আয়ত্ত করার নিমিত্তে ওষ্ঠ সঞ্চালন করবেন না, আপনার সীনায় আমিই তো সংরক্ষণ করব যেন পরে আপনি তা পাঠ করতে পারেন। আপনি মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং চুপ থাকুন। إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ। আপনার যবানে পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। রাবী বলেন, এরপর জিব্‌রাঈল (আ) যখন আগমন করতেন তখন তিনি মাথানত করে থাকতেন এবং জিব্‌রাঈল (আ) নির্গমন করলে তিনি আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার মুতাবিক হুবহু তা আবৃত্তি করতেন।

٨٨٩– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ «لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ» قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيْلِ شِدَّةً كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ لِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا فَقَالَ سَعِيْدٌ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى «**لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ**» قَالَ جَمْعَهُ فِيْ صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَأُهُ "فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ" قَالَ فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيْلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيْلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا أَقْرَأَهُ.

৮৮৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্‌র বাণী لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ সম্পর্কে বলেন, কুরআন নাযিলের সময় নবী ﷺ তড়িঘড়ি তা আয়ত্ত করার নিমিত্ত ওষ্ঠ সঞ্চালন করতেন। এতে তাঁর অত্যধিক কষ্ট হতো। (রাবী বলেন) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেরূপ ওষ্ঠদ্বয় সঞ্চালন করতেন আমি সেরূপ ওষ্ঠদ্বয় সঞ্চালন করব। সাঈদ বলেন, যেভাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) স্বীয় ওষ্ঠ নাড়াচ্ছিলেন, আমিও তদ্রূপ ওষ্ঠ নাড়াচ্ছি। এরপর তিনি তাঁর ওষ্ঠদ্বয় সঞ্চালন করলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন : لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ – إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ "তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার লক্ষে আপনি জিহ্বা নাড়বেন না। আমরা আপনার সীনায় তা সংরক্ষণ করব। যেন পরে আপনি তা পাঠ করতে পারেন।"

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ "আমি যখন তা পড়ি, আপনি আমার পাঠ অনুসরণ করুন" অর্থাৎ আপনি মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং চুপ থাকুন। এরপর তা আপনার দ্বারা পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। রাবী বলেন, এরপর জিব্‌রাঈল (আ) যখন ওহীসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করতেন, তখন তিনি তা নীরবে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন এবং জিব্‌রাঈল (আ) নির্গমন করলে পর নবী ﷺ হুবহু তা-ই আবৃত্তি করতেন।

٣٣- بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِى الصُّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ

৩৩. পরিচ্ছেদ : ফজর সালাতে এবং জিন্নদের সম্মুখে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা

٨٩٠- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاقَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَمَارَاهُمْ اَنْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ طَائِفَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ اِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَاُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ اِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوْا مَالَكُمْ قَالُوْا حِيْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَاُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوْا مَاذَاكَ اِلاَّ مِنْ شَيْءٍ حَدَثَ فَاضْرِبُوْا مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوْا مَاهٰذَا الَّذِىْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْطَلَقُوْا يَضْرِبُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِهَا فَمَرَّ النَّفَرُ الَّذِيْنَ اَخَذُوْا نَحْوَ تِهَامَةَ وَهُوَ بِنَخْلٍ عَامِدِيْنَ اِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّى بِاَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْاٰنَ اسْتَمَعُوْا لَهُ وَقَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِالسَّمَاءِ فَرَجَعُوْا اِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوْا يَاقَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِى اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّابِهِ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ « **قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ** ».

৮৯০. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ জিন্নদের নিকট কুরআন পাঠ করেন নি এবং তাদের তিনি দেখেন নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদল সাহাবীর সঙ্গে উকায বাজারে গমন করেন। তখন শয়তানদের জন্য আকাশের সংবাদ সংগ্রহ করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের উপর অগ্নিশিখা বর্ষণ করা হচ্ছিল। তাই একদল শয়তান তাদের সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বলল, আকাশের খবরাখবর জ্ঞাত হওয়া আমাদের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের উপর আগুনের শিখা বর্ষিত হচ্ছে। তারা বলল, নিশ্চয়ই কোন নতুন ঘটনা ঘটে থাকবে। তোমরা দুনিয়ার পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত খোঁজ নিয়ে দেখ, কি কারণে আমাদের নিকট আকাশের খবর আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তারা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিম ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাদেরই কিছু সংখ্যক সদস্য তিহামার পথে উকায বাজারে গমন করছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন 'নাখ্‌ল' নামক স্থানে স্বীয় সাহাবীগণসহ ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। তারা (জিন্ন সম্প্রদায়) যখন কুরআন পাঠ শুনল, তখন তাতে মনোনিবেশ করল এবং বলল, আকাশের খবরাখবর বন্ধ হওয়ার কারণ একমাত্র এটাই। এরপর তারা তাদের কাওমের নিকট ফিরে গেল এবং বলল, হে আমাদের কাওম। আমরা এক আশ্চর্য কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সত্য পথ-নির্দেশক। আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এবং আমরা কখনও আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না। তখন আল্লাহ্ তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর (এ ওহী) অবতীর্ণ করেন : قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ الخ বলুন : আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে যে, জিন্নদের একটি দল শুনেছে.........

٨٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الاَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ شَهِدَ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ قَالَ فَقَالَ عَلْقَمَةُ اَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَقُلْتُ هَلْ شَهِدَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ قَالَ لاَوَلٰكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فِى الاَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ فَقُلْنَا اسْتُطِيْرَ اَوِ اغْتِيْلَ قَالَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا اِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ قَالَ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَقَالَ اَتَانِىْ دَاعِى الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنَ قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَاَرَانَا اٰثَارَهُمْ وَاٰثَارَ نِيْرَانِهِمْ وَسَأَلُوْهُ الزَّادَ فَقَالَ لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِىْ اَيْدِيكُمْ اَوْفَرَمَا يَكُوْنُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ فَقَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ تَسْتَنْجُوْا بِهِمَا فَاِنَّهُمَا طَعَامُ اِخْوَانِكُمْ.

৮৯১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আলকামাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘জিন্ন-রজনী’তে (অর্থাৎ যে রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জিন্নদের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল) কি ইব্‌ন মাসঊদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন? তিনি বললেন, আমি ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, ‘জিন্ন-রজনী’-তে কি আপনাদের মধ্য হতে কেউ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন? তিনি বললেন, না! কিন্তু একরাত্রিত আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেললাম এবং তাঁকে পর্বতের উপত্যকা ও ঘাঁটিসমূহে খোঁজাখুঁজি করলাম। আমরা ভাবলাম জিন্নেরা তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে কিংবা গুপ্তঘাতক তাঁকে মেরে ফেলেছে। আমরা রাত্রটি দারুন উদ্বেগে কাটালাম। ভোরবেলা আমরা (দেখলাম যে,) তিনি হেরা (জাবাল-ই-নূর) পর্বতের দিক হতে আসছেন। রাবী বলেন, তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে আমরা হারিয়ে বহু খোঁজাখুঁজি করেছি কিন্তু কোথাও পাইনি। ফলে দারুণ উদ্বেগের মধ্যে আমরা রাত কাটিয়েছি। তিনি বললেন, জিন্নদের একজন প্রতিনিধি আমাকে নেওয়ার জন্য এসেছিল। আমি তার সঙ্গে গেলাম এবং তাদের নিকট কুরআন পাঠ করলাম। এরপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে গেলেন এবং তাদের নিদর্শন ও তাদের আগুনের নিদর্শনগুলো আমাদেরকে দেখালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, জিন্নেরা তাঁর নিকট খাদ্য প্রার্থনা করল। তিনি বললেন, যে-সমস্ত প্রাণী আল্লাহ্‌র নামে যবেহ্ হবে, তাদের হাড্ডি তোমাদের খাদ্য। তোমাদের হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা গোশতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং সকল উষ্ট্রের বিষ্ঠা তোমাদের জীবজন্তুর খাদ্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা ঐ দু’টি জিনিস (অস্থি ও উষ্ট্রের বিষ্ঠা) দ্বারা ইস্তিনজা করবে না। কেননা, ওগুলো তোমাদের ভাই (জিন্ন ও তাদের জানোয়ার)-দের খাদ্য।

٨٩٢- وَحَدَّثَنِيْهِ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ دَاوُدَ بِهٰذَا الاِسْنَادِاِلٰى قَوْلِهِ وَاٰثَارَنِيْرَانِهِمْ * قَالَ الشَّعْبِىُّ وَسَأَلُوْهُ الزَّادَ وَكَانُوْا مِنْ جِنِّ الْجَزِيْرَةِ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِىِّ مُفَصَّلاً مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ.

৮৯২. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস-সা'দী (র)...... দাঊদ (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে أَثَارَنِيْرَانِهِمْ পর্যন্ত আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। শা'বী বলেন, জিন্নেরা তাঁর নিকট তাদের খাদ্যের জন্যও প্রার্থনা করেছিল এবং তারা ছিল জাযীরার অধিবাসী।

٨٩٣- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى قَوْلِهِ وَاٰثَارَنِيْرَانِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ.

৮৯৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) সূত্রে নবী থেকে وَاٰثَارَنِيْرَانِهِمْ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। পরবর্তী অংশ তিনি বর্ণনা করেন নি।

٨٩٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِي مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمْ اَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَوَدِدْتُ اَنِّي كُنْتُ مَعَهُ.

৮৯৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'জিন্ন-রজনী'-তে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম না। কিন্তু আমার বাসনা জাগে যে, আহা! সেদিন যদি আমি তাঁর সঙ্গে থাকতাম।

٨٩٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَعْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوْقًا مَنْ اٰذَنَ النَّبِيَّ ﷺ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْاٰنَ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْكَ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ اٰذَنَتْهُ بِهِمْ شَجَرَةٌ.

৮৯৫. সাঈদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-জারমী ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... মা'ন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার নিকট শুনেছি, তিনি বলেন আমি মাসরূককে জিজ্ঞাসা করেছি, যে রাতে জিন্নেরা এসে কুরআন শ্রবণ করল, সে রাতে নবী ﷺ-কে কে তাদের উপস্থিতির সংবাদ দিয়েছিল? তিনি বলেন, আমাকে তোমার পিতা অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন যে, তাঁকে জিন্নের উপস্থিতি সম্পর্কে একটি বৃক্ষ সংবাদ দিয়েছিল।

٣٤- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

৩৪. পরিচ্ছেদ : যোহর ও আসরে কিরা'আত পাঠ

٨٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى الْعَنَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِي الصَّوَّافَ عَنْ يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي قَتَادَةَ وَاَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَالِكَ فِي الصُّبْحِ.

৮৯৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আল-আনাযী (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন যোহর ও আসরের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও দুইটি সূরা পাঠ করতেন এবং কখনও কখনও আমরা আয়াত শুনতে পেতাম। আর যোহরের প্রথম রাক'আত লম্বা করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আত খাটো করতেন। অনুরূপ ফজরের সালাতেও।

٨٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا هَمَّامُ وَاَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَيَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

৮৯৭. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যোহর ও আসরের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও আরও একটি সূরা পাঠ করতেন এবং কখনও আয়াত আমাদেরকে শোনাতেন। আর শেষের দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।

٨٩٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا هُشَيْمُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْوَلِيْدِبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ عَنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ **الٓمّٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ** وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَالِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلٰى قَدْرِ قِيَامِهِ فِى الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِى الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَالِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ رِوَايَتِهِ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ وَقَالَ قَدْرَ ثَلَاثِيْنَ اٰيَةً.

৮৯৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যোহর ও আসরের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কিয়াম (দাঁড়ান)-এর পরিমাপ করতাম। যোহরের প্রথম দুই রাক'আতে তাঁর কিয়াম, আলিফ লা-ম মীম তানযীল আস-সিজদাহ্ পাঠের সময়ের পরিমাণ হত। আর আর শেষ দুই রাক'আতে তার অর্ধেক পরিমাণ। আসরের প্রথম দুই রাক'আত-যোহরের শেষ দু'রাক'আতের পরিমাণ দাঁড়াতেন এবং আসরের শেষ দুই রাক'আতে এর অর্ধেক পরিমাণ এবং আবূ বাকর (রা) তার রিওয়ায়াতে সূরা আলিফ লা-ম মীম তানযীল-এর উল্লেখ করেন নি; বরং ত্রিশ আয়াত পরিমাণ বলেছেন।

٨٩٩- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ الْوَلِيْدِ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ النَّاجِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنَ قَدْرَ ثَلَاثِيْنَ اٰيَةً وَفِى الْاُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشَرَةَ اٰيَةً اَوْ قَالَ نِصْفَ

ذَالِكَ وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَالِكَ.

৮৯৯. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যোহরের প্রথম দুই রাক'আতের প্রত্যেক রাক'আতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন এবং শেষ দুই রাক'আত পনের আয়াত পরিমাণ। অথবা তিনি বলেন, এর অর্ধেক পরিমাণ। এবং আসরের প্রথম দুই রাক'আতের প্রত্যেক রাক'আতে পনের আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন এবং শেষ দুই রাক'আতে এর অর্ধেক পরিমাণ।

٩٠٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرُوْا مِنْ صَلاَتِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ مَاعَابُوْهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلاَةِ فَقَالَ إِنِّيْ لأُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاأَخْرِمُ عَنْهَا إِنِّيْ لأَرْكُدُبِهِمْ فِي الأُوْلَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحٰقَ.

৯০০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) বর্ণনা করেন, কূফাবাসিগণ সা'দের সালাত সম্পর্কে উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট অভিযোগ করল। উমর (রা) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আগমন করলে উমর তাঁর সালাত সম্পর্কে কূফাবাসীদের অভিযোগের কথা অবহিত করলেন। সা'দ বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মতই তাদের নিয়ে সালাত আদায় করে থাকি। তাতে একটুকুও ত্রুটি করি না। আমি প্রথম দুই রাক'আত লম্বা করি এবং শেষের দুই রাক'আত সংক্ষেপে আদায় করে থাকি। তখন উমর (রা) তাঁকে বললেন, হে আবূ ইসহাক! তোমার নিকট হতে এটাই আশা করা যায়।

٩٠١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

৯০১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আবদুল মালিক উমায়র (রা) সূত্রে এই সনদে বর্ণনা করেন।

٩٠٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلاَةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الأُوْلَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ وَمَا آلُوْ مَااقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْذَاكَ ظَنِّي بِكَ.

৯০২. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) সা'দ (রা)-কে বললেন, মানুষ তোমার বিরুদ্ধে সকল ব্যাপারে অভিযোগ করছে, এমনকি সালাতের ব্যাপারেও। সা'দ (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে মোটেই কসুর করি না। উমর (রা) বললেন, তোমার থেকে এটাই আশা করা যায়। অথবা বললেন, তোমার সম্পর্কে আমার এরূপই ধারণা।

٩٠٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَاَبِىْ عَوْنٍ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ بِمَعْنَى حَدِيْثِهِمْ وَزَادَ فَقَالَ تُعَلِّمُنِى الْاَعْرَابُ بِالصَّلاَةِ.

৯০৩. আবু কুরায়ব (র)........ জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। অবশ্য তিনি এ কথাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ (রা) বললেন, "আরব বেদুঈনগণ আমাকে সালাত শিক্ষা দিবে!"

٩٠٤- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَاْتِى وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا.

৯০৪. দাঊদ ইব্‌ন রুশায়দ (র)....... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যোহরের সালাত শুরু করা হত। অতঃপর কোনও আগমনকারী 'বাকী' নামক স্থানে গমন করত এবং তার প্রয়োজন সেরে পরে উযূ করে ফিরে আসত। তখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (কিরা'আত) দীর্ঘ করার কারণে প্রথম রাক'আতেই থাকতেন।

٩٠٥- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَزَعَةُ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ وَهُوَ مَكْثُوْرٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ اِنِّىْ لاَاَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هٰؤُلاَءِ عَنْهُ قُلْتُ اَسْأَلُكَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَالَكَ فِىْ ذَاكَ مِنْ خَيْرٍ فَاَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ اَحَدُنَا اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِىْ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَاْتِىْ اَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلَى.

৯০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... কাযা'আহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা)-এর নিকট আগমন করলাম। তখন তাঁর নিকট অনেক লোকের সমাগম ছিল। তারা চলে গেলে আমি বললাম, এরা যা জিজ্ঞেস করেছে, আমি আপনার নিকট তা জিজ্ঞেস করব না, বরং আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। তিনি বললেন, এতে তোমার কোনও ফায়দা নেই (কেননা, তুমি ঐরূপ সালাত আদায় করতে সক্ষম হবে না)। তিনি (কাযা'আহ) পুনরায় তাই জিজ্ঞেস করলেন। তখন আবূ সাঈদ (রা) বললেন, যোহরের সালাত শুরু করা হত। তারপর আমাদের মধ্য হতে কেউ 'বাকী' পর্যন্ত যেত এবং (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন সেরে নিজ গৃহে এসে উযূ করত। অতঃপর মসজিদে ফিরে যেত, তখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথম রাক'আতেই থাকতেন।

٣٥- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ

৩৫. পরিচ্ছেদ : ফজরের সালাতে কিরা'আত পাঠ

٩٠٦- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَبْنَ عَبَّادِبْنِ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ اَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ اَلصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَتّٰى جَاءَ ذِكْرُ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اَوذِكْرُ عِيْسٰى مُحَمَّدُبْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ اَوِ اخْتَلَفُوْا عَلَيْهِ اَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَالِكَ وَفِيْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَفِيْ حَدِيْثِهِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو وَلَمْ يَقُلْ ابْنَ الْعَاصِ.

৯০৬. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)....... আবদুল্লাহ্ ইবনুস সাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন এবং সূরা মু'মিনূন শুরু করলেন। যখন মূসা ও হারূন (আ) অথবা ঈসা (আ)-এর নাম সম্বলিত আয়াত পর্যন্ত পৌছলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাশি আসল। তিনি রুকূতে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনুস সাইব (রা) তখন উপস্থিত ছিলেন। আবদুর রাযযাকের রিওয়ায়াতে আছে, তিনি কিরা'আত বন্ধ করে দিলেন এবং রুকূতে গেলেন। আবদুর রায্যাক-এর হাদীসে وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو -এর সাথে ابْنِ الْعَاصِ শব্দটি নেই।

٩٠٧- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ سَرِيْعٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ حُرَيْثٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ **وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ**.

৯০৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আম্‌র ইব্‌ন হুরায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে ফজরের সালাতে وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ অর্থাৎ সূরা তাকবীর পাঠ করতে শুনেছেন।

٩٠٨- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِبْنِ عِلَاقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَصَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَأَ **قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ** حَتّٰى قَرَأَ **وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ** قَالَ فَجَعَلْتُ اُرَدِّدُهَا وَلَااَدْرِيْ مَاقَالَ.

৯০৮. আবূ কামিল আল-জাহ্‌দারী, ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন (র)....... কুত্‌বা ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি যখন সূরা কাফ তিলাওয়াত শুরু করে وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ আয়াত পর্যন্ত পৌছলেন (রাবী বলেন) আমি আয়াতটি বার বার আবৃত্তি করতে লাগলাম। তারপর তিনি কী বললেন জানি না।

٩٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ **وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ.**

৯০৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... কুতবা ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে ফজরের সালাতে وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ (এবং সমুন্নত খেজুর-গাছ যাতে আছে গুচ্ছ খেজুর। সূরা কাফ :১০) পড়তে শুনেছেন।

٩١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِبْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَمِّهِ صَلَّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِىْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ **وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ** وَرُبَّمَا قَالَ قٓ.

৯১০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... যিয়াদ ইব্‌ন ‘ইলাকা-এর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করেছেন। তিনি (নবী ﷺ) প্রথম রাক‘আতে وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ এই আয়াত পড়েছেন এবং কখনও বলেছেন, সূরা ‘কাফ’ (পড়েছেন)।

٩١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ بِقٓ **وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَكَانَ** صَلاَتُهُ بَعْدُ تَخْفِيْفًا.

৯১১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ফজরের সালাতে সূরা قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ সূরা পড়তেন। তাঁর অন্যান্য সালাত সংক্ষিপ্ত হত।

٩١٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَبْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلاَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلاَةَ وَلاَيُصَلِّى صَلاَةَ هٰؤُلاَءِ قَالَ وَاَنْبَأَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ **بِقٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ** وَنَحْوِهَا.

৯১২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি (র)...... সিমাক (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন ঐ সকল লোকের মত (দীর্ঘ করে) সালাত আদায় করতেন না। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ফজরের সালাতে قٓ وَالْقُرْاٰنِ المجيد কিংবা তৎসদৃশ (সূরাসমূহ) পড়তেন।

٩١٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ **بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى** وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَالِكَ وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَالِكَ.

৯১৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যোহরের সালাতে وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى পড়তেন এবং আসরের সালাতেও অনুরূপ সূরা এবং ফজরের সালাতে তার চেয়েও দীর্ঘ সূরা পড়তেন।

٩١٤- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ **بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى** وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَالِكَ.

৯১৪. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)....... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যোহরের সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى পাঠ করতেন এবং ফজরের সালাতে তদপেক্ষা দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন।

٩١٥- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ.

৯১৫. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)......আবূ বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতে ষাট হতে একশ' আয়াত পাঠ করতেন।

٩١٦- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَابَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ آيَةً.

৯১৬. আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতে ষাট হতে একশ' আয়াত পাঠ করতেন।

٩١٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ **وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا** فَقَالَتْ يَابُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِيْ بِقِرَاءَتِكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَاسَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

৯১৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... উম্মুল ফযল বিনত হারিস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে সূরা وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا পাঠ করতে শুনে বললেন, হে বৎস! তুমি এই সূরাটি পাঠ করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে, এটি এমন এক সূরা যা আমি সর্বশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে পাঠ করতে শুনেছি।

٩١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ صَالِحٍ ثُمَّ مَا صَلّٰى بَعْدُ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ جَلَّ.

৯১৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও আম্‌র আন-নাকিদ (র)...... যুহরী (র) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন। কিন্তু সালিহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত এই কথাটি আছে। এরপর ওফাত পর্যন্ত তিনি আর কোনও সালাত আদায় করেন নি।

٩١٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ جُبَيْرِبْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ فِى الْمَغْرِبِ.

৯১৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর পাঠ করতে শুনেছি।

٩٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৯২০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ...... যুহরী (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন।

٣٦- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْعِشَاءِ

৩৬. পরিচ্ছেদ : ইশার সালাতে কিরা'আত

٩٢١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ فِىْ سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ فَقَرَأَ فِىْ اِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ.

৯২১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল-আম্বারী (র)....বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সফরে ছিলেন। তিনি ইশার সালাত আদায় করেন এবং এক রাক'আতে وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ সূরাটি পাঠ করেন।

٩٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ.

৯২২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করলাম। তিনি তাতে সূরা وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ পাঠ করলেন।

٩٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ.

৯২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)...... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে ইশার সালাতে وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ পাঠ করতে শুনেছি। আমি তাঁর থেকে অধিক সুন্দর আওয়াজ কারও শুনিনি।

٩٢٤- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِى فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلّٰى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتٰى قَوْمَهُ فَاَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلّٰى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوْا لَهُ يَانَافَقْتَ يَافُلَانُ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ وَلاٰتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلاُخْبِرَنَّهُ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَاِنَّ مُعَاذًا صَلّٰى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتٰى فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مُعَاذٍ فَقَالَ يَامُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ اِقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَا بِكَذَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِعَمْرٍو اِنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ اِقْرَاَ **وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى** فَقَالَ عَمْرٌو نَحْوَ هٰذَا.

৯২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্বাদ (র)....... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) নবী ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতেন। অতঃপর ফিরে আসতেন এবং তার নিজ লোকদের সালাতে ইমামত করতেন। এক রাতে তিনি নবী ﷺ-এর সাথে ইশার সালাত আদায় করলেন। অতঃপর স্বীয় লোকদের কাছে আসলেন এবং তাদের ইমামত করলেন। এতে তিনি সূরা বাকারা পড়া শুরু করলেন। ফলে জনৈক ব্যক্তি সরে গিয়ে সালাম ফিরাল এবং একাকী সালাত পড়ে চলে গেল। লোকেরা তাকে বলল, তুমি কি মুনাফিক হয়ে গিয়েছ? সে বলল, না, আল্লাহ্র কসম! আমি মুনাফিক নই। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যাব এবং তাঁকে একথা জানাব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো দিনে উট দিয়ে পানি সেচের কাজ করি। আর মু'আয (রা) আপনার সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করে আসেন এবং সূরা বাকারা পাঠ করা শুরু করেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মু'আযের প্রতি ফিরলেন এবং বললেন, হে মু'আয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তুমি এই সূরা পাঠ করবে এবং এই সূরা পাঠ করবে। সুফয়ান বলেন, আমি আমরকে বললাম, আবূ যুবায়র জাবির হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالضُّحٰى، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى পাঠ করবে। আম্র (রা) বললেন এমনই।

٩٢٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ صَلّٰى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْاَنْصَارِىُّ لاَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَصَلّٰى فَأُخْبِرَ مُعَاذُ عَنْهُ فَقَالَ اِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَالِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ مَاقَالَ مُعَاذُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَتُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ فَتَّانًا يَامُعَاذُ اِذَا اَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى وَاِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى.

৯২৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন রুমহ্ (র)........ জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মু'আয ইব্‌ন জাবাল আল-আনসারী (রা) তাঁর লোকজন নিয়ে ইশার সালাত আদায় করেন এবং তা খুবই দীর্ঘ করেন। আমাদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি সরে গিয়ে একাকী সালাত আদায় করল। মু'আযকে এ বিষয়ে অবগত করা হলেন। তখন তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি মুনাফিক! এ খবর ঐ ব্যক্তির নিকট পৌঁছল। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেল এবং মু'আযের উক্তি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করল। নবী ﷺ মু'আয (রা)-কে বললেন, হে মু'আয! তুমি ফিত্‌না সৃষ্টিকারী হতে চাও? তুমি যখন সালাতে ইমামতি করবে, তখন وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى، وَاِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى পাঠ করবে।

٩٢٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ مُعَاذَبْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى قَوْمِهِ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاَةَ.

৯২৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করতেন। অতঃপর স্বীয় লোকদের নিকট ফিরে আসতেন এবং তাদের নিয়ে সেই সালাতেই ইমামতি করতেন।

٩٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ اَبُوْ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِىْ مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ.

৯২৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবুর-রাবী আয-যাহরানী (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করতেন। অতঃপর স্বীয় কাওমের মসজিদে এসে তাদেরকে নিয়ে সেই সালাত আদায় করতেন।

٣٧- بَابُ اَمْرِ الْاَئِمَّةِ بِتَخْفِيْفِ الصَّلَاةِ فِيْ تَمَامٍ

৩৭. পরিচ্ছেদ : ইমামদের প্রতি সালাতের পূর্ণতা বজায় রেখে সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ

٩٢٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ لَاَتَاَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ اَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فَمَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِيْ مَوْعِظَةٍ قَطُّ اَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ اَمَّ النَّاسَ فَلْيُوْجِزْ فَاِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ.

৯২৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ মাসঊদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলল, আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের সালাতে আসছি না। কেননা, সে আমাদের নিয়ে (সালাত) দীর্ঘ করে। তখন আমি নবী ﷺ-কে নসীহত করার ক্ষেত্রে কখনও এত অধিক রাগান্বিত হতে দেখিনি, যতটা দেখলাম সেদিন। তিনি বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা (দীন সম্পর্কে) ঘৃণা সৃষ্টি করছে। তোমাদের যে কেউ লোকদের ইমামতি করবে, সে যেন সালাত সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল ও অভাবগ্রস্ত (মানুষ) থাকে।

٩٢٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ.

৯২৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, ইবন নুমায়র ও ইব্ন আবূ আম্র (র)...... ইসমাঈল (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে হুশায়মের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٩٣٠- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَمَّ اَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الصَّغِيْرَ وَالْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَالْمَرِيْضَ فَاِذَا صَلّٰى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّهِ كَيْفَ شَاءَ.

৯৩০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ লোকদের ইমামতি করবে, তখন (সালাত) সংক্ষিপ্ত করবে। কেননা, তাদের মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, দুর্বল ও রুগ্ন ব্যক্তি থাকে। আর যখন একাকী সালাত আদায় করবে, তখন যেভাবে মন চায় তা আদায় করবে।

٩٣١- حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَا

قَامَ اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَيُخَفِّفِ الصَّلاَةَ فَاِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَفِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَاِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَيُطِلْ صَلاَتَهُ مَا شَاءَ.

৯৩১. ইব্ন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের নিকট মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তা এই : এই বলে তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করলেন। রাবী আরও বলেন, তার মধ্যে একটি এই, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে, তখন সংক্ষিপ্তভাবে সালাত আদায় করবে। কেননা, তাদের মধ্যে বৃদ্ধ ও দুর্বল (লোক) থাকে। আর যখন একাকী সালাত আদায় করবে, তখন যত ইচ্ছা তা দীর্ঘ আদায় করবে।

٩٣٢- وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِىْ النَّاسِ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَذَا الْحَاجَةِ.

৯৩২. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে, তখন সংক্ষিপ্ত করবে। কেননা, লোকদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন ও অভাবী (মানুষ) থাকে।

٩٣٣- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ بَدَلَ السَّقِيْمِ الْكَبِيْرَ.

৯৩৩. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইবনুল লায়স (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (এই সনদে) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি রুগ্ন-এর স্থলে বৃদ্ধ বলেছেন।

٩٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ الْعَاصِ الثَّقَفِىُّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ اُمَّ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَجِدُ فِىْ نَفْسِىْ شَيْئًا قَالَ اُدْنُهْ فَجَلَّسَنِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِىْ صَدْرِىْ بَيْنَ ثَدْيَىَّ ثُمَّ قَالَ تَحَوَّلْ فَوَضَعَهَا فِىْ ظَهْرِىْ بَيْنَ كَتِفَىَّ ثُمَّ قَالَ اُمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ اَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَاِنَّ فِيْهِمُ الْمَرِيْضَ وَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَاِنَّ فِيْهِمُ ذَاالْحَاجَةِ وَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ.

৯৩৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)...... উসমান ইব্ন আবুল-আস আস্-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, তুমি তোমার কাওমের ইমামত করবে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এই ব্যাপারে ভয় পাই। তিনি বললেন, আমার কাছে আস। তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন। অতঃপর তার হাত আমার বুকের মাঝে রাখলেন। এরপর বললেন, ঘুরে বস। এবার আমার পিঠে দুই কাঁধের মাঝে তাঁর হাত রাখলেন। অতঃপর বললেন, নিজ কাওমের ইমামত কর। আর যে কেউ তার কাওমের

ইমামত করবে, সে যেন তার সালাত সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, রুগ্ন, দুর্বল এবং এমন লোকও রয়েছে যার কোন প্রয়োজন আছে। অবশ্য যখন একাকী সালাত আদায় করবে, তখন সে যেরূপ ইচ্ছা করতে পারে।

٩٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ الْعَاصِ قَالَ اٰخِرُ مَا عَهِدَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَمْتَ قَوْمًا فَاَخِفَّ بِهِمُ الصَّلاَةَ.

৯৩৫. মুহাম্মাদ ইবনুর মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... উসমান ইবন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে যে শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন তা হচ্ছে, যখন তুমি তোমার কাওমের ইমামত করবে, তখন তাদের সালাত সংক্ষেপ করবে।

٩٣٦- وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَاَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْجِزُ فِيْ الصَّلاَةِ وَيُتِمُّ.

৯৩৬. খালাফ ইব্‌ন হিশাম ও আবুর-রাবী আয-যাহরানী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সংক্ষেপে সালাত আদায় করতেন কিন্তু তা হতো পূর্ণাঙ্গ।

٩٣٧- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ مِنْ اَخَفِّ النَّاسِ صَلاَةً فِيْ تَمَامٍ.

৯৩৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সালাত আদায়কারী কিন্তু তা হত পূর্ণাঙ্গ।

٩٣٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اِمَامٍ قَطُّ اَخَفَّ صَلاَةً وَلاَ اَتَمَّ صَلاَةً مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৯৩৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আলী ইব্‌ন হুজর (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে যেরূপ সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ সালাত আদায় করেছি, অন্য কোন ইমামের পিছনে সেরূপ আদায় করি নি।

٩٣٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَنَسُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ اُمِّهِ وَهُوَ فِيْ الصَّلاَةِ فَيَقْرَأُ بِالسُّوْرَةِ الْخَفِيْفَةِ اَوْ بِالسُّوْرَةِ الْقَصِيْرَةِ.

৯৩৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতরত অবস্থায় যখন মায়ের সঙ্গে আগত শিশুর কান্না শুনতে পেতেন, তখন সালাতে ছোট সূরা পাঠ করতেন।

٩٤٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عُرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَدْخُلُ الصَّلَاةَ اُرِيْدُ اِطَالَتَهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَاُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ اُمِّهِ بِهِ-

৯৪০. মুহাম্মাদ ইবনুল মিনহাল আয-যারীর (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি সালাত আরম্ভ করি এবং দীর্ঘ সালাত আদায়ের ইচ্ছা করি, কিন্তু যখনই শিশুর কান্না শুনতে পাই, তখনই মায়ের কষ্ট অনুভব করে সালাত সংক্ষিপ্ত করি।

٣٨- بَابُ اِعْتِدَالِ اَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيْفِهَا فِىْ تَمَامٍ

৩৮. পরিচ্ছেদ : সালাতের রুকনসমূহ যথাযথ আদায় এবং তা সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ করা

٩٤١- وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنِ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِىُّ كِلَاهُمَا عَنْ اَبِى عَوَانَةَ قَالَ حَامِدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوْعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيْمِ وَالْاِنْصِرَافِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ.

৯৪১. হামিদ ইব্ন উমর আল-বাক্রাবী ও আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন আল-জাহদারী (র)...... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত পর্যবেক্ষণ করেছি। অতএব, তাঁর কিয়াম (সালাতে দাঁড়ান), রুকূ, রুকূ হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর অবস্থা, অতঃপর সিজ্দা এবং দুই সিজ্দার মধ্যবর্তী বসা, অতঃপর (দ্বিতীয়) সিজ্দা এবং সালাম ও (মুসাল্লীদের দিকে) ফিরে বসার মধ্যবর্তী বৈঠক-এই সবগুলোকে প্রায়ই সমান সমান পেয়েছি।

٩٤٢- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ غَلَبَ عَلَى الْكُوْفَةِ رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ زَمَنَ ابْنِ الْاَشْعَثِ فَاَمَرَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَكَانَ يُصَلِّىْ فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامَ قَدْرَ مَا اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ قَالَ الْحَكَمُ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى فَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرُكُوْعُهُ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَسُجُوْدُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِوبْنِ مُرَّةَ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ اَبِى لَيْلٰى فَلَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ هٰكَذَا.

৯৪২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল-আম্বারী (র)...... আল-হাকাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন আশ'আসের শাসনকালে জনৈক ব্যক্তি—যার নাম তিনি উল্লেখ করেছিলেন, কূফাবাসীদের উপর তার আধিপত্য স্থাপন করেছিল। তিনি আবূ উবায়দা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে সালাতে ইমামত করতে নির্দেশ দিলেন। সালাত আদায়কালে তিনি যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন, তখন এ দু'আটি পাঠ করা পরিমাণ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতিপালক, প্রশংসা আপনারই জন্য যা আসমানপূর্ণ ও যমীনপূর্ণ এবং পূর্ণতা ছাড়াও যতটুকু আপনি ইচ্ছা করেন। হে প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী! আপনি যা দান করবেন তা রোধ করার কেউ নেই। আর আপনি যা রোধ করবেন তা দান করারও কেউ নেই এবং কোনও সম্পদশালীকেই তার সম্পদ আপনার শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না)।

হাকাম বলেন, আমি একথা আবদুর-রাহমান ইব্‌ন আবূ লায়লার নিকট বললাম। তিনি বললেন, আমি বারা ইব্‌ন আযিব (রা)-কে বলতে শুনছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রুকূ এবং রুকূ' হতে দাঁড়ান, তারপর সিজ্‌দা এবং দুই সিজ্‌দার মধ্যবর্তী সময় এ সকল প্রায়ই সমান সমান হতো। শু'বা (র) বলেন, আমি আম্‌র ইব্‌ন মুররা'র সাথে এ হাদীস নিয়ে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, আমি আবদুর-রাহমান ইব্‌ন আবূ লায়লাকে দেখেছি, তার সালাত এরূপ ছিল না।

٩٤٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ اَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوْفَةِ اَمَرَ اَبَا عُبَيْدَةَ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৯৪৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্‌শার (র)...... আল-হাকাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাতার ইব্‌ন নাজিয়া যখন কূফার উপর আধিপত্য স্থাপন করলেন তখন আবূ উবায়দাকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করলেন।

٩٤٤-حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنِّيْ لَا اٰلُوْ اَنْ اُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِنَا قَالَ فَكَانَ اَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا اَرَاكُمْ تَصْنَعُوْنَهُ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ.

৯৪৪. খালাফ ইব্‌ন হিশাম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিয়ে ঐরূপ সালাত আদায় করতে ক্রটি করব না, যেরূপ সালাত আদায় করতে দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমাদেরকে নিয়ে। রাবী বলেন, আমি আনাসকে কিছু কাজ করতে দেখতাম, তোমাদেরকে তা করতে দেখি না। তিনি যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন, তখন সোজাভাবে দাঁড়িয়ে যেতেন, এমনকি কেউ কেউ মনে করত যে, তিনি (হয়ত) ভুলে গেছেন। প্রথম সিজ্‌দা থেকে মাথা তুলেও এরূপ বসে যেতেন যে, কেউ কেউ মনে করত, তিনি (হয়ত) ভুলে গেছেন।

٩٤٥- وَحَدَّثَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ اَحَدٍ اَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ تَمَامٍ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُتَقَارِبَةً وَكَانَتْ صَلَاةُ اَبِىْ بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَوْهَمَ.

৯৪৫. আবূ বাক্‌র ইবন নাফি আল-আবদী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত সালাত আর কারও পিছনে আদায় করি নি। অথচ তাঁর সালাত হত পূর্ণাঙ্গ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের রুকনসমূহ প্রায় সমান সমান হতো। আবূ বকরের সালাত-এর (রুকনসমূহ)-ও প্রায় সমান সমান হতো। যখন উমর ইবনুল খাত্তাব-এর যামানা আসল, তিনি ফজরের সালাত দীর্ঘ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন, তখন এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম সম্ভবত তিনি বেখেয়াল হয়ে পড়েছেন। তারপর সিজদা করতেন এবং দুই সিজ্‌দার মাঝখানে এত দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি সম্ভবত বেখেয়াল হয়ে পড়েছেন।

٣٩- بَابُ مُتَابَعَةِ الْاِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ

৩৯. পরিচ্ছেদ : ইমামের অনুসরণ এবং সব কাজ তাঁর পরে করা

٩٤٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ اَرَ اَحَدًا يَحْنِىْ ظَهْرَهُ حَتّٰى يَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَخِرُّ مَنْ وَرَاءَهُ سُجَّدًا.

৯৪৬. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস ও ইয়াহ্‌ইয়া ইবন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারা ইব্‌ন আযিব (রা) আমার নিকট বলেছেন, তিনি অসত্য বলেন নি। তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন রুকূ' থেকে মাথা তুলতেন, তখন তাঁর কপাল মাটিতে না রাখা পর্যন্ত আমাদের কাউকে পিঠ ঝুঁকাতে দেখি নি। অতঃপর তাঁর পিছনের সবাই সিজ্‌দায় চলে যেতেন।

٩٤٧- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِىْ ابْنَ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ اَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى يَقَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُوْدًا بَعْدَهُ.

৯৪৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন খাল্লাদ আল-বাহিলী (র)........ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারা ইব্‌ন আযিব (রা) আমার নিকট বলেছেন এবং তিনি অসত্য বলেন নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন, আমাদের মধ্যে কেউ পিঠ ঝুঁকাত না যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিজদায় যেতেন (তিনি সিজদায় গেলে তারপর আমরা সিজদায় যেতাম)।

٩٤٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْمٍ الْاَنْطَاكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا رَكَعَ رَكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتّٰى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ نَتَّبِعُهُ.

৯৪৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর-রহমান ইব্‌ন সাহম আল আনতাকী (র)...... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতেন, যখন তিনি রুকূ করতেন, তাঁরাও রুকূ করতেন। যখন তিনি রুকূ হতে মাথা উঠাতেন এবং سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন, তখন আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম। তারপর যখন তাঁকে মাটির উপর কপাল রাখতে দেখতাম, তখন আমরাও তাঁর অনুসরণ করতাম।

٩٤٩– حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَحْنُوْ اَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ فَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْكُوْفِيُّوْنَ اَبَانُ وَغَيْرُهُ قَالَ حَتّٰى نَرَاهُ يَسْجُدُ.

৯৪৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... বারা (ইব্‌ন আযিব) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সঙ্গে (সালাত আদায়ে) আমাদের নিয়ম ছিল আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে সিজদা করতে না দেখতাম, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউ পিঠ ঝুঁকাত না।

٩٥٠–حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ اَبِيْ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ الْاَشْجَعِيُّ اَبُوْ اَحْمَدَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ سَرِيْعٍ مَوْلٰى اٰلِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الْفَجْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ "**فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ**" وَكَانَ لَا يَحْنِيْ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا.

৯৫০. মুহরিয ইব্‌ন আওন ইব্‌ন আবূ আওন (র)...... আমর ইব্‌ন হুরায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করলাম। তখন তাঁকে পড়তে শুনলাম فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের, যা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়। সূরা আত-তাক্‌বীর : ১৫-১৬) এবং তিনি পূর্ণভাবে সিজদায় না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের কেউ পিঠ ঝুঁকাত না।

٤٠- بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

৪০. পরিচ্ছেদ : রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে কি বলবে

٩٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ.

৯৫১. আবূ বাক্র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রুকূ থেকে পিঠ উঠাতেন, তখন বলতেন :

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ.

(প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ শোনেন। হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতিপালক! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য-যা আসমানপূর্ণ ও যমীনপূর্ণ এবং পূর্ণ তা ছাড়াও যা আপনি ইচ্ছা করেন)।

٩٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ.

৯৫২. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই দু'আ পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ.

٩٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ اَبِىْ اَوْفى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ.

৯৫৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ও ইবন বাশ্‌শার (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এই দু'আ পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَمَاءِ الْبَارِدِ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ .

(হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য যা আসমানপূর্ণ ও যমীনপূর্ণ এবং পূর্ণ তা ছাড়াও যতটুকু আপনি ইচ্ছা করেন। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে পবিত্র করুন বরফ, শিলা ও ঠাণ্ডা পানিদ্বারা। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে গুনাহ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র করুন যেমনিভাবে সাদা বস্ত্র পরিষ্কার করা হয় ময়লা থেকে)।

٩٥٤–حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَ الاِسْنَادِ فِىْ رِوَايَةِ مُعَاذٍ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الاَبْيَضُ مِنَ الدَّرَنِ وَفِىْ رِوَايَةِ يَزِيْدَ مِنَ الدَّنَسِ.

৯৫৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র) ও যুহায়র ইবন হারব (র)...... শু'বা (র) সূত্রে মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয়ের বর্ণনায় 'ওয়াসখ' শব্দের স্থলে 'দারান' উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইয়াযীদের বর্ণনায় 'ওয়াসাখ' শব্দের স্থলে 'দানাস' বলা হয়েছে।

٩٥٥– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اَللّٰهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

৯৫৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর-রাহমান আদ-দারিমী (র).....আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন, তখন বলতেন :

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اَللّٰهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

٩٥٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بُشَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُمِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّهِ مِنْكَ الْجَدُّ

৯৫৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন, তখন এই দু'আ পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

٩٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى قَوْلِهِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

৯৫৭. ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ থেকে وَمِلْءَ مَا شِئْتَ পর্যন্ত বর্ণিত আছে। এই রিওয়ায়াতে (বর্ণিত দু'আর) পরবর্তী অংশের উল্লেখ নাই।

٤١- بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

৪১. পরিচ্ছেদ : রুকূ-সিজ্‌দায় কুরআন পাঠ নিষেধ

٩٥٨- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ اَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرَى لَهُ اَلاَ وَاِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَاَ الْقُرْاٰنَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ لِرَبِّ عَزَّ وَجَلَّ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ.

৯৫৮. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় হুজরা শরীফের) পর্দা খুলে দিলেন। তখন লোকেরা আবূ বকরের পিছনে কাতারবন্দী অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, হে লোকগণ! এখন আর সত্য স্বপ্ন ব্যতীত নবূওয়াতের সুসংবাদ দেওয়ার কিছু অবশিষ্ট থাকবে না (কেননা, আমার উপর নবূওয়াতের সমাপ্তি ঘটেছে) মুসলমানগণ তা দেখবে। তোমরা সাবধান হও। আমাকে রুকূ এবং সিজ্‌দায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তোমরা রুকূতে তোমাদের রবের মহত্ব বর্ণনা করবে এবং সিজ্‌দায় অধিক পরিমাণ দু'আ পড়বে। সেটা তোমাদের দু'আ কবূল হওয়ার উপযুক্ত সময়। হাদীসটি আবূ বাক্‌র حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانُ বলে বর্ণনা করেছেন।

٩٥٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السِّتْرَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوْبٌ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الرُّؤْيَا يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ اَوْ تُرَى لَهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ سُفْيَانَ.

৯৫৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইবন আইউব (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে রোগে ইন্তিকাল করেছেন, সে রোগে আক্রান্ত অবস্থায় আমাদের উদ্দেশ্যে পর্দা খুলে দিলেন। তাঁর মাথায় তখন

পট্টি বাঁধা ছিল। এরপর বললেন, হে আল্লাহ্! আমি কি পৌঁছিয়েছি? এরূপ তিনবার বললেন। বস্তুত আমার পরে নবূওয়াতের সুসংবাদদানকারী কিছু নেই। কিন্তু সত্য স্বপ্ন থেকে যাবে। নেকবান্দা তা দেখবে অথবা তার পক্ষে দেখানো হবে। তারপর রাবী সুফয়ানের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٩٦٠- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقْرَأَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا.

৯৬০. আবুত তাহির ও হারমালা (র)....... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে রুকূ এবং সিজ্দারত অবস্থায় (কুরআন) পড়তে নিষেধ করেছেন।

٩٦١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ يَعْنِيْ ابْنَ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَاَنَا رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ.

৯৬১. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র)...... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে রুকূ‘ এবং সিজ্দারত অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

٩٦٢- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّهُ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَلاَ اَقُوْلُ نَهَاكُمْ.

৯৬২. আবূ বাক্‌র ইব্ন ইসহাক (র)........ আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রুকূ‘ এবং সিজ্দায় কিরা’আত পড়তে নিষেধ করেছেন। আমি বলি না যে, তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

٩٦٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِيْ حِبِّيْ ﷺ اَنْ اَقْرَأَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا.

৯৬৩. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পরম প্রিয় ﷺ আমাকে রুকূ‘ এবং সিজ্দারত অবস্থায় কিরা’আত পড়তে নিষেধ করেছেন।

٩٦٤- وَحَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنِيْ عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ ح وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى

وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ح وَحَدَّثَنِىْ هُرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أُسَامَةُ بْنِ زَيْدُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحٰقَ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ ابْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ الاَّ الضَّحَّاكَ وَابْنَ عَجْلاَنَ فَانَّهُمَا زَادَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ كُلُّهُمْ قَالُوْا نَهَانِىْ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَاَنَا رَاكِعٌ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِىْ رِوَايَتِهِمُ النَّهْىَ عَنْهَا فِى السُّجُوْدِ كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِىُّ وَزَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ وَالْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ.

৯৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ আল-মিস্‌রী, হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-মুকাদ্দামী, হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ইব্‌ন হুজর এবং হান্নাদ ইবনুস সারী (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ আমাকে রুকূ করাকালীন কিরা'আত পড়তে নিষেধ করেছেন। তারা সকলেই আলী (রা) সূত্রে বলেছেন যে, তিনি ﷺ আমাকে রুকূ অবস্থায় কিরা'আত পড়তে নিষেধ করেছেন, কিন্তু সিজ্‌দায় কিরা'আত পড়ার নিষেধ সম্পর্কে তারা তাদের রিওয়ায়াতে কোন উল্লেখ করেননি। যেরূপ যুহরী, যায়দ ইব্‌ন আসলাম, ওয়ালীদ ইব্‌ন কাসীর ও দাঊদ ইব্‌ন কায়স (র) উল্লেখ করেছেন।

٩٦٥- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ عَنْ حَاتِمِ بْنِ اسْمَاعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ عَلِىٍّ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى السُّجُوْدِ.

৯৬৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (রা)......আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে সিজ্‌দা অবস্থায় (কিরা'আত পড়ার) কথার উল্লেখ নেই।

٩٦٦- وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَأَ وَاَنَا رَاكِعٌ لاَيَذْكُرُ فِى الاِسْنَادِ عَلِيًّا.

৯৬৬. আম্‌র ইব্‌ন আলী (রা)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রুকূতে থাকাকালীন অবস্থায় কিরা'আত করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ সনদে আলীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

٤٢- بَابُ مَا يُقَالُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

৪২. পরিচ্ছেদ : রুকূ ও সিজ্‌দায় কি পাঠ করা হবে

٩٦٧- وَحَدَّثَنَا هُرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَعَمْرُوبْنُ سَوَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

৯৬৭. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ ও আম্‌র ইব্‌ন সাউওয়াদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সিজ্‌দার অবস্থায়ই বান্দা তার রবের অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে। অতএব, তোমরা (সিজ্‌দায়) অধিক পরিমাণ দু'আ পড়বে।

٩٦٨- وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلاَنِيَّتَهُ وَسِرَّهُ.

৯৬৮. আবুত তাহির ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিজ্‌দায় (এ দু'আটি) পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلاَنِيَّتَهُ وَسِرَّهُ.

(হে আল্লাহ্! আমার সকল গুনাহ মাফ করে দিন। স্বল্প এবং অধিক, প্রথম এবং শেষ, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য)।

٩٦٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ.

৯৬৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর রুকূ এবং সিজ্‌দাসমূহে অধিকাংশ সময় এই দু'আটি পাঠ করতেন : سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন)। তিনি এটা করতেন কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী।

٩٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِيْ اَرَاكَ اَحْدَثْتَهَا تَقُوْلُهَا قَالَ جُعِلَ لِيْ عَلاَمَةٌ فِيْ اُمَّتِيْ اِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا **اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ** اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ-

৯৭০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)......আয়েশা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্‌তিকালের পূর্বে প্রায়ই পাঠ করতেন : سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি দেখছি যে আপনি নতুন নতুন বাক্য বলছেন, এ সব কি? তিনি বললেন, আমার উম্মাতের মধ্যে আমার (মৃত্যুর) নিদর্শন রাখা হয়েছে। আমি যখন তা দেখি, তখন আমি এই বাক্যগুলো বলতে থাকি। নিদর্শনটি হল- اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ সূরার শেষ পর্যন্ত।

contents

٩٧١- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ مُنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ **اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهُ وَالْفَتْحُ** يُصَلِّىْ صَلاَةً اِلاَّ دَعَا اَوْ قَالَ فِيْهَا سُبْحَانَكَ رَبِّىْ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ.

৯৭১. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ নাযিল হওয়ার পর আমি লক্ষ্য করেছি, নবী ﷺ যখনই সালাত পড়তেন, তখনই দু'আ করতেন এবং বলতেন : سُبْحَانَكَ رَبِّىْ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ.

٩٧٦- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فَقَالَ خَبَّرَنِىْ رَبِّىْ اَنِّىْ سَأَرٰى عَلاَمَةً فِىْ اُمَّتِىْ فَاِذَا رَأَيْتُهَا اَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا "**اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ** فَتْحُ مَكَّةَ **وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.**

৯৭২. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অধিকাংশ সময় এ দু'আ পড়তেন : سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ (আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাঁর কাছে তওবা করছি)। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি লক্ষ্য করছি যে, আপনি প্রায় سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ দু'আটি পাঠ করে থাকেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ রাব্বুল ইযযাত আমাকে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, আমি আমার উম্মাতের মধ্যে অচিরেই একটি নিদর্শন দেখব। তাই যখন আমি তা দেখছি, অধিক মাত্রায় سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ পড়ছি। ঐ নিদর্শন সম্ভবত এই যে, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ। (যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় অর্থাৎ মক্কা বিজয়–

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তো তওবা কবূলকারী)।

٩٧٣- وَحَدَّثَنِىْ حَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَيْفَ تَقُوْلُ اَنْتَ فِى الرُّكُوْعِ قَالَ اَمَّا سُبْحٰنَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ فَاَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ افْتَقَدْتُ النَّبِىَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ ذَهَبَ اِلٰى

بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُوْلُ سُبْحٰنَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنِّيْ لَفِيْ شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِيْ آخَرَ.

৯৭৩. হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি 'আতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রুকূতে কি বলেন? তিনি বললেন, আমি বলি। سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ إِلاَّ أَنْتَ لاَإِلٰهَ কেননা, ইব্‌ন আবূ মুলায়কা আয়েশা (রা) হতে আমার নিকট বর্ণনা করেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি এক রাতে নবী ﷺ-কে কাছে না পেয়ে মনে করলাম যে, সম্ভবত তিনি তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর নিকট গমন করেছেন। আমি গোপনে তালাশ করলাম এবং (না পেয়ে) ফিরে এলাম। হঠাৎ দেখলাম, তিনি রুকূ কিংবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সিজ্‌দায় আছেন এবং বলছেন : سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ আমি বললাম, আমার মা-বাবা আপনার জন্য উৎসর্গিত! আমি এক ধারণায় ছিলাম আর আপনি অন্য কাজে মগ্ন আছেন।

٩٧٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِيْ عَلٰى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَأُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

৯৭৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বিছানায় না পেয়ে (অন্ধকারে) হাতড়াতে লাগলাম। হঠাৎ আমার হাতখানি তাঁর পায়ের তালুতে গিয়ে লাগল। তিনি সিজ্‌দায় রত আছেন, পা দু'খানি খাড়া রয়েছে। তিনি বলছিলেন :

اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَأُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

[হে আল্লাহ্! আমি আপনার অসন্তোষ থেকে আপনার সন্তোষের মাধ্যমে এবং আপনার আযাব হতে আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আমি আপনার (শাস্তি) থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে সক্ষম নই। আপনি তেমনই যেমন আপনি নিজে আপনার প্রশংসা করেছেন]।

٩٧٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

৯৭৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর রুকূ এবং সিজ্‌দায় (এ দু'আ) পড়তেন : سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

٩٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدَّثَنِىْ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

৯৭৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٣- بَابُ فَضْلِ السُّجُوْدِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

৪৩. পরিচ্ছেদ : সিজ্‌দার ফযীলত ও তার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٩٧٧- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْاَوْزَاعِىَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْوَلِيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِىُّ قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ اَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِىْ اللّٰهُ بِهِ الْجَنَّةَ اَوْ قَالَ قُلْتُ بِاَحَبِّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ فَسَكَتَ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَاَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَاَلْتُ عَنْ ذَالِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلّٰهِ فَاِنَّكَ لَاتَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلاَّ رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ لِىْ مِثْلَ مَا قَالَ لِىْ ثَوْبَانُ.

৯৭৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (রা)......মা'দান ইব্‌ন আবূ তালহা ইয়া'মুরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো। আমি বললাম, আপনি আমাকে এমন একটি আমলের সংবাদ দান করুন, যার উপর আমল করলে আল্লাহ্ আমাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন কিংবা তিনি বললেন, আপনি আমাকে আল্লাহ্‌র একটি প্রিয়তম আমলের সংবাদ দিন। তিনি নীরব রইলেন। আমি আবার বললাম, তিনি এবারও কিছু বললেন না। অতঃপর আমি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে অধিক সিজ্‌দা কর। কেননা, তুমি যখনই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একটি সিজ্‌দা করবে, তখন এ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মর্যাদা একধাপ বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করে দিবেন। মা'দান বলেন, অতঃপর আবুদ্ দারদা (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তাঁকেও আমি একই প্রশ্ন বিষয় জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও সাওবান (রা)-এর অনুরূপ বললেন।

٩٧٨- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْاَوْزَاعِىَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَبِيْعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْاَسْلَمِىُّ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِىْ سَلْ فَقُلْتُ اَسْاَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِىْ الْجَنَّةِ قَالَ اَوَ غَيْرَ ذَالِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.

৯৭৮. আল-হাকাম ইব্‌ন মূসা আবূ সালিহ্ (র)...... রাবী'আ ইব্‌ন কা'ব আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে রাত যাপন করি। আমি তাঁর উযূর পানি এবং তাঁর যা প্রয়োজন তা

এগিয়ে দিই। তখন তিনি আমাকে বললেন, চাও। বললাম, আমি আপনার কাছে জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই। তিনি বললেন, অন্য কিছু চাও। বললাম, আমি এ-ই চাই। তিনি বললেন, তাহালে তুমি অধিক সিজ্‌দা দ্বারা তোমার নিজের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে।

٤٤ - بَابُ اَعْضَاءِ السُّجُوْدِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ

৪৪. পরিচ্ছেদ : সিজ্‌দার অঙ্গসমূহ এবং সালাতে চুল ও কাপড় বাঁচানো আর মাথার চুল বাঁধার নিষেধাজ্ঞা

٩٧٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ اَبُوْ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو وبْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةٍ وَنُهِيَ اَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ هٰذَا حَدِيْثُ يَحْيٰى وَقَالَ اَبُوْ الرَّبِيْعِ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ وَنُهِيَ اَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْجَبْهَةِ.

৯৭৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আবূ রাবী আয-যাহরানী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে সাতটি অঙ্গের উপর সিজ্‌দা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর চুল ও কাপড় গুটাতে নিষেধ করা হয়েছে। এটা ইয়াহইয়ার বর্ণনা। আবূ রাবী' বলেন, সাতটি অঙ্গের উপর (সিজ্‌দা করতে আদেশ করা হয়েছে) এবং চুল ও কাপড় গুটাতে নিষেধ করা হয়েছে। (আর ঐ সাতটি অঙ্গ হচ্ছে :) দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা এবং কপাল।

٩٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ وَلَا اَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا.

৯৮০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সাতটি অঙ্গের উপর সিজ্‌দা করতে এবং কাপড় ও চুল না গুটাতে।

٩٨١- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَسْجُدَ عَلٰى سَبْعٍ وَنُهِيَ اَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ.

৯৮১. আম্‌র আন্‌-নাকিদ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে সাত (অঙ্গ)-এর উপর সিজ্‌দা করতে আদেশ করা হয়েছে এবং চুল ও কাপড় গুটাতে নিষেধ করা হয়েছে।

٩٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَاَشَارَ بِيَدِهِ عَلٰى اَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَاَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ.

৯৮২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি সাতটি অঙ্গের উপর সিজ্‌দা করতে-কপাল, (বর্ণনাকারী বলেন) তিনি এই সময় তাঁর নাকের দিকে ইশারা করলেন, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের অগ্রভাগ। আর কাপড় ও চুল না গুটাতে।

٩٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعٍ وَلاَ اَكْفِتَ الشَّعْرَ وَلاَ الثِّيَابَ الْجَبْهَةِ وَالْاَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ.

৯৮৩. আবুত তাহির (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি সাতটির উপর সিজ্‌দা করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে। (ঐ সাতটি হলো :) কপাল ও নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পা।

٩٨٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ اَنَّ كُرَيْبًا مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَاٰى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّىْ وَرَاْسُهُ مَعْقُوْصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَالَكَ وَرَاْسِىْ فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا مَثَلُ هٰذَا مَثَلُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ وَهُوَ مَكْتُوْفٌ.

৯৮৪. আমর ইব্‌ন সাওয়াদ আমিরী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনুল হারিসকে দেখতে পেলেন যে, তিনি তার চুলগুলোকে পিছনে বেঁধে সালাত আদায় করছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) তা খুলে দিলেন। তিনি সালাত শেষ করে ইব্‌ন আব্বাসের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার মাথার এবং আপনার (এ কর্মের) ব্যাপারটি কি? আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এই ব্যক্তির উদাহরণ (যে ব্যক্তি সালাতের অবস্থায় মাথার চুল বেঁধে রাখে) ঐ ব্যক্তির মত যে তার পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় সালাত আদায় করে।

٤٥- بَابُ الْاِعْتِدَالِ فِى السُّجُوْدِ وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْاَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَخِذَيْنِ فِى السُّجُوْدِ

৪৫. পরিচ্ছেদ : সিজ্‌দার অঙ্গসমূহ ঠিকভাবে রাখা এবং দুই হাতের তালু মাটিতে রাখা, দুই কনুই পাঁজর থেকে ও পেট উরু থেকে পৃথক রাখা

٩٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

৯৮৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা সিজ্‌দার সময় অঙ্গসমূহ সঠিক রাখবে, কুকুরের মত দুই হাত বিছিয়ে দিবে না।

٩٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِى حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَلاَ يَتَبَسَّطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

৯৮৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, ইব্ন বাশ্শার ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর এবং জা'ফর ইব্ন খালিদ (র) সূত্রে উক্ত সনদে শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন। তবে মুহাম্মাদ ইব্ন জাফরের বর্ণনায় وَلاَ يَتَبَسَّطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ-এর স্থলে আছে وَلاَ يَبْسُطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ (অর্থ একই)।

٩٨٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اِيَادٍ عَنْ اِيَادٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ.

৯৮৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া। (র)....... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তুমি সিজ্দা করবে, তখন তোমার দুই হাতের তালু (ভূমিতে) রাখবে এবং দুই কনুই (ভূমি থেকে) উঠিয়ে রাখবে।

٩٨٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِبْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَبَيَاضُ اِبْطَيْهِ.

৯৮৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন বুহায়নাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত আদায় (সিজ্দা) করতেন, তখন তাঁর উভয় হাত পার্শ্বদেশ থেকে এতখানি পৃথক রাখতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেত।

٩٨٩- حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ سَوَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِى رِوَايَةِ عَمْرِوبْنِ الْحَارِثِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِى سُجُوْدِهِ حَتَّى يُرٰى وَضَحُ اِبْطَيْهِ وَفِى رِوَايَةِ اللَّيْثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ اِبْطَيْهِ حَتَّى اِنِّىْ لَاَرٰى بَيَاضَ اِبْطَيْهِ.

৯৮৯. আম্র ইব্ন সাওয়াদ (র) আম্র ইবনুল হারিস এবং লায়স ইব্ন সা'দ (র) সূত্রে উভয়ই জাফর ইব্ন রাবী'আ (র) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন তবে আমর ইব্ন হারিসের বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সিজ্দা করতেন, তখন তাঁর দুই হাত এমনভাবে পৃথক করে রাখতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। লায়সের বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সিজ্দা করতেন, তখন তাঁর দুই হাত বগল থেকে এমনভাবে পৃথক রাখতেন যে, আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেতাম।

٩٩٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَىٰ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَاسَجَدَ لَوْشَاءَتْ بَهْمَةٌ اَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ.

৯৯০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও ইব্ন আবূ উমর (র)......মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সিজ্‌দা করতেন তখন কোন মেশ শাবক ইচ্ছা করলে তাঁর দু'হাতের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারত।

٩٩١- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدِهِ يَعْنِىْ جَنَّحَ حَتّٰى يُرٰى وَضَحُ اِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ وَاِذَا قَعَدَ اِطْمَاَنَّ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى.

৯৯১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র)...... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সিজ্‌দা করতেন, তখন তাঁর দুই হাত (পার্শ্বদেশ থেকে) এরূপ দূরে রাখতেন যে, তাঁর বগলের উজ্জ্বলতা পিছন হতে দেখা যেত। এবং যখন বসতেন, তখন তাঁর বাম উরুর উপর শান্ত হয়ে বসতেন।

٩٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُبْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ جَافٰى حَتّٰى يَرٰى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ اِبْطَيْهِ قَالَ وَكِيْعٌ تَعْنِىْ بَيَاضَهُمَا.

৯৯২. আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)...... শব্দগুলো আমরের, মায়মূনা বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সিজ্‌দা করতেন, তখন তাঁর দুই বাহু পৃথক করে রাখতেন। যারা তাঁর পিছনে থাকতেন, তারা তাঁর বগলের ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেতেন। ওয়াকী (র) বলেন, মায়মূনা (রা) ঔজ্জ্বল্য দ্বারা 'শুভ্রতা' বুঝিয়েছেন।

٤٦- بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ وَصِفَةِ الرُّكُوْعِ وَالْاِعْتِدَالِ مِنْهُ وَالسُّجُوْدِ وَالْاِعْتِدَالِ مِنْهُ وَالتَّشَهُّدِ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ وَصِفَةِ الْجُلُوْسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِى التَّشَهُّدِ الْاَوَّلِ-

৪৬. পরিচ্ছেদ : সালাতের সামগ্রিক রূপ এবং যা দিয়ে সালাত শুরু ও শেষ করা হয়; রুকূর নিয়ম ও তার সুষ্ঠুতা, সিজ্‌দার নিয়ম ও তার সুষ্ঠুতা; চার রাক'আতবিশিষ্ট সালাতের দু'রাক'আতের পর তাশাহহুদ এবং দুই সিজ্‌দার মধ্যে ও প্রথম তাশাহহুদে বসার নিয়ম

٩٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ يَعْنِى الْاَحْمَرَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ

عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَكَانَ اِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذَالِكَ وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةَ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهٰى اَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيْمِ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ.

৯৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র এবং ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) শব্দ ইসহাকের,....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্‌বীর দ্বারা সালাত শুরু করতেন এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ দ্বারা কিরা'আত আরম্ভ করতেন। যখন রুকূ' করতেন তখন তাঁর মাথা উঠিয়েও রাখতেন না, ঝুঁকিয়েও রাখতেন না; বরং মাঝামাঝি রাখতেন। আর যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন, তখন সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজ্‌দায় যেতেন না। আর যখন সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন সোজা হয়ে না বসে (দ্বিতীয়) সিজ্‌দায় যেতেন না। এবং প্রতি দু'রাক'আতে আত-তাহিয়্যাতু পড়তে বাম পা বিছিয়ে রাখতেন আর ডান পা খাড়া করে রাখতেন। শয়তানের মত নিতম্বের উপর বসা থেকে নিষেধ করতেন। পুরুষকে তার দুই বাহু হিংস্র জন্তুর মত বিছিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি সালামের দ্বারা সালাত সমাপ্ত করতেন। আর খালিদের সূত্রে ইব্‌ন নুমায়র (র) থেকে عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانُ এর স্থলে عَنْ عَقِبَ الشَّيْطَانُ উল্লেখ রয়েছে।

٤٧- بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّىْ وَالنُّدْبِ اِلَى الصَّلٰوةِ اِلٰى سُتْرَةٍ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ وَحُكْمِ الْمُرُوْرِ وَدَفْعِ الْمَارِّ وَجَوَازِ الْاِعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ وَالصَّلٰوةِ اِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْاَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ وَبَيَانِ قَدْرِ السُّتْرَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَالِكَ

৪৭. পরিচ্ছেদ : মুসল্লীর জন্য সুত্‌রা, সুত্‌রার দিকে সালাত আদায় করার নির্দেশ, মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত নিষেধ ও তার হুকুম এবং যাতায়াতকালীকে বাধাপ্রাদান, মুসল্লীর সম্মুখে শয়ন করার বৈধতা, সাওয়ারীর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা, সুত্‌রার নিকটবর্তী হওয়ার নির্দেশ, সুত্‌রার পরিমাণ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

٩٩٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَضَعَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُبَالِىْ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذٰلِكَ.

৯৯৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের যে কেউ তার সম্মুখে হাওদার পিছনের খাড়া কাঠের পরিমাণ কিছু স্থাপন করে, যেন সালাত আদায় করে। এরপর সেটির পিছন দিয়ে কেউ গেলে কোন পরোয়া করবে না।

٩٩٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ عَبْدٍ الطَّنَافِسِىُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ اَيْدِيْنَا فَذَكَرْنَا ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُوْنُ بَيْنَ يَدَىْ اَحَدِكُمْ ثُمَّ لاَيَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

৯৯৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সালাত আদায় করতাম এবং আমাদের সম্মুখ দিয়ে পশুগুলি যাতায়াত করত। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের কারও সম্মুখে হাওদার পিছনের কাষ্ঠ পরিমাণ কোনও কিছু থাকলে সেটির বাইরে দিয়ে কোন কিছুর যাতায়াত তার কোন ক্ষতি করবে না। ইব্‌ন নুমায়র (র) বলেন, তার বাইরে দিয়ে 'কোনও ব্যক্তির' যাতায়াত ক্ষতি করবে না।

٩٩٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حدَّثَنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّىْ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ.

৯৯৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মুসল্লীর সুতরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, হাওদার পিছনের কাঠের পরিমাণ।

٩٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّىْ فَقَالَ كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ.

৯৯৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)....... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মুসল্লীর সুতরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, তা হাওদার পিছনের কাঠটির মত।

٩٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ اَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِى السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْاُمَرَاءُ.

৯৯৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন নুমায়র (র)........ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ঈদের দিন (সালাতের উদ্দেশ্যে) বের হতেন, তখন ক্ষুদ্রাকৃতির বর্শা সঙ্গে নেয়ার জন্য আদেশ করতেন। তারপর তা তাঁর সামনে স্থাপন করা হতো এবং তিনি সেটির দিকে সালাত আদায় করতেন। আর লোকেরা তাঁর পিছনে থাকত। সফরেও তিনি এরূপ করতেন। এ থেকেই শাসকগণও তা গ্রহণ করেছেন।

٩٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَرْكُزُ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَغْرِزُ الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّىْ اِلَيْهَ زَادَ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَهِىَ الْحَرْبَةُ.

৯৯৯. আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ লাঠি গেড়ে রাখতেন। আবূ বাক্‌র (রা) বলেন, পুঁতে রাখতেন এবং সেটির দিকে সালাত আদায় করতেন। ইব্‌ন আবূ শায়বা বাড়িয়ে অতিরিক্ত বলেন, উবায়দুল্লাহ্ বলেছেন, তা হলো ক্ষুদ্রাকৃতির বর্শা।

١٠٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ اِلَيْهَا.

১০০০. আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর সওয়ারীকে সামনে রেখে সেটির দিকে সালাত আদায় করতেন।

١٠٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ اِلٰى رَاحِلَتِهِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى اِلٰى بَعِيْرٍ.

১০০১. আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর সওয়ারীর দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। ইব্‌ন নুমায়র (রা) বলেন, নবী ﷺ উটের দিকে সালাত আদায় করতেন।

١٠٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْاَبْطَحِ فِىْ قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ اَدَمٍ قَالَ فَخَرَجَ بِلاَلٌ بِوَضُوْئِهِ فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ سَاقَيْهِ قَالَ فَتَوَضَّاَ وَاَذَّنَ بِلاَلٌ قَالَ فَجَعَلْتُ اَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا يَقُوْلُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً يَقُوْلُ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لاَ يُمْنَعُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ.

১০০২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় নবী ﷺ-এর নিকট এলাম। তখন তিনি আবতাহ নামক স্থানে লাল চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। বিলাল (রা) তাঁর উযূর পানি নিয়ে বের হলেন, অতঃপর কেউ অবশিষ্ট পানি পেল আর কেউ অন্যের নিকট থেকে পানির ছিটা নিল। আবূ জুহায়ফা (রা) বলেন, নবী ﷺ লাল চাদর গায়ে দিয়ে বের হলেন। আমি যেন এখনও তাঁর পায়ের গোছাদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। তিনি উযূ করলেন এবং বিলাল (রা) আযান দিলেন। আমি দেখছিলাম তিনি حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় এদিক-ওদিক অর্থাৎ ডানে ও বামে মুখ ফেরাচ্ছেন। অতঃপর তাঁর জন্য অগ্রভাগে লৌহযুক্ত ছোট যষ্টি (আনাযা) পুঁতে দেয়া হলো। তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং যোহরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তাঁর সম্মুখ দিয়ে গাধা, কুকুর আসা-যাওয়া করছিল। তিনি তাদের বাধা দেননি। তারপর আসরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরূপে মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত তিনি দুই দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছেন।

١٠٠٣- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ حَدَّثَنِيْ عَوْنُ بْنُ اَبِيْ جُحَيْفَةَ اَنَّ اَبَاهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ اَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا اَخْرَجَ وَضُوْءًا فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُوْنَ ذٰلِكَ الْوَضُوْءَ فَمَنْ اَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ اَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا اَخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا فَصَلَّى اِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنَزَةِ.

১০০৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র)........ আওন ইব্‌ন আবূ জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে লাল চামড়ার তাঁবুতে দেখেছেন। তিনি বলেন, আমি বিলাল (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উযূর অবশিষ্ট পানি বের করতে দেখলাম। আর দেখলাম লোকেরা ঐ পানির জন্য তাড়াহুড়া করছে। যে ঐ পানি পেল, সে তা তার গায়ে মাখল, আর যে তা পেল না সে তার সাথীর হাতের আর্দ্রতা থেকে কিছু নিল। তারপর দেখলাম একটি অগ্রভাগে লৌহযুক্ত যষ্ঠি বের করে গেড়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লাল ডোরাযুক্ত চাদর পরিধান করে তা উঁচিয়ে বের হলেন। অতঃপর লোকজনকে নিয়ে যষ্ঠি সামনে রেখে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর দেখলাম মানুষ ও জীবজন্তু বর্শার সম্মুখ দিয়ে চলাফেরা করছে।

١٠٠٤- حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالَا اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَعُمَرَ بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَفِيْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادٰى بِالصَّلَاةِ-

১০০৪. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর, আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও আল-কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়্যা (র)...... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে মালিক ইব্‌ন মিগ্‌ওয়াল বর্ণিত হাদীসে আছে, যখন দুপুর হলো, তখন বিলাল (রা) বের হলেন এবং সালাতের আযান দিলেন।

١٠٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ اِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَزَادَ فِيْهِ عَوْنُ عَنْ اَبِيْهِ اَبِيْ جُحَيْفَةَ وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

১০০৫. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুপুর বেলা বাতহার দিকে বের হয়ে গেলেন। তারপর উযূ করে দু'রাক'আত যোহরের ও দু'রাক'আত আসরের সালাত আদায় করলেন। তাঁর সামনে একটি বর্শা প্রোথিত ছিল। তার অপর দিক দিয়ে স্ত্রীলোক ও গাধা যাতায়াত করছিল।

١٠٠٦- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِالْاِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا مِثْلَهُ وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِ الْحَكَمِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُوْنَ مِنْ فَضْلِ وَضُوْئِهِ.

১০০৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র)...... শু'বা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এ হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল-হাকামের বর্ণনায় "লোকেরা তাঁর উযূর উদ্বৃত্ত পানি সংগ্রহ করতে লাগল" কথাটি বেশি আছে।

١٠٠٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلٰى اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْنَاهَزْتُ الْاِحْتِلاَمَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَاَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَيَّ اَحَدٌ.

১০০৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি গাধীর উপর সাওয়ার হয়ে মীনার দিকে এলাম। আমি তখন যৌবনে উপনীত প্রায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকজন নিয়ে সেখানে সালাতরত ছিলেন। আমি কাতারের সামনে এসে অবতরণ করলাম এবং গাধীটিকে চরবার জন্য ছেড়ে দিয়ে কাতারে প্রবেশ করলাম। এতে কেউই আমার উপর আপত্তি তোলেন নি।

١٠٠٨- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ اَقْبَلَ يَسِيْرُ عَلٰى حِمَارٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّيْ بِمِنًى فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ قَالَ فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ.

১০০৮. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি গাধার উপর আরোহণ করে মীনার দিকে

আসেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে বিদায় হজ্জে লোকজনসহ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, গাধাটি কাতারের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর তিনি তা থেকে নামলেন এবং লোকদের সাথে কাতারে শামিল হলেন।

١٠٠٩– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ بِعَرَفَةَ.

১০০৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আম্র আন-নাকিদ ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আরাফায় সালাত আদায় করছিলেন।

١٠١٠– حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ مِنًى وَلاَ عَرَفَةَ وَقَالَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ.

১০১০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আব্দ হুমায়দ (র)...... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এই রিওয়ায়াতে মীনা ও আরাফাত-এর উল্লেখ করেন নি; বরং 'বিদায় হজ্জ' কিংবা 'মক্কা বিজয়' উল্লেখ করেছেন।

٤٨– بَابُ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ الْمُصَلِّيْ

৪৮. পরিচ্ছেদ : মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারীকে বাধা প্রদান

١٠١١– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ فَلاَ يَدَعْ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَاْهُ مَاسْتَطَاعَ فَاِنْ اَبٰى فَلْقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

১০১১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ সালাত আদায় করবে, তখন তার সম্মুখ দিয় কাউকে যেতে দিবে না; বরং যথাসাধ্য তাকে বাধা দিবে। যদি সে না মানে, তবে তার সাথে লড়াই করবে। কেননা, সে একটি শয়তান।

١٠١٢– حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ هِلاَلٍ يَعْنِيْ حُمَيْدًا قَالَ بَيْنَمَا اَنَا وَصَاحِبٌ لِّيْ نَتَذَاكَرُ حَدِيْثًا اِذْ قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ السَّمَّانُ اَنَا اُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَرَاَيْتُ مِنْهُ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا مَعَ اَبِيْ سَعِيْدٍ يُصَلِّيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلٰى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ مِنْ بَنِيْ اَبِيْ مُعَيْطٍ اَرَادَ اَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ فِيْ نَحْرِهِ فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا اِلاَّ بَيْنَ يَدَيْ اَبِيْ سَعِيْدٍ فَعَادَ فَدَفَعَ فِيْ نَحْرِهِ اَشَدَّ مِنَ الدَّفْعَةِ الْاُوْلٰى فَمَثَلَ قَائِمًا فَنَالَ مِنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ فَخَرَجَ فَدَخَلَ عَلٰى مَرْوَانَ فَشَكَا اِلَيْهِ مَا لَقِيَ قَالَ وَدَخَلَ اَبُوْ سَعِيْدٍ عَلٰى مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ مَالَكَ وَلاِبْنِ اَخِيْكَ جَاءَ يَشْكُوْكَ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ اِلٰى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَاَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِىْ نَحْرِهِ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

১০১২. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... হুমায়দ ইব্‌ন হিলাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার একজন সঙ্গী একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সহসা আবূ সালিহ্ আস-সাম্মান বলে উঠল, আমি আবূ সাঈদ (রা)-এর নিকট যা শুনেছি এবং দেখেছি, তা এখন তোমার নিকট বলব। আমি আবূ সাঈদ (রা)-এর নিকট ছিলাম। তিনি একটি 'সুত্রা' সামনে রেখে শুক্রবার দিন সালাত আদায় করছিলেন। ইত্যবসরে আবূ মু'আইয়ত গোত্রের একজন জওয়ান এসে উপস্থিত হলো এবং তাঁর সম্মুখ দিয়ে যেতে চাইল। আবূ সাঈদ (রা) তার বুকে হাত দিয়ে বাধা দিলেন। কিন্তু সে আবূ সাঈদ (রা)-এর সম্মুখ ছাড়া অন্য কোনও পথ পেল না। তাই সে পুনরায় যেতে চাইল। আবূ সাঈদ (রা) এবার আরও জোরে তার বুকে ধাক্কা দিলেন। এবার সে ছবির মত দাঁড়িয়ে গেল এবং আবূ সাঈদ (রা)-কে কটুক্তি করল। তারপর লোকজন ঠেলে বের হয়ে গেল এবং (মদীনার গভর্নর) মারওয়ানের নিকট গিয়ে অভিযোগ দায়ের করল। আবূ সাঈদ (রা)-ও মারওয়ানের দরবারে প্রবেশ করলেন। তারপর মাওয়ান তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনি ও আপনার ভাতিজার মধ্যে কি ঘটেছে? সে তো এসে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। আবূ সাঈদ (রা) জওয়াব দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মানুষকে আড়াল করবার নিমিত্ত সুতরা রেখে সালাত আদায় করবে এবং কোন ব্যক্তি তার সম্মুখ দিয়ে যেতে চাইবে, সে যেন তার বুকে হাত দিয়ে বাধা দেয়। যদি সে না মানে, তবে তার সাথে লড়াই করবে। কেননা, সে একটি শয়তান।

١٠١٣– حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّىْ فَلاَ يَدَعْ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ.

১০১৩. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, তখন সে কাউকে তার সম্মুখ দিয়ে যেতে দিবে না। যদি সে না মানে, তবে তার সাথে লড়াই করবে। কেননা, তার সাথে একটি সহচর (শয়তান) রয়েছে।

١٠١٤– حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ.

১০১৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠١٥– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ اَرْسَلَهُ اِلٰى اَبِىْ جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ قَالَ اَبُوْ جُهَيْمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ

يَقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اَبُو النَّضْرِ لاَ اَدْرِىْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْ سَنَةً.

১০১৫. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)...... বুস্‌র ইব্‌ন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা) তাঁকে আবূ জুহায়ম (রা)-এর নিকট একথা জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, সালাতরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে গমনকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে তিনি কী শুনেছেন। আবূ জুহায়ম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি সালাতরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে গমনকারী ব্যক্তি জানত যে, তার উপর কি পাপের বোঝা চেপেছে, তবে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাও তার পক্ষে তা অপেক্ষা উত্তম হতো। আবুন্-নাযর বলেন, আমি জানি না, তিনি চল্লিশ দিন বলেছেন কিংবা মাস অথবা বছর।

١٠١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ اَرْسَلَ اِلَى اَبِىْ جُهَيْمٍ الْاَنْصَارِىِّ مَا سَمِعْتَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ مَالِكٍ.

১০১৬. আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাশিম ইবন হায়্যান আল-আবদী (র)...... জুহায়ম আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٩- بَابُ دُنُوِّ الْمُصَلِّىْ مِنَ السُّتْرَةِ

৪৯. পরিচ্ছেদ : মুসল্লী কর্তৃক সুত্‌রার কাছে দাঁড়ানো

١٠١٧- حَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّعِدِىِّ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.

১০১৭. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আদ-দাওরাকী (র)...... সাহল ইব্‌ন সা'দ আস-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের স্থান এবং সুতরার মধ্যকার ব্যবধান এই পরিমাণ প্রশস্ত ছিল যে, একটি বকরী যেতে পারে।

١٠١٨- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيْدَ يَعْنِىْ ابْنَ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ الاَكْوَعِ اَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيْهِ وَذَكَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى ذَالِكَ الْمَكَانَ وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ.

১০১৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... সালামা ইবনুল আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তাসবীহ্ ও নফল সালাতের জন্য মুসহাফ (কুরআন) রাখার স্থান লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতেন। এবং বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ স্থানটি লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতেন। আর মিম্বার ও কিব্‌লার মধ্যকার স্থান একটি ছাগল যেতে পারে এই পরিমাণ ছিল।

١٠١٩- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَكِّىٌّ قَالَ يَزِيْدُ اَخْبَرَنَا قَالَ كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ الْاُسْطُوَانَةِ الَّتِىْ عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا مُسْلِمٍ اَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ هٰذِهِ الْاُسْطُوَانَةِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَهَا.

১০১৯. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, সালামা (রা) মুসহাফের নিকটে অবস্থিত খুঁটির পাশে সালাতের আসন গ্রহণ করতেন। রাবী বলেন, আমি তাকে বললাম, হে আবূ মুসলিম! আমি লক্ষ্য করছি, আপনি বরাবর এই খুঁটিটির নিকটেই সালাতের স্থান নির্বাচন করেন। তিনি জওয়াব দিলেন, আমি নবী ﷺ-কে এর নিকটেই সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٥٠- بَابُ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّىْ

৫০. পরিচ্ছেদ : মুসল্লীর সুত্‌রার পরিমাণ

١٠٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّىْ فَاِنَّهُ يَسْتُرُهُ اِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ اٰخِرَةِ الرَّحْلِ فَاِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ اٰخِرَةِ الرَّحْلِ فَاِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْاَسْوَدُ قُلْتُ يَا اَبَا ذَرٍّ مَابَالُ الْكَلْبِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْاَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْاَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِىْ فَقَالَ الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

১০২০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ সালাতে দাঁড়াবে, তখন তার সম্মুখে হাওদার পিছনের কাষ্ঠ পরিমাণ কোনও বস্তু রেখে দিবে। যদি এরূপ কোনও বস্তু না থাকে, তবে তার সম্মুখ দিয়ে গাধা, স্ত্রীলোক ও কালো কুকুর গমন করলে তার সালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে। রাবী ইব্‌ন সামিত বলেন, আমি বললাম, হে আবূ যার! লাল কুকুর ও হলুদ কুকুর থেকে কালো কুকুরকে পৃথক করার কারণ কি? তিনি জওয়াব দিলেন, হে ভাতিজা, আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তোমার মত এই বিষয়টি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, কালো কুকুর শয়তান।

١٠٢١ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَيْضًا قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ اَبِى الذَّيَّالِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ الْبَكَّائِىُّ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ حُمَيْدِبْنِ هِلاَلٍ بِاِسْنَادِ يُوْنُسَ كَنَحْوِ حَدِيْثِهِ.

১০২১. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... হুমায়দ হিলাল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইউনুস কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠٢٢- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمَخْزُوْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِىْ ذَالِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ.

১০২২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-মাখযুমী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নারী, গাধা ও কুকুর সম্মুখ দিয়ে গেলে সালাত নষ্ট করে দেয়। তা থেকে রক্ষার উপায় হলো, মুসল্লীর সামনে হাওদার কাষ্ঠ পরিমাণ কোনও বস্তু রাখা।

٥١- بَابُ الْاِعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ

৫১. পরিচ্ছেদ : মুসল্লীর সামনে আড়াআড়ি শুয়ে থাকা

١٠٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ وَاَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ.

১০২৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর আন্-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রিকালে সালাত আদায় করতেন, আর আমি কিব্‌লার দিকে তাঁর **সামনে** জানাযার মত আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম।

١٠٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّهَا وَاَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُوْتِرَ اَيْقَظَنِىْ فَاَوْتَرْتُ.

১০২৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাহাজ্জুদের সালাত সম্পূর্ণ আদায় করতেন, আর আমি তাঁর সামনে কিব্‌লার দিকে আড়াআড়িভাবে পড়ে থাকতাম। যখন বিতর আদায় করতে ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে জাগ্রত করতেন। আমিও তখন বিত্‌র (সালাত) আদায় করতাম।

١٠٢٥- وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ فَقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقَالَتْ اِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِىْ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّىْ.

১০২৫. আম্‌র ইব্‌ন আলী (র)...... উরওয়া ইব্‌নুয যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, সামনে দিয়ে কী অতিক্রম করলে সালাত ভঙ্গ হয়? আমরা বললাম, স্ত্রীলোক ও গাধা। তিনি বললেন, স্ত্রীলোক একটি মন্দ প্রাণী? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে জানাযার মত আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে থাকতাম আর তিনি সালাত আদায় করতেন।

١٠٢٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِيْ مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ شَبَّهْتُمُوْنَا بِالْحَمِيْرِ وَالْكِلاَبِ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَإِنِّيْ عَلَى السَّرِيْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُوْ لِيَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوْذِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.

১০২৬. আম্‌র আন্-নাকিদ ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)...... আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-এর সামনে আলোচনা হচ্ছিল যে, কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক সামনে দিয়ে গেলে সালাত ভঙ্গ হয়ে যায়। আয়েশা (রা) বললেন, তোমরা আমাদের গাধা ও কুকুরের সমতুল্য গণ্য করছ? আল্লাহ্‌র কসম, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছি আর আমি তাঁর সামনে কিবলার দিকে তখন চৌকিতে শুয়ে থাকতাম। যখন ওঠার প্রয়োজন হতো তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে বসা এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কষ্ট দেয়া আমি অপসন্দ করতাম। আমি চৌকির পায়ের দিক দিয়ে সরে পড়তাম।

١٠٢٧- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَدَلْتُمُوْنَا بِالْكِلاَبِ وَالْحُمُرِ لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيْرِ فَيَجِيْءُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيْرَ فَيُصَلِّيْ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيْرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِيْ.

১০২৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা আমাদের কুকুর ও গাধার পর্যায়ভুক্ত করছ? অথচ আমি তখতপোষের উপর শুয়ে থাকতাম, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে তখ্‌তপোষের মাঝখানে সালাতে দাঁড়াতেন। তাঁকে কষ্ট দেওয়া আমার অপসন্দ হতো তাই আমি তখ্‌তপোষের পায়ের দিক দিয়ে লেপের নিচ থেকে সরে পড়তাম।

١٠٢٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلاَيَ فِيْ قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِيْ فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ.

১০২৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইবন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে ঘুমিয়ে থাকতাম। আমার পা দু'টি তাঁর কিব্‌লার দিকে থাকত। যখন তিনি সিজ্‌দা দিতেন তখন হাত দ্বারা আমাকে ঠেলা দিতেন, আর আমি পা টেনে নিতাম। আবার তিনি যখন দাঁড়িয়ে যেতেন আমি পা ছড়িয়ে দিতাম। আয়েশা (রা) বলেন, তখন ঘরে বাতি থাকত না।

١٠٢٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ جَمِيْعًا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ

حَدَّثَتْنِى مَيْمُوْنَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ وَاَنَا حِذَائَهُ وَاَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا اَصَابَنِىْ ثَوْبُهُ اِذَا سَجَدَ.

১০২৯. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ বাক্র ইবন আবূ শায়বা (র)...... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করতেন আর আমি ঋতুমতী অবস্থায় তাঁর পাশে থাকতাম। কখনও সিজ্দা করার সময় তাঁর কাপড় আমার গায়ে লেগে যেত।

١٠٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ وَاَنَا اِلَى جَنْبِهِ وَاَنَا حَائِضٌ وَعَلَىَّ مِرْطٌ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ اِلٰى جَنْبِهِ.

১০৩০. আবূ বাক্র ইবন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রিকালে সালাত আদায় করতেন, আর আমি ঋতুমতী অবস্থায় তাঁর পাশে থাকতাম। আমি একটি চাদর গায় দিতাম, তার কিছু অংশ তাঁর গায়েও থাকত।

٥٢- بَابُ الصَّلَاةِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَصِفَةِ لُبْسِهِ

৫২. পরিচ্ছেদ : এক কাপড়ে সালাত আদায় করা এবং তা পরিধানের নিয়ম

١٠٣١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.

১০৩১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একটি মাত্র কাপড় পরে সালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই কি দু'টি কাপড় আছে?

١٠٣٢- حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ وَحَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১০৩২. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠٣٣- حَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ أَيُصَلِّىْ اَحَدُنَا فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ.

১০৩৩. আম্‌র আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলল, আমাদের মধ্যে কেউ কি একটি কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করতে পারবে? তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই কি দু'টি করে কাপড় রয়েছে?

١٠٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُوْ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيُصَلِّى اَحَدَكُمْ فِى ثَوْبٍ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَىْءٌ.

১০৩৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ তার কাঁধের উপর একাংশ থাকে না- এইভাবে এক কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করবে না।

١٠٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَبْنَ اَبِىْ سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصَلِّى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاًبِه فِىْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ.

১০৩৫. আবূ কুরায়ব (র)...... উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে উম্মু সালামার গৃহে এক কাপড় পরে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি তার দুই প্রান্ত কাঁধের উপর রেখেছিলেন।

١٠٣٦- حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ مُتَوَشِّحًا وَلَمْ يَقُلْ مُشْتَمِلاً.

১০৩৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)...... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে মুশ্‌তামিলান (مُشْتَمِلاً)-এর স্থানে 'মুতাওয়াশশিহান' (مُتَوَشِّحًا)[১] বলেছেন।

١٠٣٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّدُبْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَبْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فِىْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ فِىْ ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

১০৩৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে উম্মু সালামার ঘরে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তার উভয় প্রান্ত তিনি বিপরীত দিকে দিয়েছিলেন।

---

১. মুতাওয়াশশিহ শব্দটির উৎপত্তি তাওয়াশশুহ থেকে। এর অর্থ চাদরের দুই প্রান্ত দুই কাঁধে রাখার পর ডানদিকের প্রান্ত বাম বগলের নিচ থেকে এবং বামদিকের প্রান্ত ডান বগলের নিচ থেকে বের করে এনে বুকের উপর বাঁধা।

١٠٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ صَعِيْدٍ وَعِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُمَرَبْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا. مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ زَادَ عِيْسَىْ بْنُ حَمَّادٍ فِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ.

১০৩৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র)........ উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি তার দুই প্রান্ত দুই বিপরীত দিকে নিয়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন। ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ তাঁর বর্ণনায় "দুই কাঁধের উপর" কথাটি অতিরিক্ত বলেছেন।

١٠٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.

১০৩৯. আবু বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এক কাপড়ে 'তাওয়াশ্‌শুহ্' করে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

١٠٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيْعًا بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

১০৪০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... সুফয়ান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্‌ন নুমায়রের বর্ণনায় আছে, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলাম।"

١٠٤١- حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ رَأَى جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُصَلِّى فِىْ ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ وَقَالَ جَابِرٌ اَنَّهُ رَأٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَالِكَ.

১০৪১. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ যুবায়র আল-মাক্কী (র) বলেন, তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে এক কাপড়ে তাওয়াশ্‌শুহ্ করে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। অথচ তাঁর নিকট একাধিক কাপড় ছিল। জাবির (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ঐরূপ করতে দেখেছেন।

١٠٤٢- حَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِىْ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَلَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى عَلٰى حَصِيْرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.

১০৪২. আম্‌র আন-নাকিদ ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম এবং তাঁকে দেখলাম, তিনি একটি চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করছেন ও তার উপর সিজ্‌দা করছেন। আরও দেখলাম, তিনি এক কাপড়ে তাওয়াশ্‌শুহ্‌ করে সালাত আদায় করছেন।

١٠٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِيْهِ سُوَيْدُبْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ كُرَيْبٍ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ وَرِوَايَةُ اَبِى بَكْرٍ وَسُوَيْدٍ مُتَوَشِّحًابِهِ.

১০৪৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আল-আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে আবূ কুরায়বের রিওয়ায়াতে কাপড়ের দুই প্রান্ত দুই কাঁধের উপরে রাখার কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং আবূ বাক্‌র ও সুওয়ায়দের রিওয়ায়াতে তাওয়াশ্‌শুহ্‌-এর কথা বলা হয়েছে।

ইফা (উ)/২০০৯-২০১০/অ.স./৪১৩৪/৩২৫০